সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

[illegible] ভাগ—প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

[illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
১। [illegible] পাণ্ডুয়া ও [illegible] (শ্রী[illegible] সান্যাল)	১
২। [illegible] বেদীয় ভাষা (শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী)	১৪
৩। প্রাচীন মুসলমান কবিগণ (শ্রীআবদুল কবির)	[illegible]
৪। [illegible] (ডাক্তার [illegible] ভট্টাচার্য্য)	[illegible]
৫। বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা (শ্রীশিবচরণ সরকার)	[illegible]

কলিকাতা,

৯ নং [illegible] লেন, বাগবাজার,

"বিশ্বকোষ প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র [illegible] মুদ্রিত।

১৩৩১

পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩০০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকা বর্ণনাচ্ছলে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি [illegible] হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে [illegible] হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৵০ আনা।

৩। বিজয় পাণ্ডবের [illegible]।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতে [illegible] হইয়াছে। বিজয় পাণ্ডবের মহাভারত তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি ১২৫ আকার ৩৫০ পৃষ্ঠা। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত সেন-বংশের [illegible] সমসাময়িক। ইহাকে প্রাচীন কবিরা বিজয়পণ্ডিতী বলে হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১।০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১৷০ মূল্যে পাইবেন।

৪। [illegible] ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের অনু [illegible]

৫। [illegible] কৌস্তুভ — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ [illegible] ৷০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। [illegible] ভাগ [illegible]

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদী পর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জাতব্য বিষয়ের বিবরণ আছে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

৺ রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল [illegible] (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী সহ) [illegible] সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে বারাণসীর প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ [illegible] আর নাই। [illegible] বার আনা মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনা মূল্যে পাইবেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

মাণিকগাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল

মহাত্মা বুদ্ধ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রচার করিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইবার পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব [illegible] ও কীর্ত্তন করিতে অনেকেনের কোবিদ লেখনী ধারণ করেন। অনেক গুলি সংস্কৃত নাটক ও টীকা হইতে [illegible] উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। [illegible] ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, [illegible] 'ধর্ম্মমঙ্গল' [illegible] রামাই পণ্ডিত [illegible] ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। [illegible] স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। [illegible] বৌদ্ধভাব পরিস্ফুটমান না হইলেও, [illegible] বৌদ্ধপ্রভাব অনুমিত [illegible], বুদ্ধিমান পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত [illegible] ধর্ম্মমঙ্গলরচয়িতার নাম [illegible] হইয়াছি, কিন্তু একথা অবশ্যই [illegible] উক্ত [illegible] আমাদের দৃষ্টির অধিকারে আসিতে পারে;

গ্রন্থকারগণ

[illegible] রামাই পণ্ডিত প্রথম। তৎপরে ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, খেলারাম, সীতারাম, [illegible] (অনেক উপাধিধারী), রূপরাম, ঘনরাম ও সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। [illegible] ধর্ম্মমঙ্গল বোধ হয় ময়ূরভট্টের পরই রচিত হয়। পরিষদ হইতে মাণিক গাঙ্গুলীর যে ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আদর্শ পুঁথিখানি ১২৬ [illegible] ১৫ ফাল্গুন শকাব্দা ১০৩১ [illegible] মাসে শুক্ল পক্ষে প্রতিপদ তিথৌ [illegible]। মাণিক গাঙ্গুলী গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিয়াছেন—

[illegible]

[illegible]

ইহা হইতে গ্রন্থসমাপ্তির সন নির্ণয় করা কঠিন। আমরা উহাকে ১৪৭০ শকাব্দা ধরিয়া লইয়াছি। এরূপ অনুমানের কারণও পশ্চাৎ লিপিবদ্ধ হইল। গাঙ্গুলী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, তিনি বারদিনে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁহার গ্রন্থে কেবল ময়ূরভট্টের

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবি তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন,—'বন্দিয়া ময়ূরভট্ট কবি সুকোমল। ভিক শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥' লাউসেনের যে বৃত্তান্ত কবি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ কৈফিয়ৎ মত 'আদিক শাকা' না হইলে। যথা—

'আদিক শাকা সাতে ডঙ্কুরের ঘর। লাউসেন জিনি [illegible] ঘরাঘর॥'

গ্রন্থরচনার কারণ।

সেকালের প্রত্যেক কবিই যখন দেবাদেশানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এরূপ দোহাই দিয়া থাকেন, তখন মাণিকগাঙ্গুলীই বা কিরূপে সে প্রথার ব্যতিক্রম করেন? তিনিও অম্লানবদনে অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবেশধারী ধর্ম্ম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন এবং পূর্ব্বোক্ত দেবতার আশীর্ব্বাদে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। এ সম্বন্ধে কবির অজুহাত নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

কবি পাঠার্থ নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তর্কশাস্ত্র পড়িতে ভুরাড়িগ্রামে গমন করেন। তথায় যাইয়া পাঠ আরম্ভ করিতেই একমাস কাটিয়া গেল। অতঃপর পাঠ আরম্ভ করিবেন এমন সময়

'দেখিলাম রাত্রিকালে কুৎসিত স্বপন। মায়ের হয়েছে যেন অকালমরণ॥
মনে মনে ভাবিলাম [illegible]। কি হৈল হায় হায় কোথা গেল মা॥'

রাত্রে এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া [illegible] বসিয়াছিলেন, তিনি নানারূপ আধ্যাত্মিক ভাবের [illegible] প্রশমন করেন। তদনন্তর কবি টোলের ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট দুঃস্বপ্ন প্রকাশপূর্ব্বক বিদায় লইয়া সঙ্গে 'পুঁথি পুঁথি' বাঁধিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে বেহুলানদী পার হইয়া দৈবক্রমে কবি পথ ভুলিয়া যান। তিনি সূর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে অতি শ্রান্তদেহ হইয়া খাঁটুলে পৌঁছিলেন। তথায় সেনডাঙ্গার মাঠে তাঁহার সহিত এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ—

'পূর্ব্বমুখে [illegible] দাণ্ডাইয়া আছে। অপরূপ অদ্ভুত বুদ্ধি [illegible]॥
অতি বড় [illegible]। দেখিতে দেখিতে হল দুর্ব্বল শরীর॥'

তাঁহার সহিত [illegible] কবি জানিলেন, ব্রাহ্মণ [illegible] পণ্ডিত। তিনিই

'ব্রাহ্মণ কহিয়া [illegible] নাম। রাজাধর বিদ্যাপতি [illegible] ধাম॥
[illegible] হইল। অধ্যয়ন করিতে আমার [illegible]॥
[illegible] তোমার [illegible]। [illegible] আমি [illegible]॥'

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ [illegible] হইলেন। তাবপরই

'[illegible] না দেখিয়া বড় হইলাম বিস্ময়॥
বৃক্ষমূলে বসিলাম [illegible]। একজন পণ্ডিত আসিয়া উপনীত॥
[illegible] আমি সেই বৃক্ষতলে॥
জিজ্ঞাসা করিল [illegible]। রাজাধর বিদ্যাপতি [illegible]॥'

কবি [illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন; কি জন্ত তাঁহার অন্বেষণ করিতেছেন? আগন্তুক উত্তর করিলেন,—'তুমি দেখ্‌ছি অদ্ভুত কথা ব'লছ?

'চিরদিন বাঁধিছ বাহা বিজ্ঞবর কেবা। পন্মতুল্য সঙ্গতি পাদুকা কর সেবা॥
পরে তার পরিচয় পাবে অচিরাৎ। সত্য জিজ্ঞাসা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ॥'

আগন্তুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া কবি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেই,

'দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে॥'

জলাশয়ের ধারে যাইয়া কবি দেখেন, পীযূষতুল্য বারি, তাহাতে শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। প্রভুর সেবার জন্ত কতকগুলি পদ্ম তুলিয়া এবং শীঘ্র শীঘ্র স্নান কার্য্য শেষ করিয়া ফিরিয়া যাইতেই সরোবর অদৃশ্য হইল। তারপর বৃক্ষমূলে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন—'পণ্ডিত নাই, নাইকো পাদুকা।' বৃক্ষতলে কবি প্রণাম করিয়া 'ধর্ম্মায় নমঃ' বলিয়া পদ্ম অর্পণ করিলেন, পরে বেলা অবসান হইলে নিজালয়ে উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় দিবসে কবি গড়াপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হাজিপুর পার হইয়া তারামণি-তীরে সেই পণ্ডিতের পুনরায় সাক্ষাৎ পাইলেন। এবার

'সন্ধ্যা রাতি নারিক [illegible] বাড়ি হাতে।
নির্জ্জন নিকুঞ্জ স্থানে নাহি লোক জন। সমীপে আসেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন॥
বলিয়া তোমাকে আজি বাড়িব নির্বুদ্ধি। কাহার কথায় কত করিলাম শুদ্ধি॥
দ্বিজ হইয়া বর্দ্ধাবুদ্ধি দেখি বিপরীত। আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত॥
বিপ্র কন তোর পাছু না রহে [illegible]। [illegible] করেছেন বাল্মীকি মুনিবর॥
বুঝি তোর আজি কাল নিকট মরণ। এত শুনি মোর হল অধোর নয়ন॥'

কবির কাতরতায় ব্রাহ্মণ হাস্য করিয়া বলিলেন যে, যাও, তোমার ভয় নাই। আমি কোন কারণবশতঃ হাজিপুর যাইতেছি, তুমি গড়াপুরে আমার ভবনে যাইয়া অপেক্ষা করগে। কবি গড়াপুর যাইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, বাজাদর বিদ্যাপতি নামে কোন ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামে নাই। অতঃপরে পথ হাঁটিয়া নিতান্ত ক্লিষ্ট ও উৎকট চিন্তায় জর্জ্জরিত হইয়া কবি গৃহে আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, শিরোদেশে সেই দ্বিজ আবির্ভূত হইয়া

কহেন, কিসের চিন্তা কিসের কাতর। [illegible] কাজে মন দেহ॥
গীত গাও বংশের গৌরব হবে বাড়া। [illegible] দেখিয়া দিব [illegible]॥'

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কবি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে,

'দ্বিজ কন, বেলাড়ার [illegible] ঘর দেশ।
[illegible] কারণ আমি বাবুড়া [illegible] নাম। না করিবে অকাজ হইবে সাবধান॥
সকলি সদয় হব করিলে স্মরণ। অন্তকালে দিব তুমি [illegible] চরণ।

* * * * *

বারদিনে সমাপ্ত হইবেক বারমতি। [illegible] কহ যদি হবেক বিপত্তি॥
দ্বিজ শ্রীরামের লিপি দিলেন সকল। ইহা দেখে [illegible]॥
গায়েন [illegible] তোর [illegible]। [illegible] হবেক [illegible]॥'

চতুর্থ [illegible] হইবেন। শুনিয়া কবি সাতুর বিনয় সহকারে বলিলেন যে, তাহা হইলে আমার যে খ্যাতি পাইব, দেশ বিদেশে অখ্যাতি হইবে। তাহাতে

'জগত ঈশ্বর কন শুন তোর খ্যাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
[illegible] হয়ে এতেক ভয় কেন। মম ইচ্ছার কথা মন দিয়া শুন॥
[illegible] তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া। অদ্যাপি জগত বশ বুঝিল ভাবিয়া॥
সম্পদে বিপদে আমি করিব সমান। এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান॥'

তৎপর কবি গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন এবং প্রভুর আজ্ঞামত বারদিনে সম্পূর্ণ করিয়া গাওনা করেন।

গ্রন্থ পরিচয়।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল ছোট বড় ২৩৯ অধ্যায়ে এবং দেবদেবীর বন্দনা ও প্রলয়বর্ণনা বাদ [illegible] পালায় সমাপ্ত। প্রথমে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে 'নিরঞ্জনায় নমঃ' বলিয়া বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ। ধর্ম্মমঙ্গলের পদ্যের বন্দনা [illegible] বলিয়া নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

'বন্দ [illegible] পালন, দেবতার চূড়ামণি। তোমার মহিমা, জগতে অসীমা, কি বলিতে আমি জানি॥
জানি [illegible], না জানি কেমন, সকলি তোমার ঠাঁই। অতি [illegible], [illegible], আমার [illegible] নাই॥
দেবতা কিন্নর, পশু পক্ষী নর, সকলে সমান দশা। [illegible], [illegible], সেই চরণের আশা॥
কৈলাস শিখর, [illegible] একবার, [illegible] অভিরাম। [illegible], [illegible], [illegible] ভগবান॥
তুমি পরাৎপর, প্রভু মহেশ্বর, কে আছে তোমার পর। [illegible], অনন্ত আকাশ, তুমি পৃথ্বী জলধর॥
ইন্দ্র আদি দেব, তোমার বৈভব, তুমি [illegible] বিধাতার বিধি। [illegible], পুরুষ অবতার, [illegible]॥
ধবল আসন, ধবল ভূষণ, ধবল [illegible]। ধবল [illegible], ধবল চামর, ধবল পাদুকা পায়॥
পরম সাদরে, পূজিলে তোমারে, ধন পুত্র লক্ষ্মী পায়। [illegible] পুত্র [illegible] আপদ ঘুচয়ে যায়॥
[illegible] কষ্ট বাসি, ধবল হইল অঙ্গে। [illegible] পূজিল তোমারে, নানা [illegible]॥
[illegible], কহিল কাতর বাণী। [illegible] অনুকূল, [illegible] গেল, আনন্দিত মহামুনি॥
[illegible], সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠা, [illegible] সমান। [illegible], পুত্র দিল বলিদান॥
কাতর কিঙ্কর, [illegible], [illegible] কষ্ট পাই। [illegible], [illegible], প্রভু বাঞ্ছা সদাই॥
মনে [illegible], [illegible] তোমার আদেশ পাই। অনুকূল হবে, সদায় রাখিবে, চরণের ছায়া দিবে॥
অজ্ঞান দুর্ম্মতি, কি জানি যে স্তুতি [illegible] তোমার পায়। তোমার চরণ, করিয়া স্মরণ, দ্বিজ [illegible] গায়॥'

কবি ধর্ম্মকে "[illegible]", 'উলূকবাহন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

"উলূকবাহন [illegible] [illegible]॥"

তৎপর গণেশের বন্দনা, গণেশের পর দুর্গার বন্দনা, তারপর গৌরাঙ্গের বন্দনা, শিবঠাকুরের বন্দনা, পুনরায় গণেশের বন্দনা, লক্ষ্মীর বন্দনা, সরস্বতীর বন্দনা, তার পর নানা দেবদেবী ও [illegible], ডাকিনী, যোগিনী, [illegible] প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের বন্দনা। এই বেদোক্ত বন্দনা-অধ্যায়ে কবি তৎকালীন [illegible] নানা স্থানের গ্রাম্য দেবদেবীর সহিত ধর্ম্মের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। [illegible] উদ্ধৃত হইল,—

[illegible] বাঁকুড়া রায় বন্দি [illegible]। [illegible] প্রণতি [illegible]॥

কুরুদের পঞ্চতীর্থ বৈকুণ্ঠের বাঁকা রায়। অজয়ের পুর্ব্ব কোটে ঘণ্ট কাটে কায় ॥
গাঙ্গুরামের বুড়োবর্ণে বন্দিয়া সাদরে। ভাবনা বাটের ছত্রপুরের দিয়া মন ওর ভাবে ॥
বেপুরে বলরামে জোড় করি কর। গোপালপুরের কীবকা পিতাম বন্দি তার পর ॥
শিরাসের কাঞ্চীতে ইঁহাদের বাঁকুড়ারায়। বন্দিব বিশ্বের মতি করে মত কায় ॥
গোপুরের মঙ্গল বারাবণ বর্ণ সিংহাসনে। বন্দিব মঙ্গলপুরের জগন্নাথারণ ॥
পণ্ডিতপাড়ার বাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া পাহাড়। বকুলা গ্রামের বন্দিব গোপন রায় ॥
জডুলা গ্রামের বন্দি শীতলা মায়াতে। আলজাতিগ্রাম জুলিগ্রামে বন্দি সাবধানে ॥
আকুটি কুমারাবার ধর্ম্মের করিয়া স্তবন। বন্দিপুরের জ্ঞানরায়ের বন্দিয়া চরণ ॥
আড়াগ্রামে কালুরায়ে বন্দিয়া সহিত। রাজপুরে দেবারে বন্দি শাস্ত করি চিত ॥

অতঃপর কবি ধর্ম্মপূজা-সংবাদ ও গ্রন্থরচনার কারণ এবং পরিচয় ও স্বষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণন করিয়া গ্রন্থের গোড়পাড় বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ২৩টী পালায় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে, যথা—সৃষ্টির জন্মপালা, ঢেকুরের পালা, হরিশ্চন্দ্রের পালা, রঞ্জার পাকেশ্বর, সেনের জন্মপালা, লাউসেনের জন্মপালা, আখড়াপালা, ফলা নির্ম্মাণ পালা, গৌড়যাত্রা প্রকরণ, হস্তের জন্মপালা, কামদলপালা, বাকইপাড়া, মুনিকার পালা, কাঞ্জুরসুরিক্ষা পালা, জেলানন্দন পালা, কাঙুর পালা, গণ্ডকাটা পালা, কানড়ার বিবাহ পালা, মায়ামুণ্ড পালা, ঢেকুর পালা, অশোক বাদল পালা, জাগরণ পালা এবং স্বর্গারোহণ পালা।

কবির পরিচয়।

মাণিক গাঙ্গুলীর পিতার নাম গদাধর, পিতামহের নাম অনন্তরাম, প্রপিতামহের নাম সুরাম, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম গোপাল গাঙ্গুলী। গদাধরের ছয় পুত্র ছিল, প্রথম কবি মাণিক, দ্বিতীয় দুর্গারাম, তৃতীয় মুক্তারাম, চতুর্থ চক্রপাণি, পঞ্চম রামভদ্র এবং ষষ্ঠ কনিষ্ঠের নাম নয়ন ছিল। গদাধরের জ্যেষ্ঠা সুলক্ষণা ও শঙ্করতারা অভয়া নাম্নী এক কন্যা ছিল। কবির মাতার নাম কাত্যায়নী। কবি যখন ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন, তখন ইঁহারা সকলেই জীবিত ছিলেন, কেবল তিনি 'বন্ধুহীন' হইয়াছিলেন ;—

'বাজাল গাঙ্গুলি গাঁই পিতা গদাধর। কন্যাহীন সন্তান কর ধরে ॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধর। মুক্তারাম তৃতীয় চতুর্থ চক্রধর ॥
রামভদ্র পঞ্চম রসিক বলে পুণ। সর্ব্বকনিষ্ঠ নয়ান সকলে যত্ন যত ॥
এক কন্যা অভয়া আনন্দিত অতি ভন্য। শাস্ত্রজ্ঞ সুলক্ষণা শ্রীমতিনী ধন্য ॥
বিপ্র শ্রীমাণিক ভনে কাত্যায়নীসুত। সত্য ও শুভ আছে সকল সুত ॥'

কবির জন্মস্থান বেলডিহা গ্রাম। তিনি তথাকার দেবতা 'শ্রীকুলনারায়ণ' ও 'শিবযুক্ত লিঙ্গরুক' প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। কবির পিতা গদাধর রামচন্দ্রদেবের অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ অনন্তরাম একজন সুনামধন্য পুরুষসিংহ ছিলেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে 'বাজাল বেল গাঙ্গুলী গাঁই' নামে পরিচিত ছিল। কবির সহোদর দুর্গারামও সুবিখ্যাত গুণবান ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর চক্রধর ধর্ম্মমঙ্গল

[illegible]না করিয়াছেন, তাঁহার [illegible] সুনিষ্ট ছিল। [illegible] রসিক পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত [illegible]ছিলেন।

রামাই পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধযুগের অবসানকালে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থে বৌদ্ধ নরপতি মহীপাল, বৌদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথ প্রভৃতির বিবরণ এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পর ময়ূরভট্ট ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। পরবর্ত্তী প্রত্যেক ধর্ম্মমঙ্গলকারই তাঁহাকে আদি ধর্ম্মমঙ্গলকার বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। রামাই পণ্ডিত স্বীয় গ্রন্থে অধিক পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ করায় পরবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের নিকট [illegible] সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। অনেকে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। ময়ূর ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে অধিক পরিমাণে বৌদ্ধমত লিপিবদ্ধ না করিলেও [illegible] সম্প্রদায়ের নিকট [illegible] লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ এখনও [illegible] পাওয়া যায় নাই। [illegible] রূপরাম ও সীতারাম সমসাময়িক [illegible] এবং [illegible]রামের পরবর্ত্তী। খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে, সীতারামের ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে এবং [illegible]দাসের ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ হয়। তৎপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে [illegible]রাম এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সহদেব চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত করেন। মাণিক গাঙ্গুলির গ্রন্থে ধর্ম্মমঙ্গলকবিদিগের মধ্যে কেবল ময়ূরভট্টের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু রূপরাম, সীতারাম, [illegible]রাম প্রভৃতির ন্যায় স্ব স্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গলকারগণের বন্দনা দেখা যায়। ইহা [illegible] অনুমিত হয় [illegible] ময়ূর ভট্টের পরই মাণিক গাঙ্গুলি স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু সেটা কোন্ সময়ে [illegible] কেবল অনুমান, গ্রন্থোক্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের নাম এবং রচনাকালীন বিশেষ বিশেষ ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া কবির জন্মকাল ও গ্রন্থরচনাকাল নির্ণয় করিতে হইবে। কবির গ্রন্থে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস এবং প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ ও [illegible] প্রভৃতির [illegible] আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তিনি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের (১৪০৭ শকের) পরে এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে (খেলারামের গ্রন্থরচনার কাল) কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার সময় তাঁহার বয়স বেশী হইয়াছিল না, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তিনি পাঠশালা হইতে ফুলাড়িগ্রামে যাইয়া, পথে বাড়ীর [illegible] সংবাদে ব্যাকুলিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পথে [illegible] মাঠে ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মের সাক্ষাৎ পান এবং পরে তাঁহারই আদেশে বারদিনে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা সমাপ্ত করেন। কাজেই বলা যাইতে পারে তাঁহার পাঠাবস্থায় ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হয়। আর একটী বিশেষ কারণে আমরা মাণিক গাঙ্গুলীকে ৩য় ধর্ম্মমঙ্গলকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। তিনি তাঁহার কাব্যকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া গিয়াছেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মমঙ্গলকার এবং মাণিকের জন্ম।

[illegible] বাবু [illegible] বাহির। খেলারাম করিলেন গৃহ [illegible]।

যে কথা এ [illegible] বহুদূর। বৌদ্ধকাব্য [illegible] খেলারাম॥

[illegible], ৩২ শাল্প, ইহাতে ১৪৪৯ শাক হইল। [illegible]—[illegible], ইহা পৌষ মাস।

'প্রভু গেলা বৈকুণ্ঠে গৌতুকে [illegible] নূতন মঙ্গল দ্বিজ [illegible] ভণে॥'

কবি একাধিক বার নূতন [illegible] বিশেষণ দিয়াছেন। ময়ূর ভট্টের এই [illegible] কাব্য বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্য এবং তৎপূর্ব্বে আর তাহাতো ধর্ম্মমঙ্গল বিদ্যমান [illegible] কবি কখনই ধর্ম্মকাহিনী লিখিতে বসিয়া নিজের গ্রন্থকে 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া অভিহিত [illegible] সত্যের অপলাপ করিবেন কেন? তিনি স্থানে স্থানে ভণিতায় 'গোতন মঙ্গল'ও বলিয়াছেন :—

"অনাদি ভাবিয়া ময়ূর বসিল তোরণে। গোতম মঙ্গল দ্বিজ [illegible] ভণে॥"

এই ভণিতিও বহুবার পরিদৃষ্ট হয়। 'গোতম মঙ্গল' বলিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, এই ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিলে পাতকরাশি বিনাশপ্রাপ্ত এবং লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টিপাত হয়। কবি গ্রন্থ-পাঠফল গাইয়াছেন :—

একে একে যেবা শুনে ধর্ম্মের মঙ্গল। পুত্রধন লক্ষ্মী হয় বাঞ্ছা সফল॥

অন্যত্র,—দ্বিজ [illegible] ভণে সদা বাঞ্ছা যায়। ধনপুত্র লক্ষ্মী হয় যে গান গাওয়ায়॥

অন্যত্র,—দুষ্ট আদি ব্যাধি বিনাশ সকল। আর—উপহাস যে করে [illegible]॥

অন্যত্র,—না বুঝিয়া নিন্দা করে নিন্দুক যে কেহ। [illegible]॥

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, 'প্রাতিমোক্ষ'* প্রচার দ্বারা যে ধর্ম্মের পবিত্রতা সংরক্ষণের উপায় নির্ণয় করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের শেষ বৌদ্ধনৃপতি পালরাজাদিগের সময় পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। তৎপরে একাদশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সেননৃপতিগণের অভ্যুত্থানে এবং [illegible] বিধর্ম্মী মুসলমান বাদশাহগণের সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনবল হইয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৈষ্ণবধর্ম্ম সেইস্থান অধিকারের জন্য লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ আরম্ভ করিল। যখন গজনী-পতি মামুদ ভারতবর্ষের হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হিন্দুস্থান [illegible] করিতে লাগিল, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী মুসলমানগণ ইস্লামের প্রলয়কালানলে হিন্দুর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া তাণ্ডবের সহিত আঘাত করিতে লাগিল, তখন ভারতের একপ্রান্তে বসিয়া সেন-নরপতিগণ কাব্যব্যূহ রচনা করত "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীর" উপভোগ-জনিত বিশ্রাম সুখানুভব করিতেছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নির্জ্জীব এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম শক্তি-শালী হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরেই কবিকুলনৃপতি মৈথিল বিদ্যাপতি এবং বাঙ্গালীর আদিকবি চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা দ্বারা গৌড়জনের ও বাঙ্গালীর কর্ণ-কুহরে অমৃত সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। তাহার পর অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন নিমাই সন্ন্যাসী যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাগ্যগৌরব মধ্যাহ্ন সৌরকর সদৃশ। নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম তৎকালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার

বৌদ্ধপ্রভাব।

* বিনয়পিটকের [illegible] 'প্রাতিমোক্ষ' উল্লিখিত আছে। [illegible] বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible]

করিয়াছিলেন। তবে রমেশ আর শাস্ত্রীদের যে কোনও প্রকারেই ছিল না তাহা বলিতেছি না। তাঁহারা বৌদ্ধগণ "নিরাতঙ্কিজন প্রতীপদিব" [illegible] বলিতেছিলেন। তথাপি উক্ত বৌদ্ধ প্রভাব বিনাশ করিলেও তাহা সম্পূর্ণ নির্মূল হয় নাই। কারণ শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত কাল পরে বিরচিত কোনো কোনো গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রভাবের পরিচয় বিদ্যমান আছে। ইহার এক [illegible] ধর্মমঙ্গল, তাহাতে বৌদ্ধ নিদর্শন দেখিতে পাই :

'আরোহণ করিয়া পাখতে রাখিলেন। শূন্যমূর্তি সাতবার বাজারে ডাকেন॥'

অন্যত্র—'পশ্চিমদেশেতে শূন্যমূর্তি রহে। তুরঙ্গ উপরে তূর্ণ আরোহণ করে॥'

এই 'শূন্যমূর্তি' কোনো হিন্দু দেবদেবীর প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। [illegible] 'মহাশূন্য'। বৌদ্ধদের মধ্যে মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাধ্যমিক দর্শন সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়। এই সম্প্রদায়ের মতে এই চরাচর জগৎ শূন্য হইতে বিরচিত এবং উহার শেষ পরিণাম শূন্যতা বা মহাশূন্য। মুক্তিলাভ করিতে হইলে বাক্য মনের অগোচর এই শূন্যতা ধ্যান করিতে হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশূন্যে বিলয় হইলে আর মর্ত্তের জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মাধ্যমিকদিগের মতে জগৎ ও জীবাত্মা মহাশূন্যে পরিণত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রচার করিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের হাড়ি, চামার, বাগ্‌দি, ডোম প্রভৃতি নীচজাতিসমূহের মধ্যে যে 'ধর্মপূজা' প্রচলিত আছে, তাহা বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। ধর্মের ধ্যানে একটী চরণ এইরূপ—"[illegible] সকলদলগতং [illegible] শূন্যমূর্তিঃ।" [illegible] নীচজাতীয়।

'দেবতার মধ্যে এক দিই কিছু বলি।
[illegible] কর [illegible]। [illegible] যে যে চাপাদের কুলে॥
[illegible] [illegible] কলে॥
*
কর্মকার, নাপিত, কুম্ভকার [illegible]। কলিতে [illegible] সব পুরোহিত আর॥'

এ সম্বন্ধে ডোম, হাড়ি প্রভৃতির ধর্মপূজার বিবরণও মানিক গাঙ্গুলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মানিকের ধর্মমঙ্গলে 'কালু ডোম'-এর কথা বহুবার উল্লিখিত আছে। ১৩০৪ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত [illegible] লিখিয়াছেন যে, হুগলী জাহানাবাদের অন্তর্বর্তী [illegible] ধর্মরাজ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত [illegible] পণ্ডিতগণ। এইরূপ পণ্ডিতের [illegible] হইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে 'শূন্যপুরাণ'-প্রণেতা রামাই পণ্ডিত। তিনি ধর্মরাজ ধর্মপালের সময়ে বর্তমান ছিলেন।

মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল পাঠ করিলে [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible]

কবিত্ব।

যায়, গাঙ্গুলীর রচনাও তেমনি উচ্ছ্বাসভরে একটানা ছুটিয়া গিয়াছে, কোথাও কষ্টকল্পিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহার ভাষার উপর যথেষ্ট অধিকার ছিল। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত অপর যে সকল ধর্ম্মমঙ্গলে যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই আছে,—সেই রঞ্জাবতী, সেই লাউসেন, সেই ঢেকুরের পালা ইত্যাদি। অবশ্য কবি তাঁহাদের অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে মৌলিকত্ব প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। কবির সংস্কৃত সাহিত্যেও অধিকার ছিল। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠ করিলে আমাদের চণ্ডীর কথা মনে পড়ে।

'কম্বুকণ্ঠিনী কালরাত্রি করালিনী। নৃসিংহবাহিনী (?) নমোহস্তু তে নারায়ণি।
দক্ষের দুহিতা দুর্গে দুর্গতিনাশিনী। নাগারিবাহিনী নমোহস্তু তে নারায়ণি।
বিশ্বের বিধাত্রী [illegible]। শ্রীনন্দনন্দিনী নমোহস্তু তে নারায়ণি।' ইত্যাদি।

দুই চারিটী সংস্কৃত শ্লোকও মাণিকের ধর্ম্মমঙ্গলে পাওয়া যায়।

"পৃথিব্যাং [illegible] পৃথিব্যাং কাপি দুর্লভঃ। প্রধানং কোঽপি [illegible]॥"

তদ্ভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুকরণে কতিপয় শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। কবি লাউসেনের বিদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"অবশেষে পড়িলেন সাহিত্য সকল। মুরারি ভারবি আদি নৈষধ পিঙ্গল।
কালিদাস কৃত কাব্য অন্য কাব্য কত। অলঙ্কার জ্যোতিষ আগম তর্কশাস্ত্র।
ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ পড়িল চারি পর। [illegible] রহিল বিনা [illegible]॥"

আমাদের বিশ্বাস কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন।

অলঙ্কার।

অনুপ্রাসক শব্দপ্রয়োগ বিষয়ে আমরা ভারতচন্দ্রকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু মাণিক গাঙ্গুলীও এ বিষয়ে অপটু ছিলেন না। আমরা একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি,—

'নরপতি সাজিল, চলিল ঢালি, সঙ্গে [illegible] কত শত ঢোল।
ঘন সাজিল ঘোড়া, চলিল পেয়াদা, কোলে বাণ ধনু [illegible]॥
এক কালে বাদ্য, বাজে কত শত, ঝিমি ঝিমি ঝিমি ঢাক।
ডক ডক ঢাঁ ঢাঁ, ঢিক ডাং ঢাঁ ঢাঁ, আকাশে উঠে রবকম্প॥
কাড়া কাড়া ডাং ডাং, ডাং ডাং ডাং ডাং, চক চক ডাং ডাং ডাং ডাং ঢোলে।
মৃদঙ্গ দেবতা, তাইে দেওয়া, বৈ বৈ নৈ বৈ বোল॥
বাজে নকুলতা, হাতের কড়ানাড়ি, বাজে দুন্দুভি [illegible]।
সেনার মিছিলে, লোকের চোখ মধ্যে, এমন হইল সাজ॥'

আদিরস।

ভারতচন্দ্রের সহিত আর একটী বিষয়ে মাণিকগাঙ্গুলীর সুন্দর তুলনা হইতে পারে, সেটী আদিরসঘটিত বীভৎস কাব্য। পরবর্ত্তী কালে ভারতচন্দ্র আদিরসের কুৎসিত বর্ণনায় ভাষাসুন্দরীকে যেমন নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার পথপ্রদর্শক বোধ হয় মাণিক গাঙ্গুলী। * তাঁহার অঙ্কিত কুলনারীর নৈতিক অবনতির চিত্র এইরূপ। এক জন উপপুরুষ বলিতেছেন,—

"যুবক পুরু[illegible] যুবতীরে চায়। [illegible] নাগরিরে বা॥"

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ব্যক্তি [illegible] বার্ত্তা। 'রতিকান্ত পাশায়' লাউসেন রাউবী পরিবৃত হইয়া পাশকের [illegible] উপবেশন করিল, রতিকা বাম হস্ত দ্বারা মুখে তাম্বুল তুলিয়া দিতে দিতে তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া

"বুকের বসন তুলে বল বল হাসে॥"

তার পর বলিল ;—

'দেখ হে নাগর কুচ কনক মাহুলে।
অবিরল শ্রীফল যুগল যেন দুটি। [illegible] বন আভরণ দুটি॥
যুগল কমল হয় যদি দেখ ইথে। সুখ পাইবে সখা সাধে সদা দেখে মুখে॥
আমার অধরে লহে অমৃতের স্বাদ। [illegible] পুরিয়া যাবে রহিবে অমর॥
কুড়াইয়া কর্পূরের কন্দর্পের দেশ। [illegible] আমার পায় মাখাবেন তেল॥'

মাণিকগাঙ্গুলী বঙ্গীয় ললনাকুলের যে অবস্থা প্রণয়চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই [illegible]।

"পরের রমণী মোর পিরীতকে বলি। রসিক পুরুষ পেলে হারে কাজে পাড়ি॥"

যে বঙ্গবধূগণ পতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সমাজের রমণীর পরপুরুষের প্রতি এতাদৃশ আসক্তি একান্তই নিন্দার্হ এবং যে কবি এইরূপ চিত্র অঙ্কন করেন, তিনিও ক্ষমার অযোগ্য। ভারতচন্দ্র যে ভাবে সুন্দরের রূপ দেখাইয়া রমণীকুলের স্ব স্ব পতির নিন্দা করাইয়াছেন, মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও সেইরূপ রমণীগণের পতিনিন্দা আছে। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতচন্দ্রের আদর্শ কবি মাণিকগাঙ্গুলী। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় ধর্ম্ম-মঙ্গলের কবিও রমণীর গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ ও তৎপরে [illegible] অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন,—

"ঋতুকালে শয়ন করে বিধুমুখী [illegible]। অকটি আসিয়া করে বাড়িলেক বল॥
[illegible] দুজনের দেখিল দেখে দিন। ইন্দ্রা হয় আমারি বদনে অহর্নিশ॥
সব মাস [illegible] করে রহিল [illegible]। বসিয়া উঠিতে নারে গর্ভ হল ভার॥
বড় কষ্ট উঠে যদি করে উঠনয়। উঠিলে ঘুরায়ে মাথা [illegible]॥"

তৎপরে সাধভক্ষণ। রঞ্জাবতীর গর্ভ হইয়াছে, কি খাইতে সাধ যায়, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—

[illegible] দিয়ে [illegible] বাটিয়া সিদ্ধ করে॥
[illegible] দুই বড় দিয়া কাটি দিবে তাবে [illegible]॥
[illegible] দিবে [illegible] দিয়া উনাইবে [illegible]॥
কটু [illegible] দিয়া [illegible]। [illegible] পিটালি দিবে শাক দুই দেখ॥
উক যদি [illegible]। [illegible] সেই তেলের আর এক প্রাণে খাই॥
আর এক [illegible] সাধ আনি [illegible]। [illegible] দিয়া আম দিবে [illegible]॥
সিদ্ধ করে [illegible] দিবে [illegible]। কিছু কিছু দিবে তায় বড় [illegible]॥
[illegible] দিয়া [illegible]। সেই [illegible] সাধ [illegible]॥

চিতড়ী চাঁদা কুচাদি চাপা মচে থাকে। অধিক লবণ দিয়া শাক করা থাকে॥
তার দিবে গোটা দশ পদ্মের বীজ। প্রচুর করিয়া দিবে পিটালি খুঁজি॥
বোলে দিয়া কই মাছ করে চড় চড়ি। তৈলেতে ভাজিয়া তার দিও দুন খড়ি॥
শীতল অত্যন্ত হলে তার দিও দীর। কাজি দিয়া কর সব যেন হয় ক্ষীর॥
আহারে তুলে সব বাহিরে কণ্টক। এই ব্যঞ্জনের মুখ্য অভিলাষক॥
তার যদি কিছু হয় লবণ বিহীন। খেতে পারি যেন করে বলে লাবাদিব॥
সফরীর পেট চিরি যার করে পোঁটা। পোড়াবে অনলে যেন থাকে গোটা গোটা॥
লবণ মর্দন তেল কিছু দিবে তায়। খাইলে মুখে সরে অন্ন খাবার যাই তায়॥"

কিন্তু এসবেও কবির 'লখা ডুমনী', 'হরিহর বাইতি' প্রভৃতির বীরত্বব্যঞ্জক উন্নত চরিত্র, সত্যের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, প্রভুভক্তি ইত্যাদি বহুবিধ সদ্বৃত্তিনিচয়ের উল্লেখ কাল্পনিক হইলেও তাহা "ইতস্ততঃ প্রতিফলিত সত্যের কিরণ-রেখা আমাদিগকে একটী প্রকৃত ঐতিহাসিক জগতের সন্ধান দিতেছে। রাজদ্বারে মিথ্যা কথা না বলিলে মৃত্যুর আশঙ্কা, মিথ্যা বলিলে প্রচুর ঐশ্বর্য্য করায়ত্ত হইবে, এই সমস্যায় ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আজ কাল কয়জন বাঙ্গালী হরিহর বাইতির মত দুশ্চিন্তায় নিপীড়িত হইবেন! স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে বিমলা যেরূপ মনে ব্যথা পাইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থক করিয়াছিল, আজ বঙ্গের কয়জন গৃহলক্ষ্মী মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে স্বামীকে সেই ভাবে উদ্বোধিত করিতে পারেন? ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে নানা অতিরঞ্জিত ও কাল্পনিক সাজসজ্জার অভ্যন্তর হইতে সামাজিক যে চিত্র উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতেছে, তাহা আমাদিগকে অতীত স্বাধীনতার কথা স্মৃতিপথে উজ্জীবিত করে। যে সমস্ত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয় জীবন সমুজ্জ্বল হয়, এই সমস্ত নিবিড় কাল্পনিক উপাখ্যানের ভিতর আমরা সেই পৌরুষপূর্ণ চরিত্রগৌরবের আভা দর্শন করি। সত্যের প্রতি বিপুল আস্থা ও মিথ্যার প্রতি অখণ্ড ঘৃণা যখন পল্লীর নিম্নশ্রেণীর কুটিরেও এরূপ সুস্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্ত ছিল, তখন বঙ্গদেশ প্রকৃতই স্বর্গোপম ছিল।"* তার পর লখ্যার বীরত্ব। আজকাল বুয়র ও জাপানী রমণীগণের বীরত্ব দেখিয়া বঙ্গবাসী ধন্য ধন্য বলিয়া বেশ বাহবা দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদেরই দেশে পূর্ব্বে যে একজন ডুমনী অশেষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, তাহা অন্বেষণ করিবার অবসর কি তাঁহাদের জুটিতেছে না? লাউসেন ধর্ম্মের পূজা দিতে হাকণ্ডে গিয়াছেন; রাজধানী ময়না-মণ্ডলার ভার লখ্যার পতির উপর ন্যস্ত আছে। ইত্যবসরে গৌড়ের রাজা ময়না আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে, লখ্যার পতি উৎকোচে বশীভূত হইয়া প্রভুর সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইল। তদ্দর্শনে লখ্যার স্বামীর প্রতি তীব্রশ্লেষোক্তি এই—

"রাজ্য তোমার হাতে করি সমর্পণ। গেলে গেল হাকণ্ডে সেবিতে নারায়ণ॥
যদি আমি জাতি কুল না রাখিবে তায়। পরকালে কেমনে হইবে ভবে পার॥

* ভারতী ১৩১০। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের লিখিত 'হরিহর বাইতি'।

মরি মরি যার ধনে মনে অভিলাষী। দিবা রাত্রে হুকুম যোগায় দাস দাসী॥
তাঁর শত্রুর সহিত করিতে চাও ভাব। পরশমণি ফেলিয়া গোবরে হয় লাভ॥

স্বামী উত্তর করিল,—

বীর বলে বিরূপ বিধাতা এতদিনে। পলাইয়া থাকি চল পদ্মমার বনে॥
কুলা পেখা বুনিয়া করিব ঠাকুরাল। আর না সহিতে পারি এ সব জঞ্জাল॥

স্বামীর বাক্য শুনিয়া লখ্যা বলিল,—

এতেক শুনিয়া লখ্যা অনুচিত বলে। এ কেন বেচিবে কেন কাচের বদলে॥
ধিক ধিক তোমার বীরত্বে ধিক্ ধিক্। ভেকের নিকটে হল ভুজঙ্গের ভিক্॥
শুধিব সেনের খুন সাধিব কামনা। মরণ অবধি আমি রাখিব মরনা॥

* * * *

লখ্যা বলে যখন ছিলাম বাপের ঘরে। চক্র খাড় ডালকে বিঁধেছি এক সরে॥
খুড়ি লাগে পোরাতাম খাজুরের থানা। আজারস বিশেষ তোমার আছে জানা॥
তের তিন বয়সে হইল তের ছেলে। পরে কিছে ভুকাল করিতে পারি শিলে॥'

তৎপর লখ্যা অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে বিপক্ষীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া প্রভুভক্তি ও রমণী-বীরত্বের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিল। আজকালকার বঙ্গললনাগণের কথায় কাজ কি, তাহাদের 'অর্দ্ধাঙ্গ'গণই সমর-যাত্রার নাম শুনিলে চমকিত হন। স্বীয় অমূল্য জীবন ডালি দিয়া স্বদেশ রক্ষা করা তাহাদের নিকট এক অভাবনীয় অদ্ভুত প্রসঙ্গ।

অনতিকাল পূর্ব্বের বঙ্গদেশের মল্লযুদ্ধের পরিচয় এইরূপ :—

'শুনে এত ক্রোধযুক্ত মল্ল সারেঙ্গধর। সেজে তর্জ্জি উঠে গর্জ্জি কাঁপে কলেবর॥
লাখ লাখ উড়পাক ঐ ছলে লক্ষ। ধরাধর থর থর বসুমতী কম্প॥
লাউসেন মল্ল হেন হবে হয় ক্রুদ্ধ। মল্ল সেন ঐ ছলে করে ঘোর যুদ্ধ॥
আক্ষেপে হাতে হাতে পদে পায় পায়। কসা কসী চড়া চড়ী মাথায় মাথায়॥
পেলা পেলী ঠেলা ঠেলী ক্রমেতে প্রমত্তং। হাঁকা হাকী ডাকা ডাকী শোভে অপটিতং॥
বলাইক মল্ল ডাকে ছাড় সিংহনাদং। মার মার অনিবার করে ঘোর শব্দং॥
সারেঙ্গধর সেন পর উঠাইল বিলং। যেন মিসে তার মাসে পড়ে পোকা জালং॥
কোপে সেন অগ্নি হেন ইত যেন বাটং। নিউড় সারঙ্গধরে মারে মুচাপড়ং॥
ঠের চড়ে ঘুরে পড়ে হয়ে মূর্চ্ছাগতং। উপাড়িয়া কেশে গিয়া সেনে করে চূর্ণং॥'

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল আলোচনা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ বড় হইয়া পড়ায়, এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বারান্তরে অন্য প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকিল। কবির জন্মস্থান বেলডিহা, বর্দ্ধমান জেলায়। কবি গ্রন্থারম্ভে নানা স্থানের দেবদেবীর বন্দনা প্রসঙ্গে বর্দ্ধমান জেলার জাড়া গ্রামের (জাড়গ্রাম—চকদীঘির নিকট) 'কালু রায়ের' উল্লেখ করিয়াছেন। জাড় গ্রামের নীচে দামোদর নদী, ইহারও উল্লেখ ধর্ম্মমঙ্গলে আছে। "অভিরামলীলামৃত" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অভিরাম গোস্বামী মহাপ্রভুর আদেশমত জাড়গ্রামে এক

মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহ এখন বিদ্যমান আছেন। ডাঙ্গামোড়ার বাঁকুড়া রায় ধর্ম্মদেব অতি পুরাতন। অনেক গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। আমরা পূর্ব্বে মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মদেবের উল্লেখের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তদ্ব্যতীত অনেক স্থানের ধর্ম্মদেবের উল্লেখ সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলেও দৃষ্ট হয়। সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্মের উল্লেখ এইরূপ :—

> 'বকপুরে বন্দিব বরুণ নারায়ণ। আপুনির ধর্ম্ম অন্যো হয়ে এক মন॥
> বাড় গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালু রায়। বিবাবিলি কতেক বাজেন গীত গায়॥
> পূর্ব্ব দ্বারী সম্মুখে দামোদর। দুদিকে তুলসী মঞ্চ দেখিতে সুন্দর॥
> বন্দিব বাঁকুড়ারায় ডাঙ্গামোড়া স্থিতি। অনুপম রূপধারি অনন্ত শকতি॥
> সদ্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় মন দেব নিরঞ্জন॥
> সুজাপুর কালাচাঁদ বন্দো হাতে তালে। পাইল গোপের সুত কৃপাতার বলে॥
> বন্দিপুরে বন্দিব ঠাকুর জামদার। দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায়॥'

মাণিক গাঙ্গুলী এতদপেক্ষা বহুতর স্থানের ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি 'গোপাল পুরের কাঁকড়া বিছা' এবং 'পড়ানের দাঁতের' বন্দনা করিতেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। তিনি বৌদ্ধপ্রভাব এড়াইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শনও করেন নাই। তিনি নানা স্থানে তাঁহাদের প্রতি সম্যক্ ভক্তি প্রদর্শনকরত বন্দনা এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মাণিক গাঙ্গুলীর কবিত্বশক্তি দুর্লভ হইলেও তাহা সর্ব্বত্র সুলভ নহে। স্থানে স্থানে এমনই দুরূহ অপকৃষ্ট গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। এস্থলে দুই একটী গ্রাম্য শব্দের উল্লেখ করিলাম :—

ভর্সা (ভরসা), তেহরি (তিনতার, তেহরি চাপার মালা), অমিখিয়া, সেঙাতিন, খিতিন, নাগান করিব (বলিব), গোত্তর (শরীর), আচান্ত (আচমন শেষ করিয়া), হিসরে, পিত্তর (প্রত্যয়)। কিন্তু এ শব্দ 'বিস্তার' আমাদের ধরিবার অধিকার নাই, কারণ কবির প্রার্থনা,—

> "সুধীকুলে আমার সতত সবিনয় : ঘুচিবে যদাপি থাকে শব্দের বিস্ময়।"

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা

রঙ্গপুর, বগুড়া, দিনাজপুরের কতক অংশ এবং সমগ্র কোচবিহার রাজ্যের জনসাধারণের কথিত ভাষাকে ডাক্তার গ্রীয়ারসন্ রঙ্গপুর বা রাজবংশীভাষা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহে প্রধানতঃ রাজবংশী জাতিরই বাস, সুতরাং তাহাদিগের কথিত ভাষাকে সসীম রঙ্গপুরভাষা আখ্যার পরিবর্ত্তে বিস্তৃত রাজবংশী আখ্যা প্রদান করাই সঙ্গত। রাজবংশী ব্যতীত এই সকল প্রদেশে যে বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায় বসতি করিয়া আছে, তাহাদিগের মূল ধরিতে গেলে রাজবংশী প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণের নিকটে উপনীত হইতে হইবে। উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ কোচবিহার রাজ্যের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যবন করতলগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু অধিবাসিগণের একাংশ ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অপরাংশ পার্ব্বত্য ও বন্য প্রদেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিল। অবশেষে কোচবিহার রাজ্যের সহিত মুসলমানগণের সন্ধিস্থাপনের পর তাহারা বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পায়।

ঐ সকল হিন্দু বিজাতীয় ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত ভ্রাতৃগণ হইতে আপনাদিগকে পৃথক করার জন্য তাহাদিগের "নস্য" (নষ্ট) আখ্যা প্রদান করে। রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের প্রজা-তালিকাদিতে অদ্যাপি মুসলমানগণের 'নস্য' আখ্যা লিখিত হইয়া থাকে। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কচিৎ নস্য আখ্যা ঘুচিয়া পাইকাড়, মণ্ডল, সেখ, সরকার, পরামাণিক প্রভৃতি উপাধি লিখিত হইয়া থাকে। নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও এই মুসলমানেরা মাতৃভাষা ত্যাগ করে নাই; তবে তাহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থের পারসীকভাষা রাজবংশী ভাষার সহিত স্থানে স্থানে মিশ্রিত হইয়াছে। ঐরূপে মিশ্রণ এত অল্প যে তাহা গণনীয় নহে।

রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি।

কোন্ অতীত যুগের মনুষ্যকণ্ঠোত্থিত শব্দ-সকলের প্রতিধ্বনি রাজবংশীভাষা [illegible] করিতেছে, তদ্বিষয় আলোচিত হইলে বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

ইহার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৌদ্ধযুগের পালিভাষা ও বাঙ্গালাভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষা গঠিত হইয়াছে অথবা ইহাকে রূপান্তরিত পালিভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

অনেকানেক পালিশব্দ রাজবংশী ভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এস্থলে কয়েকটী মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

রাজবংশী ও পালিশব্দ	বাঙ্গালাশব্দ	রাজবংশী ও পালি[illegible]	বাঙ্গালাশব্দ
জিব্‌হা	জিহ্বা	মিচ্ছা, মিছা	মিথ্যা
পেম	প্রেম	ঞান, ঞিয়ান	জ্ঞান
কোধ	ক্রোধ	সচ্চ	সত্য
বাম্ভন	ব্রাহ্মণ	বন্ন	বর্ণ
কাম্ব	কাম	সংবচ্ছর	সম্বৎসর
থান্‌, ঠান	স্থান	মংস	মাংস

রাজবংশী ভাষার সহিত পালিভাষার উচ্চারণগত সাদৃশ্যের জন্য বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত তাহার বহু পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে। এস্থলে প্রধান কয়েকটী সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে :—

রাজবংশী ভাষায় পালিভাষার ন্যায় 'স্থ' স্থানে 'থ', 'ষ্ঠ' স্থানে 'ট্‌ঠ', 'ষ্ট' স্থানে 'স্‌স', 'জ্ঞ' স্থানে 'ঞ', 'ক্ষ' স্থানে 'খ' 'ঋ' স্থানে 'ই', 'ব' স্থানে 'ভ' 'ভ' স্থানে 'ব', এবং 'থ' স্থানে "ট্‌ঠ" উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

স্থল—থল, স্থান—থান্‌, ঠান, জ্যেষ্ঠ—জেট্‌ঠ, নষ্ট—নস্‌স, আজ্ঞা—আঞ্‌ঞা, পক্ষী—পখি, চক্ষু—চউখ, পক্ষ—পখ, ঋষি—ইসি, কৃষ্ণ—কিষ্ট, মৃত্যু—মিত্যু, বিবাহ—বিভা, বসন্ত—বসন্ব, লাভু—লাব, গর্ভিণী—গাবিণ, কোথায়,—কোট্‌ঠে, এথায়—এট্‌ঠে, সেথায়—সেট্‌ঠে ইত্যাদি।

পালিভাষার ন্যায় স্থানে স্থানে (´), (এ) উচ্চারিত না হইয়া বর্ণের দ্বিত্ব হইয়া থাকে এবং স্থানে স্থানে উহারা বর্জ্জিত হয়। যথা—

বর্ষা—বস্‌সা, কূর্ম্মমৎস্য—কুস্‌সমাচ্ছ, তোর্ষানদী—তোস্‌সানদী, বর্ণ—বন্ন, ধর্ম্ম—ধম্ম, কর্ত্তা—কত্তা, মর্ত্ত্য—মত্ত, গ্রাম—গাঁও, প্রজা—পজা, চৈত্র—চৈত্ত, প্রীত—পীত।

পালিভাষার ন্যায় রাজবংশী ভাষায় অনুনাসিক 'ঞ' এর উচ্চারণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কাঞ্‌ঞ—কে, তাঞ্‌ঞ—সে, মুঞ্‌ঞ—আমি, অঞ্‌ঞ—ও, যাঞ্‌ঞ—যে, তুঞ্‌ঞ—তুই ইত্যাদি।

বাঙ্গালাভাষার সহিত রাজবংশী ভাষায় উচ্চারণগত বিশেষ আর এক পার্থক্য এই যে, শব্দের আ[illegible] "র" এর সহিত স্বরবর্ণ অ, আ, উ, ঊ, ও, ঔ যুক্ত থাকিলে র উচ্চারিত [illegible] হইয়া যুক্তস্বর গুলি উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত স্বরবর্ণগুলির সহিত যদি কোন ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত না হইয়া যদি তাহারা একাকী শব্দের আদিতে থাকে, [illegible] তাহাদিগের সহিত "র" যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা :—

রসি—অসি, রমণী—অমণী, রাত্রি—আত্তির, রাম—আম, [illegible]—রাম, রূপনারায়ণ—উপনারাণ, রোগ—ওগ, রৌদ—ঔদ, অতি—রতি, আম—রাম, [illegible]—রজর, ওঝা—রোঝা, [illegible]ধ—রৌষধ ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ 'র' এর সহিত পূর্ব্বকথিত স্বরবর্ণ সকলের এই অদ্ভুত পরিণতি পালিভাষা-প্রসূত কিনা তাহা ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের বিচার্য্য।

পালিভাষার সহিত ঈদৃশ নৈকট্যপ্রযুক্ত রাজবংশীভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষা অপেক্ষা প্রাকৃতেরও অধিক সন্নিহিত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে বাঙ্গালাভাষার সহিত প্রাকৃতের নৈকট্য প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে রাজবংশী ভাষার কথিত শব্দগুলি স্থাপন করিলেই আমাদিগের এ উক্তির সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইবে।

প্রাকৃত	রাজবংশী	বাঙ্গালা
পত্থর	পাত্থর	পাথর
সাঞ্ঝা	সাঁঞ্ঝা	সাঁঝ
জেট্ঠা	জেট্ঠা	জেঠা
[illegible]	পাঙ্গল	পাগল
[illegible]	এন্তি	এমত
এওক	এও	এতেক
জেওক	জেও	যতেক
হলদ্দ	হলদ	হলুদ
হত্থী	হাত্থী	হাতী

প্রাকৃতের অচ্ছি, ভুঞ্জি প্রভৃতির রূপ রঙ্গপুরের স্থানীয় কবিগণের রচিত কাব্যাদিতে দৃষ্ট হয়। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অপেক্ষা রাজবংশী ভাষায় প্রাকৃতের সহিত ক্রিয়ার নৈকট্য অধিকতর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাকৃত অচ্ছির সহিত অনেক ধাতুর যোগ হইয়া ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। যথা—

করোছে, করোছি, = করিতেছে, করিতেছি।
এইরূপ কাঁদোছে, কাঁদোছি, মারোছে, মারোছি ইত্যাদি।

করোমির প্রাকৃত 'করোম' যাহা সর্ব্বত্র ভবিষ্যার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা এখানে করিম্ এবং ঐ রূপ খাইম্, যাইম্, দিইম্, নিইম্, ইত্যাদি উত্তমপুরুষার্থে ভবিষ্য-কালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

আসীৎএর অপভ্রংশ আছিল শব্দ অরূপান্তরিত অবস্থায় রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রাজবংশী ভাষাকে বৌদ্ধযুগের পালিভাষার রূপান্তর অনুমান করিবার আরও অনেক কারণ রহিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান-গীত বৌদ্ধযুগের বাঙ্গালা ভাষার আকারে বঙ্কিম যে সকল গাথা ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তা আর কিছুই নহে; রাজবংশী ভাষায় রচিত একজনের কোন কবির রচিত কাব্যাংশ মাত্র। সকল গান পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি দুর্লভ মল্লিক নামক কোন ব্যক্তি কি অবস্থায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দীনেশবাবু সেই পুস্তকেরই অনুসরণ করিয়া থাকিবে

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কার্য্য-বিবরণী

চতুর্থ মাসিক (স্থগিত) অধিবেশন।

১ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নরেন্দ্রনাথ দত্ত
" সতীশমোহন বাগচী বি, এ কবিরাজ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" নগেন্দ্রনাথ বসু
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মাধবচন্দ্র মিত্র
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ
" নিশিকান্ত সেন
" নবকান্ত সেন } ছাত্রগণ
" …চন্দ্র সেন }
" মন্মথনাথ বসু }
" রসময় লাহা
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এম, এ; বি, এল
" …চন্দ্র মিত্র এম, এ
পণ্ডিত " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহঃ সম্পাদক
" মন্মথমোহন বসু বি,এ }

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ, ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের জ্যামিতির ইতিহাস ও সংস্কৃত জ্যামিতি এবং (খ) শ্রীযুক্ত সতীশমোহন বাগচী মহাশয়ের "পল্লী-ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

১৮ই ভাদ্র তারিখে চতুর্থ মাসিক অধিবেশন বঙ্গব্যবচ্ছেদ বিরুদ্ধে শোকপত্র প্রচার উপলক্ষে স্থগিত হইয়াছিল, ঐ অধিবেশনের ও তৎপূর্ব্বে ১০ই ভাদ্র তারিখের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীনরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় ৪২।১ শিকদারপাড়া রোড কালীঘাট।
রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী বাহাদুর	" "	২। শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমীদার, তাড়াশ, পাবনা।
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	" "	৩। শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী বড়বাড়ী, ফরিদপুর।
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	" মন্মথমোহন বসু	৪। শ্রীরাজীবলোচন দত্ত বি, এ ৫। শ্রীব্রজবাব চক্রবর্তী বি, এ ৬। শ্রীসাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভূষণ
" মহেন্দ্রলাল মিত্র	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার ৩১ গোপীমোহন দত্তের লেন বাগবাজার।
" মন্মথনাথ চক্রবর্তী		৮। শ্রীমন্মথনাথ নাগ রঙ্গপুর।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৯। শ্রীআশুতোষ বসু মোক্তার, যশোহর।
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১০। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম, এ ২৭।৩ বৈঠকখানাবাজার রোড। ১১। শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ ২৮ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। ১২। শ্রীহীরালাল চক্রবর্তী ৯ নারিকেলবাগান লেন, গড়পার।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১৩। শ্রী[illegible]চন্দ্র লাল শিমলা ষ্ট্রীট।
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৪। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ২০০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ	১৫। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম, এ ৩৫।১ বিডন ষ্ট্রীট।
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী	" ব্যোমকেশ মুস্তফী	১৬। উপেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম, এ, বি, এল হাইকোর্ট উকীল, কৃষ্ণনগর।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৭। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম, এ

৫ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত ১৮। শ্রীভবানীনাথ সেন বি, এল

খোজাপাড়া, রাজসাহী।

১৯। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ

হ্যারিংটন ষ্ট্রীট।

" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী " ব্যোমকেশ মুস্তফী ২০। কবিরাজ [illegible] কবিভূষণ

[illegible] পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

২১। শ্রী[illegible] সাহা

কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট।

২২। শ্রী[illegible]নাথ ঠাকুর

৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।

[illegible] নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। নিম্নলিখিত সভ্যগণ [illegible]

২৩। শ্রীনিত্যেশ্বর হালদার

৪র্থ বার্ষিক শ্রেণী মেট্রোপলিটন কলেজ।

২৪। শ্রীতারাপদ দত্ত

[illegible] শ্রেণী বঙ্গবাসী কলেজ।

৩য় বার্ষিক [illegible]

৪। পুস্তকসমূহের উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) প্রবন্ধমঞ্জরী — শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(২) The Native States of India
(৩) নির্দ্দেশতত্ত্ব — } রায় যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর

(৪) গীতায় ঈশ্বরবাদ — শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(৫) বঙ্গ-স্বাধীনতা (মহারাজ প্রতাপাদিত্য) — রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

(৬) শৈলবালা — শ্রীমনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭) ধর্ম্মপদ
(৮) ধর্ম্মজীবন ও ভক্তি — } Wilkins' Press.

(৯) Peary Chand Mitra — B. L. Day.

৫। শ্রীযুক্ত শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় "সংস্কৃত জ্যোতিষ ও জ্যোতিষের ইতিহাস" [illegible] প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বৈদিককাল হইতে [illegible] বিশেষতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া [illegible] আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের মতের আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত নবকান্ত কবিভূষণ আর্য্যভট্টকৃত পঞ্জিশিষ্ট পুস্তক প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে ঐ গ্রন্থের মতে পরাশরঋষি জ্যোতিষ ও রেখাগণিত শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাহার পর গর্গঋষি ঐ শাস্ত্রের আলোচনা করেন। ঐ পরাশরঋষি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও প্রবর্ত্তক। তৎপরে তিনি পরাশর প্রণীত রেখা শব্দের সংজ্ঞা পাঠ করিলেন। তিনি ব[illegible] থিব সাহেবের অনুবাদিত বৌধায়নের শুল্বসূত্র পুস্তক প্রদর্শন করেন।

শ্রীযুক্ত রামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষে গণিত শাস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত শুল্বসূত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিলে সম্পাদক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৌধায়ন প্রণীত শুল্বসূত্রের জ্যামিতি শাস্ত্রের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যার্থ জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও গোলমিতি শাস্ত্রে যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। তৎপরে সংক্ষেপে ইউরোপী[illegible] হিন্দুগণিতের তুলনা ও সম্বন্ধ বিষয়ে কিছু বলিলেন। ত্রি[illegible]ণিতের গা[illegible] Differencial ও integral Calculus এর মূলতত্ত্ব সিদ্ধা[illegible]কোণমিতের মূলকথাগুলি এব[illegible] [illegible]গণিতে পাওয়া যায়।

তৎপরে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয় [illegible] প্রবন্ধ [illegible] গ্রাম ও তৎসন্নিহিতপ্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থা [illegible]র্ণনা করিয়া কতকগুলি [illegible] করিলেন। [illegible] চারের বিবরণ দিলেন। স্থানীয়ভাষা [illegible] আচার ও লোক[illegible] প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করিলেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ঐ প্রবন্ধের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলিলেন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন, লেখকের বর্ণি[illegible] ও ভূভাগ বাগড়ি অঞ্চলের অন্তর্গত। ঐ প্রদেশে নীলকর সাহেবদের কেন্দ্র[illegible] [illegible]স্থল ছিল।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলিলেন, পরিষৎ যে বাঙ্গলা দেশের সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া নূতন কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, উপস্থিত প্রবন্ধ সেই কার্য্যের আরম্ভ সূচনা করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ সংগৃহীত হইলে পরিষদের কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ লেখকগণকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বাবুর প্রস্তাবে ৺আড়ঙ্গীমোহন ঘোষের মৃত্যুতে কুমার শরৎচন্দ্র সিংহের নিকট পরিষদের শোক-প্রকাশ করিবার জন্য সম্পাদককে অনুরোধ করা হইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সভাপতি।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১২, ১৯শে নভেম্বর ১৯০৫।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯ নবেম্বর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
" প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল্
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর
" রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
" কৃষ্ণমোহন বিশ্বাস, বি এল্
" যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, বি এ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" কবিরাজ করুণাকুমার সেন গুপ্ত

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" হৃষীকেশ মিত্র
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" রমেশচন্দ্র বসু
" জগবন্ধু মোদক
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
" নন্দলাল ঘোষ
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ (সম্পাদক)
" ব্যোমকেশ মুস্তফী (সহঃ সম্পাদক)

আলোচ্য-বিষয় :—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪। প্রবন্ধ—মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক "দীনবন্ধু মিত্র" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। আবৃত্তি—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কর্ত্তৃক কতিপয় সংস্কৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ৺অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ। ৭। বিবিধ।

১। কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষাল, এম্ এ ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপকগণ।
		৪। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওভারসিয়ার ডাকহাট ওয়ার্ডস্ ষ্টেট, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
		৫। " অম্বিকাচরণ চৌধুরী বড়বাড়ী, হরিপুর, পাবনা।
		ছাত্রসভ্য—৬। " হারাণচন্দ্র দত্ত (Third year class) বঙ্গবাসী কলেজ।

৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জানান হইল।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—স্বর্গীয় মহাত্মার সহিত আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ঘটে নাই। তিনি বহুগুণে দেশমধ্যে বিখ্যাত ও মাননীয় ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা দেশমধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি যশের ও খ্যাতির আশায় দান করিতেন না; অথচ সৎকর্ম্মে মুক্তহস্তে রাজার মত দান করিতেন। সাহিত্য-পরিষদে তিনি কখনও পদার্পণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরিষদের গৃহনির্ম্মাণজন্য তিনি দুই সহস্র টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, এত দান আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় নাই। পরিষদের প্রতি অনুরাগের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। পরিষৎ সাহিত্যের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়াই তিনি এই রাজোচিত বদান্যতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার পৌত্র পরিষদের সভ্য আছেন, তিনি [illegible] হইয়া পিতামহের পদার অনুসরণ করুন ও যশের অধিকারী হউন। পরিষৎ চিরদিন স্বর্গীয় মহাত্মার নিকট ঋণী। তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট পরিষদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। শ্রীযুক্ত রায় চুনিলাল বসু বাহাদুর ৺কালীকৃষ্ণ বাবুর উদারতা, দানশীলতা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ জানাইয়া বলিলেন,—ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভার সাহায্যার্থ তিনি বিস্তর অর্থদান করিয়াছেন। তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে উক্ত সভায় তাঁহারই নামে এক [illegible]রেটরী স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—বাঙ্গালা-সাহিত্যে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বিশেষ [illegible]রাগ ছিল। তিনি [illegible] মহিলাদিগের পাঠ্য উভয়েই সঙ্গীত রচনা করিতেন। সেগুলি [illegible]র্থের সাহায্যার্থ মুদ্রিত হইয়াছে। নিত্যকার্য্যের মধ্যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন না কোন গ্রন্থ পড়াইয়া শুনিতেন। লাইব্রেরী করিয়াছিলেন, ইহাদি

ও বাঙ্গলা বহুবিধ সদ্গ্রন্থের সংগ্রহ আছে। একমাত্র শিবরাজির সলতে পেঁচাইকে ঘুরিয়া দিয়াছেন, ভগবান্ তাহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী বলিলেন,—দুঃস্থ সাহিত্যসেবীকে তিনি সাহায্য করিতেন, আমাদিগের কোন সাহিত্য-বন্ধু তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে মাসিক সাহায্য পাইতেন। সাময়িক সাহায্য অনেকেই পাইয়াছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহারই প্রচুর অর্থসাহায্যে সংবাদপত্রখানিকে জীবিত রাখিয়াছেন এবং নিজেও বিশেষ বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(খ) শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৺অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—অমরেন্দ্র বাবুর মরণের বয়স হয় নাই। পূজার ছুটীর পর আদালত খুলিলে আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, এ আশা আমরা কেহই করি নাই। তাঁহার ন্যায় সরলভাবী ব্যক্তি অতি বিরল। আদালতের কার্য্য অতি নীরস, এই নীরস কার্য্যের কথাও অমরেন্দ্র বাবু এত সরস ভাবে আলোচনা করিতেন যে, বিচারক হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী উকীল পর্য্যন্ত হাসিয়া খুন হইত। অমায়িকতা, আপ্যায়নপটুতা ও সরলতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল। সেকালের ইংরাজিওয়ালা ও এ কালের কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে অমরেন্দ্র বাবু যেন সংযোগ-স্থল ছিলেন। সেকালের রীতিনীতি, ব্যক্তিগত-সংবাদ, নানাবিধ ব্যবহার ইতিহাস তিনি জানিতেন। তাঁহার নিকট নূতন পুরাতন অনেক বিষয়ের খবর পাওয়া যাইত।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, ভাগলপুরে অমরেন্দ্র বাবুর সহিত একত্র বাস করিতাম। তাঁহার বাসায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের সম্মিলন হইত। এই মিলনে আমরা একখানা বই পড়িতাম। বই পড়িয়া আমরা তাহার উদ্ভট দোষ, অসঙ্গতি বাছিয়া বাহির করিতাম। অমরেন্দ্র বাবু সেই সকল দোষ হইতে গ্রন্থকারের গুণপনা, রচনাকৌশল, সেই সকল দোষের অবস্থিতি জন্য গ্রন্থে অন্যগুণের বিকাশ, ইত্যাদি দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার সমালোচনায় বুদ্ধিমত্তা বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। আমাদের এই সম্মিলনের একটা নাম ছিল 'পাড়ার ক্লাব' অর্থাৎ village union. অমরেন্দ্র বাবু গরীবের মা বাপ ছিলেন; সকালে বেড়াইতে বাহির হইলে গরীব বালক বালিকাকে বাসায় ডাকিয়া আনিয়া কাপড় দিতেন, খাবার দিতেন; দুঃখ কষ্ট শুনিলে [illegible] নিজে বড় কষ্ট পাইতেন। ভাগলপুর-ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন, [illegible]অনেকগুলি বহি দিয়াছিলেন। খিচুড়ী ভাষায় তিনি বড় বিরক্ত ছিলেন। বাঙ্গালা বলিতে বলিতে ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিলে; কি ইংরাজি বলিতে বলিতে বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে বড় চটিয়া যাইতেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বলিলেন,—অমরেন্দ্র বাবু [illegible] জমিদারগণ, [illegible] সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলা শোভা পায় না, তবে তাঁহার পারিবারিক জীবনের [illegible] একটা কথা, যাহা সাধারণের [illegible] আবশ্যক [illegible] আমার [illegible] [illegible] না

বলিলে প্রকাশ হইবার উপায় নাই। তিনি ভৃত্যবৎসল ছিলেন। দুই বেলা নিজে আহারে বসিয়া স্বীয় অন্নব্যঞ্জন হইতে ভৃত্যবর্গের জন্য কিছু কিছু অংশ রাখিয়া দিতেন। নিজে উচ্ছিষ্ট করিবার পূর্ব্বে উহা উঠাইয়া রাখিতেন। কেহ তদ্রূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, চাকর বলিয়া কি অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে উহাদের ঘৃণা হইতে পারে না? নিজ হাতে উহাদের কিছু না দিলে, তাঁহার খাওয়া হইত না। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। আচারব্যবহারে আনুষ্ঠানিক হিন্দু না হইলেও হিন্দু-অনুষ্ঠানের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিজ গৃহদেবতার আরতির সময় সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া করযোড়ে চক্ষু মুদিয়া দেবতার চিন্তা করিতেন।

তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু হেতমপুরের রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার ৺অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সহায়-সম্পত্তিহীন দরিদ্র বালক কেবল নিজের চেষ্টায় কিরূপে লেখা পড়া শিখে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া লোকে কিরূপে ভাগ্যলক্ষ্মীকে অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ অক্ষয় বাবু।

তৎপরে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব ও সমগ্র সভার অনুমোদনে পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনাসূচক পত্র লিখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের রচিত "দীনবন্ধু মিত্র" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পাঠ করিলেন। [উক্ত প্রবন্ধ ১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে।]

তৎপরে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি উদ্ভট শ্লোকের, নীতি-শ্লোকের এবং কালিদাসাদির কাব্যাদি হইতে অংশ-বিশেষের পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুবাদের প্রাঞ্জলতা, রচনাকৌশল, শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, এক ভাষার কবির ভাব অন্য ভাষায় প্রকাশ করা বড় কষ্টসাধ্য। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ, উভয় ভাষায় শব্দ-সাদৃশ্য থাকিলেও বড় কঠিন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে আমরা কুমারসম্ভবের কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্তবকের উৎকৃষ্ট অনুবাদ শুনিলাম। আশা করি, সমগ্র কুমারসম্ভবটি অনুবাদ করিয়া আমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ
সভাপতি

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

১২ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ন [illegible]

উপস্থিত সভ্যগণ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ (সভাপতি)
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন (রঙ্গপুর)
পণ্ডিত " রাজকৃষ্ণ তর্করত্ন (পূর্ণা)
" সুধীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর-শাখাসভা)
" ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী ঐ
পণ্ডিত " তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ বর্ণকার, এম্ এ
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী
" [illegible]প্রসাদ ঘোষ
" গোবিন্দলাল দত্ত
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক
" সতীশচন্দ্র বসু
" বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়
" অনুকূলচন্দ্র রায়
" চণ্ডীচরণ ঘোষ
" শরচ্চন্দ্র ঘোষ
" রামচন্দ্র মিত্র
" রমেশচন্দ্র বসু
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,
" যতীন্দ্রমোহন সিংহ
" কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" কালীবর [illegible]
" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
" ব্রজনাথ বিদ্যাবিনোদ
" যোগেশচন্দ্র ঘোষ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
" [illegible]
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
" দেবকুমার রায় চৌধুরী
" [illegible] সেন

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ ([illegible])
" ব্যোমকেশ মুস্তফী [illegible]
" মন্মথমোহন বসু [illegible]

আলোচ্য বিষয়—
১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন [illegible]

৪। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যতীর্থ মহাশয় কৃত "সাংখ্যের লোকান্তরবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন পারসিক ও হিন্দু ... বা ঘোর" নামক প্রবন্ধ (খ) শ্রীযুক্ত ... মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "বৈদিক তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ। ৬। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ... কুসিকিয় ... পত্র ... বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত ...	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু, এম্ এ অধ্যাপক বঙ্গবাসী কালেজ
" ...	ঐ	২। " ... শিকদার বাগান
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৩। " প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮।১ নং ... ষ্ট্রীট
" ... বিদ্যাবিনোদ	" ...মোহন বসু	৪। " বিহারীলাল সরকার বঙ্গবাসী সম্পাদক
" ... চক্রবর্ত্তী	" ঐ	৫। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ
" ...চন্দ্র রায় চৌধুরী	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৬। " রাজা ... রায় চৌধুরী ...
		৭। " উমেশচন্দ্র গুপ্ত, বি এল
		৮। " ... সেন জমীদার, ...
		৯। " জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহারাজ ..., ...
		১০। " ... মুখোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার
		১১। " ... লাহিড়ী বি, সি, ই, ডিঃ ইঞ্জিনীয়ার
		১২। " কেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... কাছারী, ...
		১৩। " পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ ...

সভাপতি — শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী

সম্পাদক — শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

১৩। শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
গোপালপুর [illegible]

১৫। " যতীন্দ্রমোহন বসু চৌধুরী

১৬। " কালীমোহন রায় [illegible]
[illegible] কলেজ, ফরিদপুর

১৭। " মথুরানাথ দেব মোক্তার
রঙ্গপুর

১৮। " রসিকলাল [illegible]
ষ্টেশন মাষ্টার [illegible]

৩। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়দ্বয় সভাস্থলে উপস্থিত হওয়ায় সম্পাদক মহাশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং সভাপতি সাধারণভাবে উপস্থিত সভ্যগণকে সাদরে সভায় আহ্বান করিলেন।

৪। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। [illegible]—শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। [illegible]—শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, ৩। পল্লী-প্রভাকর—শ্রীপঞ্চানন [illegible], ৪। [illegible]—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ৫। কথা-নিবন্ধ—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ৬। ফুল—শ্রীহরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৭। A Catalogue of Palm leaf and Selected paper MSS of Nepal Library;—by Supdt. Bengal Govt Press.

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন,—শান্তিপুরবাসী ৺যশোদানন্দন প্রামাণিক এম্ এ, বি, এল মহাশয়ের পত্নী ৫৮ খানি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৩৫ খানি গ্রন্থ অদ্য সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল। অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি পরবর্তী অধিবেশনে প্রদর্শিত হইবে।

১। শব্দার্থ[illegible] ২। সংক্ষিপ্তসারবৃত্তি ৩। অমরকোষটীকা ৪। বৃন্দাবন-যমক-টীকা ৫। কলিকাভয়ের-টীকা ৬। শুবমালা ৭। হংসদূত ৮। যাদবপাঠ্য (সটীক) ৯ বর্দ্ধমান[illegible] ১০। কাত্যায়ন (প্রথম) ১১। ভাগবত ১২। শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের[illegible] ১৩। সটীক অমরকোষ ১৪। প্রাকৃতভাষার ব্যাকরণ ১৫। কবিকল্পদ্রুম ব্যাকরণ ১৬। ছন্দোমঞ্জরী ১৭। সটীক মহিম্নস্তোত্র ১৮। দুর্গাদাস কৃত কবিকল্পদ্রুম-টীকা ১৯। রঘুবংশ ২০। ভট্টিকাব্য ২১। সিদ্ধান্তকৌমুদীকা ২২। নৈষধচরিত ২৩। বাসবদত্তা ২৪। সটীক ভট্টিকাব্য ২৫। শব্দভেদনির্ণয়টীকা ২৬। ভাষাপরিচ্ছেদ ২৭। [illegible] (সটীক) ২৮। মুগ্ধবোধ-পরিশিষ্ট ২৯। কারকার্থনির্ণয় ৩০। গোবিন্দলীলামৃত ৩১। তত্ত্বালোক [illegible] ৩২। গোপাল-চম্পূ ৩৩। ভট্টিকাব্য ৩৪। বাক্যপদ, কতুশতক, কাব্যচন্দ্রিকা ৩৫। [illegible]

৩৬। পরমানন্দ সেনকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩৭। নরোত্তম দাসকৃত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৩৮। তত্ত্বচূড়ামণির অন্তর্গত পীঠনির্ণয়। ৩৯। শান্তিশতক ৪০। মুরারিদাসকৃত মুগ্ধবোধটীকা ৪১। ভট্টিকাব্য ৪২। রামতর্কবাগীশ কৃত বৈয়াকরণটীকা ৪৩। সটীক ভাগবত ৪৪। মহেশ্বর-ভট্টাচার্য্য কৃত সাহিত্য-দর্পণটীকা ৪৫। নারায়ণ কবিরাজ কৃত গীতগোবিন্দটীকা ৪৬। কুমার-সম্ভব টীকা ৪৭। বেদেশ্বর-প্রণীত কবিকল্পলতা ৪৮। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যকৃত বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী ৪৯। গোপালতাপনীয় টীকা ৫০। ভরতমল্লিক কৃত ভট্টিকাব্যটীকা ৫১। শ্যামাকবচ ৫২। মুগ্ধবোধ ৫৩। কর্পূরাদি স্তোত্র। ৫৪। অমরকোষ।

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক বলিলেন, ৺যশোদানন্দন বাবুর পিতা ৺হরিমোহন প্রামাণিক শান্তিপুরে একজন মান্য ব্যক্তি ছিলেন; তৎকালে তিনি শান্তিপুর-রত্ন বলিয়া গণ্য হইতেন। তিনি জাতিতে তৈলিক ও আচারে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তন্মধ্যে "কোকিলদূত" নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ তাঁহার জীবৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর যশোদা বাবুর অনুরোধে আমি "কমলাবিলাস" নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটক ও কোকিলদূতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করি। তাঁহার কৃত "ভারতবর্ষীয় কবিগণের সময় নিরূপণ" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থ যশোদা বাবু স্বয়ং প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য-প্রণালী অবলম্বনে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক কবিগণের সময় নির্দ্ধারণের ও জীবনী সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেকেলে পণ্ডিত হইলেও তাঁহার উদারতা বিস্ময়জনক। তিনি গ্রীক ও হিব্রুভাষায় লিখিত বাইবেল অধ্যয়ন করিতেন ও এই উপলক্ষে মিশনারিদের সহিত তাঁহার পত্রাদি লেখা চলিত। তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত আছে। সেই ৺হরিমোহন প্রামাণিক উপস্থিত গ্রন্থরাশির অধিকারী ছিলেন। যশোদা বাবু আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন; কান্দী ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য করিবার সময় যশোদা বাবুর সহিত আমার সম্পর্ক ঘটে। যশোদা বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পিতার সংগৃহীত মহামূল্য গ্রন্থরাশি অযত্নে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁহার পত্নী অনুরোধপূর্ব্বক আমার ছাত্র ও যশোদা বাবুর ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুধাময় প্রামাণিক দ্বারা ঐ গ্রন্থগুলি পরিষৎকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আশা করি, পরিষৎ যত্নপূর্ব্বক গ্রন্থগুলি রক্ষা করিবেন। উহার মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। ৺যশোদা বাবুর পত্নীকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাব করিতেছি। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যভূষণ মহাশয় "সাংখ্যমতানুযায়ী লোকান্তরবাদ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

রথের যাবতীয় চেষ্টা দেখিয়া অধিষ্ঠাতার অনুমান হয়, সেইরূপ অচেতন শরীরের ক্রিয়া দেখিয়া চেতন অধিষ্ঠাতা পুরুষের অনুমান হয়। [illegible] হইতে সত্তের উৎপত্তি হয় না, [illegible] বলিয়া শরীরনাশের পরও সেই পুরুষের স্থিতি অনুমান করিতে হয়। [illegible]

ঐ সূত্র স্বীকার করেন, কিন্তু দেহনাশের পর চেতন পুরুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না। পরন্তু পরিণামী ক্ষণভঙ্গুর ও নিত্যবিকারশীল হইলেও যখন "সেই আমি" এই প্রত্যভিজ্ঞা থাকে, তখন শরীর হইতে অবিকারী পৃথক্ আত্মার অনুমান সঙ্গত, "আমার শরীর" এই সম্বন্ধে ব্যবহারই শরীর হইতে আত্মার পার্থক্য স্বীকার করিতেছে, এই ব্যবহার সার্ব্বজনীন ও নৈসর্গিক, অতএব ভিত্তিযুক্ত। মৃত্যুরূপ বিকারে আত্মার নাশ সম্ভবে না। জাতমাত্র শিশু পূর্ব্বসংস্কারবশে স্তন্য পান করে; প্রবৃত্তি কার্য্যের একমাত্র কারণ সমস্ত কার্য্যেই ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ও উপকার-বুদ্ধি আছে। উপকারের আশা না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। শান্তিলাভের আশাতেই লোকে আত্মহত্যাতেও প্রবৃত্ত হয়। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান-প্রবৃত্তিও অতীত-জীবনে অর্জ্জিত ইষ্টসাধনজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই অনুমান সঙ্গত। পরজন্মে নবার্জ্জিত সংস্কারের চাপে পূর্ব্বজন্মের যাবতীয় সংস্কার লুপ্তপ্রায় হয়। একাগ্রভাবে ধ্যানধারণা আরম্ভ হইলে, অনেক সময় ঐ সকল সংস্কার স্মৃতিপথে উদ্বোধিত হয়। স্বপ্ন অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি, অনেক অসাধারণ স্বপ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন আকাশে উড্ডয়ন প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী খেচরজন্মের স্মৃতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ক্রমাগত বিষয় পরিগ্রহদ্বারা আমরা আত্মাকে কৃত্রিম বিকারে দুষ্ট করিয়া থাকি; প্রযত্নদ্বারা অপরিগ্রহ অভ্যাসে আত্মাকে স্বচ্ছ অবস্থায় আনিতে পারা যায়। সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তি প্রত্যাহারদ্বারা মন আত্মার পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার প্রত্যক্ষগম্য করিতে পারে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সময়াভাবে বক্তা ব্রহ্মব্রতবাবু বক্তৃতা অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হইলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিলেন, তিনি যেরূপ সরল ভাষায় ঐ দুরূহ বিষয় বুঝাইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা ভাষার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ভবিষ্যতে তিনি অবশিষ্ট অংশ শুনাইয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিবেন।

৬। সময়াভাবে শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ স্থগিত থাকিল। ব্রজবাবুর প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। সম্পাদক জানাইলেন, মেহেরপুরের জমিদার, পরিষদের সভ্য সাহিত্যসেবী ও বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রচারক ৺রমণীমোহন মল্লিক ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ শোক প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহার গুণগ্রামের ও সাহিত্যসেবার উল্লেখ করিয়া ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা গৃহীত হইল। সমাজপতি মহাশয় মুর্শিদাবাদবাসী পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলে, সম্পাদক ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী তাহার সমর্থন করিলেন।

৮। সহঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু জানাইলেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট পরিষৎ নানাকারণে চিরঋণী। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার

(বঙ্গবাসীপত্রিকার সম্পাদক) তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য প্রস্তাবিত হইয়াছেন। ঐ প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের পরামর্শে পরিষৎ অনুগৃহীত হইয়াছে, বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১০। রঙ্গপুর-শাখাসভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, আমি যদিও এখানে অপরিচিত, তথাপি আমি সাহস করিয়া সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিবার এই ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিলাম। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যাঁহাকে সম্মান করেন, সেই সভাপতি মহাশয় আমার কত সম্মানের পাত্র তাহা বলা বাহুল্য। রঙ্গপুরে এককালে বিলক্ষণ সাহিত্যচর্চ্চা ছিল, তখন বাঙ্গালায় অন্যত্র সাহিত্যচর্চ্চার বিকাশ হয় নাই, তাহার বহুল প্রমাণ আছে। সম্প্রতি অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী রঙ্গপুরবাসীরা সাহিত্য-পরিষদের শাখাস্থাপন করিয়া পরিষদের অনুষ্ঠিত সাহিত্যসেবাকার্য্যে যোগ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত নহেন। গত বৎসর এই সময়ে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য যখন রবীন্দ্র বাবু কতকগুলি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, ঠিক সেই সময়ে রঙ্গপুর সন্তোষপুর্ণবীর জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী রঙ্গপুরে পরিষদের শাখাস্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। তাঁহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়, তৎপরে সুরেন্দ্র বাবুর যত্নে রঙ্গপুরে শাখাসভা স্থাপিত হইয়াছে ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। ভাগলপুরেও শাখা স্থাপিত হইয়াছে ও অন্যান্য জেলায় স্থাপনের ক্রমে চেষ্টা হইবে। রঙ্গপুর শাখার স্থাপনকর্ত্তা সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় উপস্থিত আছেন, তিনি সম্প্রতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ায় অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত, ভগবান্ তাঁহাকে নীরোগ করুন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গেন্দ্র বাবু সভায় উপস্থিত আছেন। তিনি আমাদের মনের ভাব সুরেন্দ্র বাবুকে জানাইবেন। ভবানী বাবু রঙ্গপুর শাখাসভার অন্যতম কর্ণধার; তিনিই যেরূপ যত্নে শাখাসভার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এই সকল স্থানীয় শাখার দ্বারা বাঙ্গালার স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। স্থানীয় ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিত হইবে না; এবং জাতীয় ইতিহাস যতদিন লিখিত না হইতেছে, ততদিন আমাদের জাতীয়তার ভিত্তি দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। ভাষার বন্ধন ও সাহিত্যের বন্ধনই জাতীয়তা রক্ষার প্রধান উপায়। বাবচ্ছিন্ন বঙ্গকে ঐক্যবন্ধনে যুক্ত রাখিতে সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার শাখাসমূহ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ভবানী বাবু সাহিত্য-পরিষদের অপরিচিত নহেন, তিনি এবং তাঁহার সহকারিগণ আর সমস্ত বঙ্গদেশে পরিচিত। যে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আজ সাহিত্য-পরিষৎ সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনিও আজ কেবল বঙ্গের সুধীসমাজে পূজ্য নহেন, তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র পূজ্য। সাহিত্য-পরিষৎ আজ

নৈতিক সভা নহে, কিন্তু ভবানী বাবু তুচ্ছতে মহামহোপাধ্যায় [illegible] রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়া আজ বাঙ্গালার মহিমা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া[illegible] কোম্পানির কনষ্টেবল নিযুক্ত হইয়া যে পীড়ন পাইয়াছেন, সেই পীড়ন বাঙ্গালী জাতি[illegible] নিদান হইবে, সন্দেহ নাই। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি [illegible]

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ; ২০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৩টা।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি,আই-ই ; কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	" জগবন্ধু মোদক
" আনন্দগোপাল ঘোষ	" বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়
" কেদারনাথ চক্রবর্ত্তি	মুন্সী " আসাদ আলী
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী	" নগেন্দ্রনাথ বসু
" ইন্দ্রনাথ ব[illegible]ায়, বি এ	" অমরনাথ বিদ্যাবিনোদ
" বিহারীলাল [illegible]	" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	" শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল
" কিরণচন্দ্র দত্ত	" হারাণচন্দ্র মিত্র, এম্ এ
" দীনেশচন্দ্র সেন, বি এ	কবিরাজ " যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি এল্	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	" যাদবচন্দ্র মিত্র
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	" [illegible]চন্দ্র দে (ছাত্রসভ্য)
" ব্রজভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	" [illegible]চন্দ্র বসু
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র	" [illegible] মিত্র (ছাত্রসভ্য)
" বাণীনাথ নন্দী	" বিহারীলাল রায়

" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় (দিনাজপুর)
" সতীশচন্দ্র সেবক নন্দী
" সুরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল গোস্বামী

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্ এ, সম্পাদক।
" মন্মথমোহন বসু, বি এ, } সহ-সম্পাদক।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণপাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতাদিগের ধন্যবাদ জ্ঞাপন, ৪। ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়ের অকালমৃত্যুজন্য শোকপ্রকাশ। ৫। আনন্দপ্রকাশ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয়ের "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি (২) মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর মহাশয়ের "নাইট" উপাধি ও (৩) শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়ের "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে। ৬। চিত্রপ্রতিষ্ঠা, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা, ৭। প্রদর্শন, (ক) শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক অনেক জাপানী চিত্রবিশারদের অঙ্কিত পাঁচ খানি মায়াদর্শচিত্র, (খ) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কাশী-বৌদ্ধস্তূপ সারনাথ-স্তূপের কতকগুলি ছায়া চিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তব্য, ৮। বক্তৃতা—মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, মহাশয় কর্ত্তৃক "পালি ও সংস্কৃত-গ্রন্থে রোমনগরের উল্লেখ" সম্বন্ধে বক্তৃতা ৯। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন পারসিক ও হিন্দু জাতির সাদৃশ্য। ১০। বিবিধ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, এবং গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত হইল।

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীযুক্ত রোহিণীমোহন ধর, এম্ এ দেওয়ান ময়ূরভঞ্জ ষ্টেট।
" "	"	২। " নীলকান্ত রায় জমিদার খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ
"	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৩। " উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ অধ্যাপক, নড়াইল কলেজ
	"	৪। " উমেশচন্দ্র ঘোষ, বি এল্ উকীল, ছাপরা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫। " যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্ উকীল, গয়া
"	"	৬। " উপেন্দ্রলাল কাঞ্জিলাল এল্ এম্ এস্, ১১১ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। " নরেন্দ্রনাথ গুহ
"	"	৮। " বিহারীলাল মিত্র
"	"	৯। " যোগীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ,	"	১০। " প্রমথনাথ দাস গুপ্ত কবিরাজ ৭০ গরাণহাটা ষ্ট্রীট

ছাত্র-সভ্য।

১১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ সাড়ে-চারি আনির কাছারী।

১২। শ্রীআশুতোষ রায়, পাকুড়িয়া নন্দনপুর, পাবনা।

১৩। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, ১০৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ডাককলেজ।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। দ্রৌপদী,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, ২। আক্কেল গুড়ুম,—শ্রীচারুচন্দ্র রায়, ৩। ভক্তি-সাধন,—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। গীতা,—পণ্ডিত গোপালচন্দ্র কবিরত্ন, ৫। A Legaud of the Sovabazar Sen Family—শ্রীযশচন্দ্র বসু, ৬। মহাজনগাথা—শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, ৭। শান্তজ্ঞানদর্শন, ৮। মণিরত্নমালা, ৯। বাগ্‌বাজার ৺মদনমোহন জীউর নিগূঢ়তত্ত্ব ১০। দেশীয় প্রদীপ, ১১। পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান ১ম ভাগ,—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ১২। সম্পটপুরাণ,—শ্রীরমেশচন্দ্র বসু ১৩। কামিনীগোপাল ও যামিনী যাপন,—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৪। Sauskrit, Jain aud Hindi Manuscript Govt. press United Provinces.

৪। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ৺অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সমবেদনাজ্ঞাপনের প্রস্তাব করিলেন। এই উপলক্ষে বক্তা কবিরত্ন মহাশয়ের জীবন ও চরিত্রের সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন ও সংস্কৃত সুশ্রুতের অনুবাদ ও চরকসংহিতার ইংরাজি ও বাঙ্গলা অনুবাদের উল্লেখ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐ সকল অনুবাদের স্থানের পরিচয় দিয়া ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে উহা সাদরে গৃহীত হইল।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভে পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংস্কৃত পালি ও তিব্বতী সাহিত্যে কৃতবিদ্য, বঙ্গের প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক

ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় দেশমধ্যে সুপরিচিত। [illegible] বিদ্যালোচনা করায় বঙ্গবাসী মাত্রেই গৌরবান্বিত। পরিষদের [illegible] তাঁহার পঠিত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ শুনিয়া পরিষৎ অনেক সময় আনন্দ [illegible] লাভ করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটীতে তিনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর যে অতি অল্পসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত আছেন, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার রাজ-সম্মানলাভে আমরা সকলেই আনন্দিত।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর বলিলেন, তিব্বতের তাশিলামার সহিত সম্প্রতি ভারতের যৌতশীর্ষ গ্রহণ করিয়া সতীশ বাবু সাধারণের সুপরিচিত হইয়াছেন। এই রাজসম্মানলাভ শুধু বংশের পুরস্কার নহে, সতীশ বাবুর পাণ্ডিত্যের পুরস্কারে এই সম্মান বহুদিন হইতে [illegible]। তৎপরে শরৎ বাবু তিব্বতের তাশিলামার সংক্ষেপ পরিচয় দিয়া তিব্বত দেশে বিভিন্ন মর্যাদার পরিচয় দিবার জন্য শুভ্র রেশমী উত্তরীয় কিরূপে উপহার দেওয়া হয়, তাহা সভাস্থলে দেখাইলেন ও অবশেষে ঐ উত্তরীয় সতীশ বাবুর স্কন্ধে পরাইয়া দিলেন।

সতীশ বাবু বিনয়গর্ভবাক্যে পরিষদের প্রতি [illegible]তা জানাইলেন।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী পরিষদের সভ্য ও হিতৈষী মহারাজ-কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের নাইট উপাধিপ্রাপ্তির জন্য আনন্দপ্রকাশের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ কুমার সম্প্রতি পরিষৎকে কতিপয় দুষ্প্রাপ্য তিব্বতী পুঁথি উপহার দিবেন এইরূপ আশা দিয়াছেন। পরিষৎ আনন্দের সহিত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৫। সভাপতি শ্রীযুক্ত মাননীয় সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ৺রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার সমবয়স্ক বন্ধু ছিলেন। ১২৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রজনী বাবুর জন্ম, আর ঐ সালের পৌষ মাসে তাঁহার জন্ম। রজনী বাবুর অকাল মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত। রজনী বাবু বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐতিহাসিকরূপে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন; পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরিষৎ আজ তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কর্তৃক অঙ্কিত ৺রজনীকান্ত গুপ্তের তৈল চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলে সভাস্থ সভ্যগণ নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার স্মৃতির সম্মান করিলেন।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গলা সাহিত্যে রজনী বাবুর স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, রজনী বাবু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও শৈশবে পালনকর্ত্তা ছিলেন। পরিষৎ যখন শৈশবের বিভ্রাট অতিক্রম করিয়া শোভাবাজারের বাটীর অর্ন্তমুক্ত করিয়া স্বাবলম্বে দাঁড়ান, রজনী বাবু তখন পরিষদের প্রধান সহায় ছিলেন। তাহার পরেই

[illegible]

৬। [illegible]

রোমের উল্লেখ, সকলে দৃঢ় অনুমান করিয়াছেন। [illegible] এই দুই নাম আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, [illegible] রোমক বুঝায়। বর্জ্জেস অনুমান করেন, রোম বা রোমক নগর বলিতে প্রাচীন রোম এবং রোমক বলিতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল বা নব রোম বুঝাইত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও ব্রহ্মসিদ্ধান্তে রোমের উল্লেখ আছে। উহাতে রোমকে লঙ্কার পশ্চিমে নব্বই অংশ দেশান্তরে অবস্থিত বলা হইয়াছে। লঙ্কায় যখন সূর্য্যোদয়, রোমে তখন অর্দ্ধরাত্রি। এই অবস্থানের সহিত রোমের সঙ্গতি আছে, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের নহে। আরও উল্লেখ আছে, [illegible] ও রোমের দেশান্তরগত ব্যবধান ৩০ অংশ, Local time গত ব্যবধান দুই ঘটিকা, [illegible] পুর যদি আলাকজান্দ্রিয়া হয়, তাহা হইলে এই উক্তিও রোমের সহিতই সঙ্গত হয়। সিদ্ধান্তগুলি পাশ্চাত্যমতে তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত, তখন কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল রোমের রাজধানী হয় নাই। রোমকসংহিতা বোম্বাইএ মুদ্রিত হইয়াছে। উহার সহিত হিপার্কসের মতের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই গ্রন্থও দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্তী নহে। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, যে রোমকসংহিতায় আমাদের শাস্ত্রের বিরোধী মত থাকিলেও উহা অগ্রাহ্য নহে; কারণ উহাও সূর্য্যদেবের প্রচারিত। সূর্য্যদেব রোমনগরে ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া রোমক নামক ম্লেচ্ছশিষ্যকে ঐ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই রোমক আচার্য্য সম্ভবতঃ হিপার্কসের কোন শিষ্য। মহাভারতে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, রোমের লোক উপঢৌকন হস্তে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সভার দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। হরিবংশে রোমের উল্লেখ [illegible] মহাভারতের ঐ অংশ [illegible] প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী বলিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা [illegible] করেন না। পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে রোমকজাতক আছে। রোমক জাতকের মর্ম এই যে, কোন প্রত্যন্তদেশবাসী রোমক সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুর ন্যায় কঠোর ব্রত আশ্রয় করিয়াছিলেন। মাংসলোভে তিনি এক কপোত বধ করিলে, ভীত কপোতগণ কপোতরাজরূপে অবতীর্ণ বুদ্ধদেবের শরণ লইলে বুদ্ধদেব কপোতকুলকে এই লোভী সন্ন্যাসী হইতে রক্ষা করেন। ত্রিপিটক অতি প্রাচীন এবং [illegible] জাতকগণ বিদ্যমান ছিল। হইতে পারে, রোমকজাতক [illegible] রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও উহা প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী হয় না। সিকান্দারের উপাখ্যানে ভারতবর্ষীয়ের সহিত গ্রীকদিগের অভিযানকালে সঙ্গ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। রোমের সহিত সম্পর্ক থাকাও বিস্ময়ের কারণ নহে। প্লিনি, ষ্ট্রাবো, টলেমি প্রভৃতি রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্যের বহু উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত হইতে নীলবর্ণ [illegible], [illegible], [illegible], বহু মূল্যবান বস্ত্র রোমে যাইত ও রোম হইতে মুদ্রা, মদ্য প্রভৃতি ভারতে আসিত, [illegible]

প্রণালিতে রোমের বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্য অনেকে আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। জুলিয়স সিজর লোকরঞ্জনার্থ নাটকাভিনয় করাইতেন। অভিনেত্রীরা ভারতের সূক্ষ্মবস্ত্রে প্রায় অনাবৃতা হইয়া [illegible] উপস্থিত হইতেন। বিলাসিতা বৃদ্ধির হেতু ভারতীয় বস্ত্র রাজাদেশে 'বয়কট' করিবার চেষ্টা করায় উহার বর্দ্ধিত মূল্যে গোপনে বিক্রয় আরম্ভ হয়।

অগষ্টসের সময় মৌসুম হাওয়ার আবিষ্কারের সহিত ভারতের সহিত রোমের বাণিজ্যের বিস্তার হয়। ১২ [illegible] খানি জাহাজ বৈশাখ মাসে ভারতবর্ষে আসিত ও অগ্রহায়ণ মাসে রোমে ফিরিত। ২৯ খৃ. পূঃ হইতে ২৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। তৎপরে রোম সাম্রাজ্যের [illegible] [illegible] পরেও কনষ্টান্টিনোপলের সহিত কিছু দিন আদান প্রদান ছিল। [illegible] জ্যোতিষিগ্রন্থে রুম নগরের যে উল্লেখ আছে সেই রুম কনষ্টান্টিনোপল [illegible] পণ্ডিতগণের [illegible] সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই [illegible] আধুনিক গ্রন্থে [illegible] উল্লেখ থাকাই সম্ভব। মুসলমানেরা অদ্যাপি কনষ্টান্টিনোপলকেই রুম বলেন।

[illegible] বহুতর রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। [illegible] ঐ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন রোমকদিগের বিস্তৃত আদান প্রদানের পরিচয় উহাতেই পাওয়া যায়। অমরকোষের দিনার শব্দ রোমক denarus এর অপভ্রংশ। রামায়ণে দিনারের উল্লেখ আছে, ঐ শ্লোক সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে উদাহরণ সহিত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যবনাচার্য্য ও রোমকাচার্য্য ভারতীয় পণ্ডিত, উঁহারা বিদেশী ছিলেন না। মহাভারতে যে সময়ে রোমের উল্লেখ আছে, সে সময়ে রোমের অস্তিত্ব ছিল না; [illegible] প্রাচ্যদেশবাসী [illegible] ভারতবর্ষেরই কোন প্রান্তস্থ প্রদেশের [illegible], [illegible] [illegible] নাম ছিল। [illegible] আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে তাহার নির্দ্দেশ আছে। রোমান dinar এ ভারতবর্ষের দিনারের অনুকরণ।

[illegible] মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রাচীন রোমের সহিত [illegible] বাণিজ্য বিনিময় [illegible]। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কনষ্টান্টিনোপলই রুম, দিনার denarus হইতে [illegible] সে বিষয়ও নিঃসন্দেহ।

৮। শ্রীযুক্ত [illegible] ঠাকুরের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অঙ্কিত প্রাচীন রামায়ণ চিত্র সভাস্থলে দেখাইলেন [illegible] [illegible] [illegible] ব্যাখ্যা করিলেন। চিত্র কয়খানির বিষয়। ১। [illegible] সীতা [illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছেন বলিতেছেন, ২। রাবণ সীতাকে [illegible] করিয়া [illegible] হইতেছেন [illegible] অলঙ্কারসমূহ খুলিয়া পড়িতেছে। ৩। [illegible] রামচন্দ্র উদ্দেশে [illegible] [illegible] সীতা ফিরিয়া, দূরে লক্ষণ [illegible]। ৪। [illegible] সীতা। ৫। [illegible]। এই চিত্রকর ভারতীয় [illegible] [illegible] [illegible] আসিয়াছেন। [illegible] বাঙ্গলা সংস্কৃত কিছু বুঝেন না। সামান্য [illegible] জানেন। [illegible]

সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া এই চিত্র কয়খানি আঁকান হইয়াছে। মূর্ত্তিতে বাঙ্গালীভাব থাকিলেও চিত্রকরের ক্ষমতা প্রশংসনীয়। পরিষৎ গগন বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক দুইখানি ফটোগ্রাফের উপহারের জন্য উপহারদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

রাত্রি হওয়ায় অন্যান্য কার্য্য স্থগিত থাকিল। শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারত-উদ্ধারপ্রণেতা) সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — সম্পাদক

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় — সভাপতি

১৪ই মাঘ ২৭ জানুয়ারী শনিবার।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

১৪ই মাঘ, ২৭ জানুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৪॥টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, (সভাপতি)

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, এম্ এ
শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি এল
" বিহারীলাল সরকার
মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সমাজপতি
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" যাদবচন্দ্র মিত্র
নিশিকান্ত সেন
" কিরণচন্দ্র দত্ত
" নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" হৃষীকেশ মিত্র (ছাত্র)

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি, এল্
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
" সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" [illegible]চন্দ্র বসু
" পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ
" বাণীনাথ নন্দী
" হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত, এম্ এ
" প্রফুল্লকুমার সরকার
" চারুচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক
" মন্মথমোহন বসু বি এ } সহঃ সম্পাদক
" ব্যোমকেশ মুস্তফী }

আলোচ্য-বিষয়,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন ৩। প্রবন্ধপাঠ

সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ৪। প্রদর্শন,—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক কাশীর বৌদ্ধযুগের সারনাথ স্তম্ভের কতকগুলি নূতন ছায়াচিত্র ও তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা। ৫। প্রবন্ধ পাঠ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, মহাশয়ের লিখিত "প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য" ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এল্, ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন্স ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ দাস	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	১। শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র মিত্র, বি এ, বি এল কর্ণেলগঞ্জ এলাহাবাদ
"	"	২। " জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষাল, বি এ সাহাগঞ্জ এলাহাবাদ
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। " হেমচন্দ্র সিংহ, কাশী
	"	৪। " বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
কুমার শরৎকুমার রায়	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৫। " বৈদ্যনাথ সাহা, এম্ এ কুমারটুলী হাটখোলা।

৩। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল,—

১। কুলতত্ত্বার্ণব—প্রাচীন কুলপঞ্জিকা, ২১০ পৃষ্ঠা, ৮০ পত্র—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল, ত্রিপুরা, ২। Araishi-Mahfil—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন যে, রাজা বাহাদুর পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ জন্য সাহায্যার্থ তৃতীয় বৎসরের জন্য তিন শত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম বৎসরের তিনশত টাকায় নগেন্দ্রবাবুর সম্পাদিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বর্ষের ৩০০৲ টাকায় নগেন্দ্র বাবু শূন্যপুরাণ সম্পাদন করিয়াছেন। উহা মুদ্রিত হইয়াছে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইলে নগেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় আসিবে। অদ্যাপি শূন্যপুরাণ প্রকাশ হয় নাই। তথাপি রাজা বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৃতীয় বৎসরের দান পাঠাইয়া দিয়াছেন। সভাপতি মহাশয় রাজাবাহাদুরের এই রাজোচিত দান ও পরিষদের প্রতি অসামান্য অনুরাগের জন্য পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ও পরিষৎ কর্তৃক ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল। ৫। অনন্তর পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় ... রামপ্রসাদ-রচিত কালীকীর্ত্তনের পদ্য অনুবাদের হস্তলিপি প্রদর্শন করিলেন, ও উহার বিবরণ ... দিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সারনাথের নবাবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ মন্দির, ভাস্কর্য্য, মূর্ত্তি প্রভৃতির অনেকগুলি ফটোগ্রাফ প্রদর্শন করিলেন ও নবাবিষ্কৃত প্রাচীন খোদিত লিপি দেখাইলেন, প্রদর্শনের সঙ্গে প্রত্যেক চিত্রের ও লিপির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। ঐ সকল প্রাচীন বৌদ্ধনিদর্শন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও অদ্যাপি কোথাও তাহার বিবরণ বাহির হয় নাই। [সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় ঐ সকল নিদর্শনের ও খোদিত লিপির চিত্র-সহ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।] সম্পাদক রাখাল বাবুর এই নূতন আবিষ্কার প্রদর্শনের জন্য আনন্দ প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

৬। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ "প্রাচীন হিন্দু ও পারসিক জাতির সাদৃশ্য" সম্বন্ধে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধে লেখক প্রাচীন পারসিক ও ভারতীয় আর্য্যগণের ভাষাসাদৃশ্য ও আচারগত এবং উপাসনা প্রণালী-গত বিবিধ সাদৃশ্য প্রদর্শনের পর মুসলমান বিজয়ের পর পারসিক জাতির বোম্বাই আগমনের বিবরণ দিয়াছেন। ভারতবর্ষে আগত পারসিকগণ যে সংস্কৃত শ্লোকে তদানীন্তন স্থানীয় রাজাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সেই শ্লোকগুলি প্রবন্ধ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। তৎপরে বর্ত্তমান পারসিক সমাজের আচার ব্যবহার ও উপাসনাপদ্ধতি প্রভৃতির সবিস্তর বর্ণনা করিলেন। পারসিকদিগের উপনয়ন, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বিশেষ বিবরণ থাকায় প্রবন্ধ বিশেষ কৌতূহলজনক হইয়াছিল। লেখক বোম্বাই বাসকালে কোন পারসী ভদ্রলোকের বিবাহস্থলে উপস্থিত হইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান ও স্ত্রী-আচার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু আচারের সহিত কোন্ কোন্ বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ছিল তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা প্রবন্ধ মধ্যে ছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ দিয়া 'সারঙ্গ' ও 'সারনাথ' এই দুই শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিলেন। 'সারঙ্গনাথ' সম্ভবতঃ মৃগ-অর্থে ও সারনাথ নামে সারঙ্গনাথ হইতে উৎপন্ন। তিব্বতীয় ভাষায় বুদ্ধের মৃগরাজ-রূপধারণের উপাখ্যান আছে, তাহাতে সারঙ্গনাথের নাম পাওয়া যায়। বারাণসীতে মৃগদাবে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারিত হইয়াছিল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তাঁহার প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, প্রাচীন আর্য্যজাতির বাসস্থান ভারতবর্ষে কোথাও ছিল, এ মত সন্দেহজনক। ইউরোপীয় জাতিগণের ও ভারতীয় আর্য্যগণের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাও বাসস্থান ছিল, এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয়। প্রাচীন পারসিকদিগের সহিত সেমিটিক জাতির সাহচর্য্যে আদান প্রদানে অনেক সেমিটিক ভাব পারসিকদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বক্তাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সভাপতি

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই মাঘ, ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির নির্দ্দেশানুসারে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয় সাংখ্য দর্শন অবলম্বনে ধারাবাহিকরূপে চারি সপ্তাহে চারিটি বক্তৃতা করিবেন এইরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তদনুসারে সাহিত্য-পরিষৎ গৃহে বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়। বক্তৃতার বিষয় ও সময় নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

১৭ মাঘ ৩০ জানুয়ারী মঙ্গলবার	"আত্মা ও কর্ম্ম"
২৪ " ৬ ফেব্রুয়ারী "	"পদার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর"
১ ফাল্গুন ১৩ " "	"অদৃষ্ট ও পুরুষকার"
৮ " ২০ " "	"বৃত্তির উৎকর্ষ ও মুক্তি"

প্রথম দিনের বক্তৃতাস্থলে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও সভাস্থলে আনুমানিক দুইশত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় অতি কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় "আত্মা ও কর্ম্ম"।

বক্তৃতা শেষ হইলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই বক্তার ভূয়সী প্রশংসাপূর্ব্বক ধন্যবাদ জানাইলে সভা ভঙ্গ হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন।

২৪শে মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা "পদার্থবাদ ও সূক্ষ্ম শরীর" শুনিবার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বক্তৃতার পর শ্রোতৃবর্গ সকলেই বক্তাকে ধন্যবাদ দেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন।

১লা ফাল্গুন ১৩ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের তৃতীয় বক্তৃতা "অদৃষ্ট ও পুরুষকার" জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। এই দিন শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব দুই দিবসের ন্যায় এই দিনও সভাস্থ সকলে বক্তার অপূর্ব্ব বক্তৃতাগুণে মুগ্ধ ও প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী।

দ্বাদশ বর্ষ।

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

গত ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৩১২), ১২ই জুন (১৯০৫), সোমবার অপরাহ্ণ ৬ টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন,—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল সভাপতি।

„ নিখিলনাথ রায়, বি এল,	শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী,
„ বিপিনচন্দ্র পাল,	„ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক,
„ নরেন্দ্রনাথ দত্ত,	„ উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ নগেন্দ্রনাথ বসু,	„ যাদবচন্দ্র মিত্র,
„ আনন্দনাথ রায়,	„ শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি এ,
„ রমেশচন্দ্র বসু,	„ সতীশচন্দ্র মিত্র,
„ হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এম আর, এ, এস,	„ দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
„ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার,	„ মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহকারী সম্পাদক,
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	„ কিশোরীমোহন সিংহ } সহকারী সম্পাদক,

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভ্য নির্ব্বাচন। ৩ পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ পরিষদের অন্যতম সদস্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। ৫ প্রবন্ধ।

(ক) শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় কর্তৃক "বীরকাহিনী : ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ" নামক প্রবন্ধ এবং (খ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক গীতা ও বেদান্তদর্শনমতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী—সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পরে—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা গৃহীত হইল।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্যনির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১। যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল, উকীল, মুঙ্গের
		২। শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত মুঙ্গের এল এম, এস,
		৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বোলপুর, শান্তিনিকেতন
		৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার নব ডিঃ কলেক্টর ২০ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ৯ রাজার লেন।
শ্রীসেমিরুদ্দিন আহম্মদ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬। শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায় মোক্তার নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর
		৭। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন ঐ
		৮। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত ঐ
		৯। শ্রীরমণচন্দ্র লাহিড়ী ঐ
		১০। শ্রীগোপালচন্দ্র সেহানবীশ
		১১। শ্রীকুমুদচরণ নাগ, রঙ্গপুর
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১২। শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী
		১৩। শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত এটর্নি ১০ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	১৪। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় জমিদার হাটবেড়িয়া, নড়াইল।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	১৫। শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী এম এ. এলগিন রোড, এলাহাবাদ
		১৬। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুস্তফী সম্পাদক বৈশ্য-সাহিত্য-সমিতি, নৈনিতাল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের অন্যতম সদস্য মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক (জ্যোতিষিক) পরিভাষা লইয়া তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়িলেই তাঁহার গবেষণা বুঝা যাইবে। তিনি দৃগ্‌গণিত ঐক্য করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে তিনি "বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকা" নামে নূতন ধরণের পঞ্জিকা আজ কয়েক বৎসর প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন এবং এজন্য বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। ব্রাহ্মাচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রধান শিষ্য ছিলেন, তিনি চরিত্রবান্, ধর্ম্মশীল, সুবক্তা ও সুশিক্ষিত ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। তাঁহার অভাব উক্ত ব্রাহ্ম সমাজ আজ বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেছেন। তিনি বাঙ্গলায় অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলায় দুইখানি পুস্তকও লিখিয়া গিয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি মাধব বাবু ও প্রতাপ বাবুর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের শোক জ্ঞাপন করা হউক। প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানি না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনি উহা এই সভায় অদ্য পাঠ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে আপনারা অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন। অতএব আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ ১৩১২ শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, বন্ধুবর বিপিন বাবুর প্রবন্ধে প্রতাপ বাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শিখিলাম। যাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনাইয়া বন্ধুবর বিপিন বাবু আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব।

তৎপরে সমগ্র সভার অনুমোদনে যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধপাঠক মহাশয় ফরিদপুরের ইতিহাস সঙ্কলন করিতেছেন। এই প্রবন্ধ তাহারই একাংশ।)

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বলিলেন—আনন্দ বাবু ১৬শ শতাব্দীর আকবরের সময় হইতে যে সকল কথার আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপ। জেসুইট পরিব্রাজকদিগের লিখিত ইতিহাসে জানা যায় শ্রীপুরের কেদার রায়, বাক্‌লার রামচন্দ্র রায় ও চণ্ডীকানের রাজা এই তিনজন হিন্দু ছিলেন। দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে তিনজন হিন্দু, নয়জন মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে জেসুইটগণ পূর্ব্বঙ্গ প্রচারে বেশ পাইয়াছিলেন। চণ্ডীকানের রাজা সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্য। এই তিনজন হিন্দু ভৌমিকের মধ্যে কেদার রায় ও রামচন্দ্র রায় খুব বীর।

প্রবন্ধকার বলিয়াছেন কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, কেন না তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পিতা (মতান্তরে তাঁহার ভ্রাতা) চাঁদ রায়ও পর বীর ছিলেন। রাল্ফ ফিচ্ সাহেব যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জেসুইট পাদরীরা মুকুন্দ রায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সামান্ত কথা বলিয়াছেন।

সভাপতি—মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধকারের দ্বারভূঞার ইতিহাস শুনিয়া অনেকদিন হইতেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন, চাঁদ রায় কেদার রায় দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর। নিখিল বাবুও তাহার পোষকতা করিয়াছেন। আমি তাহার কারণ অন্তরূপ মনে করি। পাঠানরাজত্বের শেষ হইতে মোগলেরা একবারে বাঙ্গালার সমস্ত অংশ জয় করে নাই; ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াছিল। প্রথমেই প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব। কাজেই তাঁহাদের ধ্বংসের পর চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজত্ব আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আকবরের সময়ে বশ্যতা স্বীকার করেন নাই বলিয়াই যে চাঁদ রায় কেদার রায় শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, তাহা প্রমাণ হয় না। যাহা হউক, প্রবন্ধকারের প্রবন্ধে এমন অনেক কথা আছে যাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ ভাবিবার ও শিখিবার কথা। এই সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা জানিতে পারি যে পাঠান ও মোগলশাসনেও বাঙ্গালী ভূস্বামিগণ বিস্তৃত ভূভাগশাসন করিতেন, সেনাসাহায্যে দেশরক্ষা করিতেন। এক্ষণে প্রবন্ধকারকে তাঁহার প্রবন্ধের জন্ত আমি সভার প্রতিনিধি স্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, বি এ, সহকারী সম্পাদক মহাশয় নূতন অবলম্বিত উপায়ে ছাত্রসভ্যগ্রহণের বিবরণাদি জানাইয়া বলিলেন নয়জন ছাত্র, ছাত্রসভ্যের নিয়মানুসারে পরিষদের সভ্য হইবার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাত্রসভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

তৎপরে যথারীতি পুস্তকোপহারদাতৃগণকে এবং সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

(অনুমোদিত)

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

৩১ আষাঢ়, ১৫ই জুলাই, শনিবার, ৬॥ টা—

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম এ, বি, এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম এ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম এ, বি এল,
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ,
" নগেন্দ্রনাথ বসু,
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি,
" নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল,
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" মুরারিমোহন গুপ্ত,
" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
" যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি এ,
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর,
" তারকনাথ বিশ্বাস,
" নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম এ, বি এল,
" যাদবচন্দ্র মিত্র,
" কামাখ্যাচরণ নাগ,
" উমেশচন্দ্র মুস্তফী,
" সুরেন্দ্রনাথ সান্দকী গোস্বামী,
" অক্ষয়কুমার বড়াল,

শ্রীযুক্ত হীরেশচন্দ্র সেন, বি এ,
" বাণীনাথ নন্দী,
" নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক,
" জ্ঞানেন্দ্রলাল মজুমদার,
" সৌরেশচন্দ্র বক্সী,
" চন্দ্রমাধব চাকী,
" মন্মথনাথ মিত্র,
" কমলাচরণ মিত্র,
" তুলসীদাস ভাদুড়ী,
" রাজকৃষ্ণ দত্ত,
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,
" বিহারীলাল রায়,
" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী,
" মন্মথনাথ সুর (ছাত্রসভ্য)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ, (সম্পাদক)
" মন্মথমোহন বসু বি এ, }
" ব্যোমকেশ মুস্তফী, } সহকারী সম্পাদক
" কিশোরীমোহন সিংহ, }

এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচ্য ছিল,—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণপাঠ। ২ সভ্যনির্ব্বাচন। ৩ পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ। ৪ প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কর্ত্তৃক "গীতা ও বেদান্তদর্শনমতে ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধপাঠ। ৫। বিবিধ।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন :—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,	শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী	১। শ্রীঅনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট।
" খগেন্দ্রনাথ মল্লিক	ঐ	২। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, অভিরাম, শ্রীধরপুর, যশোহর।

শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ,	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৩। শ্রীকুমার ছত্রনাথ চৌধুরী ১৫৭।৩ অপার সারকুলার রোড।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ,	৪। শ্রীবীরচন্দ্র সিংহ এম এ, খড়্গপুর, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, উকীল, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৬। শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম এ, উকীল, ভাগলপুর।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ বি এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	৮। শ্রীদুর্গাদাস অধিকারী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	৯। অনন্তলাল ঘোষ বি এ, কান্দী, মুর্শিদাবাদ।
ঐ	ঐ	১০। শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টরাজ, অধ্যাপক, সিটি কলেজ।
" কামিনীনাথ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	১১। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮।৩ মণ্ডল স্ট্রীট।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,	ঐ	১২। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল রায় বি এল, উকীল, ভাগলপুর।
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১৩। শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত এম এ, ৭২ হ্যারিসন রোড।

৩। পুস্তকের উপহারদাতাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, "গীতা ও বেদান্তদর্শনের মতে "ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। [ঐ প্রবন্ধ তৎপ্রণীত গীতায় ঈশ্বরবাদ নামক পুস্তকের একাংশ; ঐ পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎকর্তৃক প্রবন্ধ পাঠের পর প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, বলিলেন হীরেন্দ্রবাবু বেদান্তদর্শনের প্রস্থানত্রয়ের অর্থ সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন; ঐ তিন গ্রন্থ গৃহস্থাশ্রম হইতে প্রস্থানে উদ্যত বানপ্রস্থদিগের জন্য রচিত এইজন্য ঐ নামের সার্থকতা। পালি অভিধর্ম্মপিটকের অন্তর্গত "পট্ঠান" নামে গ্রন্থ আছে, উহাতে কার্য্যকারণ তত্ত্বের আলোচনা আছে। সম্ভবতঃ বেদান্তদর্শনেও অনেকে কার্য্যকারণতত্ত্বের আলোচনা থাকায় ঐ তিনগ্রন্থের 'প্রস্থান' নাম হইয়া থাকিবে। হীরেন্দ্রবাবুর অনুমানও অসঙ্গত নহে। হীরেন্দ্রবাবু [illegible] ব্রহ্মবাদে সাত্ত্বিকর্ম্ম উৎপত্তির আশঙ্কা

করিয়াছেন। মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্ম অথবা হীরেন্দ্রবাবুর সগুণব্রহ্মের নামান্তর ঈশ্বর; আর মায়াযুক্ত ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম। যাঁহারা উভয় ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা ঈশ্বর নামটি ব্যবহার না করিলেও নাস্তিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল, মহাশয় বলিলেন, হীরেন্দ্রবাবুর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমালোচনা করিব না। হীরেন্দ্রবাবু বৈদান্তিকদিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন, সে বিরোধ ত্যাগের এখন সময় আসিয়াছে। হীরেন্দ্রবাবু উভয় ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন দ্বারা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। পথ বিভিন্ন হইলেও সকল সম্প্রদায়ের গম্যস্থান এক; মনুষ্যের স্বভাব ভেদে পথের ভেদ হয় মাত্র। পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের বিবাদ করা উদ্দেশ্য ছিল না, আপন প্রকৃতি অনুসারে আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন মাত্র।

তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিলেন, অদ্য পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রনাথ বাবুকে বহুদিন পরে সভাপতির আসনে পাইয়াছি। পরিষদের শৈশবে তিনি এক বৎসরের অধিককাল সভাপতি ছিলেন; তৎপরে অবকাশাভাবে ও স্বাস্থ্যাভাবে তিনি পরিষদের কার্য্যে তেমন মনোযোগদানে অবসর না পাইলেও পরিষৎ কখনও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই [illegible]নেতা যে দারুণ ব্যাধি ও তদপেক্ষা নিদারুণ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য সাহি[illegible]কেরা সকলেই অত্যন্ত পরিতুষ্ট; তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া নূতন লেখকগণের পথপ্র[illegible] রহুন।

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের জীবনে নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইয়াছে। পরিষৎ আপনার কর্মক্ষেত্রের বিস্তারদ্বারা বঙ্গদেশের সমুদয় জ্ঞাতব্য অনুসন্ধান দ্বারা দেশের সহিত পরিচয় ও সম্বন্ধস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ছাত্র সভ্যগণের সাহায্যে ও মফস্বলে শাখাসভা স্থাপন দ্বারা পরিষৎ আপাততঃ যথাসাধ্য এই কার্য্যনির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহার উদ্যোগে পরিষৎ এই গুরুভার গ্রহণ করিয়াছেন, পরিষদের অদ্যকার কর্ম তাঁহারই স্বীকৃত জীবনের প্রধান ব্রতের সাহায্য করিবে। সেই রবীন্দ্র বাবু অদ্য সভাস্থলে উপস্থিত আছেন। তিনি সম্প্রতি মফস্বল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন; পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কাজ যাহা তিনি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মুখেই তাহার বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন, সম্প্রতি তিনি ত্রিপুরায় সাহিত্যসভাস্থাপন করিয়া আসিয়াছেন; উহা পরিষদের শাখা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। মফস্বল ভ্রমণে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বর্ত্তমান সময় আমাদের সাধনের অনুকূল। মফস্বলে অনেকেই পরিষৎকে শ্রদ্ধা করেন ও পরিষদের অপেক্ষায় আছেন। এই সময়ে পরিষদের সমুচিত চেষ্টা থাকিলে অচিরেই আমাদের বঙ্গদেশের পরিচয় পাইবার উপায় হইবে। বঙ্গদেশে জানিবার বিষয় প্রচুর আছে। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল; এক পুষ্করিণীতে [illegible] মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন বাহির

হইতে পারে। ত্রিপুরার অধিপতি এইরূপ প্রাচীন তথ্যানুসন্ধান ও বাঙ্গালা অভিধান ও ব্যাকরণ সংগ্রহকার্যে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। কুমিল্লাতেও পরিষদের শাখা সভাস্থাপনের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। সময় অনুকূল; এখন চেষ্টা করিলেই দেশ জুড়িয়া জাল ফেলা চলিতে পারে। ছাত্রদের উৎসাহ যেন পরিষদের ত্রুটিতে নির্ব্বাপিত না হয়।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, আমাদের কার্য্যে উৎসাহ অধিক দিন থাকে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের জাতির ধ্বংস নাই। কর্ম্ম বিনা ধ্বংস নিবারণ হইবে না, এখন যে অবস্থাই হউক, কর্ম্মে উদ্যম আমাদের নিশ্চয় জন্মিবে ও জন্মাইতে হইবে। রবীন্দ্র বাবুর সাহিত্যে প্রতিভা ও কর্ম্মে উদ্যম উভয়ই বিস্ময়জনক। তিনি যখন মূলে আছেন, তখন ফল লাভ হইবেই।

রবীন্দ্র বাবু পুনরায় বলিলেন, একটি মেলায় দেখিলাম, একটি অল্পবয়স্ক লোক মলিন পরিচ্ছদে দেশী কাপড়ের ও বহির বোঝা ঘাড়ে করিয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। চাষারাও তাহার সম্যক আদর করিতেছে। জানিলাম লোকটী ভদ্র সন্তান, ব্রাহ্মণ, স্কুলের ছাত্র। দেখিয়া আমার আশা হইল।

ছাত্র সভ্য শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র গুপ্ত বলিলেন, টাঙ্গাইলে গ্রামে গ্রামে তথ্যানুসন্ধান জন্য একটী ছাত্রদের দল গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা অনেক কাজ করিতেছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ছাত্র সভ্যদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণাদির জন্য আহূত সভায় উপস্থিতির ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

১৪ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি এল, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ	শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ মিত্র
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ	" কৃষ্ণধন মিত্র
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" মন্মথনাথ সুর
" শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ	" কৃষ্ণদাস সমাদ্দার
" ঢুণ্ডিনাথ সাংখ্যরত্ন	" সত্যভূষণ দে
" কামিনীনাথ রায়	" শশিভূষণ দাস
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" শিবকৃষ্ণ দে

[শ্রী]যুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
" জগবন্ধু মোদক
" যোগেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত
" সুরেশচন্দ্র বসু
" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
" সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" গৌরহরি সেন
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" চারুচন্দ্র মিত্র
" সুশীলগোপাল বসু
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যার্ণব
" [illegible]কুমার রায়
" কুঞ্জবিহারী দত্ত
" যতীন্দ্রনাথ মিত্র
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু
" মন্মথনাথ বসু
" রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী
" রাজকৃষ্ণ দত্ত
" নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল
" নগেন্দ্রকুমার বসু
" নবকান্ত কবিরত্ন
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বয়াট
" রাখালদাস সেনগুপ্ত
" কালীচরণ [illegible]
" হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
" নীলমাধব বর্দ্ধন রায়
" সুরেন্দ্রকৃষ্ণ দে
" সুশীলগোপাল বসু
" প্রভাতচন্দ্র গুহ
" যাদবচন্দ্র মিত্র
" শচীন্দ্রসেবক নন্দী
" বিজয়কৃষ্ণ বসু
" প্রবোধকৃষ্ণ ঘোষ
" নিখিলনাথ রায় বি, এল
" যোগিন্দ্র সেন এম, এ
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম, এ
" প্রমথনাথ [illegible]পাধ্যায়
" চারুচন্দ্র [illegible]
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি এল
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
" [illegible]মোহন বসু }
" ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
" কিশোরীমোহন সিংহ }

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২ সভাপতিনির্ব্বাচন। ৩ পুস্তক উপহারদাতৃ-গণকে ধন্যবাদ। ৪ প্রবন্ধ—(ক) মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের "অক্ষয়কুমার দত্তের কথা"—(খ) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের "বাঙ্গালা ধাতু-রূপ"। ৫ বিবিধ। ৬ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয়কর্তৃক তিব্বতের বৌদ্ধ-বিহারের চিত্রপ্রদর্শন ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কর্তৃক বিদ্যাপতির পদাবলী পাঠ।

১। সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও অনুমোদিত হইল।

২। নিম্নলিখিত সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত [illegible]।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকালীনাথ নন্দী	১। শ্রীগোষ্ঠবিহারী আঢ্য
শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	২। শ্রীমৌলবি আবদুলকাদির
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী	৩। শ্রীজগবন্ধু মোদক
		৪। শ্রীচারুচন্দ্র রায় মোক্তার
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদবিদ্যাবিনোদ	৫। শ্রীঅমর দত্ত, ষ্টার থিয়েটার
শ্রীহেমচন্দ্র দাস গুপ্ত	শ্রীরামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী	৬। শ্রীবিনোদবিহারী সেন
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৭। শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

নিম্নলিখিত ছাত্র সভ্যগণ যথারীতি নির্ব্বাচিত হইলেন।—

১। শ্রীহেমচন্দ্র সেন
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড

২। শ্রীহীরালাল রায়
৬৫।৩ হ্যারিসন রোড

৩। শ্রীহেমচন্দ্র সেন গুপ্ত
২৭।২ মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীট

৪। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত
৪৮।১১ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

৫। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র
৫০ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

৪। নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত ও উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

(১) রামদাস গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ শ্রীমণিমোহন সেন

(২) বাসনাঞ্জলি — শ্রীকামিনীনাথ রায়

(৩) The Noakhali Case
(৪) Indian Congressmen
এবং কতকগুলি মাসিক পত্রিকা
— শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(৫) The 3rd Hare Anniversary meeting with Aksay kumar Datta's Bengali Lecture — শ্রীরমেশচন্দ্র বসু

(৬) কৃষি গেজেট— শ্রীগিরীশচন্দ্র বসু

(৭) The Vocabulary (1815) — শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সভাকে জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় তৎপ্রণীত "রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি" নামক গ্রন্থ তিনি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া পরিষৎ দ্বারা প্রকাশ করাইবেন, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে তাঁহাকে এই অনুগ্রহের জন্য পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার আদেশ হইল।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীমহাশয় জানাইলেন যে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তমহাশয় তৎপ্রণীত "গীতায় ঈশ্বরবাদ" নামক পুস্তক নিজব্যয়ে মুদ্রিত করাইয়াছেন; ঐ পুস্তকের প্রকাশভার তিনি পরিষৎকে অর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। হীরেন্দ্র বাবুকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব অনুমোদিত হইল।

উক্ত উভয় গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় [illegible] অভিযান উপলক্ষে তিব্বত হইতে আনীত চারিখানি পট প্রদর্শন করিলেন। [illegible] আক্রমণের পর তিব্বতের বৌদ্ধবিহারে ঐ পট পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সার আরুণ্ডেল আরুণ্ডেল প্রথমে ঐ পটের অস্তিত্ব সতীশবাবুকে জ্ঞাপন করেন। সতীশ বাবু তাঁহার নিকট হইতে পট পাইয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে দেখাইয়াছিলেন। পটগুলিতে যে সকল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার প্রত্যেকের নিম্নে তিব্বতি অক্ষরে নাম লেখা আছে। কাপড়ের উপর [illegible] পটগুলি চিত্রিত। কাপড় কোন কোন স্থলে রেসমি ও কিংখাপ। প্রথম পটের ঊর্দ্ধভাগে অমিতাভ বুদ্ধ, পার্শ্বে ব্রহ্ম, নিম্নে ধ্যানস্থ বুদ্ধ। বামে আকাশমার্গে বুদ্ধ পদাপাত হইতেছেন। ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভের পর বুদ্ধদেবের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা তৎপরে চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম পটেই ৪৩টি ছবির নীচে তিব্বতি ভাষায় ৪৩টি বিবরণ অঙ্কিত আছে।

দ্বিতীয় পট একজন সৈনিকের আনীত। উহার মধ্যস্থলে বজ্রভৈরবের ভীষণ মূর্ত্তি। বুদ্ধদেব বজ্রভৈরবকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি পদতলে ধর্ম্মের শত্রুগণকে দলিত করিতেছেন। বজ্রভৈরবের পার্শ্বে তাঁহার অনুচর ও অনুচরী ভূত পিশাচ ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি, তন্মধ্যে নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মেঘবর্ণ, দুই বাহু, দুই পদতলে দুইটি শব। পটের পৃষ্ঠে বজ্রভৈরবের মন্ত্র লিখিত আছে। মন্ত্রের অক্ষর তিব্বতি ভাষা কতক সংস্কৃত, কতক তিব্বতি, মন্ত্রে বজ্রভৈরবকে শত্রুসংহারের ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য প্রার্থনা হইতেছে, মন্ত্রের উপরে শোণিতলিপ্ত পঞ্চাঙ্গুলিযুক্ত নরকরতলের ছাপ। তৃতীয় পটে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। চতুর্থ পটে স্থবিরগণের মূর্ত্তি।

ঐ পটগুলি ভিন্ন তিব্বত হইতে অনেকগুলি গ্রন্থ আসিয়াছে। তাহার অনেক গ্রন্থের নাম জানা ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তাহা পাওয়া যায় নাই, যথা—টীকাসমেত প্রমাণসমুচ্চয় নামক বিখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ ও চন্দ্রব্যাকরণ। অন্যান্য গ্রন্থ যথা—গ্রহণগণনা সম্বন্ধে জ্যোতিষি[illegible]গ্রন্থ; মেঘদূতের তিব্বতী অনুবাদ, তারাদেবীর স্রগ্ধরাস্তোত্র, টীকাসমেত ন্যায়বিন্দু।

ঐ স[illegible] গ্রন্থ ইউরোপে সাহিত্যসমাজসমূহের মধ্যে বিতরণ জন্য ইণ্ডিয়া আফিসে প্রেরিত হইয়াছে। সতীশ বাবুর প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছেন, আশা করা যায় ঐ সকল মূল্যবান্ গ্রন্থ ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের অনেক নূতন তথ্য নিরূপণে সাহায্য করিবে।

৭। তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,বি, এল মহাশয় "অক্ষয় কুমার দত্তের কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, [ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ সালের ভাদ্র [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে] প্রবন্ধলেখক ৺অক্ষয় কুমার দত্তের উইলের অনু[illegible] একজিকিউটর নিযুক্ত হইয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার প্রথম [illegible] উপলক্ষে তাঁহার বালীনগরস্থিত উদ্যান ভবন, পুস্তকালয়, মিউজিয়ম প্রভৃ[illegible] অক্ষয়কুমারের সহিত

আলাপ ও কথোপকথন, অক্ষয়কুমারের ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথার অবতারণা প্রবন্ধ অতি মূল্যবান্ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠান্তে সভাপতি মহাশয় অক্ষয় কুমার দত্তের শেষ উইলের একখানি হস্তলিখিত খোসাবিদা ও একখানি মুদ্রিত প্রতিলিপি ও তাঁহার পুস্তকালয়ের তালিকা সাহিত্য-পরিষৎকে প্রদান করিলেন। পরিষৎ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যত্নে স্বর্গীয় অক্ষয় কুমারের ঐ স্মৃতিনিদর্শন গ্রহণ করিলেন।

৮। তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় "বাঙ্গলা নাম-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ মধ্যে বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষের প্রচলিত নামসমূহের অর্থতত্ত্ব ও ব্যুৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবৎসর পূর্ব্বে লেখককে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালি নামের উৎপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্যোমকেশ বাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির কতিপয় পদ পাঠ করিলেন। পাঠকালে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, বিদ্যাপতির পদসমূহের ছন্দে অক্ষরসংখ্যার নিয়ম নাই; রাগানুসারে উহার প্রতিচরণে অক্ষরসংখ্যার তারতম্য হয়। লোচন কবি প্রণীত রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থ সভায় প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, ঐ গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও অন্যান্য কবির রচিত পদের উদাহরণ দ্বারা বিবিধ ছন্দের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐ গ্রন্থ হইতে ছন্দের নামগুলি গ্রহণ করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সভাপতি।	সম্পাদক।

বিশেষ অধিবেশন।

১০ই ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট শনিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল	শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী
" শিবাপ্রসন্ন [illegible] বি, এল	" নিখিলনাথ রায় বি, এল
" মহেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এল	" মন্মথনাথ সেন বি, এ
" ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ	" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ
" [illegible]নাথ বন্দ্যো[illegible] [illegible] এ	[illegible] বিদ্যারত্ন সেন কবিরঞ্জন

শ্রীযুক্ত রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
" জলধর সেন (বসুমতী-সম্পাদক)	" গৌরহরি সেন
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সাহিত্য ")	" যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ
" যতীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্মভূমি ")	" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, (টেলিঃ ")	গোবিন্দলাল দত্ত
" বিহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী "	" মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী (শিল্প ও সাহিত্য ")
" বীরেশ্বর পাঁড়ে	" সখারাম গণেশ (দেউস্কর) হিতবাদী "),
" মুনীন্দ্রচন্দ্র সাংখ্যরত্ন	" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ
" বাণীনাথ নন্দী	" মণিমোহন সেন
" রাজকৃষ্ণ দত্ত	" সতীশচন্দ্র সমাজপতি
" নগেন্দ্রনাথ বসু	" সুরেশচন্দ্র বসু
" মন্মথমোহন বসু	" বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" অমৃতগোপাল বসু	" প্রবোধগোপাল বসু
" ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ (সম্পাদক)
	ব্যোমকেশ মুস্তফী } সহকারী সম্পাদক
	মন্মথমোহন বসু }

এতদ্ভিন্ন বহুশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবাসী পত্রিকার [illegible] শোকপ্রকাশার্থ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি দশজন সভ্যের অনুরোধ ক্রমে সম্পাদককর্ত্তৃক মিনার্ভা থিয়েটারে এই সাধারণ সভা আহূত হয়।

সভাস্থলে গণ্যমান্য বহুব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটার গৃহ শ্রোতৃবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—"বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের ইতিহাসে যুগান্তরপ্রবর্ত্তক, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের সুলভ মূল্যে প্রচারকর্ত্তা, আশ্রিতপালক, কর্ম্মনিষ্ঠ, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পরমবন্ধু ও "বঙ্গবাসী" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন"। এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া সুরেশ বাবু পরলোকগত যোগেন্দ্র চন্দ্রের জীবনীর পরিচায়ক এক সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ঐ প্রবন্ধে লেখক বঙ্গবাসী পত্রিকার উৎপত্তি ও তৎকর্ত্তৃক লোকশিক্ষার বিস্তারের বিবরণ দিয়া যোগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সুলভে শাস্ত্র প্রকাশের কথা ও তাঁহার কর্ম্মকুশলতা, আশ্রিতবৎসলতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিলেন [ঐ প্রবন্ধ এই অধিবেশনের পর সপ্তাহের বঙ্গবাসী-পত্রিকায়

প্রকাশিত হইয়াছে] "বসুমতী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রের মহানুভাবতার নিদর্শন স্বরূপ একদিন বঙ্গবাসী ছাপা বন্ধ করিয়া বিনামূল্যে বসুমতী ছাপিয়া দিবার বিবরণ বর্ণনা করিলেন। তৎপরে এই প্রস্তাবের অনুমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয় বিশেষভাবে যোগেন্দ্রচন্দ্রের সেকালের হিন্দুনীতি-প্রিয়তার উল্লেখ করেন। "হিতবাদীর" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিজ মতে অবিচলিততা ও ব্যবসায়বুদ্ধির উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বলেন, ভাষায় তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার ছিল এবং তাঁহার সকল লেখাই মর্ম্মচ্ছেদকারী ও সরল। তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যোগেন্দ্রচন্দ্রের কোনরূপ স্মৃতি-নিদর্শন রক্ষা করিবেন, তজ্জন্য অর্থসংগ্রহের এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর অর্পিত হউক"। এই প্রস্তাব করিয়া হীরেন্দ্র বাবু বলিলেন,—পরিষৎপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথির প্রচার যোগেন্দ্রচন্দ্রই আরম্ভ করেন। পরিষৎ এই কার্য্যে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছেন। হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থপ্রচারে দেশকাল পাত্রের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া বেদব্যাসের সহিত বাঙ্গালায় তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বর্ত্তমান আন্দোলনপ্রণালী অনুমোদন না করিলেও প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এ; বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলেন যে, বঙ্গবাসী প্রকাশ ... বহুপূর্ব্বে তিনি যোগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক ... এবং ... শিক্ষিত। যোগেন্দ্রচন্দ্রই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সংবাদপত্র পাঠের স্পৃহা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া ... যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ... উল্লেখ করেন। তৎপরে সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু বি, এ মহাশয় এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঈশ্বরপ্রেরিত লোক ছিলেন। তিনি নিরভিমান ছিলেন। অভিমান ছিল না বলিয়াই পর নিন্দায়, পরের গালিতে উত্তেজিত হইয়া তিনি কোন দিন মানহানির মোকদ্দমা নাই। তৎপরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যোগেন্দ্র বাবুর সুলভ গ্রন্থপ্রকাশ বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বঙ্গে আজ যে স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহারে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ঐ বিষয় বঙ্গবাসী পত্রে বহুপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছিল।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন,—"যোগেন্দ্রচন্দ্রের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি পরিষৎ গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। এই সংবাদ সভাপতির স্বাক্ষরিত করাইয়া তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপিত করা হউক।" প্রস্তাব করিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গবাসীর ধর্ম্মান্দোলনে বঙ্গসাহিত্য নূতন জীবন লাভ করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে ইহা উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবর্ত্তন বঙ্গবাসীদ্বারা বহুপূর্ব্বেই হইয়াছিল। নানারূপে বাঙ্গালী যোগেন্দ্রচন্দ্রের নিকট ঋণী। ...

কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত নির্ম্মলনাথ রায় বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যোগেন্দ্র বাবুর [illegible] সময় [illegible] লোকের পাঠস্পৃহা [illegible] য়াছিল, তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন ও [illegible] ঐ [illegible] গ্রন্থগুলির সুলভ প্রচারের [illegible] কারিতার কথা বলিলেন। তৎপরে [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রস্তাবের অনু- [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্র যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই বলিলেন; কিন্তু [illegible] যে একজন উপযুক্ত কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার কর্তৃত্বগুণেই বঙ্গবাসীর মতন বৃহৎ কাগজ, [illegible] ও পুস্তক গ্রন্থ প্রচারের বৃহৎ ব্যবসায়ে সাফল্য ঘটিয়াছে, আমি তাহারই উল্লেখ [illegible]। স্বদেশী আন্দোলনে সফলতা লাভ করিবার জন্য টাউনহলের বক্তৃতায় রবীন্দ্র বাবু যে নায়ক [illegible] করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আমার বিশ্বাস, যোগেন্দ্রচন্দ্রের মত যাঁহারা কর্তৃত্বপটু [illegible] কর্ত্তার উপযুক্ত ধীর স্থির গম্ভীর অথচ দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, দূরদৃষ্টি ও বিবেচনাশীল, তাঁহারাই নায়ক হইতে পারেন।

[illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ মহাশয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের [illegible] সদ্গুণ, চরিত্রের দৃঢ়তা, গোপন দান, দুঃখের উপকার মহানুভবতা, [illegible] ও অনুগতের প্রতি স্নেহ ব্যবহার প্রভৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে ইহাঁর [illegible] অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—সময় হইলে ভগবান্ লোক প্রেরণ [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্র ঐরূপ প্রেরিত ব্যক্তি। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস [illegible] বিভিন্ন যুগে এইরূপ অবতারের আবির্ভাব দেখা যায়। যোগেন্দ্র [illegible] সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও সুলভ সাহিত্যপ্রচার। তিনি ব্রাহ্মণদের উদ্ধার [illegible] লেন।

তৎপরে [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্রের গুণাবলীর আলোচনা করিলে পর [illegible] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, সম্প্রতি [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য- [illegible] কিরূপ হইবে, তাহার আলোচনার জন্য এবং এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য [illegible] বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় [illegible]

চতুর্থ ... অধিবেশন।

১ লা ভাদ্র, ৩রা সে...ন, রবিবার অপরা...

উপস্থিত সভ্যগণ

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র
" যতীন্দ্রনাথ সান্যাল
" যতীন্দ্রমোহন বাগচী
" ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

শ্রীযুক্ত ...শিকান্ত ...
" ...চন্দ্র দাস
" ...নাথ ...
" নিখিলনাথ ...
" ...কুমার ...
" হৃষিকেশ মি...
" তারানাথ ...
" রামেন্দ্রসুন্দর ...
" ব্যোমকেশ ...

সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপ... অত্যন্ত সিক্তার শোকার্তহৃদয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া... আমাদের জন্মভূমি বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ আদেশ জারিয়া ... ১৬ই অক্টোবর তারিখে এই ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রাচীন ... সমস্ত দেশের বহুকোটী প্রজার কাতরোক্তিতে গবর্ণমেন্ট ... পরিষৎ রাজনৈতিক কোনরূপ আলোচনা করেন না, ... আমাদের হৃদয় এই দারুণ আঘাতে অবসন্ন হইয়াছে। ... সমর্থ হইতে পারেন না। এই হেতু আমি প্রস্তাব ... হউক।

[illegible] প্রভৃতি [illegible] (যোগী) [illegible] গীতাবলে [illegible] অদ্যাপি [illegible] থাকে। এই সকল যুগীদিগের ধর্ম-পূজাদির প্রকরণ [illegible] বৌদ্ধ [illegible] বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী [illegible] করেন [illegible] বঙ্গ [illegible] এক প্রান্তে [illegible] পতনে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় [illegible] করতোয়ার পূর্ব্বপারে. [illegible] বিস্তৃত কামরূপ রাজ্যে [illegible] করিয়াছিল। [illegible] কামরূপ-রাজ্য মধ্যে ঘোর অন্তর্বিপ্লব চলিতেছিল এবং উহা [illegible] পতনের পর হইতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। ভাস্করবর্ম্মা নামে কামরূপের [illegible] ছিলেন মাত্র। এই ভাস্করবর্ম্মার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌সিয়াং কামরূপ পরিদর্শন করেন। তিনি তখন কামরূপে [illegible] মন্দিরাদি দেখিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা হিন্দুরাজা হইলেও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ছিল, তিনি বঙ্গের [illegible] ন্যায় বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না।

[illegible] একদেশীয় বৌদ্ধরাজ্যের স্থাপয়িতা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি কিরূপে আপন রাজ্যস্থাপন করেন তাহার কোন ইতিহাস নাই। ধর্ম্মপাল বঙ্গের পালবংশসম্ভূত কোন বৌদ্ধ নরপতির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন। ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার [illegible] [illegible] পত্নী সুবিখ্যাতা বীররমণী ময়নামতীর যুদ্ধের গাথা যুগীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। [illegible] পুত্র গোপীচাঁদ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া রাজত্ব ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভবচন্দ্র রাজা হন। এই বংশের শেষ রাজার নাম পালরাজ। তাঁহার [illegible] স্থান "পালের গড়" নাম অদ্যাপি ধারণ করিতেছে। ময়নামতী ও ধর্ম্মপালের [illegible] 'ময়নামতীর কোট' ও 'ধর্ম্মপালের গড়' নামে রঙ্গপুরে বিখ্যাত। এই সকল বিবরণ [illegible] রঙ্গপুর জেলা যে বৌদ্ধদিগের শেষলীলা ভূমি ছিল তাহা বেশ অনুমান করা যায়। [illegible] [illegible] হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত পালিভাষা বিতাড়িত হইলেও কামরূপে তাহা [illegible] [illegible] এবং বৌদ্ধধর্ম্ম [illegible] করিয়া হিমাচলের পরপারে গমনের পূর্ব্বে, [illegible] [illegible] অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্মের যে [illegible] [illegible] তাহা যে স্থানে প্রথমে উদিত হইয়াছিল, তথা হইতে [illegible] [illegible] বিদায় গ্রহণ করে, সেই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইতেই [illegible] [illegible] এ ক্ষীণ প্রতিধ্বনি টুকুও থামিয়া [illegible]। [illegible] [illegible] আর কি আছে!

[illegible] সহিত রাজবংশী ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ [illegible] ইহাকে [illegible] ভাষার [illegible] পারে। এরূপ অনুমান [illegible] [illegible] রাজবংশী ভাষার [illegible] দেখিতে [illegible]

[illegible] বাণী জাত হইয়াছে।

দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকের উদ্ধৃত বাঙ্গালাভাষার প্রাচীন কাব্যাদির ও বৌদ্ধযুগের অপ্রচলিত শব্দতালিকা রাজবংশী ভাষার শব্দতালিকার নামান্তর মাত্র। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, এককালে বঙ্গের সর্ব্বত্র রাজবংশী ভাষার প্রচলন ছিল ও তদ্দ্বারা কাব্যাদিও রচিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজবংশী ভাষাতত্ত্ব বিশেষরূপে আলোচিত হওয়া সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, রঙ্গপুর, কোচবিহার প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে আসাম সন্নিহিত বলিয়া আসাম দেশীয় আসামী, মেছ প্রভৃতি ভাষার সহিত ঐ সকল স্থানের কথিত রাজবংশী ভাষার সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে। বস্তুতঃ আসামীভাষাও সংস্কৃতমূলক বলিয়া বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সহিত তাহার যে পরিমাণ সাদৃশ্য আছে, রাজবংশী ভাষার সহিত তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক সাদৃশ্য নাই। আর মেছ প্রভৃতি অনার্য্যভাষার সহিত রাজবংশী ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। এমত অবস্থায় রাজবংশীভাষা, আসামীভাষা বা অনার্য্যভাষা সম্ভূত বলিয়া উপেক্ষার বস্তু নহে।

এক্ষণে আমরা উহার বিভক্তি-চিহ্নাদির বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শব্দসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইব।

রাজবংশী ভাষার বিভক্তি চিহ্নাদি।

প্রথমা বিভক্তিতে প্রাকৃতে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। রাজবংশীয় ভাষা ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করে নাই। যথা—রাজাএ ডাকে,—রাজা ডাকে, চোরে আমার নিছে—চোর সমস্ত লইয়াছে ইত্যাদি।

প্রাকৃতের ন্যায় দ্বিতীয়াতে রাজবংশী ভাষায় সর্ব্বত্র 'ক' বিভক্তি চিহ্ন সংযুক্ত হইয়া থাকে। কুত্রাপি বাঙ্গালার ন্যায় "কে" সংযুক্ত হয় না। প্রাচীন কবিতাদিতেও এই দ্বিতীয়ার 'ক' অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। দীনেশ বাবুর পুস্তকের উদাহরণ যথা—"সে যে ভার্য্যা অনুরূপ পতিক চিন্তয়" , "তীরক মারিতে যায় যেন ধনঞ্জয়ে" ইত্যাদি। ঐ পতিক তীরক এবং তোক, মোক, রাজাক ইত্যাদি দ্বিতীয়ান্ত। করণ কারকে 'ত' 'দি' সংযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—"দাও দি হাত কাটিচে" "দাওত হাত কাটিচে"—দা দ্বারা হাত কাটিয়াছে। অধিকরণেও 'ত' সংযুক্ত হইয়া থাকে, কুত্রাপি বাঙ্গালার ন্যায় "তে" সংযুক্ত হয় না, যথা—"হাতত পাইসা নাই"—হাতে পয়সা নাই। "ঘরত ভাত নাই"—ঘরে ভাত নাই ইত্যাদি। নিশ্চয়ার্থে 'ই' এর পরিবর্ত্তে 'এ' সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—"হামরাএ যামো"—আমরাই যাইব। 'গুলা' ও '.....' শব্দদ্বয়ের যোগে সর্ব্বত্র একবচনান্ত পদ বহুবচন হইয়া থাকে যথা—'পখিগুলা' 'ছাওয়ার-ঘর'- ছেলেরা ইত্যাদি।

রাজবংশীর ভাষার উচ্চারণের আরও কয়েকটী বিশেষত্ব এখানে উল্লেখ করিয়া শব্দতালিকা দেওয়া যাইতেছে। শব্দের আদি বর্ণে সংযুক্ত 'ে' একার সর্ব্বত্র 'যা' এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে— শেষ—শ্যায, দেশ—'দ্যাশ', কেশ—'ক্যাশ', বেশ—'ব্যাশ' এইরূপ পড়িতে হইবে।

'ে' একার শব্দের মধ্য বা শেষের বর্ণে সংযুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ ঠিক থাকিবে যথা—দেশে—'ভাশে', কেশে—'ক্যাশে', রমেশ—"রমেশ" ইত্যাদি।

তালব্যবর্ণ মধ্যে চ, ছ, জ, ঝ, য, উচ্চারণ দন্ত্যবর্ণের ন্যায় হইবে। 'ড়' 'র' এর স্থানে স্থানে স্থানে উচ্চারিত হইয়া থাকে। কুত্রাপি 'র' এর স্থানে 'ড়' উচ্চারিত হয় না।

রাজবংশী ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি।

রাজবংশী ভাষায় অনেকানেক মৌলিক কাব্য রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদ রাজার গান উল্লেখযোগ্য। তৎপরবর্ত্তী সময়ে চন্দ্রাবলী, সত্যপীর, নিজামপাগ্‌লা, ইয়ান্‌বাদসা প্রভৃতি অনেকানেক কাব্য উপাখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল।

ঐ সকল কাব্য তুলট কাগজে পুঁথির আকারে অনেকানেক দরিদ্রের গৃহে বিরাজ করিতেছে। প্রবন্ধলেখকের কয়েকখানি মাত্র হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সত্যপীর কাব্যের উল্লেখ করা গেল, উহা কবির অভিনব সৃষ্টি। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের সহিত কোন অংশে তাহার মিল হয় না। পুঁথিখানির আকারও অতি বৃহৎ।

মহাভারত, রামায়ণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থও রাজবংশী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত মধুপুর নামক ধামে রাজবংশী ভাষায় মাধব রায় নামক ভক্তের দ্বারা পঞ্চদশ শতাব্দীর অনুবাদিত ভাগবত গ্রন্থ অদ্যাপি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত লোক-দিগের দ্বারা পূজিত হইতেছে।

রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ যথাক্রমে রামদেওয়ান ও ভাসান যাত্রা নাম ধারণ করিয়া পূজাপার্ব্বণে লোকের বাটীতে গীত হইয়া থাকে। তাহাদিগের লিখিত পুঁথি প্রবন্ধলেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সমগ্র মহাভারত রাজবংশী ভাষায় পদ্যে অনুবাদিত হইয়াছিল, ইহা প্রবন্ধলেখক রঙ্গপুরের স্থানীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের নিকটে অবগত হইয়াছেন; কিন্তু বহু অনুসন্ধানে তাহা এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীর গান ও কুশান গান (লবকুশের-যুদ্ধ) রাজবংশী ভাষায় শুনিতে পাওয়া যায়। এ সকল পালাও বৃহৎ। মনাই যাত্রা, জঙ্গনামা, করিম বিলাপ, প্রভৃতি মুসলমানী গানও রাজবংশী ভাষায় গীত হয়। পুস্তকাদির বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত হইবে।

রঙ্গপুরের দেশীয় শব্দসংগ্রহ।

সর্ব্বনাম।

দেশীভাষা (সম্মানার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	পরিভাষা
হামি	মুঁই	আমি
হামরা		আমরা

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্ভ্রমার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
হামাক্	মোক্,	আমাকে,
হামারগুলাক্	...	আমাদিগকে,
হামারঘরক্	...	...
হামাকদি	...	আমাদ্বারা,
হামারগুলাকৃদি	...	আমাদিগেরদ্বারা,
হামারঘরকাদি	...	...
হামার	...	আমার,
হামারগুলার	...	আমাদিগের,
হামাতে	...	আমাতে,
হামারগুলাতে	...	আমাদিগেতে,
তোমরা (এক ও বহুবচন)	তুঁই	তুমি,
তোমারগুলা	...	তোমরা,
তোমারঘর	...	...
তোমাক্	তোক	তোমাকে তোকে,
তোমারগুলাক্	...	তোমাদিগকে,
তোমারঘরক্	...	...
তোমাকৃদি	তোকৃদি	তোমাদ্বারা,
তোমারগুলাকৃদি	...	তোমাদিগেরদ্বারা,
তোমারঘরকৃদি	...	...
তোমার,	তোর,	তোমার,
তোমারগুলার	তোমার (যাবনিক)	তোমাদিগের,
তোমারঘরের	...	...
তোমাতে	তোমাত্	তোমাতে, তোমায়,
তোমারগুলাতে	...	তোমাদিগেতে,
[illegible]রা	যায়	যিনি, যে,
যেম[illegible]লা	...	যাহারা,
যামারঘর	...	...
যামাক	যাক্	যাহাকে, যাকে,
যামাকৃদি	যাকৃদি	যাহাদ্বারা, যাদ্বারা,
যামারগুলাকৃদি	...	[illegible]

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্মানার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	
যামারঘরকৃদি	যাকৃদি	যাহাদিগের দ্বারা
যামার	যার	যাহার, যার,
যাম্যতে	যাতে,	যাহাতে, যাতে,
তাম্‌রা (এক ও বহুবচনে)	তাঁয়	তিনি, সে,
তাম্‌রাগুলা	...	তাহারা
তামারঘর	...	...
তামাক্	তাকে,	তাহাকে, তাকে,
তামারগুলাক্	...	তাহাদিগকে,
তামারঘরক্	...	...
তামাকৃদি	...	তাহাদ্বারা,
তামারঘরকৃদি	তাকৃদি	তাহাদিগেদ্বারা,
তামারগুলাকৃদি	...	...
তামার	তার,	তাহার
তামারগুলার	...	তাহাদিগের
তামারঘরের	...	...
তাত্, তাতে	...	তাহাতে,
এম্‌রা, (এক ও বহুবচনে)	এঁয়, এঁায়,	ইনি, এ,
এম্‌রাগুলা	...	ইহারা, এরা,
ইমারঘর	...	...
এমাক্	ইয়াক্	ইহাকে, একে,
এমারগুলাক	...	ইহাদিগকে
এমারঘরক	...	ইহাদিগকে,
এমাকৃদি	...	ইহাদ্বারা
ইমাকৃদি	...	ইহাদ্বারা
এমারগুলাকৃদি	...	ইহাদিগেদ্বারা,
এমারঘরকৃদি	...	...
এমার, ইমার	এমার (বাবলিক)	ইহার, [illegible],
এমাতে, ইমাতে	...	ইহাতে, ইহাতে,
এমারগুলাতে	...	ইহাদিগেতে
ইমারগুলাতে	...	ইহাদিগেতে

দেশীভাষা		পরিভাষা
(সম্ভ্রমার্থে)	(তুচ্ছার্থে)	উনি, ওঁ,
উম্‌রা (এক ও বহুবচনে)	এম্মার (যাবনিক)	উহারা, ওরা,
উম্‌রাগুলা	...	...
উমারঘর	...	উহাকে, ওকে,
উমাক্	...	উহাদিগকে,
উমারগুলাক্	...	...
উমারঘরক	...	উহাদ্বারা
উমাকদি	...	উহাদিগেরদ্বারা
উমারগুলাকদি	...	...
উমারঘরকদি	...	উহার, ওর,
উমার	উম্মাগ (ঐ)	উহাদিগের, ওদের,
উমারগুলার	...	"
উমারঘরের	...	উহাতে
উমাত্ (অপ্রাণিবাচক	...	...
অত্ শব্দের পরিবর্তে)	...	উহাতে
উমাতে,	...	...
আতে	...	কে,
কার	...	কাহাকে
কাক্	...	কাহাদ্বারা
কাকদি	...	দুইজন, উভয়,
কোনোজন	...	...
কোনোকোনা	...	অন্য,
হগার	...	সমস্ত, সকল,
সগুল	...	...
সগুলগুলা	...	সকলে
সগায়	...	

বিশেষ্য পদ।

দেশীভাষা	পরিভাষা	দেশীভাষা	পরিভাষা
নাকফুল	নাসিকার অগ্রভাগ	হাটুয়া	জানু
হাড়ির	কর্ণপটহ	পাঞ্জরা	পার্শ্ব

দেশী	পরিভাষা	দেশী	পরিভাষা
চোঁত্‌লাই	দাড়ি	পিলাই	প্লীহা,
গাও, ঠ্যাং	পা	মাটিয়া	যকৃৎ
চউক্‌	চক্ষু	মীড়ভাড়া	মেরুদণ্ড
জিবা	জিহ্বা	মোচ	স্কন্ধ
টুঁটা	কণ্ঠ	ঠোঁট	ওষ্ঠ
গালা	গলা	জীউ	জীবন; প্রাণ
প্যাট	পেট	চয়পোটা	নিতম্ব
কমোর	কটি	টিকৃড়া, পুট্‌কি	গুহ্য
নউগ	নখ	চওয়াল	গণ্ডদেশ
নগল, নঙ্গুল	অঙ্গুলি,	কাণসাকা	কর্ণমূল
বুড়ি নউগ	বৃদ্ধাঙ্গুলি	খালে, চাম	ত্বক্‌
কাণিনউগ	কনিষ্ঠাঙ্গুলি	গিরা	সন্ধিমূল
চক	উরুদেশ	অগ	শিরা
কাচ	কুচকী	চিপ্‌	কপালের পার্শ্বদ্বয়
মালাইচাকা	জংঘা ও জানুর সন্ধিমূলস্থ পিলের মত অস্থিখণ্ড	নাই	নাভি
		মাগ্‌গো	গুহ্যদেশ (পালি মগ্‌গো = মার্গ)

মানসিক বৃত্তিসমূহের নাম।

আগ, তাও, ঝাল, কোধ গোবা	ক্রোধ, অভিমান,	লালোচ	লোভ,
		লাল্‌চিয়া	লোভী

সন্তানাদির নাম।

ছাওয়া	ছেলে, সন্তান	বেটাছাওয়া	পুত্র
ছইল, পইল,	ছেলে, পিলে,	বেটীছাওয়া	কন্যা
বালক	বালক, শিশু	মাইয়ামানুষ	স্ত্রীলোক

মনুষ্যের সম্বন্ধের নাম।

মাইয়া, বহুয়	স্ত্রী	সাগাই সোদর	কুটুম্বাদি
সোয়ামী	স্বামী	সাগাই	কুটুম্ব
বওনাই	ভগিনীপতি	বঁধু	বন্ধু
জ্যাটো	জ্যেষ্ঠতাত	বোয়াসিন	কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী
মাউসা	মেসো	ভাউজ	বড় ভ্রাতার স্ত্রী
বইন	ভগিনী	ভাইস্তা, ভাতিজা	ভ্রাতুষ্পুত্র
বাওজ	[illegible]	ভাতী	ভ্রাতুষ্পুত্রী

দেশীভাষা	পরিভাষা	দেশীভাষা	পরিভাষা
সাড়ুভাই	শ্যালিকাপতি	পুত্‌রাবেটা	পুত্রবধূর ভ্রাতা
ভাওরাই	ভালুই	পুতরাবেটী	পুত্রবধূর ভগিনী
বিয়াই, বিয়াণী	বৈবাহিক, বৈবাহিকা	পোষানীবেটা	পোষ্যপুত্র

ইতরশ্রেণীর পুরুষের নাম।

(কালানুসারে)

বৈশাগ	বৈশাখ মাসে যাহার জন্ম হয়,	হিমালু	শীতকালে যাহার জন্ম হয়,
আষাড়ু	আষাঢ় " "	পৌয়াতু	শেষ রাত্রে " "
ভাদু	ভাদ্র " "	দুপরিয়া	বেলা দুইপ্রহরের সময় যাহার জন্ম হয়।
আশ্বিনা	আশ্বিন " "	আকালু	দুর্ভিক্ষের সময় যাহার জন্ম হয়।
কার্ত্তিরাম	কার্ত্তিক " "	বাদল	বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়।
পুষু	পৌষ " "	ঝড়ু	ঝড় বৃষ্টির দিন যাহার জন্ম হয়।
মঘা	মাঘ " "	মঙ্গলু	মঙ্গলবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
ফাগুণা	ফাল্গুন " "	বুধারু	বুধবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
চৈতা	চৈত্র " "	বিষাদু	বৃহস্পতিবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
জোনাকু	শুক্লপক্ষে যাহার জন্ম হয়,	শুকারু	শুক্রবারে যাহার জন্ম হইয়াছে।
আঁধুরু	কৃষ্ণপক্ষে " "		

অর্থশূন্য নাম।

হাওয়াই, বাওয়াই, ভাওয়াই, চেঙ্টু, খোলাকুটা, খাড়কাটু, খেড়ু, মদু, চৌংলা, ভ্যাগা, প্যাল্টা, ফেকল, পাঁতার, সাঁতার, কিষু, কিনা, কাণাকড়ি, কাজিরা, শিয়ালু, গাদলু, ঢুঁপোল।

গুণানুসারে রক্ষিত নাম।

গোলচড়া	যে মোটা,	মুড়্ড়া	
টাকিয়া	যাহার মাথায় টাক্ আছে	গদা	যাহার বাল্যকালে খোস পাঁচড়া হয়।
নিবালু	রাগ অর্থাৎ ক্রোধযুক্ত ব্যক্তি	কান্দুরা	যে বেশী কাঁদে
পাড়ুড়া		ভাটকিয়া	খর্ব্বাকৃতি লোক
কাপুড়া		খাটনিয়া	অকর্ম্মণ্য লোকের নাম।
মুড়্য়া			

ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের নাম।

ঘুটনী	চেঙী	উজলী	বৈঠী	ঝিলো
বুলী	উজল	কালুকী	মবে	ঢুলী
পাকানী	বুদো	কাহুলী	[illegible]	[illegible]

চেঁংলো	মঙ্গলা	শীতো	মাইংলো	চেঁপরী
পেন্টী	বুচো	জলো	বাচ্চানী	সুন্দরী
বাতলী	পুঁটী	শিবে	সুবলী	ভাদরী
ডিকো	ভুগো	বাপ্‌নী	মাইংলো	ঝিমো
মলো	মনো	কোঁকরানী	বাপড়ী	কুমারা
ভোমন	চেম্‌ড়ী	হাইড়ো	কনকনী	টাংলো

মঙ্গলী যে মঙ্গলবারে হইয়াছে আঁধারী অন্ধকাররাত্রে জন্মগ্রহণকারী

সাতাশী সাতমাসে যাহার জন্ম জোনাকী জ্যোৎস্নারাত্রে জন্মগ্রহণকারী

চেঁপরী বাল্যকালে প্লীহাতে চেঁপামৎস্যের ন্যায় যাহার উদর হয়।

কোপা সূতিকাঘরের কোপা কাটিয়া যাহাকে বাহির করা হইয়াছে।

ব্যবসায় অনুসারে নাম।

দেশীভাষা		অর্থ
গাছুয়া	...	তৈল প্রস্তুত করার গাছ যে সকল মুসলমানের আছে
ঠাটারী	...	পিত্তলনির্ম্মিত বাসনাদি যাহারা মেরামত করিয়া থাকে
ছাপরবন্ধ	...	খড়ের ঘর নির্ম্মাণকারী
ছাওয়াল	..	যাহারা পূজাদির সময় মেষ, পাঁঠা ইত্যাদি বলিদান করে।
মাসড়া	...	মাস মাস বেতন লইয়া যাহারা অপরের কৃষিকার্য্যাদি করে।
পাণাড়ি	...	পাণবিক্রয় যাহার জীবিকা
গুয়াড়ি	..	কাঁচা ও শুষ্ক গুপারী বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
মাছুয়া	...	(মেছো) মৎস্য বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
বেহারা	...	পাল্কীবাহক, ঐ সকল লোক মৎস্যও বিক্রয় করিয়া থাকে, মুসলমান ও কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায় ঐ কার্য্য করে।
চাড়াল	...	চণ্ডাল, নমঃশূদ্র, ইহারাও মৎস্য বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।
কোটুওয়াল.মাহোয়ান্ ...		কোটাল, জমিদারের নকঃধর ও বরকন্দাজের অধিকারের আবাদকারী।
মণিহারী	...	বিবিধ প্রকারের খেলনা ও স্ত্রীলোকদিগের গহনা, বিশেষ কাচের চুড়ি ইত্যাদি যাহারা বিক্রয় করিয়া থাকে।
কাপুড়িয়া	...	বস্ত্রবিক্রেতা
কাগজিয়া	...	অল্পপূর্ব্বে রঙ্গপুর কাগজ [illegible], কাগজ প্রস্তুতকারী হিন্দু, মুসলমান সকলকেই [illegible]

শব্দাবলী	অর্থ
বলদিয়া	যে সকল মুসলমান বলদে বোঝাই দিয়া লোকের গৃহে গৃহে তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।
পাইকার	দালাল, মুসলমানের মধ্যে অবস্থাপন্নেরা এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকে।
গীদাল	গানের দলপতি বা অধিকারী
হাওয়াইকর	আতসবাজী নির্ম্মাণকারী
ডাওয়াই, ডোম,	দরমা, কুলা, ডালা, প্রভৃতি প্রস্তুতকারী জাতি বিশেষ, ইহারা শুকর পালন করিয়া থাকে।
পরামাণিক, বসুনিয়া	গ্রামের মধ্যে মানীলোক যাহারা জমিদারের নিকট সামান্য ভাতা প্রাপ্ত হইয়া মফঃস্বল কর্ম্মচারিগণকে আদায় ও জমির সীমা আদি নির্ণয়ে সাহায্য করিয়া থাকে।
বাদিয়া	চর্ম্মব্যবসায়ী জাতি বিশেষ ইহারা বিবাহ পূজা প্রভৃতি ঢোল্ সানাই ইত্যাদি বাজাইয়া থাকে।
গুড়াতী	অধিক পরিমাণে গুড়বিক্রেতা মুসলমানের সম্ভ্রমসূচক উপাধি
পাসরী	পসারী, মিশি, মসলা, বিবিধ গাছড়া ঔষধ প্রভৃতি বিক্রেতা
বাইন	ঢোল, খোল, তবলা প্রভৃতি বাদক
ঘাঁসী	ঘেসেড়া, ঘোটকের ঘাস সংগ্রহকারক। মুসলমান ব্যতীত রঙ্গপুরে কোন হিন্দু এই কার্য্য করে না।
রাখোয়াল্	গো-রক্ষক
হালুয়া	হলচালক
রোজা	ওঝা, মন্ত্রাদি দ্বারা যাহারা ভূতপ্রেতের চিকিৎসা করে
গুণী	উচাটন, বশীকরণ, মারণ, প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ
পড়ুয়া	ছাত্র
আড়াকশ্	বৃহৎ করাৎ দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদনকারী হিন্দু অথবা মুসলমান
ভাঁটিদার	মদ্যালয়ের রক্ষক
সুনারী	স্বর্ণবিক্রেতা
গোয়াল	মাখনা, দধি, দুগ্ধবিক্রেতা জাতিবিশেষ
কাসাই	কাঁচা মৎস্যবিক্রেতার উপাধি
ঘাটিয়াল	পাটনী
গাড়োয়ান	গো-শকটচালক
দিকারী	খুচরা দালাল,

দেশীভাষা		অর্থ
খড়িয়া	...	ইন্ধনকাষ্ঠবিক্রেতা
সরকার	...	লেখাপড়ায় অভিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা মুসলমানের উপাধি।
বাণিয়া	...	স্বর্ণকার, স্যাক্‌রা
দেওয়ানী	...	১। পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি অর্থাৎ কর্ত্তা ২। গ্রামের চতুর লোক যাহারা আইন ইত্যাদি জানে এবং মকর্দ্দমা, মামলা, উপস্থিত হইলে পয়সা লইয়া পক্ষাবলম্বন করিয়া পরামর্শ প্রদান ও মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত যাবতীয় উদ্যোগ করিয়া থাকে, পল্লীগ্রামে পুলিশ ইহাদের সাহায্যে দোষী নির্দ্দোষ উভয় পক্ষ হইতে অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই দেওয়ানী শ্রেণী দ্বারা পল্লীগ্রামের সরল এবং দরিদ্র প্রজারা বহু প্রকারে উৎপীড়িত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। ইহারাই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া রাজদ্বারে গমনের যোগাড় করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ করে। পুলিশও ইহাদের কৃপায় বহু অন্যায্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া উদরগহ্বর পূর্ণ করিতেছে। বলা বাহুল্য পুলিশ ও উকীল মোক্তারগণের নিকট এই শ্রেণীর লোক সমধিক প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে।
মুক্তিয়ার	..	মোক্তার অর্থাৎ পাশ করা নিম্ন শ্রেণীর আইনজ্ঞ। ইহাদের মধ্যেও অনেকে পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানী শ্রেণীর অনুরূপ কুপরামর্শদাতা ও অযথা মোকর্দ্দমা ও বিরোধের সৃষ্টিকারক। দরিদ্র প্রজাকুলের শোণিত তুল্য অর্থশোষণে ইহারাও কোন অংশে দেওয়ানীগণ অপেক্ষা ন্যূন নহে।

খড়ের ঘর ও তাহার সরঞ্জামাদির নাম।

চৌয়ারী	...	চারি চালাযুক্ত ঘর
বাংলাঘর	...	দু চালাযুক্ত ঘর
নাকারী ঘর	...	চারি চালাযুক্ত ঘর, দুই চাল বড় আর দুই চাল ছোট
খান্‌কা	...	সদর ঘর
হাঁইসোলঘর	...	রান্নাঘর
গোয়াইলঘর	...	গোয়ালঘর
মোড় চাল	...	সম্মুখের ও পশ্চাতের চালের নাম।

দেশীভাষা		অর্থ
পাকই	...	পার্শ্বের চালা ঘরের নাম
উয়া	...	রুয়া (উচ্চারণপার্থক্য মাত্র)
সাঁড়ক	...	রুয়া যাহার সহিত বাঁধে, দক্ষিণ দেশে কোথাও আটন বলে
সুরসি	...	ছাটন
পাইড়	...	যে চারিটী বাঁশের উপরে চাল স্থাপন করা যায়।
তীর	...	
কাবাড়ী	..	দক্ষিণদেশে বাখারী বলে
টুই	...	ঘরের মটকা
বাওনা	...	ঘরের টুইকে রক্ষা করার জন্য তীরের উপর যে ১৷০ বা ২ হস্ত পরিমিত বংশখণ্ড স্থাপন করা হয়।
পই	...	বাঁশের স্তম্ভ বা খুঁটী
আল	.	ঘরের পাড় রক্ষার্থ যে খাঁচ কাটা হয়, কোন কোন দেশে কাওাই করা বলে।
চাটি	...	ঘরের বেড়া
খোয়া	.	বেড়া মাটি হইতে রক্ষা করিবার জন্য বেড়ার নিম্নে বাঁশের যে অর্দ্ধ অংশ দেওয়া যায়।
কুকুয়া	...	উল্লিখিত বাঁশের বাহির দিক দিয়া থাকে
কোবাইড়	...	ঘরের নলমানির্ম্মিত দরওজা
চানকা	..	দরওজার উপরিস্থ অল্পায়তন বেড়া
ধাড়া	...	বাঁশের দরজা
চাদওয়ারী	...	দোচালা ঘরের প্রস্থ দিকের দুই চালের মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার চালা।
ছাকন	...	ছাঁচতলা
খোকা	...	গৃহকোণ
মাজিয়া	...	মেঝে
কাণি	...	ঘরের কোণা
খেড়, (খাড়)	...	উলুখড়
কাশিয়া খাড়	...	কেশেখড়
আউচ্	..	খড় কাটা হইলে অবশিষ্ট যে অংশ ভূমিতে থাকে, তাহা কাটিয়া নিবার [illegible] লোকেরা ঘরের চাল ছাইয়া থাকে।
কাঁধরী	...	চালে উলুখড় দেওয়ার পূর্বে অল্প [illegible] দ্বারা চাল অগ্রে [illegible] লওয়া হয়, তাহাকে কাঁধুরী পাড়া বলে।

দেশীভাষা		অর্থ
ঝাঝাড়	...	দক্ষিণ দেশের লোকে ঘর ছাইবার সময় যাহাকে ঝাঁঝার বলে
মুকাড়ী বা দাড়ী	...	ঘর ছাইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক চালের মুখ দিয়া চারিখানা বাখারি দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে কতকগুলি খড় বাঁধিয়া দেয় ইহাকে মুকাড়ী বলে। দক্ষিণ দেশে এরূপ নাই।
টুই ভাষা	...	ঘরের মটকা মেরামত করা
ছাড়বাঁধন	...	ঘর ছাইবার কালে যে সকল বাঁধন দিতে হয়
খোঁবা দেওয়া	...	পুরাতন ঘরে স্থানে স্থানে খড় সংযোগ করা
কাঁড়া	...	চাপের সহিত পাইড়ে যে টানা দেওয়া হয়
সুতলী / বাটি	...	পাটের সরু দড়ি যাহা দ্বারা ঘর ছাইবার কাজ করিতে হয়।
অসা (রসা)	...	পাটের মোটা দড়ি
ছোতা	..	দুইজনে হাতে ধরিয়া যে পাটের দড়ি প্রস্তুত করে। কোন কোন দেশে তাহাকে কচ্‌ড়া বলে।
খাঁম্বিরা	...	শালকাঠের স্তম্ভ।
মট্‌কা	...	গোলাঘর।
ছেঁচা	...	বাঁশের ছাঁচা।
মাচা	...	বাঁশ দিয়া প্রস্তুত, ইহাতে দ্রব্যাদি রাখা যায়, অভাবে শয়নও করা যায়।
টং	...	শস্যরক্ষার্থে ক্ষেত্রমধ্যে যে অতি উচ্চ খুঁটির উপর গৃহ প্রস্তুত হয়।
চেকওয়ার	...	বংশ দ্বারা নির্ম্মিত বাড়ীর বেড়া
মালানী খোর	...	ইহার বাঁধনে ফাঁক থাকে } খোর দুই প্রকার
চাপা খোর	...	ইহার বাঁধনে ফাঁক থাকে না } খোর দুই প্রকার
বাওটাটি	...	সমর হইতে অন্দর পৃথক্ রাখিবার জন্য যে বেড়া।

গৃহনির্ম্মাণোপযোগী অস্ত্রাদির নাম।

দাও	...	দা
কুড়াল	...	কুঠারী
বাইস্	...	বাসলে
মুরা	...	বেড়া বাঁধিবার সময় দড়ি দিবা[illegible] জন্য ব্যবহৃত হয়
খন্তি	...	মৃত্তিকাখননের অস্ত্র
খোড়্‌কো	...	গর্ত্ত হইতে মৃত্তিকা উত্তোলনার্থ [illegible]
ডাহুয়ালি	...	পাটের সরু দড়ি [illegible]

কৃষিকার্য্যের সরঞ্জাম।

দেশীভাষা		অর্থ
লাঙ্গল	...	লাঙ্গল
জোঁয়াল	...	
মই	..	
বিদা	...	নাংলা
মুগুরী		কঠিন মৃত্তিকাখণ্ড ভাঙ্গিবার জন্য যে কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতুড়ী ব্যবহৃত হয়
চাচনি	...	হাত লাঙ্গলে ধান্য হইতে বিচালী পৃথক্ করার জন্য যে বংশখণ্ড
পাসুন	..	পুরুপা
কাটচা	..	শস্যচ্ছেদনের অস্ত্র
কোদাইল	...	কোদাল
নেংড়া		মইএর সহিত আর জোঁয়ালের সহিত যে দড়ি বাঁধা থাকে।
মুক্তি	...	জোঁয়াল গরুর স্কন্ধে সংলগ্ন করিতে যে রসির প্রয়োজন হয়।
ঝাঁপি	..	রৌদ্র ও বৃষ্টিরক্ষার জন্য বাঁশের ও তালপাতা নির্ম্মিত ছত্র।

লাঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সকলের নাম।

ইস্	..	লাঙ্গল সংযুক্ত লম্বা কাষ্ঠখণ্ড
করাল	.	যে অংশে লৌহফলক সংযুক্ত থাকে
ফাল	..	লৌহফলক
মুঠিয়া		লাঙ্গলের যে স্থান কৃষক ধরিয়া থাকে
পাতার		ইস্ লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য যে বাঁশের ফলক দেওয়া হয়
লানাই	.	ইসের গোড়ায় যে খাঁচ যাহাতে লাঙ্গল আটক থাকে
আমড়	..	ইসের সহিত জোঁয়াল বাঁধিবার জন্য যে পাঁজ কাটা থাকে
মুণ্ডী	...	লাঙ্গল সংযুক্ত বাঁশখণ্ড

ধান্য গাছ হইতে পৃথক করাকে—"মলান করা" বা "মাড়া" বলে।

ধান্য হইতে খড় কুটা ইত্যাদি কুলা দ্বারা উড়াইয়া দেওয়ার নাম—"ধাও দেওয়া"।

চাউল প্রস্তুতের জন্য সিদ্ধ করাকে—"উবান" বলে।

ঢেঁকী-যন্ত্রে চাউল প্রস্তুত করাকে "বারাবাণ" বলে।

ধান্য গাছ সকল কাটিয়া স্তূপাকৃতি করিয়া রাখার নাম—"পুঁজান"।

যে পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে ধান্য গাছ হইতে পৃথক্ করা হয় তাহাকে—"খলান" বলে।

পোয়াল ... বিচালী।

কাউড়ী ... ধান্যস্তূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরানের যন্ত্র।

কুশাইরের গাছ অর্থাৎ আক মাড়িবার দেশীয় যন্ত্রাদি।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে সম্প্রতি দেশীয় যন্ত্রের পরিবর্ত্তে রেণিক্ ও বার্ণ কোম্পানীর লৌহযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে ও দেশীয় যন্ত্রাদি ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

দেশীয় আকমাড়া যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম।

মুড়ীগাছ ... যে কর্ত্তিত বৃহৎ গাছের গুঁড়ির কতক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া উপরে তিন হস্ত পরিমিত অংশ রাখা হয় ও তাহাতে একটী বৃহৎ গর্ত্ত করা হয়।

শুণা ... ঐ গর্ত্তে ইক্ষুদণ্ডগুলিকে পেষণ করিবার জন্য যে ৮।১০ হাত লম্বা কাষ্ঠদণ্ড স্থাপন করা হয়।

কাত্ রী ... অপর একটী ৪।৫ হাত লম্বা কাষ্ঠখণ্ড যাহার সহিত গরু যোড়া হয় এবং যাহার উপরে বসিয়া একটী মনুষ্য গরুকে চালিত করে।

সুম্বা ... কাত্রীকে শুণার সহিত সংযুক্ত রাখিবার জন্য তাহার মস্তকোপরি যে কাষ্ঠ খণ্ড ব্যবহৃত হয়। ইহাতে বাটির অনুরূপ একটী গর্ত্ত কাটা থাকে।

পান্ত্লা ... মুড়া গাছটীর নিম্ন ভাগে ইক্ষুরসনির্গমনের যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রণালী সংযুক্ত থাকে।

যোরা ... মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃহৎ গামলা যাহাতে ইক্ষুরস পতিত হয়।

চুঁদা ... ইক্ষুরসের গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য যে বৃহৎ উনানশ্রেণী মৃত্তিকায় খনন করা হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য একটী বৃহৎ 'কড়াই' বা কটাহ ও ৩টী "যোরা" অর্থাৎ মৃত্তিকার গামলা চুঁদার উপর বসান হয়। এক সঙ্গে ঐ সকল সংযুক্ত উনানে জ্বাল দেওয়া হইয়া থাকে।

নকী ... যে শুষ্ক লাউএর খোলের সহিত একটী বংশদণ্ড সংযুক্ত করিয়া কটাহ হইতে উত্তপ্ত গুড় উঠান হয়।

ছেউনী ... যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ইক্ষুদণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।

কাত্রা ... কাষ্ঠনির্ম্মিত তক্তা ; যাহার মধ্যে ৫।৬ খানি ইক্ষু স্থাপন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হয়।

ঘানীগাছ অর্থাৎ—তৈল মাড়িবার দেশীয় যন্ত্র এই যন্ত্র ইক্ষু মাড়িবার দেশীয় যন্ত্রের অনুরূপ কেবল ইহার মরিষা পেষণের দণ্ডটীকে "শুণা" না বলিয়া "জাইট" বা জাট বলা হয় এবং

কাত্‌রীর উপরে পেষণ [illegible]র সুবিধার জন্য "তক্তা" অর্থাৎ কাঠ বা পাথরের একটী ভারী দ্রব্য স্থাপিত হইয়া থাকে।

ঠুলী ... বলদের চক্ষের আবরণ

ওজনের নাম।

৬০ সিক্কা (কাঁচা) ও ৯০ সিক্কা (পাকা) ওজনে সের ধরিয়া এক সের পরিমাণ তণ্ডুল যে বেত্র নির্ম্মিত পাত্রে ধরে তাহাকে "টালা" বলে।

(কাঁচা) ৩ টালা ... এক দোন।
২০ দোনে ... এক বিশ।
১৬ বিশে ... এক পৌটী।

তামাকের ওজনে কালাচাঁদী মণ ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ কাঁচা ৭।০ মণে এক মণ।

আবাদ ক্ষেত্রের নাম।

দেশীয় ভাষা		অর্থ
জমি, ভুঞ্‌ঞ	...	ক্ষেত্র
উঁচা	...	এই সকল জমিতে পাট, কলাই [illegible]আউশধান্য, চাষ হয়
দোলা	...	হৈমন্তিক ধান্যাদি আবাদের উপযুক্ত জমি
ভীটা	...	যে স্থানে গৃহাদি প্রস্তুত হইতে পারে, এবং তামাক, আলু, ইত্যাদিও সময়ে সময়ে আবাদ হয়।
খেড় বাড়ি	...	যে জমিতে ঘর ছাউনির খড় রক্ষা করা হয়
বাঁশবাড়ি	...	যে জমিতে বাঁশ জন্মে
আইল	...	ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের বন্ধনী
দাড়ি	...	মৎস্য আটক রাখার জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়
পাগাড়	...	[illegible]গার।
খাদ	...	মৎস্য ধরিবার জন্য যে গর্ত খনন করা হয়
বাস্ত	...	বসত বাটীর উপর ভূমি।

কৃষিজাত শস্যের নাম।

ধান্য দুই প্রকার যথা

বিত্‌রী ... আশু ধান্য
হেউতি ... হৈমন্তিক।

বিভিন্ন প্রকার বিত্‌রী ধান্যের নাম।

[illegible]কির, বনকাচাই, ধাবর-শাইল, নেলগাই, বোরোদাবার, আউশ, মালালিয়া, বটি, রাগাড়ে, পাকালী, হাতেল-ভুজলা ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার হৈমন্তিক ধান্যের নাম।

অতি সূক্ষ্মধান্য—বিন্নফুল, গোপাল ভোগ, জগন্নাথ ভোগ, উকনি মধু, দাউদখানি, পক্ষীরাজ, পবনজিরা, দুধকলম, চন্দনচুর, কাটার ভাপ।

মধ্যম রকমের মোটা—বেত, পাকড়ী, পানি শাইল, কচুনালা, মালশিরা, এঙ্গুর শাইল, যশোয়া, ইত্যাদি (মোটা) কালা সাকলা ইত্যাদি।

দেশীভাষা		অর্থ
গোম	...	গম।
কাউন	...	কাউনি।
চিনিয়া	..	চিনে।
মুসুর	.	মুসুরী।
খেসারী (উচ্চারণ খাসারী)		
টাউরী	...	মাসকলাই।
কুলটী	...	ঐ জাতীয় আর এক প্রকার কলাই।
অহর	.	অরহর
জোয়ার	...	মকাই
সস্যা	..	সর্ষপঃ
তামাকু		তামাক।
হামাকুর	...	ইহা এক শ্রেণীর তামাকের নাম; অত্যন্ত তীব্র কেবল পানের সহিত খাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার তামাকের নাম।—কাত্রভেলেঙ্গি, খণ্ডনভেলেঙ্গি, গোছ ডাঁ, নাওখোল, সেন্দুর-খড়ুয়া, সুরযমুখী, বাসুয়া।

কোষ্টা	পাট	শণ	শোণ

কুকুরা	শোণজাতীয় চারাগাছ, যাহার আঁসে মাছ ধরা সূতা ও জালাদি প্রস্তুত হয়।
কুশাইর	আখ, বিভিন্ন প্রকার আখের নাম [illegible]বড়ী, হেওয়াবুখী, সুগী (লম্বা আখ), খোষাই (লালমোটা আখ) কাজলা (লালসরু আখ)

অসুন	রসুন	পেঁয়াজ	পলাণ্ডু

মোতা	বনজঘাস, যাহা দ্বারা মাদুর প্রস্তুত হয়।

কচু চারিপ্রকার যথা—আটিয়াকচু, মানাকচু, মুখকচু, বইকচু।

সরিষা তিন প্রকার যথা—রাইসস্যা, টোড়াসস্যা, জাতিসস্যা।

গোল আলু প্রধানতঃ তিন প্রকার—সেন্দুর-খড়ুয়া, নীলবিলাতী, খলাআলু। সুথনিআলু, গোঁড়াআলু, হাতীপাতিআলু, তেপাতুয়াআলু, সেকরকন্দআলু, [illegible]আলু, মাটিআলু, কাঠাআলু, কেশরআলু, প্রভৃতি মেটে আলু।

মৎস্য ধরার সরঞ্জাম।

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
জনা	বংশনির্ম্মিত মৎস্য[illegible]	ভেঁড়	বংশনির্ম্মিত মৎস্য[illegible]
পলাই	ঐ	পোলি	ঐ
জাকই	ঐ	চাপী	ঐ
[illegible], [illegible]	ঐ	ধোড়্কা	ঐ
কোঁচ—বংশদণ্ডে সংযুক্ত লৌহ ফলক, যদ্দ্বারা মৎস্যকে বিদ্ধ করিয়া মারা হয়।		টুসী	ঐ

নিম্নোক্ত প্রকার মৎস্যধরা জালের নাম—ফাঁসিজাল, বাঁউজাল, চটকাজাল।

মৎস্যের নাম।

সরপুঁটী	বড় বড় পুঁটি	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] বা বোয়াল	[illegible]	ছোট ছোট চিংড়ি মাছ
[illegible]	[illegible]	কইল	শকুলমৎস্য
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ছোট কচ্ছপ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	মোকলা
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কাঁটা
[illegible]	ছোট [illegible]	[illegible]	ছোট [illegible] মৎস্য
[illegible] চাকী	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ঐ	[illegible]	

বিভিন্ন প্রকার পশুর নাম।

গাই	গাভী	বাছুর	গোবৎস,
[illegible], বা বাঁড়িয়া	[illegible]	বাছুরী বা বাছড়া	বকনা গরু
[illegible] গরু বা বলদ	বলদ ;	নাকোরান	যে গরুর নাক [illegible]
[illegible]	অশ্ব,	টাট্টু	পুরুষ অশ্ব
[illegible]	স্ত্রী অশ্ব	উত্তর[illegible]	বাঘ
হাতী	হস্তী	মাখ্না	দন্তবিহীন পুং হস্তী
[illegible] হাতী	হস্তী	দাঁতাল	দন্তযুক্ত ঐ
[illegible]	হস্তিনী	[illegible]	[illegible] ঐ

[illegible] — [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], বাঘমালা, বাঘালী।

রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা

দেশীভাষা	অর্থ	দেশীভাষা	অর্থ
মাহুৎ	হস্তিচালক,	সরে মাহুৎ	প্রধান হস্তিচালক।
মেট্ মাহুৎ	হস্তীর আহার্য্য সংগ্রাহক	চারা	হস্তীর খাদ্য
চরাই	হস্তীকে স্বাধীনভাবে	ভাকুড়	হস্তিবন্ধনের জন্য
	খাইতে দেওয়া	থান্	হস্তিবন্ধনের স্থান
আঙ্কু	কাঁটাযুক্ত লৌহ	বেড়ী	লৌহ-শৃঙ্খল।
	নির্ম্মিত হস্তিপদ বন্ধনী	চারজামা	হস্তীর পৃষ্ঠে বসিবার জন্য
গুড়ু	লৌহ ফলক যুক্ত		কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসন
	৫।৬ হাত লম্বা বংশ-	ডাঙ্গস্	অঙ্কুশ
	দণ্ড, যাহা দ্বারা হস্তীকে	কুলাচি বা গলাফি	হস্তীর গলা বেষ্টনের দড়ি
	আঘাত করা হয়।	ডুম্চি	হস্তীর লেজের নিম্নে যে বক্র
ডুম্	হস্তীর লেজ।		লৌহ থাকে।
হাইলোন	হালোয়ান ছাগল	মেড়া	মেষ,
বকরী	ছাগল	এঁাদুর	মূষিক।
পাঠা	ঐ	বিলাই	বিড়াল
কোতা	কুকুর	ভোটী	কুকুরী
সনেরা	ছোট ইঁদুর	ধেড়েয়া	বড় ইঁদুর
চিকা	ছুঁচা,	সাঁইয়া	গন্ধ মূষিক
বাঘ	ব্যাঘ্র	বাঘিণী	ব্যাঘ্রী ;
শুওর	শূকর,	শোশা	শশক।
গয়দা	খট্টাশ	বেজী	নকুল
ছেলার	শজারু	খাঁকশিয়াল	খেঁকশিয়াল
গাঁড়ো, হাঁপা	বনবিড়াল	ভাণ্ডি	ভল্লুক,

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

প্রাচীন মুসলমান কবিগণ।*

এই প্রবন্ধে ৮৪ জন মুসলমান কবির নাম প্রদত্ত হইল। ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একমাত্র চট্টগ্রাম [illegible] তেই আবির্ভূত হইয়াছেন এই হিসাবে সমগ্র বাঙ্গালায় কত কবির আবির্ভাব হইতে পারে, [illegible] হা সহজেই অনুমেয়। চট্টগ্রামেও অদ্যাপি সকল স্থানের অনুসন্ধান শেষ হয় নাই। [illegible] তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

[illegible] ৫ জন ভিন্ন অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতার নাম প্রকাশিত না থাকায় জানা যাইতে পারে [illegible]। অনেক কবি কোন [illegible] পুস্তক রচনা না করিয়া কেবল সঙ্গীত, পদ ইত্যাদিই লিখিয়া [illegible] ছেন।

এই তালিকাভুক্ত কবিগণের প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] লিখিয়াছেন, অথচ [illegible] গ্রন্থাদির আরবী পারসী নামকরণ করিয়াছেন। অনেকগুলি [illegible] পারসী [illegible] বিবাহ [illegible] নামকরণ অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান [illegible] সময় [illegible] আজও উপস্থিত হয় নাই। সংগ্রহকার্য্য শেষ হইলে এক [illegible] সাহায্যে [illegible] গোলযোগই সময় নিরূপণ হইতে পারিবে। [illegible] কবিই তাঁর [illegible] বা আবির্ভাব কালের সামান্য উল্লেখ [illegible] ছেন। সংক্ষেপতঃ [illegible] সমস্ত কবিই ১০০ [illegible] বৎসরের পূর্ববর্ত্তী লোক [illegible]। অবশ্য দুই চারি জন কবি খুব আধুনিকও হইতে পারেন। ইঁহাদিগের মধ্যে ২০ জনেরও অধিক বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক কবি আছেন।

[illegible] র ঘরে ঘরে অদ্যাপি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। সাহিত্য-পরিষৎ ও মুসলমান শিক্ষা-সমিতি [illegible] উদ্ধারের জন্য মনোযোগী হইলে মুসলমান জাতির নিজের গৌরব ও [illegible] কাজ করা হইবে। নিম্নে কবিগণের ও তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের নাম ও সংখ্যা [illegible] হইল।—

[illegible] —১ রাধার সংবাদ—অপূর্ব বারমাস। ২ বৈষ্ণবপদাবলী।

[illegible] —১ সঙ্গীত বারমাস।

[illegible] ([illegible]) [illegible] —১ [illegible] বারমাস। ২ [illegible] বারমাস।

[illegible] —১ [illegible] বারমাস।

[illegible] —১ [illegible]। প্রায় ২০০ বৎসরের পূর্ববর্ত্তী লোক।

---

* [illegible]

৬। মোহাম্মদ খাঁ—১ মুক্তুল হোসেন। ২ কেয়ামত-নামা। ৩ কাসিম-যুদ্ধ। ইনি বহু দিনের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। ইহার বিস্তারিত পরিচয় আছে।

৭। মুজাফ্ফর—১ হানিফার পত্রের উত্তর। ২ ইনান দেশের পুঁথি।

৮। সৈয়দ সুলতান—১ জ্ঞান-প্রদীপ। ২ সবে-মেরাজ। ৩ জ্ঞান-চৌতিশা। ৪ অফাত-রছুল। ৫ হজরত মোহাম্মদ চরিত।

৯। আলাওল—১ পদ্মাবতী। ২ সয়ফল মুলুক-বদিয়ুজ্জামাল। ৩ সেকান্দরনামা। ৪ হপ্ত-পয়কর। ৫ সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী। ৬ তউফা। ৭ রাগনামা। ৮ বৈষ্ণবকবিতা।

১০। দৌলতকাজি—১ সতীময়না ও লোরচন্দ্রাণী।

১১। নছরোল্লা খাঁ—১ জঙ্গনামা।

১২। সাহাবদ্দীন—১ ফতেমার ছুরতনামা। ২ নয়বেণী বা বৈষ্ণবপদ।

১৩। আলিরাজা বা কানুফকির—১ জ্ঞানসাগর। ২ ধ্যানমালা। ৩ সিরাজকুলুপ। ৪ যোগ-কালন্দর। ৫ নয়বেণী ও বৈষ্ণবকবিতা।

১৪। নুরমোহাম্মদ—১ মদনকুমার-মধুমালার পুঁথি।

১৫। চান্দ—১ সাহাদুল্লা-[illegible]পুঁথি।

১৬। [illegible]—১ মুসার ছওয়াল।

১৭। জীবন আলী (খণ্ডিত)—১ রাগতালের পুঁথি।

১৮। মোহাম্মদ আকবর—১ জেবলমুলুক-সামারোখের পুঁথি।

১৯। চাম্পাগাজী (খণ্ডিত)—১ বৈষ্ণব-কবিতা। ২ রাগতালের পুঁথি। ৩ [illegible]পত্তন।

২০। কাজি হাসমত আলী চৌধুরী—১ ফগফুরসাহ। ২ আলেফ্‌লায়্‌লা বা আরব্যোপন্যাস।

২১। সরিফ—১ লালমতী-সয়ফলমুলুক।

২২। করিমউল্লা—১ যামিনীভান।

২৩। মোতলিব—১ কিফাইতোল্‌মোছল্লিন্‌।

২৪। সৈয়দ নুরউদ্দীন—১ রাহাতুল্‌ কুলুব। ২ দাকায়েক।

২৫। সেখমনসুর—১ আসীর (মোহাম্মদ হানিফার) জঙ্গ।

২৬। আরিফ—১ লালমনের কেচ্ছা।

২৭। মোহাম্মদ রাজা (রেজা)—১ তামিম-গোলাল-চতুর ছিলাল।

২৮। হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর (তওয়ারিখী-হামিদী-প্রণেতা)—১ [illegible]। ২ [illegible]।

২৯। মোজাম্মেল—১ ছাহাৎনামা।

৩০। বালক ফকির—১ নামহীন পুঁথি।

৩১। মোহাম্মদ আলী—১ কিফাইতোলমোছল্লিন্‌। ২ [illegible]। ৩ পারমার্থিক সঙ্গীত।

৩২। মোহাম্মদ কাসিম—১ সুলতান জমজমার পুঁথি।

৩৩। মোহাম্মদ সফি—১ নূরকন্দিল।

৩৪। সেখ বাজু—১ মল্লিকার হাজার সওয়াল।

৩৫। জৈনউদ্দীন—১ নামহীন পুঁথি।

৩৬। সেখ ফয়েজ উল্লা—১ গোর্খ (গোরক্ষ) বিজয়।

৩৭। কাসিম পণ্ডিত—১ রাধিকার বারমাস। ২ বৈষ্ণব ও পারমার্থিক কবিতা।

৩৮। রফিউদ্দী—১ জেবলমুল্লুক সামারোখের পুঁথি।

৩৯। হাফিজ মোহাম্মদ—১ নামহীন পুঁথি।

৪০। কবির মোহাম্মদ—রাগমালা।

৪১। মনসুর আলী—১ রেজোয়ান শাহ।

৪২। ফকির হোসেন—১ [illegible]।

৪৩। কমরআলী (কমর)—১ নামহীন পুঁথি।

৪৪। বদিউদ্দীন কাজি—১ সিফৎ ইমান।

৪৫। সেলাম মাগন—১ সুলতান জমজমার পুঁথি।

৪৬। সমছদ্দি ছিকিনী—১ [illegible]।

৪৭। আবদুল হাকিম—১ ইউসুফ জেলেখা। ২ লালমতী-সয়ফুলমুলুক।

৪৮। বসির মোহাম্মদ—১ [illegible]।

৪৯। সেখ মনু—১ [illegible]।

৫০। কাসিম আজি—১ [illegible]। ২ পারমার্থিক সঙ্গীত।

৫১। মোহাম্মদ কাসিম বৈষ্ণব পদাবলী লেখক।

৫২। মীর্জা ফয়েজুল্লা " "

৫৩। মীর্জা কাঙ্গালী " "

৫৪। আলাল ফকির " "

৫৫। নাছির মোহাম্মদ " "

৫৬। সেখ চাঁদ " "

৫৭। সৈয়দ আবদুল্লা " "

৫৮। [illegible] মোহাম্মদ " "

৫৯। সৈয়দ আইনুদ্দীন " "

৬০। নাছিরুদ্দীন " "

৬১। মোছন আলী " "

৬২। রকম আলী " "

৬৩। এবাদোল্লা " "

৬৪।	লাল বেগ	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৬৫।	আবদুল আলী	„ „
৬৬।	সৈয়দ মর্ত্তুজা	„ „
৬৭।	সেখ ভিখন	„ „
৬৮।	সাল বেগ	„ „
৬৯।	কবীর	„ „
৭০।	আকবর সাহ	„ „
৭১।	সেখ ফতন (পোতন)	„ „
৭২।	আলী মৰ্দ্দান	„ „
৭৩।	এস্‌াদ উল্লা	পারমার্থিক সঙ্গীতরচয়িতা।
৭৪।	সর্ফত উল্লা	„ „
৭৫।	আমীর আলী	„ „
৭৬।	আলী মিঞা	„ „
৭৭।	দেওয়ান আলী সাহ	„ „
৭৮।	চুলা মিঞা	বৈষ্ণব পদাবলী লেখক।
৭৯।	মনোহর	„ „
৮০।	আব্বাছ (আলী)	পারমার্থিক সঙ্গীতকর্ত্তা।
৮১।	আকবর	বৈষ্ণব-পদাবলী-লেখক।
৮২।	সমসের (আলী)	„ „
৮৩।	আবদুল ওহাব	„ „
৮৪।	আমান	„ „
৮৫।	সৈয়দ জাফর	শাক্তসঙ্গীতরচয়িতা।

আবদুল করিম।

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে সকল নিরক্ষর কবি [illegible] যৌবনের প্রারম্ভ হইতে কবিতা রচনা করিতে [illegible] [illegible] উচ্চশ্রেণীর কবিতা রচনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহারা প্রায়শই [illegible] ব্যক্তিবিশেষের প্রভু বা সামাজিক রীতি নীতির অনুযায়ী না হইয়া [illegible] সাম্প্রদায়িক [illegible] পবিত্রতার মাহাত্ম্য [illegible] দলের ছায়া অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়া সময়ের মধ্যে কতকটা উন্নতভাবের সমাবেশ করিয়া [illegible] একটি সারিগীতে উল্লেখ আছে যে—

"আসছে নিষম [illegible] কোরাণ পরব যার হাতে।
জনম জোড় আসমান পানি সে মেঘ [illegible]।
ইমাম [illegible] হজরতের [illegible] মজিদ কারবোলাতে।
রামের সীতা চুরি গেল অশোকের বনেতে।
[illegible] এসব [illegible] যে [illegible]।
[illegible] ইত্যাদি

সারিগীতের [illegible]

নিরক্ষর [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] রচনা করিতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিরক্ষর [illegible] [illegible] জাতীয়তার [illegible] ছিল।

[illegible] বলি এলো দেশে
[illegible] ধান খেয়েছে [illegible] দিব কিসে।
[illegible] কেটে [illegible] খাজনা [illegible] বসে।

[illegible] একটি [illegible] ভাব এবং দেশের উচ্চ [illegible] [illegible] বর্গি নামক মহারাষ্ট্রী জাতির উপদ্রব এবং [illegible] [illegible] দেশের [illegible] নিরক্ষর কবিগণ [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] ছিল।
[illegible] [illegible] সাহেব [illegible]।
[illegible], [illegible] [illegible], [illegible] ইত্যাদি

এইরূপ ভাবের কত প্রকার শ্লোক সেকালের নিরক্ষর রমণীগণ চরকা কাটিবার সময় সমস্বরে গান করিত। তাহাদের নিকট হইতে শিশুগণ শিক্ষা করিয়া এই সকল ওজোগুণময়ী কবিতা মাঠে মাঠে প্রান্তরে প্রান্তরে গান করিয়া বেড়াইত। এই সমস্ত কবিতাকর্ত্তারা নিরক্ষর কি না তাহা কবিতাগুলির ভাষায় উপলব্ধি হইবে।

৪। হুজুর রাজা নন্দকুমার, লক্ষ বামুণ করে জুহার। ইত্যাদি

৫। আজগবী এক আইন হয়েছে,
কৌনচলিদের সাথে কেটিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে।
হায় রে হায় একি হলো বামুনের ফাঁসি হলো,
নন্দকুমার মারা গেল ওরণাস ফাঁদায় পড়েছে। ইত্যাদি

৬। জগৎ শেঠের বাড়ি, উমিচাঁদের দাড়ি, আর গোবিন্দরামের ছড়ি।

অতঃপর দুই একটি অত্যাবশ্যক ঐতিহাসিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই অংশের উপসংহার করা যাইতেছে। এই সময় দেশের মুসলমান-গৌরবরবি চির অস্তাচলের পথে গমন করিতেছিলেন, শ্বেতদ্বীপরাজলক্ষ্মী এই সময় তাঁহার শিরোপরি ছত্র পাতিয়া পুত্রগণের দ্বারা মু[illegible] সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছিলেন এবং বিধাতা গোপনে থাকিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর ভাগ্যসূত্রের কর্ত্তা স্বরূপ ইংরেজকে এই দেশে কোম্পানিগণের অত্যাচারের শাসন হইতে শিক্ষা দিতে পাঠাইয়া দিয়েছিলেন। ঠিক এই সময় অভিশপ্ত বঙ্গভূমির নিরক্ষর কবিগণ "প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র উপাখ্যান" আলিবর্দী ও সরফরাজ খাঁর সমরকাহিনী বিবাদ-ব্যাপার গাইয়া অনেক স্থানে প্রচার করিয়াছিল। যথা—

১। সহর মুর্শিদাবাদে হইল বাহির সহর ক'রে খালি।
দিনে দিনে সোনার বরণ হয়ে গেল কালী।
মারা মারি লেগে গেল "গিরিয়া" ময়দানে।
কান্দে বাঙ্গলার সুবেদার বাপুরে বচনে।
পুর্ব্বেতে কহিল মানা আকবর খাঁ মামা।
ভাল মন্দ হলে নবাব সহর ছেড় না। * * *
গিয়াস খাঁ বলিল তখন শুন নবাবজি।
আলিবর্দীর শির কেটে এনে দিব আজি।
শুন শুন ওরে গিয়াস পাঠানের জাতি।
ময়দানে পড়িল যেন বাঘ আর হাতী।
পড়িল নবাবের তাবু ব্রাহ্মণের বাগে।
আলিবর্দীর তাবু পড়ে গিরিয়া ময়দানে।
শুন তুমি ওরে গিয়াস বলি রে তোমাকে।
ভাইজান জিনিতে আগে লড়াই কর যাইয়ে।

হায় গো আল্লা বারি তাল্লা খেয়াল দিন য়েতে
গিয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দীর সাথে।
মার মার করে গিয়াস লড়াই করিল
কলার বাগানে যেন ঝুড়িতে লাগিল।
তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে,
গিয়াস খাঁ করে লড়াই ঢাল মুড়ি দিয়ে।
ভাল ভাল কামান সব কবিলেক বিলি
নবাবের কামানে ভরা ইট আর বালি।
দশ কাঠা জমি নিয়ে গিয়াস খাঁর ঘোড়া কিরে
হাজার হাজার পলটন এক চক্করে মারে। * * *
হাতী পড়িল ছুল ঢুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে
পান্থাখার ডুবাইল সাহস ঝিলের কোণে॥

আবার পলাশীর সমরকাহিনী লইয়াও গ্রাম্য কবিগণ নীরব ছিলেন না, তাহাদের কবিত্ব-বৈভব বঙ্গভূমির, এমন কি, সমগ্র ভারতভূমির দৈবপরিবর্ত্তনের ঘটনা কি বিস্মৃত হইতে পারে? যথা—

২। কি হলো রে জান—
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি পড়ে রয়ে
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গা গুলি লাল কুর্ত্তি গায়
হাটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়।
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি।
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান *
মীরজাফরের দাগা-বাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥

অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে বঙ্গের শেষ নবাব মীরকাসেমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার আভাস লইয়া তৎকালের গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক গ্রাম্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিয়াছিল, যথা—

৩। বাঙ্গলানূপ করে পানসী উড়ে দেখতে লাগে ভাল।
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্ত্তি লালে লাল॥

৪। শোন শোন এক ভাবে কাবারসের কথা
নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা ॥
৫। সঙ্গে আছে তুরুক সোয়ার
আগুন পানি নাহি মানে করে মার মার ॥
৬। সামনে গুলকি পেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা।
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মানুয়তকীর ঘোড়া ॥
৭। সিরিল মানুয়তকী তাহা দেখি দাঁতে কাটে ঘাস।
বাবুজান একটি চাকর তেরা নফর গায়ে ভরা মাস ॥

ইত্যাদি রূপ গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য নিরক্ষর কবিগণ অনেক রূপ কবিত্বের আলোচনা করিয়াছিল।

বঙ্গের নিরক্ষর ধর্ম্মভাবগ্রাহী কবিসমাজ "গুরুসত্য" নামে একটি অভিনব ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের কবিজনসুলভ কাব্যরসের মাধুর্য্যে সমাজের অনেক উপকার সাধন করিতেছে; এবং নিম্নশ্রেণীর না হিন্দু না মুসলমান না খৃষ্টান অনেক অজ্ঞানী বা সন্দেহজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন করিতেছে। এ সকল লোক 'গুরুসত্য'মতের অনুগামী ত্রিদণ্ডবৎ লইয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহারা প্রায় সকলেই সংসারে একরূপ নির্লিপ্ত। ইহাদের দৈনিককার্য্য সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা নিষ্কাম ধরণের। এই মতের পোষকগণ প্রায় সকলেই অকৃতদার সঙ্গীতপ্রিয় সাধক। ইহারা গৃহস্থ ভক্তশিষ্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বক্তৃতা করে এবং গুরুনামে দেবতা অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপাসনাক্রমে শিঙ্গা বেণু ও উচ্চৈঃস্বরে "তিন্তীড়" নামে একপ্রকার শব্দ করে। শিষ্যগণ এই সকল গুরুসাধকের সঙ্গে তৈল, পান, ও তামাক ব্যবহার করিয়া গীত গাইতে থাকে।

গুরুসত্য

এই 'গুরুসত্য'গানের কবিত্ব আলোচনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আমরা "লালন ফকীরের" ও "ঈশানফকীরের" নাম উল্লেখ করিব। এই দুইকবি যে কত গুরুসত্য সঙ্গীত প্রচার করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির বাহিরে। বোধ হয়, সমস্ত গুরুসত্য সঙ্গীতগুলি একত্র প্রকাশিত হইলে "শব্দকোষ" অভিধানের ন্যায় একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত সঙ্গীত উদ্ধৃত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং সাধ্যও নহে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে লালনফকীরের অনেক কথা বলা হইয়াছে, তবে ঈশানফকীরের কিছু পরিচয় এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। "অকূল দরিয়ায় পড়ে মরাল আমি না জানি সাঁতার।
না জানি সাঁতার আমি না বুঝি ব্যাপার ॥
কত ঢেউ কত তুফান উঠে দিবারাতি।
আমি, একমনে ভেবে তাই করি এ মিনতি (ভরসা করি যে অতি)

তোমারে দেখিব বলে পড়েছি পাথারে।

এবার পড়েছি পাথার ॥" ইত্যাদি

আর এইরূপ একপ্রাণতা, এইরূপ তন্ময়তা, এইরূপ গভীর ভাবুকতা গ্রাম্যকবিতার মধ্যে কেবল গুরুসত্য গীতেই শোভা পায়। একচক্ষে দৃষ্টি না হইলে আর পাথারে পড়িয়া তাঁহাকে দেখা যায় না, তাই নিরক্ষর কবি গাইল, "একচক্ষে দেখে তাই করি যে বসতি"।

একদিন চৈত্রমাসের দিবাবসানে আমি কোন কার্য্য উপলক্ষে আমার জন্মভূমি শিলা-তলপুরের নিকটবর্তী রঘুনাথপুর গ্রামের বিস্তৃত মাঠে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় একজন দশদ্বাদশ-বর্ষবয়স্ক নমঃশূদ্রশিশু একটি গুরুসত্য গান গাইয়া গোরু লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল, গীত শুনিয়া আমি একেবারে আত্মহারা হইয়া তাহার সঙ্গে চণ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইয়াছিলাম আজ প্রসঙ্গাধীন সেই গীতটি উদ্ধৃত করিয়া গুরুসত্য সঙ্গীতের কবিতা পাঠকের সম্মুখে ধরিব। যথা—

২। "আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে এবার দয়াল ফুটেছে আবীর।

আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি দয়াল আমার সম্মুখে হাজির, যে সম্মুখে হাজির ॥

ফুল ধরে পাখী উড়ে পাতায় শিশির

পরে যে রোদের তাপে আলোক নিশির, দয়াল আলোক শরীর।

তাই ভেবে কান্দে ঈশান যাতনা গভীর, বড় যাতনা গভীর ॥"

একে বালকণ্ঠ, তাহাতে গুরুসত্য সঙ্গীতের সেই আবেগময়ী মনোমুগ্ধকর সরল প্রাণস্পর্শী সুর—তাহার উপর ভগবানের অযাচিত অনুগ্রহ দর্শনাকাঙ্ক্ষা আমাকে প্রকৃতই তন্ময় করিয়া দিয়াছিল। এই দিন হইতে আমি গুরুসত্যসঙ্গীত-গায়কগণের বড় ভক্ত হইয়া উঠিলাম।

পাঠক মহাশয় নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট ইহা অপেক্ষা উচ্চতরশ্রেণীর সর্বাঙ্গীন বিষয়ক সৌন্দর্য্য স্পৃহাশক্তি আর কি পাইতে ইচ্ছা করেন? বিশ্বাস যে হৃদয়ে ঘনীভূত, ভক্তি যে হৃদয়ে শতমুখী। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র এই নিরক্ষর কবিদ্বয়কে বন্দে। ভাবাকারগ্রাহী ভাবুক ভগবৎ-সত্যাবলম্বী এই নিরক্ষর কবি-শিষ্যগণকে বন্দে।

৩। জীবনে নাই যে আশা, কর শ্রীগুরুচরণ ভরসা, ও তোর মাটির দেহের নাই ভরসা।

ও মন এই দেহের ভবের কিছু, ওরে নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে,

কালশমনে খোঁজ পেয়েছে কাড়বে যে তোর সুখের বাসা।

ও মন ভাই দশ বন্ধু বল, সময়ে সকলি ভাল—

গুরু বিনে এ সংসারে কে করবে আর জিজ্ঞাসা।

ও মন কাষ্ঠে আগুন যাবে দেহে, ছেঁটে বড়া সবে দিবে।

তুমি জলাতে যাবে সবে, নদীর কূলে দিবে বাসা।

৪। এই ভবে গুরুর চেয়ে আর কেউ নাই।

শ্রীগুরুবাক্য অমনি নিরবধি।

ছয়জন সঙ্গে যুক্তি করে, পাঁচজনেতে আড়িমারে
ভক্তিরাখি গুরুর পায়ে নামের নৌকায় চড় না।
এবার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে ভবপারে যাও না। ইত্যাদি

৫। ও গুরু সাধের ময়না কোন দিন উড়ে যাবে রে, উড়ে যাবে রে।
তখন খালি খাঁচা পড়ে রবে রে, পড়ে রবে রে।
গুরু আমার মনের মাণিক, আমি গুরুর পোষা শালিক,
গুরুর দয়া বিনে ধরবে কাল বিড়াল এসে রে—বিড়াল এসে ॥

এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন নিরক্ষর 'গুরুসত্য'-প্রথাপ্রবর্তক কবিগণ অনবরত সপ্রেম-কারুণ্য হৃদয়ে শিষ্যপ্রশিষ্যসহ এই নিম্নবঙ্গের নিরক্ষরসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া স্বমতের পোষকতাসহকারে গীতিকবিত্বে ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

গুরুসত্য সঙ্গীত কবিরাজ্যে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করিতে পারে। একটী কিংবদন্তী প্রকাশ করে যে, খুলনা জেলার বিখ্যাত নদী রূপসার নিকটবর্তী আউটপোষ্ট "খড়িয়াঘাটার" অপর পারস্থিত জলমা নামক স্থানের একটি পোদজাতীয় ফকীর না কি সর্বপ্রথমে এই গুরুসত্য সঙ্গীত রচনা করিয়া বাজার গমনশীল যাত্রিগণের নিকট প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা জানি যে, এই গুরুসত্য প্রায় পুরাতন অঘোরপন্থিমতের একটি অংশবিশেষ। অনেকগুলি গীতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। অঘোরপন্থিমতাবলম্বিগণ যেমন ব্যবহারে এবং আচারে কোন গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ নহে, সেইরূপ গুরুসত্য মতাবলম্বিগণও কোন ক্রিয়াবিশেষের অধীন নহেন। এইমতে কোনরূপ অঙ্গভাবের উপাসনা নাই। কেবল একস্থানে সকলে সমবেত হইয়া গীতি প্রার্থনায় উপাস্যের উপাসনা করে। অঘোরপন্থিমতের সঙ্গে ইহার কতদূর মিল আছে, তাহা নিম্নের সঙ্গীতাংশে অনেকটা বুঝা যায়, যথা—

৬। চাই নে আর খাওয়া দাওয়া কুড়িয়ে খাবো বারমাস।
তোমারে দেখ্‌বার জন্য (দয়াল আমার) চেয়ে আছি বারমাস।
বিচারমতে শরীর আমার গড়া বায়ুর জোরে।
নিরাকার প্রাণের দয়াল বাতাসে আমার তরে ॥
আমি তোমার তুমি আমার আর যে কিছু নাই। * * *
কওকি দয়াল চাব আমার খাবে কিসে খাস। * * *
যারে খাবো খেয়েছি তারে বসে বারমাস। ইত্যাদি

এই গীতটির অনেকাংশ আমাদের স্মরণ নাই, যাহা স্মরণ ছিল, তাহাই উদ্ধৃত হইল। ইহাতে গুরুসত্য গীতের কতকটা মর্ম অনুভাবে জানা যায় যে, এই মতাবলম্বিগণ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি মন দিয়া খাওয়াখাওয়ার বিচার ও শুচি অশুচির বিচার আদৌ মানে না। এই জন্যই বলি যে এই প্রথা আর অঘোরপন্থিপ্রথা একই মতের দুইরূপ মাত্র।

অতঃপর আমরা আর একটী অশ্লীল গ্রাম্য কবিতার উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

ত্রিনাথ-পূজা। এই প্রথা প্রায় আজ ৩০।৪০ বর্ষ মাত্র বঙ্গের জেলা বিশেষে প্রচলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ ত্রিনাথপূজাগীতি কহে।

ত্রিনাথ বলিলে আমরা সাধারণতঃ তিনের নাথ এই অর্থ বুঝি এবং ইহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবপ্রধানের সমবেত নামকে ত্রিনাথ নামে অভিহিত করা হয়। স্থানবিশেষে এই ত্রিনাথপূজাকে ত্রিনাথ-মেলাও কহে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মূলে কিন্তু "ত্রিত্ব" জ্ঞানের কৌশল-সূত্রে মণিগ্রন্থনের ন্যায় সমস্তই গাঁথা। ধরিতে গেলে হিন্দুর প্রচলিত ধর্ম্মের সর্ব্বাংশই তিন লইয়াই কীর্ত্তিত, প্রচারিত এবং পূজিত।

ত্রিত্বসেবক হিন্দুজাতির নিরক্ষর কবিগণ এই কারণেই ত্রিনাথ নামে একটী অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব বাহির করিয়া সমশ্রেণীর নিরক্ষর সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই ত্রিনাথপূজার মন্ত্র এবং অন্যবিধ উপাসনাপ্রণালী সম্পূর্ণ অশিক্ষিত অমার্জ্জিত হৃদয়ের ভাবে এবং ভাষায় রচিত। যে সকল চরিত্র হীন কৃষক যুবক পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজনের শাসনভয়ে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারে না, তাহারাই এই ত্রিনাথপূজায় বা মেলায় একটি প্রকাণ্ড গঞ্জিকাসেবনের দল গঠন করিয়া গৃহস্থদিগের আঙ্গিনায় সর্ব্বসমক্ষে গাঁজার ধুঁয়ায় অন্ধকার করিয়া দেয়। অতিতানন্দদায়ক গঞ্জিকা তখন অনবরত তাহাদের মুখ দিয়া নিরক্ষর কবির কবিত্বগীতি বাহির করিতে থাকে।

দেশের সাধারণ অধিবাসীগণের বাড়িতে ত্রিনাথ মেলা হইয়া থাকে। এই প্রথার একজন মূল বা প্রবর্ত্তয়িতা আছে। সে ব্যক্তি গৃহস্থগণের কোন দৈবমাঙ্গল্য কার্য্যের জন্য আনা দিয়া তৈল, সুপারী, আর গাঁজা খরিদ করিয়া সন্ধ্যার সময় দলবল লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। যখন সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তখন পূজার আয়োজন করিয়া গাঁজা খাইতে থাকে। আর গীত গাইয়া কবিত্ব প্রকাশ করে। যথা—

সাধু রে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম নিও
ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল জগৎ না চীনে বোঝা।
ও রে পাঁচটি পয়সা হলে রে হয় ত্রিনাথের পূজা॥
ত্রিনাথের পূজা দেখে যে করিবে হেলা
তার গলায় চবে গলগণ্ড চক্ষু দিয়ে বের হবে জ্বালা। সাধু রে ভাই ইত্যাদি।
গোলকের একপাশে ক্ষীরোদের কূলে
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন নাম গানে ভুলে।
হেনকালে আদ্যাশক্তি উমা কাত্যায়নী
আসিয়া দিলেন দেখা হরি নাম শুনি।
বিষ্ণু বলে কালী তারা কি হবে উপায়
কিসে যাবে জীবের দুঃখ বল তা আমায়॥
আমরা তিনে এক একে তিন আছে জানি জন
মূর্খ লোকে না জানে পূজা করিবে কেমনে॥

শুনে দুর্গা বলেন তখন শুন এর উপায়।
"ত্রিনাথ" নামে পূজা হইবে ধরায়।
তোমরা তিনে এক একে তিন হইও সেইখানে।
পূজিলে কলির লোক তরিবে তুফানে।
এই সব কথা যারা না শুনিবে কানে।
তারা মনে পুড়ে মরে কহে রামাই ফকীর ভণে॥
(সাধু রে ভাই দিন গেলে ইত্যাদি ।)

এইরূপ ভাবের গীত, শ্লোক, ছড়া এবং কবিতাময় উপকথা এই ত্রিনাথপূজায় যথেষ্ট প্রচলিত আছে। যে সকল মাঠে-তাড়ানে খাপে-খেদানে উচ্ছৃঙ্খল যুবক এই ত্রিনাথভক্ত, তাহারা ঠাকুরের ভক্তিতে যতটা ভক্তিযুক্ত না হউক, শ্রীগঞ্জিকার লোভে অতিরিক্ত ভক্ত। রামাই ফকীর নামে যে কবিতাটি উদ্ধৃত হইল, উহা একদিন একটি পাড়াগাঁয়ের কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে গিয়া ত্রিনাথপূজায় শুনিয়াছিলাম। রামাই ফকীরকে জিজ্ঞাস্য কথায় শুনিলাম যে, সে এই ত্রিনাথপূজার জন্য আর গীত এবং চৈত্র মাসের অষ্টক গীত প্রস্তুত করিয়া থাকে। তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম লেখা পড়া জান? উত্তরে শুনিলাম, "তাহা হইলে আমি মধুসূদন দত্ত হইতাম।" সেই সময় বেণী সাহের সঙ্গীত শুনিতে চাহিলাম। রামাই উঠিয়া অন্যের হস্তলিখিত খানকতক কাগজ আনিয়া দেখাইল। উহাতে প্রায় সহস্রাধিক গীত লিখিত আছে।

অদ্যাপিও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজে এই ত্রিনাথ মেলা প্রচলিত আছে। এখনও অনেকানেক নমঃশূদ্র, মালো, কালিয়া, চাঁড়াল, কাপালি প্রভৃতি জাতিতে এই পূজার প্রবল প্রাধান্য আছে। বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর ইহার প্রধান স্থান।

বস্তুতঃ বঙ্গবাসী হিন্দুগণ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে, ইহা শাস্ত্র উক্ত শাস্ত্র। বাস্তবিক প্রকৃত শাস্ত্র যে কি, তাহা অদ্যাপিও সাধারণ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুসভ্য ইংরেজ শাসনের গুণে এবং বর্তমান সময়ের জন্য কতক শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য বঙ্গবাসী শাস্ত্রার্থ অনেকটা বুঝিতে পারিতেছে। এই কালের শিক্ষিত বঙ্গবাসী শাস্ত্রানুশাসকগণই অগ্রণী। কিন্তু ধরিতে গেলে সমগ্র বঙ্গবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক এখনও ঘোর কুসংস্কারে নিমগ্ন। এই কারণে মধ্যশ্রেণীর হিন্দুসমাজের চতুর অথবা "অজ্ঞানে চালাক" লোকে অর্থাৎ যাহাকে সাধারণ লোকে "বোকা চালাক" বলিয়া থাকে, সেইরূপ লোকে কোন একটা নূতন ধুয়া ধরিয়া দুই পয়সা উপার্জন করিবার জন্য স্থানবিশেষকে বা বস্তুবিশেষকে মিথ্যা ঘটনায় অতি রঞ্জিত করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলা দেয়। একটা "বার" হইয়াছে শুনিলেই তথায় দলে-দলে স্ত্রী সকলে উপস্থিত হয়। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী হিন্দুগণের কেহ কেহ এই বার ঘটনায় গীত শ্লোক, ছড়া প্রস্তুত করিয়া বারপ্রবর্তক নিরক্ষর উপাসক মহাপুরুষের সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া থাকে। আমরা অনেকটা বারের ঘটনা জানি। যে সময় কোন বারে যাত্রীর ভিড়ের লোকের নিকট গীত শুনিয়-

বার-গীত।

ছিলাম, সে সময় উহা অনাবশ্যক মনে করিয়া স্মরণ রাখি নাই। তবে বাগেরহাট মহকুমার প্রসিদ্ধ খাঞ্জালির দরগার বারের গীতের কতকাংশ আর খাজুরা মহকুমার পিয়ারখালিগ্রামের বারের গীতের কতকাংশ যাহা স্মরণ আছে, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিব। বঙ্গের পাঠক তাঁহার জানা বারগীতের স্মৃতি জাগাইয়া এই অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই বারগীতে গ্রাম্য কবিতার কত কবিত্ব আছে।

যখন পৌষ মাসের সেই দারুণ হাড়ভাঙ্গা শীতের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ খাঞ্জালির দরগা বারে যাইতে থাকে তখন তাহারা গাইতে থাকে। যথা—

"বল ভাই আমিন—আমিন, ও ভাই মমীন!
পীরের দরগায় গেলে রাজা ছেলে পায় কোলে,
পাপের আগুন নিবে যায় দরগা পুকুরের জলে। * * *
কানায় দেখে পথের বাগি শুনে লোকের মুখে,
পয়সা কড়ি ছিড়ে মুড়ী লয়ে চলে সুখে।

এই ত হইল দরগা বারের গীতার্দ্ধ; এখন পিয়ারখালী বারের গীতাংশ শুনুন।—চৈত্র মাস তীক্ষ্ণ রৌদ্র—পথে আশ্রয় নাই অথচ সদ্যঃপ্রসূত শিশু লইয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকুলললনাগণ বারে যাইতেছে। সঙ্গে দুই একটি অপরিণত বয়স্ক বালকই রক্ষক। প্রসূতির সঙ্গিনী রমণীগণ দিগন্ত কণ্ঠস্বরে মুখরিত করিয়া যাইতেছে, আর সেই প্রখর চৈত্র রবিকরদগ্ধ মুহ্যমান সমীর তাহা ভাবুকের উত্তপ্ত গগন-অঙ্গন পর্য্যন্ত লইয়া পৌঁছাইতেছে। পথে মধ্যে মধ্যে কোন নাতি ক্ষুদ্রাকৃত ঝোপের আড়ে রমণীগণ বসিয়া সঙ্গের রক্ষিত ঘটের উত্তপ্ত জল পান করিতেছে, আর স্ব স্ব পারিবারিক সুখদুঃখের আলাপ করিতে করিতে অদ্ভুত মহিমাকাহিনী মুক্তপ্রাণে কীর্ত্তন করিতেছে। বর্ষীয়সী সঙ্গিনী বলিতেছেন "তোর ভয় নাই লো—গাছ তলায় ঝুলিতে তোর স্বামী বশ করতে পারিবি"—অমনি আবার অপর সঙ্গিনীগণ ভক্তির ফোয়ারা ছুটাইয়া গাইতেছে যথা—

"হরি নামের লুট দিবি ঠাকুরের কাছে।
যে যা চাস্ পাবি লো তাই ঐ দেখ ঠাকুর নাচে।
এমন দয়াল ঠাকুর আর নাইলো কোন খানে।
ধন্য পিয়েরখালির লট ঠাকুরের আসন যেই স্থানে।
আর যে যত রোগী ভোগী আঁটকুড়ো মেয়ে।
পায়ের ধূলো তুলে নিয়ে আঁচল ভরে দিয়ে।
* * * * কত কানা খোঁড়া!
গাছ তলাতে [illegible] হ'লো গা আবার জোড়া।
যত নারী লোক সব যা [illegible], হাতে শাঁখা কানে বালি।
যখন যায় মুখ ভরিয়ে, [illegible] খোঁপা খুলে মুখে চাঁদ মিলায়ে,
বাজের তুলির আলি।"

ছুটো পয়সা দিয়ে নেয় বাজারের ধুম, কেনে পমপাগ্লী-ধর,
কেউ কিনে বালা চুড়ি, কেউ কেনে পাচনহরি,
কেউ বলে ওলো দিদি এবার বড় দব।
যত ফচ্‌কেরা সব নারী দেখতে যায়, কোনটা কোন ভাবে দাঁড়ায়।
মানে না ভক্তিতত্ত্ব, নাহি তার আত্মতত্ত্ব, এই কথা পাঁচুনর কয় দোষ হয়॥

এই গীতটিতে নানারূপ পদযোজনা আছে। সমস্তাংশ আমার স্মরণ নাই, অথবা যাহা আছে তাহাও সকল উদ্ধৃত করিলাম না, কেন না নিরক্ষর গ্রাম্য-কবিগণের কবিত্ব-মাধুর্য্য ইহাতে তত নাই। তবে গ্রাম্যকবিতার একটা অংশ বলিয়া যাহা উদ্ধৃত হইল—ইহাতে পাঠকপাঠিকা তুষ্ট হইবেন, ইহাই প্রবন্ধলেখকের অনুরোধ।

অতঃপর বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলায় প্রচলিত চৈত্র মাসের "অষ্টকগীত" উল্লেখ করিব। বঙ্গের পাঠকগণ এখন একবার আসুন এই প্রসঙ্গে হিন্দুজাতির দেবদেবী পূজার কতকটা অংশ স্মরণ করুন। দেখিবেন যে হিন্দুজাতি ধর্ম্মকার্য্যে কতদূর গ্রাম্যপ্রথার এবং কুসংস্কারের বশে হইয়াছে।

চৈত্র মাসে "চড়ক পূজা" নামে একটি উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই চড়কের পূজায় শিব পূজা হয়। কিন্তু দুঃখের কথা, এই পূজায় শিবোপাসনা আমাদের শাস্ত্রসম্মত নহে। শাল, বেল, বাণ, চাকি, ঝাঁপা, নীল, ধূপ, জোড়াব বাঁশী, চড়ক পর্য্যন্ত লইয়া এই পূজার ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। শত্রুভক্তির এই চড়ক পূজার অঙ্গীভূত যে সকল নিয়ম আছে, তাহার অধিকাংশই নীচজাতির ব্যবহারোপযোগী। এমন কি, এই পূজায় যে গীতগুলি প্রচলিত আছে, উহাও অবভক্তী গাহিবার ধরণ, বাজনা, সুর, তাল, শব্দবিন্যাস নিতান্ত সাধারণভাবে গঠিত। বালা নামক চড়ক পূজার প্রধান পাণ্ডা সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে লোকের বাড়ী বাড়ী যে গীত গান করিয়া থাকে, তাহার সুর, তাল, নৃত্য এবং শব্দবিন্যাস শুনিলে ইহা যে আর্য্যজাতির উপাসনার অঙ্গ তাহা আদৌ স্বীকৃত হইবে না। বালা মহাশয় ঢাকের বাজনাসহ নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন যথা—

চড়ক পূজা।

১। উত্তর থেকে এলো দেবী লাল কাপড় গায়
হাড়ের মালা গলায় দিয়ে পূজা খেতে চায়।
পূজা না পাইয়া দেবীর দন্তের কড়মড়ি
নারী লোকে কেও বলু বল শিবের জয় জয়।
২। ঘোর ধানের জমিতে ছিল কটকটে ব্যাঙ
লাফ দিয়ে এসে ধরল লাগ বালার ঠ্যাং।
যার বালা তার বালা সব অধিকারী
শিবের নামে ঢাক বাজাইতে বল হরি হরি।

৩। ধূপ ধুনচি ধূপের বাতি ঘট মঙ্গলায়
ধূপের গন্ধেতে গোপাল আমার কাছে আয়।
আয় রে কালিকার পুত গাছ নেয়ে ধূপ
চড়ক পূজায় তোর হাতে আমার বহুরূপ।
আমার আসরে যদি না কহিবি কথা
দোহাই তোমার শিব ঠাকুরের খা সেবকের মাথা।

৪। গজানন ষড়ানন দুই পুত্র কোলে
ভাঙ ধুতুরা খেয়ে শিব নিদ্রা জ্ঞান তোলে॥

ইহা ছাড়া বালা মহাশয় নারায়ণের দশ অবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব-কবি মহাত্মা জয়দেবের উপরেও এক হাত চাল্ চালাইয়া থাকেন। এই দশ অবতার বর্ণনকালে বালাগণ বন্দনা নামে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে—উহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি যথা—

"প্রথমে নমস্কার করি দেবীর মহাস্থান
যাট্ সত্তর মুক্তা যার উনকুটি প্রণাম।
পুরাণে আছে শুকর নাম কইতে পারি কত
মস্তক নামাইয়া প্রণাম করি শিবের আসন ছত্রী শত।
* * * * *
ওঠ ওঠ মহাপ্রভু নিদ্রা কর ভঙ্গ,
তোমার সেবক ডাকে উঠে দেখ রঙ্গ।
কার্ত্তিক গণেশ লয়ে আছ নিদ্রে ঘোরে,
কেমনে করিব প্রণাম প্রভু হে তোমারে।
প্রভু তোমার বড় ভয় তুমি সদা নিদ্রা,
জানি আমি সদানন্দ তুমি হে চৈতন্য।
* * * *
বন্দন পূর্ব্ব দ্বারে দেব দিবাকরে
শত অশ্বে রথ টানে, যার অরুণ সারথি।
অন্ধকারে দীপ্ত কর সদা করে গতি॥
বিমুখ হইও না মোরে করিতে প্রণতি;
শ্রীনরসীদাস, জুড়ি দুই কর, প্রণাম সূর্য্যদেব প্রতি।
* * * *
বন্দন উত্তর দ্বারে, কৈলাস শিখরে,
হিমালয় জানি।

যিনি পার্ব্বতী সহিতে,　সদা নৃত্য গীতে,
　গায় তিলকাবলি।
ও শিব খেয়ে ভাঙ্গের গুঁড়া,　মাথাতে শশিচূড়া,
　আকুল সদা করে খেলা—
ও যার মাথার উপর,　সাপের বাজার,
　বিরাজ করিছে সদা।
ও যার করেতে ডুম্বরী,　বাজায় ফুকারী,
　গায় বাঘ ছাল বাঁধা।
শ্রীমুরলীধর, জুড়ি দুই কর, প্রণাম করি শিবপদে ॥ ইত্যাদি

এইরূপ ভাবে কোন সময় শ্লোক, কোন সময় গীত গাইয়া বালা মহাশয় চড়কোৎসবে প্রধান পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন। এই সকল গ্রাম্য কবিতায় অনেকটা শিক্ষিতের ভাষা প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার রচয়িতা এবং গায়কগণ যে পূর্ণ নিরক্ষর, তাহা যিনি চড়কপূজার কার্য্য ও গীত শুনিয়াছেন, তিনি অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই সকল গ্রাম্যগীতির কবিগণ নিরক্ষর হইলেও ইহারা সাধারণের নিকট "চাষা পণ্ডিত" নামে পরিচিত। ইহারা অনেক সময় ভদ্রলোকের নিকট থাকিয়া পুরাণের তত্ত্ব এবং ভদ্রজন-ব্যবহৃত শব্দ শিক্ষা করে। এই জন্য ইহাদের গ্রথিত গীতে অনেকটা উচ্চ অঙ্গের শব্দবিন্যাস আছে।

এতদ্ব্যতীত এই চড়কপূজায় "অষ্টক গীত" নামে আর এক প্রকার গ্রাম্যগীত প্রচলিত আছে।

অষ্টক গীত

প্রায় অধিকাংশ স্থানে এই সকল গীত অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্যকবিগণ দ্বারা রচিত হয়। চৈত্র মাস আসিবার উপক্রম হইলে কৃষকপল্লীর পাড়ায় পাড়ায় এই অষ্টক গীতের পেরাজ (রিহারস্যাল) দিতে শুনা যায়। হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান পূজা দুর্গোৎসব অপেক্ষা এই চড়কপূজায় কৃষকসমাজের আমোদ, উৎসাহ ও আগ্রহ অতিশয় অধিক। সাধারণ হিন্দুজাতি যেমন পূজার সময় বলিলে শারদীয় উৎসবকে বুঝে, কৃষকসমাজ সেইরূপ চৈত্রমাসের দেল্ পূজাকে বুঝিয়া থাকে। দুর্গাপূজার প্রারম্ভে যেমন উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত আমোদ হইয়া থাকে; চড়ক পূজার প্রারম্ভে সেইরূপ অষ্টকগীত বাদ্যের জোরে কৃষকসমাজে আমোদ উপস্থিত করে। এই অষ্টক গীতের অধিনায়ক অধিকারী হয় ত একজন নমঃশূদ্র, কিম্বা জালিয়া, ধোপা বা মালো, কিম্বা একজন কৈবর্ত্ত। ইহাদের শিক্ষা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিশুবোধ "দাতাকর্ণ" পর্য্যন্ত পরিসমাপ্ত। কেহ কেহ বর্ত্তমান সময়ের প্রায়ই মাঝামাঝি (প্রাইমারি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। লেখাপড়ায় এইরূপ উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এই সকল অধিকারিগণ কোন গ্রাম্য স্বল্পশিক্ষিত কবির নিকট হইতে গীত সংগ্রহ করে। অথবা নিজের প্রকৃতিজাত প্রতিভা[illegible] কিছু কবিত্ব দেখায়। যখন অষ্টকের দল প্রস্তুত হয়, তখন চারটী বালক সংগ্রহ করিয়া নিজে বড়দাদা সেজো কি ঢোলক বাজাইয়া গীত শিক্ষা দেয়। তাহার পর কোন [illegible] (চড়ক-পূজার পূজারী)

বাড়ীতে ৫।৭ টাকা বায়না লয়। নীলাম্বরী কাপড়ের দ্বারা ছেলেগুলির মাথা মুড়িয়া তাহাতে রূপার গোট ঝুলাইয়া দেয় এবং কালিতে পাট ডুবাইয়া মেয়েলী চুল প্রস্তুতপূর্ব্বক বালকদিগকে সাজাইয়া অধিকারী গান করিয়া বেড়ায়। অথবা কোন কোন সামান্য অর্থশালী অধিকারী যাত্রার দলের পুরাতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছোকরা-দিগের মাথায় মেয়ের টুপি দিয়া চুণ কালির সঙ্গে রং কলাইয়া গান করিয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত উক্ত ধরণে এই চড়ক পূজার সঙ্ বাহির হয়। সাধারণতঃ অষ্টক গীতের অধিকারী ভায়া পুঁথি পড়িয়া ছোকরাগণের সরকারী করিয়াই বাজার লইয়া থাকে। চৈত্রের ভীষণ রৌদ্রে এই অষ্টক গীত গায়কগণের কত আনন্দ—হৃদয়ে সুখের ফোয়ারা ছুটিতেছে, প্রাণভরা হাসি বুকভরা কৌতুক লইয়া ইহারা লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে ঢেলুটীর সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ফিরিতেছে। এই সময়ে এই গায়কগণ কচি আম, সোনাফল, ফুটি, অপক্ব তরমুজ খাইয়া ঘটী ঘটী জল পান করিতে থাকে। সুখের বিষয়, এত অত্যাচারে এই গায়ক শিশুগণের কোন বিশেষ পীড়া হইতে শুনি নাই। ইহারা কিন্তু বলে যে শিবঠাকুরের কল্যাণে ব্যাধি হয় না। কিন্তু আমরা জানি যে আমোদ কৌতুকের সময় হৃদয়ে শান্তি থাকে বলিয়া পীড়া প্রকাশ হইতে পারে না। যাহা হউক, দেবতার প্রসাদেই হউক আর অভ্যাস গুণেই হউক এই অষ্টক গায়কগণ বড় প্রফুল্লচিত্ত।

একটি অষ্টকের দলে উর্দ্ধ সংখ্যা ৬।৭টি লোক থাকে। দুইজন বাদক, একজন জুড়িদার, আর ৩।৪টি গায়ক। এই গীতের বাঁধনি প্রায়ই আট চরণে সমাপ্ত—তাই ইহাকে অষ্টক বলে। পদ্যের লঘু ত্রিপদী অথবা দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে এই গীত গ্রথিত। যখন মধ্যে মধ্যে বালকগণ ও অধিকারী অতি উচ্চস্বরে "আহা বেস্" বলিয়া গীতের বাহার দিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, তখন অতি গম্ভীর ব্যক্তিকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। আমরা নানারূপ অষ্টক গীত শুনিয়াছি, আবশ্যক বোধে গুটি দুই গীতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া শ্রবণেচ্ছু পাঠকের পিপাসা নিবারণ করিতেছি। যথা—

১। শুন ওলো সহচরী, যে দুঃখে অভিমান করি,
তোমা বিনে আর কারে কবো ;
যখন প্রেম করিলেন বঁধুয়ায়, হাতে ধরে রাধার পায়,
বলে ছিলেন আর নাহি চাবো।
এখন তা গেল দূরে, থাকেন সদা বাঁশির সুরে,
ললিতের অঙ্গে ফিরে ফিরে চায় ;
একদিন নিশি প্রভাত হলে পরে, দেখা দিলেন কুঞ্জদ্বারে,
তাম্বুলের দাগ দেখি রাধের গায়। ইত্যাদি

২। যত সব গোয়ালনারী, সুন্দরী কাঁখে সারি সারি,
যমুনাতে জল আনতে যায় ;

বনমালা দিয়ে গলে,　　বসি তমালের তলে,
দূর হতে তাই দেখেন শ্যামরায়।
আহেরীর নারীগণ,　　জলে করে সন্তরণ,
বস্ত্র নিয়ে কদম্ব ডালে রাখেন দয়াময়,
ও কানাই কাপড় দাও, দোহাই তোমার মাথা খাও,
কুলনারী শরম রাখা দায়।

ইহা ছাড়া অন্যরূপ ভাবেরও অনেক গীত আছে, কিন্তু প্রায়শঃই পৌরাণিক কাহিনী লইয়া রচিত। সুতরাং অতিরিক্ত গীত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যবিচ্যুতি ঘটাইব না।

বাঙ্গালীর শিশু-সন্তান হইতে মুমূর্ষু বৃদ্ধ পর্যান্ত সকলেই কবিতার আদর ও আস্বাদ জানে এবং কবিতা রচনা করিতে সমর্থ। এই দেশেরই এক জন নিরক্ষর কৃষক যেরূপ কবিতার আস্বাদ অনুভব করিতেছে এবং করিতে পারে, সেরূপ শক্তি অন্য দেশীয় শিক্ষিতের নিকট দুর্লভ। যাহারা কবিত্বকে মনুষ্যত্ব জ্ঞান করেন তাঁহারা দেখুন, এই ভীরু দুর্ব্বল জাতির গৃহে গৃহে কত মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা গদ্য সাহিত্য লিখিতে বা বলিতে পটু, সাধারণ ভাবে তাহাদিগকে লেখক, বক্তা, গ্রন্থকার ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। পদ্য সাহিত্য লেখককে সাধারণতঃ কবি বলে। কিন্তু ধরিতে গেলে যে সাহিত্যে ভাব, রস ও আকর্ষণ আছে, তাহাই কাব্য এবং তাহার লেখকই কবি। নির্দ্দিষ্ট অক্ষরময় বাক্য হইলে কিছু কবিতা হয় না। আবার অনির্দ্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত অসার গদ্যলেখককেও কিছু গ্রন্থকার বলে না। যে লিখায় ভাব নাই রস নাই আকর্ষণ নাই এবং সমাজ বিশেষের শিক্ষা নাই, সে লেখা উন্মাদের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রাচীন কালের ভারতীয় লেখকগণ সমস্ত লেখাই পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া যে গদ্য লেখা আদৌ নাই তাহাও নহে।

উপকথা।

আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া লিখিত সাহিত্য ব্যতীত আর একরূপ সাহিত্য দেখিতে পাইতেছি। সাহিত্যের এই অংশকে লোক "উপকথা"—পুরণকথা (পুরাণকথা), উপন্যাস, কৃষকের ভাষায় "রূপকথা—উপকথা" ইত্যাদি নামে অভিহিত করে। যখন বঙ্গ-সাহিত্য অতি শিশু, কেবল সংস্কৃত জননীর ক্রোড় হইতে বাহির হইয়া হিন্দি পারসি প্রভৃতি ধাত্রীগণের হস্ত ধরিয়া বেড়াইতেছে, তখন এই উপকথা সাহিত্য-প্রস্তুত-কর্ত্তার মুখ হইতে শ্রোতার মুখে মুখে কথিত হইত। অদ্যাপিও পল্লিবাসিনী কামিনীগণের মুখে এবং বৃদ্ধগণের নিকট অথবা কাহারও অলস যুবকগণের মুখে উপকথা শুনিতে পাই। যখন বঙ্গভাষায় লিখন-বিদ্যোচিত হয় নাই, তখন যে সকল উপকথা রচিত হইয়াছিল, উহা বঙ্গভাষার পূর্ণতা-প্রাপ্তির পর অর্দ্ধ শতাব্দীর অগ্রে লিখিত সাহিত্যের স্থান অধিকার করিয়াছে।

পুরাতন উপকথা-রচকগণ বর্ত্তমান উপন্যাস (নভেল) লেখকগণের পথপ্রদর্শক। পুরা-

[illegible] উপকথা এখন উপন্যাসের রাসায়নিক উপাদান। প্রাচীন রীতি এখন পরিমার্জ্জিত হইয়া উন্নত হইয়াছে কি না, সম্পূর্ণ নূতন [illegible] কিছু [illegible] নাই। পূর্ব্বকালের উপকথা রচয়িতৃগণ [illegible], রাজপুত্র [illegible], মন্ত্রিপুত্র, [illegible], কোটাল, রাক্ষস, রাক্ষসী, ব্রাহ্মণ মণ্ডল, তালপত্রের [illegible], [illegible], [illegible], সিংহ [illegible] পক্ষ ও শুক প্রভৃতি পক্ষীর কথা লইয়া প্রস্তাবনা আরম্ভ করিয়া যুবক-যুবতীর প্রেম বিরহ, বিবাহ, দেবভক্তি, পারিবারিক ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাপারে পরিসমাপ্ত করিতেন।

প্রাচীন উপকথা অদ্যাপি সমাজ হইতে বিলোপ হয় নাই। এখনও বর্ষীয়সী পিতামহী এবং নিরক্ষর বর্ষীয়ান পিতামহগণের নিকট রাক্ষস খোক্কসের কথা আর তালপত্রের খাঁড়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। [illegible] আবার নিরক্ষর কৃষক সমাজের বর্ষীয়ান পুরুষের নিকট "মধুমালার কথা" "কলাবতী রাজকন্যার কথা" শুনিয়া অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক মহা আমোদ উপভোগ করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর [illegible] হিন্দুদিগের উপকথা আর মুসলমানী "কেচ্ছা" লইয়া [illegible] কথা, সোনাভানের কথা—[illegible] ইত্যাদি অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। আরব্যোপন্যাস "কেচ্ছা" বলিয়া [illegible] উপন্যাসের [illegible] হইতে সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে [illegible] বর্ত্তমান বঙ্গীয় উপন্যাসের অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ [illegible] করিয়াছিল—মুসলমানী [illegible] হিন্দু [illegible] ছিল, সেই সময় [illegible] উপকথা [illegible] মুসলমান [illegible] কি [illegible] সকলেই কিছু কিছু [illegible]। উপকথা [illegible] কোরাণের [illegible] [illegible]। [illegible] উপকথা [illegible] সংযোজিত।

[illegible] নিম্নশ্রেণীর [illegible], [illegible] কথা, [illegible] উপকথা [illegible] হয়। এই সময় হইতে [illegible] হিন্দুজাতির [illegible] তাহাকে [illegible] মধ্যে ছড়াইয়া [illegible] হিন্দু [illegible] উপকথা বলিতে বা লিখিতে [illegible] মুসলমানী [illegible] উপকথা [illegible] প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ [illegible] উপকথা কল্পনা করিয়া মুসলমানী [illegible], বাঘ ও কুমীরের [illegible] লাগিলেন।

উপকথা [illegible] কেহ শিক্ষিত, কেহ অশিক্ষিত, কেহ অর্দ্ধশিক্ষিত, কেহ বা নিরক্ষর। আমরা [illegible] লইয়া কিছু আলোচনা করিব। যে সকল নিম্নশ্রেণীর লোক উপকথা প্রস্তুত করিতে [illegible], তাহারা বর্ণজ্ঞানশূন্য, সুতরাং তাহারা যাহা রচনা করিল, [illegible] সমাজের পূর্ণ আদর্শ। এই জন্য [illegible] অধিকাংশ উপকথা [illegible] হউক আর দোষই হউক, ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

এই সমস্ত উপকথাগুলি শুনিতে আপাততঃ মনোরম বটে, কিন্তু উপসংহারে গিয়া উপস্থিত হইলে আর তাহার মধুরতা থাকে না। আমরা সাধারণ উপকথা হইতে যে সকল কবিত্বময় সঙ্গীত এবং কল্পনা-কুশলতা পাইয়াছি, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে গ্রাম্য-উপকথাও কতদূর নিপুণতার সঙ্গে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই সমস্ত উপকথা প্রস্তুত করে তাহারা কে, কোথায়—কেমন ভাবে ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি, কেবল এইমাত্র জানি যে গ্রাম্য-উপকথা নিরক্ষর সমাজে অদ্যাপিও আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এক দিন একটি অবস্থাপন্ন কৃষকের বাটীতে ডাক্তারী ব্যবসায় জন্য অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই সময় এক রাত্রিতে কতকগুলি কৃষক আমাকে ঘিরিয়া তামাক খাইতে ছিল এবং "মধুমালার" উপন্যাস বলিতেছিল। আমি এক মনে তাহা শুনিয়াছিলাম। উপন্যাসটী বলিবার সময়, বক্তা মাঝে মাঝে অতি উচ্চৈঃস্বরে গীত গাইতেছিল ; সেই গীতের কোনও কোনও অংশ অংশ আমার স্মরণ আছে এবং এই পুস্তকে লিখিবার সময় আবার সেই বক্তাকে আনাইয়া গীত সংগ্রহ করিয়াছি।

উপন্যাসটি অতি বৃহৎ, সেই জন্য উহা উদ্ধৃত হইল না, কেবল সংক্ষেপে উহার ভাব উদ্ধার করিয়া কল্পনাকুশলতা এবং গীত উদ্ধৃত করিয়া গ্রাম্য কবিতার কবিত্ব দেখাইব মাত্র। গল্পটী এই—

'এক রাজপুত্র মৃগ-শিকারে গিয়া দৈব দুর্বিপাকে কোনও কৃষিশালার নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় একটী পুকুরের ঘাটে কৃষককন্যা মধুমালার রূপে মুগ্ধ হইয়া যুবক যুবতীর লালসাময় প্রণয়রজ্জুতে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর রাজপুত্র তাহার রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হন, কৃষকসুন্দরী মধুমালা রাজপুত্রের বিরহাগ্নিতে পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁর অনুসন্ধান করিতে থাকে। পরিশেষে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মধুমালার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু রাজপুত্র তাহাকে পরিণেতা ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন মধুমালা রাজপুত্রের পূর্ব্বপ্রণয়ের অভিজ্ঞানের স্বরূপ একটী অঙ্গুরীয়ক দেখায়, কিন্তু ভাগ্যফলে চোর বলিয়া তাহাকে কারাগারে যাইতে হয়। মিলনের প্রথম দিনে রাজপুত্র মধুমালাকে দুইটী অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছিলেন, তাহার একটীতে "বিবাহ" শব্দ, আর একটীতে রাজপুত্রের নাম অঙ্কিত ছিল। মধুমালা প্রথমটী হারাইয়া ফেলিয়াছিল, উহা বোয়াল মৎস্যে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, প্রমাণ দেখাইবার সময় মধুমালা 'বিবাহ' শব্দাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কটী দেখাইতে পারে নাই। দৈবক্রমে একদিন এক জালিয়া রাজপুত্রকে একটী বোয়াল মাছ উপহার দিয়াছিল, রাজপুত্র যে বোয়াল মাছটী উপহার পাইয়া ছিলেন, উহা মধুমালার বাটীর পুষ্করিণীর মাছ; উহার উদরে দ্বিতীয় অঙ্গুরীয়কটী পাইয়া রাজপুত্রের সন্দেহ দূর হয়। তখন মধুমালা উদ্ধার পাইল এবং রাজপুত্রের পাটেশ্বরী হইয়া একেবারে সমুদ্র রাজধানী মাতাইয়া তুলিল।'

এই হইল এই উপন্যাসের ঘটনা। ইহা ছাড়া ইহার আরও আনুষঙ্গিক শাখা আছে, মূল ঘটনা হইতে শাখাগুলির বর্ণনায় কবিত্ব এবং কল্পনাকুশলতায় উহাই পরিচয় পাওয়া

দীপ্ত। এমন ছন্দ, মধুমালা উপন্যাসের গীতগুলির মধ্যে মধ্যে অনেক উচ্চাঙ্গের কবিত্বাভাস আছে। উত্তমে, অধমে না মিলাইলে ঠিক সামঞ্জস্য হয় না, এইজন্য আমরা আর একটী কথার অবতারণা করিতেছি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা উপাখ্যানে আর মধুমালার উপাখ্যানে অনেকটা মিল আছে। শকুন্তলা ঋষিকন্যা বন-হরিণীর সঙ্গিনী। মধুমালা কুলকন্যা গাভীর সহচরী। শকুন্তলার প্রণয়পাত্র ভারতের সম্রাট্ রাজা দুষ্মন্ত,—মধুমালার প্রণয়াধিকারী এক অপরিচিত রাজকুমার। শকুন্তলার সখী আজন্ম তপোবনবিহারিণী প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, বনকন্যা, মধুমালার সখীও মালঞ্চ আর পুষ্প, গ্রাম্য বীথিকার ক্ষুদ্র শেফালিকা। শকুন্তলা বনের লতা, মধুমালা গ্রাম্যলতা, শকুন্তলা স্বর্গের নিপতিত পারিজাত, মধুমালা মর্ত্ত্যের কুন্দমল্লিকা। শকুন্তলা সরলা, মধুমালাও সরলা। শকুন্তলা পুত্রবতী, মধুমালাও পুত্রবতী। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, রাজপুত্রও মধুমালাকে চিনিতে না পারিয়া বেশ্যার ভাগ কারাগারে দিয়াছিলেন। শকুন্তলা অভিজ্ঞান দেখাইলে রাজা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুমালা একটী অভিজ্ঞান দিতে না পারিয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। যেব দুর্ব্বিপাকে শকুন্তলা সম্রাজ্ঞীত্বে উঠিতে পারেন নাই, মধুমালা দৈবঘটনায় রাজপুত্রের প্রণয় পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিল, এই দুই উপাখ্যানের এই স্থলেই বিশেষত্ব, এই স্থলেই বিভিন্নতা। মধুমালার উপকথা—অভিজ্ঞান শকুন্তলার সঙ্গে এইরূপ ভাবেই মিল হয়।

তাই বলিতেছিলাম, যে নিরক্ষর কবি এই মধুমালার উপকথা প্রণয়ন করিয়াছে, সে ব্যক্তি কাব্যের প্রণেতা কল্পনা-কুশলতায় উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই উপকথাটির মধ্যে প্রায় শতাধিক সঙ্গীত আছে, বক্তা কথায় কথায় গীত গাহিয়া আমার নিকট নিরক্ষর হৃদয়ের কবিত্বপ্রভা উদ্দীপিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীতগুলির দুটি একটি এখন মনে আছে। পাঠক উহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, এই উপকথা সঙ্গীত কত দূর কবিত্বময়।

১। বঁধু তোমায় করব রাজা বসে তরুতলে,
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুছাব আঁচলে।
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোর গলে॥
সিংহাসনে বসাইতে দিব এই অধর পেতে,
পিরীতি মধুর মধু দিব তোরে খেতে; * * *
বিজলীর মেয়ে এনে জ্বেলাব পায়ের তলে।
মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেতকার আগে। ইত্যাদি—

২। কেন সোণার পিঞ্জরে কত ফুল ফুটেছে হায় রে।
নন্দন সমান সোণার পাখী চরে সেই পিঞ্জরে॥
অবোধ আর বাবুই পাখী—পরাণে মরেরে।
(ওরে সোণার পাখীরে)
আমার পরাণে সহিবে কত ব্যাথা অবলা নারীরে।

৩। আমার এই সুখের সময়, মরা ডালকে ফুল ফোটেছে।
এমন বাজপাত সই রে মোর দুঃখে জনম গেলরে ॥
সুখের দিন পোহাও হায় পোহাল নারে।
সিঁধকেটে চোর পিছুলো ঘরে, ঘরের লোক সব পলাইল ডরে।
আমার অঞ্চলের ধন কুচো সোণা খসে প'লো অন্ধকারে।
ও যেমন কুমারতে এনে মাটি, ছেনে করে পরিপাটী—
কাচায় ভাঙ্গ রে বেসেনা মধুমালার ভাগ্যে আজ বুঝি তাও হ'লো না।"

এই গীতত্রয়ে সাধারণ চক্ষে কবিত্ব দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু মধুমালার উপকথা শুনিবার সময় আনুপূর্ব্বিক ঘটনা জানিয়া শুনিয়া গীত তিনটী শুনিলে নিরক্ষর রচয়িতাকে কবি বলিতে আর দ্বিধা থাকে না। যে সকল উপকথায় গীত সকল সন্নিবিষ্ট আছে, উক্ত দিন শুনিবার ইচ্ছা করেন তিনি কোনও পল্লীগ্রামের রসিক ব্যক্তির নিকট শুনিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এখনও বঙ্গদেশে অনেকানেক নিরক্ষর ব্যক্তি উপকথাপ্রসঙ্গে কবিত্বময় গীত গাহিয়া সমশ্রেণীর মধ্যে সম্মান লাভ করিয়া থাকে. উপকথা সঙ্গীতে বঙ্গদেশের কৃষিসমাজ, পূর্ণরূপে শিক্ষিত কবির উপন্যাস পড়া শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রসন্তান হইতে অধিকতর আমোদ ভোগ করিয়া থাকে। এই দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসী এখনও সম্পূর্ণরূপে অশিক্ষিত এবং চতুর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষর; ইহারা এই উপকথা-সঙ্গীতে এবং উপকথার গল্প লহরীতে নিমজ্জিত হইয়া উক্ত অঙ্গের উপন্যাস-প্রিয় ভদ্রলোকের অপেক্ষা পরম সুখভোগ করিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা।

দুর্গার শাঁখাপরা।

সত সাজে রূপ ধরে বৈসেছেন ভবানী।
শিবেরে বলে কুতুহলে শুন সকল বাণী।
তুমি ত ভাইরে, আমি ত মেয়ে, থাক রাত্রি দিনে।
তোমার কপালে পড়ে আমার
সাধ নাইকো পুরে।
রূপা সোণা অলঙ্কার না পরিলাম গায়ে।
শিবায় মরে মেয়ের মাঝে।
হাত বাড়াতে মরি লাজে।
হাত বাড়াতে নারি।
দুহাতে দুগাছি শঙ্খ দেহ পরি।
হাসিয়ে হর বল্‌ছে শুন হে শঙ্করি।
আমি কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি উদ পার কবি।
আমার সম্বল সিদ্ধিঝুলী আর বাঘের ছালা।
এক ডুবক হাতে শিঙ্গা গলায় হাড়ের মালা।
আমি ভৈক্ষ বিষে ভস্ম মাখি অত্যান্ত সিদ্ধি।
ধুতুরাতে বাব্‌লাতে কোমরেতে নাড়ি।
এঁড়ে বলদটের দাম যে আধলটের কড়ি।

সে না বেচলে হবে গৌরীর
একগাছি শঙ্খের রুটি।
গৌরীমেয়ে স্বতন্তরা কেবা শুধতে পারে।
আপনি পরগা শঙ্খ বাবা নাহি এ মোরে।
তখন ভোলানাথকে গৌরী দিচ্ছেন গাল।—
দেবতা হয়ে কেবা করে শ্মশানবসতি।
দেবতা হয়ে কেবা মাখে ভূষণ বিভূতি।
দেবতা হয়ে কেবা যায় কুচুনীর পাড়া।
দেবতা হয়ে কেবা হয় পরনারীহর।
থাকয়ে ধুচুনীর পত্ত কুচুনীর মাথা খেয়ে।
ক্রোধ করে যাব আজ ছুটি বাপকে লয়ে।
কোলে নেন কার্ত্তিক হাতে নেন লম্বোদর।
ক্রোধ মনে যাচ্ছেন গৌরী মা বাপের ঘর।
অষ্টমঙ্গী মেনকা লয়ে বসেছেন আপনি।
কোথা হতে এলেন মা ভবানী।
তখন দিগম্বর করেন অনুমান।
বিশাইকে ডাকে করান শঙ্খের নির্ম্মাণ।
মধুর মধুর চিকণ শাঁক।
মহাদেব শাঁখারীর রূপ ধরিলেন আপনি।
শঙ্খের ঝুলি স্কন্ধে করি যান ধীরে ধীরে।
শঙ্খ নেবে শঙ্খ নেবে একবার্ত্তী বলে।
ও শাঁখারী আমি নেব শঙ্খ।
এ শঙ্খের কত নেবে টাকা।
এ শঙ্খ পরলে তুমি উচিত বলে মনে।
এ শঙ্খে আছে হীরা মুক্তা মানিক পালা।
শঙ্খের নাম শুনিয়ে মহামায়ার
আকুল হলো চিত্ত।
তৈল জলে স্নান করি বের হলেন ভবানী,
তৈল জলে স্নান করেন ঠাকুর পশুপতি।
একগাছি করে শাঁখা পরান,
শাঁখারী মস্তকটি করেন পার।
মহামায়ার হাতের শঙ্খ মা দেখ হয় আর।
গৌরীর হাতের শঙ্খ করেছে কিরণ।
এখন না হয় গৌরীর দানের আড়ম্বর।
ও শাঁখারী সাবধান হয়ো।
এ সকল কথা মানুষ বুঝে বলো।
কোথা গেলি পদ্মা আমার কথা শুন।
কিছু দশ পনর টাকা দয়ে শাঁখারীকে
বাড়ীর বাহির কর।
টাকা নাহি নিব পদ্মা কড়ি নাহি নিব।
এ শঙ্খের বদলে এক রাত্রি বাসরে বঞ্চিব।

ঘেঁটুপূজা।*

[১]

গীত

করবীর তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক করবীর তরুক শাখি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের চাউনী।
টগরের তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক টগর তরুক শাখি
মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের চাউনি।
চাঁপার তলে বিছালেম পাটী।
ফুটুক চাঁপা তরুক শাখি।
মেলেনী হে এত এত ফুলে করবে কি।
আমার ঘেঁটুর বিভা হবে পুষ্পের চাউনী।

---

* "ঘণ্টাকর্ণ" পূজাকে চলিত কথায় "ঘেঁটুপূজা" বলে। এই চৈত্রমাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া সংক্রান্তি পর্য্যন্ত থাকে, এবং নূতন বৎসরের অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে বিসর্জ্জিত হয়। "ঘেঁটুপূজা" কুমারী বালিকাদের একটী অতীব-পবিত্রতম ও প্রীতিকর এবং আমোদজনক পূজা।

[১]

বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
কয়নীর ফুল ফেলে মারে যে টুর বদন চাইয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে।
বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
টগরের ফুল ফেলে মারে যেঁটুর বদন চাইয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজেরে।
বাজারে বাজিছে শঙ্খের ধ্বনি। ওরে চূড়ামণি।
চাঁপার ফুল ফেলে মারে যেঁটুর বদন চাইয়ে।
নানারঙ্গের বাজ বাজে, ভাল রঙ্গের বাজ বাজে,
আবাল রঙ্গের বাজ বাজে রে।

[৩]

সোণার ঝুরি কেহ রূপার ঝুরি চন্দন।
এখানে স্নান কর হে গোসাই ঈশ্বর মহাদেব॥
কিবা আমি স্নান করিব হে অঙ্গে
স্নান নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে॥
আধা না কুটেছি জিরাবে জিরা মুখে মিলায়ে হায়।
এখানে ভোজন করহে গোসাই ঈশ্বর মহাদেব।
কিবা আমি ভোজন করিব হে অঙ্গে,
ভোজন নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে॥
আধা না বেড়েছি জিরারে জিরা
আধার পানের খিলা, হে
এখানে মুখশুদ্ধি কর হে গোসাই ঈশ্বর মহাদেব।
কিবা আমি মুখশুদ্ধি করিব হে অঙ্গে,
মুখশুদ্ধি নাই আমার অঙ্গে,
আমার ঘরে আছে দশবাই চণ্ডী
তাকে দেখে বড় ভয় লাগে॥

[৪]

সুবর্ণ কাঠের গড়াজং রে মুক্তা পাটের শিকিয়া।
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়া চলিল রাধিকা।
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী।
ভাঙ্গা না মোর কুটী না মোর কুটীরের খুনী।
কেলা ও রাধিকা নদীর পসারি নৌকা ঠোক খালি
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী।
নদী আনন্দে জল আনন্দে নৌকা হৈল ভারি।
নদী আমার গোঁটা গেল জল বটের আঁটা।
কৃষ্ণের কাঁধে ভার দিয়া চলিল রাধিকা।
রে হরে রাম রাম।
দেখিয়া সাগরে ঢেউ কাঁদে গোয়ালিনী।

জন্মাষ্টমীর মাছলগীত।

[১]

মায়ে না খুদি করে ওরে ছেলে কুক্কুর রে।
কোনখানে পোহাইলা নিশি রে?
মাগো না গেলেম হাটে, না গেলেম বাজারে,
না গেলেম চন্দ্রবালিকার মহলে গো।
ওরে ছেলে কুক্কুর রে।
কি কি পেলে বানে রে?
থালা পেলেম, ঝারী পেলেম, আর পাব কি গো।
সংসারের সার পেলেম, কোলেবি কৃষ্ণ গো।

[২]

বত্রিশ গাভীর দুগ্ধে পরমান্ন রেঁধে ছিলেম বড় সুখে
সেহত না খেলে ছেলে বড় জিদ্দা যোগ পেয়ে।
তবে না খাবি এ ক্ষীর খাব।
তোমার বত্রিশ গাড়ী যৌতুকে পাব।
তবে খাব আমি এ ক্ষীর খাব।

তোমার পানের থালা যৌতুকে পাব।
তবে দাদা আমি এ ক্ষীর খাব।
তোমার হাতের থালী যৌতুকে পাব।

বিবিধ গাথা

[১]

থাকাথাকা ছুছুখানা তাদের গাছে আছে।
যে ছেলে কাঁদে তার ঘাড়ে চড়ে নাচে।

[২]

বাপু যে স্বভাব মরলে ছুটে।
ঝিঙ্গার ফুল সাঁঝে ফুটে।

[৩]

ভুঁয়েচাঁপা চর্বচিকা বসতে দিলাম ঠাঁই।
রূপ ত আছে চেকচেকী গুণ ত কিছু নাই।

[৪]

কার্য্যে কুড়ে ভোজনে দেড়ে।
পান্ত পাড়িত মেখে মুড়ে।

[৫]

কিসে আর কিসে ফুল।
ঠাকুর দাদার কথা শুন।

[৬]

কি করিব হে সখি কর্ম্মে যো বাড়।
বিধি করিল কুপোষা খাড়।

[৭]

হাত পুড়ল মল গা ফুল ফুল আমাতে না দেয় ফুঁ ক।
পরের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ হে কেন মুখ।

[৮]

জল চিকণ হাতে, পথ চিকণ পায়ে।
পরপুরুষে নারী চিকণ, ছেলে চিকণ মায়ে।

[৯]

দেখেছি দেখবো আর।
চটের গলায় চন্দ্রহার।
বানরের কানে সোনা।
ও চার পায়ে রূপসী বালা।

[১০]

হরি আছেন কোন্খানে?
পদ্মডাঙ্গায় বন্খানে।
সেখানে হরি কি করে?
কাদা ঘিঁজে ঘিঁজে মাছ ধরে।
তবে কি তোদের মাছ ধরা?
হরি খেতে চান মণ্ডা মনোহরা।

[১১]

চোকো চোকী কতক্ষণ।
মন পুড়ে ততক্ষণ।
ঘাটায় গেলে আরেক মন।
বাড়ীতে গেলে ঠন্ ঠন্।
হাটের কৌটী যে তার পথের পরিচয়।
হাট ভাঙ্গিলে যে তার কাহারও কেহ নয়।

[১২]

বাবের মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল।
বাঘ বেড়াচ্ছে নদীর কূল।
বাঘ নয় বাঘ নয় গোপাল কুকুর।
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে।
দাদার হাতের তীর কামটা কেড়ে নেয়েছে।

[১৩]

মাকের নোলক নাক পাড়িলে আড়াল।
গোয়ালা ননীচোরা ঠাকুর রাখাল।
একদণ্ডে চলে গেল রাধিকার বাড়ী।
মধ্যখানে বৈসে আছে রাধিকা সুন্দরী।
রাধা বলে কে কে, কেষ্ট বলে আমি।
কে খেয়েছে তোর ননী কাকে বলিস্ চোর?
মারতে সখী মারতে সখী নন্দলালের বেটা।
একলা পেয়ে, মারতে চাও বড় বুকের পাটা।
এক বাটি দুধ খাই পাঁচ ল কড়ি।
কেষ্ট ঠাকুর খেয়ে দিল বড় গোপের নারী।

[১৪]

বাবারে কাকা কেলে নিলে টাকা।
সাগরদীঘীর জল বহিতে কাঁকাল হলো বাঁকা।
মাগো মা বাবুর দেশে বিভা দিলা ছাতু খাব না।

[১৫]

বগারে বগীরে এবার বড় বান।
ডাঙ্গা দেখে ঘর বাঁধ্‌নো খুঁটে খাব ধান।
বগার মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি বগীর মাথায় চুল।
সত্যি করে বল্‌রে বগা যাবি কত দূর।
আমি যাব বিলে বিলে।
দুইটি কাতলের মাছ ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতের কেলনড়ী খান কেলে মেরেছে।

[১৬]

দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী।
সংসার দুর্লভ মিঠে মা বড় জননী।
কাঁচা সোণার বরণ গৌর তাইত এলো না
সাধ করে দিলেম নিমাই হাতে তার বালা।
নদীয়া বালকের সঙ্গে কে করিবে খেলা।

[১৭]

আমার খোকন বাবু লক্ষী।
গলায় দিব তক্তি।
কোমরে দিব হেলা।
থাকুর থুকুর করে আমার বড় মানুষের ছেলা।

[১৮]

তমাকু কুটা বজতা।
জগজীবন দুলতা।
আগ পাগ মাথায় বেরনা।
পাগ্‌ড়া হতে এলো তমাকু পাটনা হলো থানা।
এক ছিলিম তমাকু দিয়ে কল ভুলাতে থাব।
পথের পথিক রে বেটা, কেনো ভরে থাব।
আব নাই, ব্যার নাই, খর্চ নাই, থাব।

[১৯]

আমার খুকী দুধের সর।
কেমনে যাবে পরের ঘর।
পরে মারলে গালে চড়।
গাল করবে চড় চড়।
খুকী আমার বল্‌বে যে
হে বিধাতা আমায় মরণ কর্‌ কর্‌।

[২০]

পানকৌড়ী পানকৌড়ী উঠ উঠ।
আমাল এলো পিঠা কুঠ।
আসুক আমার ধসুক মাটি।
তবে দিব পরের বেটী।
পরের বেটী নড়ে চড়ে।
সাত সতীনে ডুবে মরে।

[২১]

মাগো মা ঘাটে যেওনা, কেউর এসেছে।
কেউরের মাথায় পাকা চুল দাদা দেখেছে।
দুইটী কাতলের মাছ, লক্‌কে উঠেছে।
একটি হলেন গণেশ ঠাকুর একটি হলেন চিরে।
চিরের বেটা বিভা দিলেন লাল শাড়ীখানি দিয়ে।
ভাত বড় রাধেন চিরা ব্যঞ্জন বড় রাধেন।
স্বামীকে ভাত দিয়ে দুয়রে বসে কাঁদ্‌ছেন।
কাঁদ্‌ছো কেন কাঁদ্‌ছো কেন, আর এক দুই থাক।
সাত চরাবে কৈওরার দাদারে সাতোখাকী থাক।
দামিনের আলা বালা মদিরের ফুল।
বারে ফুরে সোণা বান্‌ধে রাজার টাকার ফুল।

[২২]

... ফুল্‌তে গেলেম।
... বসিতে পড়লেম।
... আমার ... আমি ... খলেম।

[২৩]

এখনকার যে অলঙ্কার।
চরণের উপর চমৎকার।
নাম প্যায়তে গুজরী পাঁজলী
উপর পায়েতে কলস্ হাটা।
[illegible]স না থাকলে বলতে বা কি।
[illegible] অলঙ্কার দিয়েছেন পতি।
দানা দানা কাঙলী।
মরদানা, তেথরী, পঁচটী।
গলার সাজ কতকগুলা।
চিক, চোদানী, মুক্তমালা।
মাথার সাজ কতকগুলা।
স্বর্ণ সিঁথি, কলাটে পেঁচা।
নাকের সাজ কতকগুলা।
কবলা ফুল, হারমল কাটা।
কানের সাজ কতকগুলা।
ফুল, ঝুমকো দিলপসন্দো
এখনকার যে মন উঠেছে।
বিবিয়ানা ঝুমকো পেঞ্জা,
স্বর্ণ সিঁথে কত অলঙ্কার দিয়েছেন পতি

[২৪]

কি খাবার মন বাবু কি খাবার মন।
হাটের চুঁচড়া মাছ, হাটের বেগুন।
সে খেয়ে খোকা বাবুর এত নাচন।

[২৫]

বাপ ধন খণ্ডর নাতি।
এক দিন ছিল কাত্তি
চড়িলের বনে।
বাঘের [illegible] সনে।
এলের বনে বনে।

[২৬]

সৈ সৈ সৈ আর কিছু কি দেখেছ ঘাটে কূলে।?
সারি সারি মেয়ে বসেছে খুঁটিনা দিচ্ছে চুলে।
বটির উপর তেলের বাটী, মাজতে আছেন শাঁখা।
শাঁখার কোলে কঙ্কণ জুলে, ঐপারে শর দেখা।
কাহার গলায় মালা কাচপউলা, আটবজরার কুঁকী
ডাল কথে যদিও তার গাঁথন গাঁথা কলী।
চোখে চোখে জল দিচ্ছে, ঐ যে গৌর পারে।
গা বহে বহে পড়ে ধারা মগ্ন হচ্ছে তারে।
ঘোমটা টেনে ডুবটি দিলেন, লাজ করলেন কারে।
ওপারে কানাইয়া ঠাকুর, লাজ করলেন তারে।

[২৭]

পান চিবাচ্ছেন, জল খাচ্ছেন, বড় মানুষের ঝি।
হাতেতে গেঁউসা, আর গলায় কিঙ্কেড়ী।
আজ এক বাছা তুমি চিড়া চন্দন খেয়ে।
কাল যেয়ো বাছা তুমি দুধ পাক খেয়ে।
মা ত সিন্দুরী সিন্দুর পরাচ্ছেন।
বাপ ত কনকন নৌকা সাজাচ্ছেন।
ভাই ত চণ্ডাল ঢেলা তাকাচ্ছেন।
ঢেলা করে ঝিকি ঝিকি ঢেলা করে কাটে।
কতক্ষণে যাব আমি সমুদ্রের ঘাটে।

[২৮]

কাল গেছিলেম তোমার বাড়ী তুমি নাইকো ঘরে।
তোমার বাড়ীর কাল কুকুর, কাল কন্ কন্ করে।
কেন রে বাপুরা বাজর তোর পা?
যখনি আসবে সাহেব হুকুম তখনি যাঁ। যাঁ।?
আমি কথে উঠি, কখে বসি, মোর মনটি তোর।

[২৯]

[illegible] বাংড
[illegible]।

খুকীর আমার সোণার সিংহাসন, রূপার বাটা।
খুকী আমার পোলয়ে, টৌলা পড়শে ধর রে।

[৩০]

চন্দ্রবালা ভও ডালা মায়ে খুলে নাম।
বিরস বদন চন্দ্রবালা মণ্ডা খাবার চান।

[৩১]

যায় খুর খুর খুর খুরা।
ভাঙ্গলো খাটের খুড়া।
টুটলো খাটের জোড়।
চাঁদ মুখ দেখ্‌তে এলো সৈদাবাদের লোক।
সৈদাবাদের লোক বলে কি কি গহনা?
শাঁখার উপর বাজুবন্দ, গলায় হাসলা।

[৩২]

ওরে আমার ধনখানি।
হিজলতলার বন খানি।
ধন ধন ধন ধনা।
পাকোড়োর গাছের কেনা।
হয় না কেন তিন্‌লা খুকী কানে দিব সোণা।

[৩৩]

মাগো মা ঝাউ বনের হাউ এসেছে।
হাউ নয় হাউ নয়, বুড়ি বলছে।
দাদার হাতের লাল লাঠিখান কিকি মেরেছে।
গলাতে রক্তমালা তক্ত গেঁথেছে।
কারবাবের রূপবতী জলকে নেমেছে।
সত্যি করে বল কন্যা তোমার বাড়ী কোন্ পাড়া?
আমার বাড়ী মধ্যি গাঁ।
আস্‌তে ভাইনে, যাইতে বাঁ।

[৩৪]

দিনদন্ত দিনদা গোঁসাইয়ের ছা।
তোর মা হাটে গেল, কাঁদার ভিজা খা।
কাঁদার ভিজা খাব না, চিড়া ভাজা খাব।
চিড়াতে ধানে[illegible] খুড়ী ঢেঁকি [illegible] চান্।
নাক কাটিতে [illegible] বড় মানুষের ঝি।

[৩৫]

চাঁদ মামা চাঁদ মামা তোমায় শুধাই।
এক খুকীর বিভা দিব ষোল বিহায়।
ধান হলে পাতান দিব।
গাই বিয়েলে বাছুর দিব।
দুধ খাবার বাটী দিব।
বসন্তে পিড়ি দিব।
খুকীর কপালে আমার টুক্ দিয়ে যা।

[৩৬]

নিন্দ যা নিন্দ যা ডোমের পালা।
সাত ভায়ের বহিন তুমি হকিশের চালা।
চাঁদ পাণ্ডিয়ার কেনে মা বাপ হারালেম।
কাঁরি পেটারীর কেনে জাতি মজালেম।

[৩৭]

খুকী আমার কৈ? খাটে শুয়ে ঐ।
খুকীর আমার কোন্ বাড়ী?
নই হৈল চিনি কর্পূর, অবল হোক দৈ।
খুকীর আমার কোন বাড়ী
আগা পাছা ফুলবাড়ী।
ডাক ডাক বোধ করি।
কুলীন কন্যা দান করি।

[৩৮]

ডাল কাটে কি বেহুরে কাটে কাটে [illegible]।
হাতীর পর ঘোড়ার কাছে চাব [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] বল দে।

[৩৯]

ঘুঘু বলো ঘুঘু [illegible] সিঠাকুর [illegible]।
আজ ঘুঘুর [illegible] [illegible]।
ঘুঘুকে নয়ে গেল [illegible]।

---

* [illegible]

কাঁচ কাঁচ চুলগুলি [illegible] বেঁধেছে।
[illegible] দেবদাঁথা মোম [illegible]ছে।
[illegible] বুকখানা রক্ত চুয়েছে।
আজ তুমি থাক [illegible] দুধপাত্র [illegible]।
কাল তোমায় লয়ে যাবে [illegible]।
[illegible] কাঁদে বাপ মা [illegible]।
পর [illegible], [illegible] শ্বশুরের ঘর।
শ্বশুরের [illegible] ছাড়িনী।
তার [illegible] সে আছে [illegible]।

[৪০]

[illegible] পড়ব কি।
[illegible] বাঁধব কি।
[illegible]।
সকল [illegible] প্রাণধন।
মায়ের [illegible] পুরে
[illegible] বসিতে [illegible] উঠে।

[৪১]

আকর [illegible]।
আর্শীবাদ তুমি বৌমা।
গঙ্গা যমুনা। ঠাকুর বৌমা।

[৪২]

[illegible] সোনার কাঁটি।
[illegible] দেবেন কাঁটি
[illegible]।
চাঁদ মুখে চুম দিব।

[৪৩]

[illegible] জাতের বেটা।
[illegible] বাড়ী [illegible] এসেছে কোটা।
কি [illegible], [illegible] কিবা বটা।
[illegible] আনে [illegible] বাটি।
[illegible]।
[illegible] কোষী. খাজা।

[illegible] চিনিতে [illegible]।
[illegible] হাতে কুলা
[illegible] তেলের [illegible] তেলে।
বড় মাছের ডিম, তাতে বড় বটিকা দিল।
বড় [illegible] একটী [illegible]।
[illegible] বিছানা [illegible] চোকে [illegible]।

[৪৪]

[illegible]
[illegible]।

[৪৫]

[illegible] পুরী [illegible] বৈদ্য।
[illegible] নৌকা
[illegible], তুমি [illegible]।
[illegible] গৌরীর [illegible]।

[৪৬]

[illegible] বাড়ালেম [illegible]।
গৌরীর [illegible] বাড়ালেমার গৌরী এমন কি।
মা আমার কে [illegible]
সোণা আমার কে [illegible]
মা কাঁদে বাপ কাঁদে [illegible]।
[illegible] কাঁদে [illegible]।
এমন [illegible]।
মারে মোর কে [illegible]।
সোণারে মোর কে [illegible]।

[৪৭]

[illegible] বুড়ী। [illegible]।
[illegible]। [illegible] দিদি।
[illegible] বসে আছে ([illegible])
কলার গাছে আছে।
কলা পড়ে ঝুপ ঝাপ। বুড়ী খায় [illegible]
এক [illegible]।

বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় কর্তৃক সঙ্কলিত শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য, সুকবি পদকর্ত্তা বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের জীবনী সম্বন্ধে যে অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। দুঃখের কারণ এই যে, ভদ্র মহাশয়ের বর্ণিত তাঁহাদের জীবনবিবরণ অতিসংক্ষিপ্ত হইলেও উহাতে অনেকগুলি ভ্রম রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ ভ্রমের উপর নির্ভর করিয়াই ভদ্র মহাশয় পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু" গ্রন্থ সঙ্কলন উপলক্ষে একটু বিদ্রূপ কটাক্ষ প্রয়োগ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে ইতিহাসচর্চ্চার যেরূপ অভাব, ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ যেরূপ দুরূহ, তাহাতে ঐরূপ ভ্রম থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সম্প্রতি বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাধীনভাবে ইতিহাস-সঙ্কলনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যে অনেক প্রামাণিক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া তথ্যনির্ণয়ে সাহায্য করিবে, এই আশায় গৌরপদতরঙ্গিণীর সঙ্কলনকর্ত্তা অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহার ভ্রম সংশোধনে সাহসী হইলাম।

ভদ্র মহাশয়ের প্রথম ভ্রম এই যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশসম্ভূত পদামৃতসমুদ্রগ্রন্থ-সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের গুরু ছিলেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর ইহা প্রকৃত, কিন্তু এই রাধামোহন ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশসম্ভূত "পদামৃতসমুদ্র"-গ্রন্থ প্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশ-সম্ভূত। তাঁহার নিবাস টেঁয়া। এই টেঁয়া গ্রাম মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি সব্‌ডিবিসনের অন্তর্গত ও কান্দি হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণে। দ্বিজ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভূত মুরশিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী টেঁয়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুরের নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। অশেষগুণালঙ্কৃত, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, বৃহস্পতিকল্প পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রসাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও গুণগ্রামে মোহিত হইয়া যশোর ভূষণার রাজা সীতারাম রায় তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। বঙ্কিম বাবুর সীতারাম উপন্যাসে যে চন্দ্রচূড় ঠাকুরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই কৃষ্ণপ্রসাদই সেই চন্দ্রচূড় ঠাকুর। ইনিই রাজা সীতারামের সর্ব্বকার্য্যের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার দুইপুত্র আনন্দ চন্দ্র ও গৌরীচরণ; গৌরীচরণের পুত্র রাধামোহন, রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুকবি এবং

অদ্বিতীয় পদকর্ত্তা ছিলেন। রাধামোহন ভণিতাযুক্ত পদসমূহের অনেক পদ ইঁহার রচিত। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস এই রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।

শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় ৮৫সংখ্যক পদ যথা—

"গৌরাঙ্গ চাঁদের প্রিয় পরিকর দ্বিজ হরিদাস নাম।
কীর্ত্তন উদাসী, প্রেম সুখরাশি, যুগল রসের ধাম॥
ইঁহা সভাকার, বংশ পরিবার যতেক ঠাকুরগণ।
সবার চরণে রতিমতি মাগে বৈষ্ণব দাসের মন॥"

এই পদ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈষ্ণব দাস দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। ফলতঃ বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস শ্রীরাধামোহন পদধ্যান করিয়া যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, ঐ পদে তাঁহারা তাঁহাদের দীক্ষাগুরু টেঁয়ানিবাসী রাধামোহন ঠাকুরকেই উল্লেখ করিয়াছেন। মালিহাটী-নিবাসী পদামৃতসমুদ্রগ্রন্থ প্রণেতা-রাধামোহন ঠাকুর নহে। উভয় রাধামোহন ঠাকুরপাদ সম-সাময়িক ছিলেন; টেঁয়া ও মালিহাটী গ্রাম পরস্পর সন্নিহিত, এইজন্যই ঐ ভ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। বৈষ্ণব দাস তাঁহার গুরুবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া "গুরুকুলপঞ্জিকা" নামক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করেন, উক্ত গ্রন্থে দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর মহাশয়ের বংশাবলীর বিবরণ বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এইবংশে টেঁয়া শাখায় সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন, শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শেষোক্ত তিন জন কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের কন্যাবংশের জন্য।

শ্রীযুক্ত ভদ্র মহাশয় বৈষ্ণব দাসের জীবনীসম্বন্ধে আচার্য্যবংশকুলতিলক রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় ও মুরশিদাবাদের নবাব মুর্শিদ্ কুলি খাঁর মধ্যস্থতায় স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অবলম্বনে যে বিচার হয়, ঐ বিচারের সন তারিখ লিখিতে গিয়া গুরুতর ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। সন তারিখ লিখিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন ১১১১ সাল অর্থাৎ ১৩৪০ শকে এই বিচার হয় (গৌরপদতরঙ্গিণী ১৩৭ পৃষ্ঠা)। পরে রাধামোহন ঠাকুরের জীবনী বর্ণনা সময় ঐ বিচার ১১২৫ সাল অর্থাৎ ১৬৫০ শকে সম্পন্ন হয় লিখিয়াছেন (গৌরপদতরঙ্গিণী ১৭১ পৃষ্ঠা)।

ভদ্র মহাশয়ের কোন্ উক্তি ঠিক? ১১১৫ না ১১২৫? আবার ১৭১ পৃষ্ঠার ফুট নোটের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভদ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, "১১২৫ এর সঙ্গে ৫৯৩ যোগ করিলে খৃষ্টীয় ১৭১৮ সাল হয়, তাহা হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৪০ শকাব্দ হয়"। ১৭১৮ হইতে ৭৮ বাদ দিলে ১৬৪০ হয় এ অঙ্কশাস্ত্র তিনি কোথায় পাইলেন? আর ইহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি সাহসের সহকারে বলিয়াছেন, "অমৃতবাজার আপিস হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরু পরিশিষ্টে ১৬৪০ শকাব্দ আছে, তাহা ভুল"।

ভদ্র মহাশয় শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠায় আচার্য্য প্রভুর পুত্র গতিগোবিন্দ, তৎপুত্র জগদানন্দ ও জগদানন্দের পুত্র রাধামোহন, সুতরাং রাধামোহনকে আচার্য্যপ্রভুর প্রপৌত্র স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই আবার ঐ গ্রন্থের পৃষ্ঠার পাদটীকায় রাধামোহনকে

ঠাকুরের পরিচয় প্রদান করিতে বসিয়া সংশয় তর্ক বিতর্কের পর স্থির করিলেন, রাধামোহন শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

বৈষ্ণবদাসের পিতৃদত্ত নাম গোকুলানন্দ সেন। তাঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর সেন, জাতি বৈদ্য, নিবাস মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঞাগ্রাম; গোকুলানন্দের উপাধি নাম বৈষ্ণব দাস। তাঁহার ভ্রাতার নাম রামগোবিন্দ সেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, উক্ত মহাশয় রামগোবিন্দকে গোকুলানন্দের পুত্র বলিয়াছেন। গোকুলানন্দ সেনের পুত্রের নাম গৌরহরি ও কন্যার নাম রুক্মিণী দেবী। গৌরহরির কোন বংশ নাই। রুক্মিণী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস কবিরাজ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়স একশত বৎসরের ঊর্দ্ধ হইয়াছে। জেলা বর্দ্ধমান কাটোয়া উপবিভাগের অন্তর্গত কেতুগ্রাম তাঁহার বাসস্থান; তথায় তিনি পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছেন। গোকুলানন্দ সেনের ভ্রাতা রামগোবিন্দ সেনের রাধাবল্লভ ও নন্দকিশোর নামে দুই পুত্র ও হরমণি নাম্নী এক কন্যা জন্মে।

উদ্ধবদাসের পিতৃদত্ত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার, উপাধি নাম উদ্ধব দাস। তাঁহার পিতার নাম রাজচন্দ্র মজুমদার, জাতি বৈদ্য, নিবাস টেঞাগ্রাম। রাজচন্দ্র মজুমদারের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের এক কন্যা জন্মে। এই কন্যার সহিত বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অগ্রদ্বীপনিবাসী হলধর মল্লিকের বিবাহ হয়। হলধর মল্লিকের পুত্র বৃন্দাবন মল্লিক, বৃন্দাবনের পুত্র হরিমোহন। অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মধুসূদন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক মহাশয়গণ এই হরিমোহনের পুত্র। উক্ত মহাশয় যে লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের সন্তান জন্মে নাই, ইহা তিনি কি প্রকারে জানিলেন?

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভ্রাতার নাম গোকুল মজুমদার নহে, গোপালচন্দ্র মজুমদার। তাঁহার চারিপুত্র রামকৃষ্ণ, রামকেশব, নিতাই ও রসিকনারায়ণ। রামকেশব মজুমদারের পুত্র নিতাই-চাঁদের পত্নী শ্রীমতী নৃসিংহময়ী অদ্যাপি জীবিত আছেন। রামকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা জন্মে। ঐ কন্যার পুত্র গৌরগোপাল সেন। গৌরগোপালের পুত্র শ্রীমান্ প্রাণবল্লভ সেন তাঁহাদের বাস্তুভিটায় বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভাগিনেয়ীর সহিত বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত মাধাইবাড়ী নিবাসী মধুসূদন সেন মহাশয়ের বিবাহ হয়। তিনি মাধাইবাড়ী হইতে আসিয়া টেঞাগ্রামে বাস করেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বম্ভর ও কৃষ্ণধন। বিশ্বম্ভর সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি মালিহাটী নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মাণিকচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞানলাভ করেন ও সুচিকিৎসক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র জন্মে; দীননাথ, গৌরচন্দ্র ও শিবচন্দ্র। দীননাথের একমাত্র পুত্র কিশোরী-মোহন অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। মধ্যম গৌরচন্দ্রের দুই পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীযুক্ত দেবগোপাল।*

---

* বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক।—প্রঃ পঃ সঃ।

মধুসূদনের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণধন সেন মহাশয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, সাধারণে তাঁহাকে চিকিৎসাবিষয়ে দৈবশক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিত। তাঁহার তিন পুত্র, শচীনন্দন, যশোদানন্দন, দৈবকীনন্দন। ইহাঁদিগের মধ্যে দৈবকীনন্দনের তিন পুত্র, শ্রীমান্ যোগেশচন্দ্র, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র ও শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র।

শিবচন্দ্র সেন মুরশিদাবাদ জেলার শ্রীরামপুরের অধীন রণপুর নামক স্থানে বাস করেন এবং তথায় তাঁহার পুত্রেরা বাস করিতেছেন। মধুসূদন সেন মহাশয়ের বংশীয়েরা অপর সকলেই টেঁয়াগ্রামে বাস করিতেছেন।

গোকুলানন্দ সেন মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বে অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের বাস। ইহাঁরা টেঁয়াগ্রাম নিবাসী ত্রিবেদী মহাশয়দিগের গুরুবংশ। ত্রিবেদী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ মনোহর রায় পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া টেঁয়া গ্রামে বাস ও উপরোক্ত অধিকারী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ত্রিবেদিবংশে প্রধান প্রধান মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা রিপণ কালেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সভার সুদক্ষ সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, লালগোলাধিপতির সুচিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন ডাক্তার শ্রীযুক্ত [illegible] ত্রিবেদী, কাব্যকুশল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ও পরহিতৈষী শ্রীযুক্ত মুকুন্দকুমার ত্রিবেদী মহাশয়গণ এই বংশ উজ্জ্বল করিতেছেন। এই বংশপ্রসিদ্ধ ত্রিবেদী মহাশয়দিগের গুরুকুলে "কৃষ্ণরায় জিউ" নামক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত আশুতোষ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র, ও শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় এই বিগ্রহদেবের বর্ত্তমান সেবাইত।

কথিত আছে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় জিউর এক দিবস রাত্রে গোকুলানন্দ সেনকে প্রত্যাদেশ করেন যে, রাত্রিতে বড়ি পোড়া ও পরিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে তাঁহার অভিলাষ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রাত্রিকালে এই বিগ্রহ দেবের ভোগ দেওয়ার কোনই প্রথা ছিল না; গোকুলানন্দ এ প্রকার ঈশ্বরানুগৃহীত, ভক্ত, ও দেবপূজ্য ছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশের বিষয় প্রকাশ করিবামাত্র রাত্রিকালে বড়ি পোড়া ও পরিষ্ট অন্ন দ্বারা শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়জিউ বিগ্রহের ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং তদবধি রাত্রিতে ঐ প্রকারে ভোগ হইয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস উভয়েই গুরুবংশের জলকষ্ট নিবারণ জন্য অধিকারীদের বাটীর [illegible] পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। এই দুইটী পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বৈষ্ণব দাসের জলাশয়ের নাম "বৈষ্ণবকুণ্ড" এবং উদ্ধব দাসের জলাশয়ের নাম "ঠাকুর পুষ্করিণী।"

আজ বহুকাল হইল বৈষ্ণব দাস ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু [illegible] কেহই তাঁহার গৃহে [illegible] বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বৈষ্ণবদাস ঠাকুর ও উদ্ধবদাস ঠাকুর মহাশয়দ্বয় যে স্থানে বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করত রাধাকৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন, সে স্থানে দেশদেশান্তর হইতে বৈষ্ণব সাধুগণ সমাগত হইয়া কৃষ্ণকান্ত গোকুলানন্দের সকাশে

গোকুলধামের রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন, যে স্থানে বসিয়া গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্ত পদকল্পতরু প্রণয়ন ও তাহা গান করিয়া সকলকে মোহিত করিতেন, গোকুলানন্দের সেই বাসস্থান অন্যের বাসোপযোগী নহে; ঐ স্থান গোকুলানন্দ কৃষ্ণকান্তের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য স্থল। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই এ যাবৎ কেহ এ স্থানে বাস করিতে সাহসী হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন উৎসাহশীল হরিভক্ত যুবক কর্তৃক ঐ স্থানে প্রত্যহ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশ-দেশান্তর হইতে বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনীয়াগণ ঐ ভিটা সন্দর্শন ও প্রণাম জন্য সমাগত হইয়া থাকেন।

টেঁয়াগ্রাম ভাগীরথীর সন্নিকটবর্ত্তী। ভাগীরথী তীরস্থ প্রসিদ্ধ কপিলেশ্বর মন্দির এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে একক্রোশ মাত্র ব্যবধান। ময়ূরাক্ষী, ব্রহ্মাণী, দ্বারকা ও কুয়ার এই চারি স্রোতস্বতী টেঁয়াগ্রামের কিয়দ্দূর উত্তরে একত্র সম্মিলিত হইয়া "বাবলা" নাম ধারণ করতঃ টেঁয়া বৈদ্যপুরের পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং তিন ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর পবিত্র স্রোতে সম্মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে দুই ক্রোশ অন্তরে চৈতন্যচরিতামৃতরচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাসের আবাস স্থান ঝামটপুর গ্রাম ও তাহার সন্নিকটে উদ্ধারণ দত্তের লীলাভূমি উদ্ধারণপুর ও নৈহাটী; পশ্চিমে একক্রোশ অন্তরে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাট এবং তাহার পার্শ্বেই মহাপ্রভুর প্রিয় অন্তরঙ্গ গদাধর ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দের বাসভবন ভরতপুর নামক গ্রাম।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে টেঁয়াগ্রাম উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই গ্রামে সিদ্ধ হরিদাস ঠাকুরের বংশসম্ভূত রূপপ্রসাদ, কৃষ্ণবল্লভ, নন্দমোহন, জগমোহন, রাধামোহন, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়গণ; গোকুলানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণ; বিশ্বম্ভর, কৃষ্ণধন প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রাভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়েই কৃষ্ণকান্তের খুল্লতাত-পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গোপালচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে উচ্চতম দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকিয়া রাজকীয় কার্য্যে সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই ঐশ্বর্য্য একটী জনশ্রুতি বলিয়া বিখ্যাত।]

শ্রীক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত।

—— ——

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গের নিরক্ষর কবিগণের ক্ষুদ্র জীবনী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিবে যে, এই ভারতের ক্ষুদ্র অংশের কবিত্বে বঙ্গভূমি যখন আলোকিত, তখন না জানি সমগ্র ভারতীয় নিরক্ষর কবির কাব্য আলোচনা করিলে কি মহা আলোকসমুদ্রে পড়িব ; এই প্রসঙ্গে আমরা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গীয় নিরক্ষর একটী স্ত্রীকবির জীবনী আলোচনা করিয়া পাঠকের মনস্তুষ্টি করিবার চেষ্টা করিব।

পুরাতন যশোহর আধুনিক খুলনা জেলার অতি নিকট গ্রাম সুন্দরবনের পার্শ্বস্থিত "বাদুরা" গ্রামে একটী পোদ জাতীয় রমণী নিরক্ষর স্ত্রীকবিগণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার বংশীয় ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বর্ণিত

কবেল কামিনীর গীত

কামিনীটির অসাধারণ কবিত্বশক্তি একসময়ে দেশীয় কৃষক-গায়কগণের ওস্তাদ রূপে পরিগণিত ছিল, এই বংশের কৃষকগণ এ অঞ্চলে অতি গণ্য মান্য। ইহাদের সাধারণ নাম "কবেল", ইহা ছাড়া ইহাদের অপর কোন বিশেষ পরিচয় পাইবার উপায় নাই। ইহারা একে নিরক্ষর তাহাতে কৃষিজীবি—বিশেষতঃ এই কবেল-বংশে বর্ণিত কামিনী ব্যতীত অপর কেহ কবিত্ব শক্তি লইয়াও জন্মগ্রহণ করে নাই। কোন সময় এই কবেল-কামিনীর ভগিনীপুত্র তারাচাঁদ একটী "পাঁচালি গীতের দল" লইয়া স্থানে স্থানে গান প্রকাশ করিয়াছিল মাত্র। তারাচাঁদের দলের গীত আমি শুনিয়াছি, তখন আমার বয়স ১৩।১৪ বর্ষ হইবে। একদিন তারাচাঁদ বিশেষ কোন কার্য্য গতিকে আমার বাটীর খুলনা জেলার কেশবপুরের পরগণার শ্রীকলাভরন গ্রামে দীননাথ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপস্থিত হয়। সেই সময় তারাচাঁদ আমাকে মাসির অনেক কবিত্বময়ী জীবনীসহ দুইটী গীত এবং কতিপয় শ্লোক বলিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বাংশ মনে না থাকিলেও অনেকাংশ এখনও আমি উদ্ধার করিতে পারিব। এই অঞ্চলে উক্ত রমণীকে অদ্যাপিও "কবেলকামিনী" বলিয়া থাকে। এই কবেল নারী যে কত গীত-শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নাই। ইহার রচিত গীতগুলি প্রায়ই শ্যামা-বিষয়ক। শ্লোকগুলি কতকটা আদিরসাবিমিশ্রিত মার্জ্জিত শব্দ দ্বারা গ্রথিত। আমার মনে পড়ে, তারাচাঁদ যেন নিম্নের শ্লোকটী অবিকল এইরূপ বলিয়াছিল ; অথবা আমার তরুণ বয়সের জ্ঞানের স্মৃতিই এইরূপ হইবে। যথা—

১। চাঁদ ঝুম্ ঝুম্ পায়ে পাইজোড় যৌবন জলে যায়।
যৌবন জোয়ার ছুটিলে পরে কুল রাখিয়া দায়॥
গাগরি আছে কটির উপর যৌবনে অলংকার।
ফণি ফুলের মধু খেয়ে ভোমরা করে ঝংকার॥

২। জলাপাশের বাঁশী সে যে কত গুণ জানে,
যেখানে কৌলের বউ বাজে সেইখানে।
নিতি আসি বসে বাঁশী ডাকে বালকের ধারে,
রাধার পরাণ উস্‌কে উঠে ফুল ফুটান পরে।
তখন ছুটল রাধা শুনে আধা স্বরে বাঁশীর ডাক্।
কলসী কাখে চলে ঝুকে ছোটে শ্যাম পিরীতির বাক্॥
তখন জটিলে কুটিলে বুড়ি গোসা করে কয়,
তোর শ্যাম পিরীতের ডাকের হাড়ি সে যে বাড়ী এলে হয়॥

৩। জল ছোব না আগুন খাবে করবে পরাণ খাক্
যে লোকে পিরীত টানবে এমনি গুণের ডাক্।
চান্দের কোলে কালিলেপা জোনাকীর গায়ে বাতি
পিরীতি পাগল পাগলা পাগলি খায় পিরীতির লাথি।

৪। রাজার বিয়ে কুটনা কুটে কাটল কচিকাত,
কায়েত ছোড়া তা দেখিয়ে ভাজে আপনার দাঁত।
তার দাঁত ভাঙিল নাক কাটিল লোকের কাঁপাকাপি,
ছুট্‌লে বাঙ্গাল হয় না সামাল [illegible] পিরীতের থান॥ ইত্যাদি।

কেবল জাপুসা গ্রামের [illegible] দামিনীর রচিত গীতগুলির আলোচনা করিয়া তাহার গীত দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে কৃষককামিনী কবি হইয়া কতদূর উন্নতি করিয়াছিল। গীত দুইটি এই—

১। ফুটল ফুল কালাবেটির গায় গায়,
তার মূল রয়েছে আকাশের গায়, এ ফুলের তলাস করে কে বল।
সে যে [illegible] রাজাকলি একবোটায় দুই ফুল ধরে,
কত পথ পাখালি রাজা প্রজা শাঁই বকিয়ে খোঁজে তারে।
ফুলের তলাস বল কে করে।
আছে কালাবেটি বড় খাটি সে ফুলের বাগার পরে।
তার চরণ দুটি কতকোটি চাঁদ সূরজে আলো ধরে।
সেই ফুল কেলে ধরে পরে যাবি যে পরপারে॥

২। বল রে কালী মনের কালি মুছবি যদি সংসারে।
ভাজা মরা বাসি পচা কিছুই নাই যে তার ঘরে।
সে কালাবেটি বাড়ায় খাটি দিয়ে খাটি বাবার বাকে।
কারো না [illegible] চরন কিরণ ফুল আয় ক'রে রাখে [illegible]।
[illegible] আলোকে প্রাণ আছে ভাজা ডাক রে মন [illegible]

যখন এই গীত দুইটী আমার হাতে আসিল, তখন আমার এক আত্মীয়টী তাহা আধুনিক ভাঙ্গা থিয়েটারী সুরে গাইতে লাগিলেন। এই সময় একটি বৃদ্ধ নমঃশূদ্র সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া কথায় কথায় বলিল, আমি তারাচাঁদের দলের ছোকরা ছিলাম, আমার নাম কাশীনাথ মণ্ডল। আমি কত গীত শুনাইতে পারি, কিন্তু আমার এখন বড় মনে নাই। মনে করিয়া শুনাইতে পারি। এই বৃদ্ধ নমঃশূদ্র আমাকে নিরক্ষর স্ত্রী কবি কবেল-কামিনীর সম্বন্ধে একটী গল্প বলিল। উক্ত গল্পে নিরক্ষরা কবেল-কামিনীর অনেক বৃত্তান্ত ব্যাখ্যাত আছে। বৃদ্ধ বলিল, একদিন প্রাতে অমাবস্যা তিথিতে কবেল-বেটি একটী মেটে কলসী লইয়া তাহার পিতৃভূমি জাপুসা গ্রামের দক্ষিণাংশের "বিরাট" নামক গ্রামের খালে জল আনিতে গিয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখে "শ্যামাসঙ্গীত" শুনিয়া নিজে নাকি জগজ্জননী শ্যামা তাঁহাকে "কবেল" উপাধিতে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ নমঃশূদ্র যে গীতার্দ্ধ আমাকে শুনাইয়াছিল, উহার সমস্ত আমার স্মরণ নাই। যাহা স্মৃতিতে আছে, তাহা পাঠককে উপহার দিতেছি, নতুবা এই স্ত্রী কবির কবিত্বশক্তি সম্পূর্ণ বুঝাইতে পারিব না যথা—

"আসমানে উঠেছে শ্যামার গায়ের আলো ফুটে,
তাই দেখতে সন্ডে সাজের কালে এলো লোক ছুটে।
* * * বেটির বেগার বেড়াই পেটে।
কত সলক কত রাশি কালী ...
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায়"॥

ধন্য নিরক্ষর স্ত্রী-হৃদয়ের শক্তিকে। এই কৃষকরমণী দেবদুর্লভ কবিত্ব লইয়া কৃষিপল্লিতে এইরূপ কত সঙ্গীত কত শ্লোক যে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সময় তারাচাঁদ গান করিতে যাত্রা করিত, আমরা তাহার নিজ মুখেই শুনিয়াছি যে, সে তাঁহার পূজনীয়া মাসিমাতার চরণোদ্দেশে বলিত, যথা—

"মেঘের মাঝে তুমি ওস্তাদ গীত গড়িতে আছ,
তোমার পায়ে কোটি পেন্নাম আমারে গীত শিখিয়ে দেছ"

ইহাতে সাধারণতঃ সেই স্ত্রী কবিটির প্রতি তারাচাঁদের এবং সাধারণ লোকের ওস্তাদী চাল প্রকাশ পাইতেছে। তারাচাঁদ নাকি দুই একটি গাজিগীতের ধুয়া প্রস্তুত করিত, কিন্তু তাহাও তাহার স্মরণীয়া মাসিমাতার নামে ভণিতা দিয়া। তাহার একটী সামান্য চরণমাত্র আমার মনে আছে যথা—

"কবেল বেটি বলে গাজি দেও বাঘকে ছায়া"

আর একটি গীতের দুই চরণ এই—

"পরগণে ভোগলার মধ্যে গ্রাম জাপুসা।
গীত গড়িয়ে গায়ত্তালী করে কবেল মা॥"

এই কবিতায় আমরা জাপুসা গ্রামের অবস্থান বুঝিতে পারিলাম। খুলনা জিলায় "যোগল পরগণা" অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই পরগণায় অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। নকপুরের চৌধুরিবংশ তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

খুলনা জিলার দক্ষিণাংশে যে বিস্তৃত সুন্দরবনপ্রদেশ প্রাতঃস্মরণীয় মহাবীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিস্তৃত রাজ্যকে ব্যাঘ্রাদি জন্তুর আবাসভূমি করিয়াছে, এই অংশে বর্ত্তমান সময়ে লোকে সুন্দরী কাঠ তৃণজাতীয় নল, হোগলা এবং জ্বালানী কাঠ কাটিতে গিয়া থাকে। এই কার্য্যকে লোকে "বাদার বাওয়াল ব্যবসা" কহে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে "ফরেষ্টডিপার্টমেণ্ট" করিয়া একজন কমিসনার দ্বারা শাসন করিতেছেন। যে সকল কৃষক জাতীয় লোক এই বাদার ব্যবসা করিতে যায়, তাহারা বলিয়া থাকে যে সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে "কানাই বলাই" নামে দুইটী নির্ব্বাক্ উলঙ্গ উদাসীন ফকির আছে। উঁহাদের অনুগ্রহ না হইলে কেহ সুন্দরী কাঠ সুবিধামত লাভ করিতে পারে না।

এই দুই পুরুষ কত কালের লোক, কেহ তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারে না। বাওয়ালীগণ বলে ইহারা প্রকৃত নির্ব্বাক্ নহে, বাক্‌সংযত পুরুষ। সময় সময় প্রধান প্রধান বাওয়ালীর সঙ্গে আলাপ করে এবং অনেক রকম মন্ত্র-গীত শিক্ষা দেয়। এই দুই ব্যক্তি এক শতাব্দ কিনা এবং আহার বিহার করে কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কানাই বলাই নাম ইহাদের কে রক্ষা করিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই দুই ব্যক্তি যে সকল গীত গাইয়া থাকে তাহার দুইটি গীত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয় গীত দুইটির সমস্তাংশ আমার স্মরণ নাই এবং সংগ্রহ করিতে পারি নাই। যে বৃদ্ধ বাওয়ালী আমাকে এই গীত দুইটি এবং কানাই বলাই ফকিরের বিষয় বলিয়াছে,—সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাই গীত দুইটি সমস্ত শুনিতে পাই নাই।

কানাই বলাইএর গান

১। বুনোবাদাতে ডাকে পাখি জোয়ারে ছুটেছে গাঙ।
মুরে আর বান্দির পুত কাটতে গোলপাতা॥
আমরা আগে আগে যাই যারে স্মরণ করে।
তোরা আর খোকা কুড়ুল বেকী হাতে করে॥
বসে আছে একলা বনে বনো-বিবির পুত।
আররে তোরা বাদার মাঝে ওরে মেছে ভূত॥
২। যোরণ মুরগী রাতপোয়ালে বসে গাছের আড়ালে।
আমরা দুই ভাই তোদের তরে নামি লোনা জলে॥
* * * * আসমানে উঠল বাতার জ্বলিয়া উঠল চাকে,
আররে বাওয়াল নিবি যদি, পাকির যোড়া আছে গাছের তলে॥ ইত্যাদি

এইরূপ নানাপ্রকার গীত নাকি এই দুই পুরুষের রচিত। কিম্বদন্তির উপর নির্ভর করিলে এই দুই ব্যক্তিকে নিরক্ষর কবি মধ্যে গণ্য করিতে হয়। ইহাদের গীতে কবিত্ব মাধুরী

তত্ত্ব অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু বাওয়ালীগণ ইহাদের বড় ভক্ত এবং ইহাদের রচিত গীত না গাইয়া বাদার বাওয়াল ব্যবসা আদৌ করেনা। বাদা অর্থে সুন্দরবন বিভাগকে বুঝিতে হয়। পশ্চিম-উত্তর বঙ্গের পাঠকগণ বাদা বলিলে বোধহয় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, সেই জন্য আমরা বাদার এবং বাওয়াল ব্যবসার অর্থ উত্তমরূপ বুঝাইবার জন্য আরো একটুকু বিস্তৃত আলোচনা করিতেছি।

খুলনা জেলার দক্ষিণাংশে এবং চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগ জঙ্গলময় হইয়াছে, উহাকে "বাদা" বলে। এই বাদার এখন আবাদ হইয়া অনেক জমি উঠিত হইতেছে আর সুন্দরবন কমিসনারের আদেশে ইহার স্থানে স্থানে অনেক গ্রাম বসিয়াছে। গ্রামবাসিগণ প্রায়ই পোদ, চণ্ডাল এবং মুসলমান। এইস্থানে ধান্য, নারিকেল, সুপারী, সুন্দর কাঠ, ভুল কাঠের এবং, হোগলা, জ্বালানীকাষ্ঠ ও গোল নামক বৃক্ষের পত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়। লোকে বলে এইস্থানে অনেক দেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। তাহার মধ্যে কালী এবং গাজিনামক মুসলমান ফকিরের প্রাধান্য বেশী। সুন্দরবনের ব্যাঘ্রকে লোকে "গাজির ঘোড়া" বলে। এই বাদায় বাওয়ালিগণ বাদা গমনকালে এবং অবস্থানকালে একরূপ ভাষা ব্যবহার করে, উহা সাধারণ ভাষা হইতে কেমন যেন একরূপ আলগা আলগা বলিয়া বোধ হয়। খাওয়া বলিতে নাই, তাহার স্থানে "কাটি" বলিতে হয়। মরা বলিতে নাই, "জল" বলিতে হয়। সাধারণ লোকেও এই জন্য কাহারো মৃত্যুসংবাদ বলিতে হইলে "বাদাই জল" বলিয়া বিদ্রূপ করে।

বাদার গীতকে বনে-গীত বলিয়া থাকে। বাদায় বাওয়ালীগণ তৈল মৎস্য ব্যবহার করেনা, একবেলা নিরামিষ আহার করে। মাথায় লম্বা চুল রাখে গলায় রুদ্রাক্ষ নয় তুলসীর মালা ধারণ করে। ফকিরের আদেশ না হইলে কেহ বাদায় নামিয়া কোন কার্য্য করে না। বস্তুতঃ বাওয়ালীগণ এইস্থানের একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা, গবর্ণমেণ্টের কণ্ট্রাক্টরগণ ইহাদিগকে অতি সমীহ করেন। আমরা কোন সময় একটি কণ্ট্রাক্টরের নৌকায় ১৫ দিন অবস্থিতি করিয়া বাদার বনশোভা এবং কার্য্যাদি দেখিয়াছিলাম। পাঠককে তাহাই অবগত করাইলাম।

বঙ্গদেশে বহু প্রকার সঙ্গীতময় গীতের দল আছে তাহার মধ্যে "গাজিগীতের দল" অন্যতম। যাহারা এই গীতের দলের লোক তাহারা প্রায়ই মুসলমান, তবে স্থান বিশেষে নমঃশূদ্রও আছে। এই গীতচর্চ্চাকারিগণ প্রায়ই কৃষিজীবি কৃষক, তাহাতে আবার নিরক্ষর। ইহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছু অধিক পরিমাণে সৌখিন অথবা গাহিবার

গাজীর গীত

কিছু সঙ্গীতপ্রিয় হয়—সেই অপর কতিপয় লোক সংগ্রহ করিয়া একটা দল গঠন করে। গাজির গীতের দলে একজন মূলগায়ক, কতিপয় নৃত্যকারী সঙ্গীত জানা বালক, এবং একটা বেহালাদার ও একটি মৃদঙ্গবাদক থাকে। মূল গায়ক কীর্ত্তনের পদাবলীর ন্যায় পদ বলিয়া সুরে কথা বলিতে থাকে, আর দলের লোকে তাহাতে একটা অদ্ভুত সুর মিলাইয়া গাহিতে থাকে। বালকগণ

সময় সময় নৃত্য করিয়া—দুই একটী রাত্রে গীত গাহিয়া শ্রোতা এবং দর্শকের মনস্তুষ্টি করিয়া থাকে। মূলগায়ক মহাশয়কে "খেড়ো" বলে। এই খেড়ো মহাশয় একটী সামান্য অর্দ্ধমলিন চাপকান গায়ে দিয়া মাথায় বাব্‌রিচুল অথবা লম্বা চুল ঝুলাইয়া গলায় পুঁথির মালা দোলাইয়া হাতে একটী কাল চামর লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কখনো দাড়াইয়া কখনো বসিয়া কখনো নাচিয়া উপন্যাস বলিতে থাকেন—আর মধ্যে মধ্যে উক্তসংখ্যা চারি পাঁচটী প্রচলিত সামান্য শব্দযোজিত এক চরণ গীত গাইয়া থাকেন।

এই গাজি-গীতের উপন্যাস অথবা সঙ্গীতাখ্যায়িকা "মুসলমানী কেচ্ছা" অর্থাৎ একটী কল্পিত বাদসাহ কি ওমরাহের কাহিনী, এই গীতের সুর তাল প্রায় এক ভাবেই প্রচলিত। তবে বর্ত্তমান সময়ের শ্রুত অনেক হাটো মাঠো গীতের সুর খেড়ো মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। মূলগীত শুনিতে হইলে সেই একঘেয়েঁ বাজনা আর অতি চীৎকারময় সুর শুনিতে হয়। সাধারণতঃ গীতগুলি অর্দ্ধতালে আর ঠুংরিতালে গীত হইয়া থাকে। এই গীত কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে হইয়া থাকে কিনা জানিনা, তবে শুনিয়াছি যে সকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভদ্রলোক নিঃসন্তান হন, তিনি নাকি পুত্রধনে ধনী হইবার জন্য দুই তিন পালা গাজির গীত মানত্ করিয়া থাকেন। কেননা প্রবাদ আছে যে, গাজি ও কালু নামক ফকিরদ্বয়ের আশীর্ব্বাদে এক অপুত্রক বাদসাহের পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

দিল্লীর লোদীবংশের সম্রাট সেকন্দরের পুত্র গাজি জগতের অসারত্ব দেখিয়া ফকিরী গ্রহণ করে এবং উক্ত পথে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের জন্য অতি কঠোরতা সহ্য করে। এই গাজি আর আমাদের নবদ্বীপচাঁদ পতিতপাবন শ্রীগৌর হরি এক সময়ের ধর্ম্ম-সংস্কারক। শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গী যেমন নিত্যানন্দ—সেইরূপ গাজির সঙ্গী কালু ফকির। দুঃখের কথা এই, মহাবিরাগী সংসারে নির্লিপ্ত কালুফকির নিরক্ষর কৃষকগণের হাতে পড়িয়া একটা সঙের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। গাজি-গীতের দলের খেড়ো মহাশয় কালুফকিরের নামে কেমন একটা হাস্যজনক সুর যে উঠাইয়া থাকেন, তাহা শুনিলে অতি সংযমী পুরুষকেও না হাসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কালু ফকির যেমন উদাসীন, গাজিও তেমন গৃহবাসী। কিন্তু গাজি বাদসাহ-পুত্র বলিয়া এই গাজির গীত-রচয়িতা নিরক্ষর কবিগণ তাহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা গীতে সংযোজিত করিয়াছে। একেত এই দেশবাসী সাধারণ জনসমূহ অতিরঞ্জিত বিষয় ভালবাসে, তাহার পর আবার আমাদের দেশের অতিরঞ্জিত শাস্ত্রব্যাখ্যাকারিগণের গুণে অনেক অসম্ভব অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোকে অনেক প্রকার "ভান্" প্রস্তুত করে। ব্যাধি বিশেষের লক্ষণকে একটা দেব দেবীর নামে সংযুক্ত করিয়া কিছুকাল ভেল্‌কী দেখায়। এই প্রকার কারণে দেশী নিরক্ষর কবিগণ গাজির গীতের রচনায় অনেক অসামঞ্জস্য ঘটনার সমাবেশ করিয়াছে।

এই গীত-রচয়িতাগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ইহার প্রবর্ত্তন করে, তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। কৃষকশ্রেণীর নিকট লোকপরম্পরায় শুনিতে পাই যে, ইঁমাম্ চুরুলী

রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কুবিরপল্লির একজন ফকির "হজ" করিয়া মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী "পুলিবাও" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে রাত্রিকালে খোয়াবে (স্বপ্নে) একটী কবরবস্তুের নিকট হইতে গাজির মহিমা প্রকাশের আদেশ পায়। আবার অনেক মুসলমানী কেচ্ছা কেতাবে পীর পয়গম্বরগণের মধ্যে "গাজিপীরের দরগা" কথাটী আছে এবং অনেক স্থানে গাজির দরগাও আছে। একরূপ ভাবের দরগার একটী ফকির বলিয়াছে যে, [illegible] ষ্টেসনের "বাজিত ফকির" এই গাজির গীতরচনার প্রথম প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও কএকটি গাজির গীতের পদবারা আমরা নূতন রচয়িতার নাম পাইয়াছি। যথা—

"কর্ কর্ ওরে বান্দা আখেরির [illegible]
পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া হাওয়ায় পিঠে চড়।
দেও, পরি, জুহুদানা বান্দা শোনেবানে
জিন্দেগী ভর করে বস আল্লার ফরমানে।
আমুরক ফকিরে বলে শুন মমিন ভাই
দেওরে গাজির সিন্নি আমি প্রথম গীত গাই॥" ইত্যাদি,

ইহাতে এই আমরক্ ফকির একজন প্রথম সময়ের গাজির গীতগায়ক এইভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই সামান্যাংশে এই গীতের আবিষ্কর্ত্তকের নাম জানা কঠিন। এই গাজির গীত-রচয়িতা বা গায়কগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনী অগ্র পাঠককে উপহার দিতেছি। এই ব্যক্তি জাতিতে নমঃশূদ্র। অধুনা ইহার বংশধরগণ "খাঁ বিশ্বাস" বলিয়া অভিহিত। [illegible] মহকুমার পশ্চিমাংশে "কটকি" নদীর তীরস্থ বনেশ্বরপাড় গ্রামে ইহার জন্ম। নাম "জয়চাঁদ খাঁ"। যখন জয়চাঁদ অতিশিশু, তখন নমঃশূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ তারামণি চক্রবর্ত্তী একদিন তাহার পিতার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—"এই বালকটির আকারে বোধ হয় ইহার উপর সরস্বতীর বড় কৃপা হইবে। অনেক লোকে ইহার মিষ্ট কথায় মুগ্ধ হইবে"। [illegible] পরে সময়ে তাহা ফলিয়াছিল। বনেশ্বরপাড় গ্রামের একটী [illegible] বয়স্ক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছি যে, তারামণি চক্রবর্ত্তীর জ্যোতিষে সামান্য জ্ঞান ছিল। ইনি [illegible] নমঃশূদ্র সমাজে বড়ই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়চাঁদের ভাবী অবস্থা সেইজন্য নমঃশূদ্র সমাজে প্রচারিত [illegible] জয়চাঁদ [illegible] এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, তারামণির মতে মুগ্ধ হইয়া, সাধারণ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজমানের মনস্তুষ্টির জন্য অনেকরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল। জয়চাঁদের পিতা পুরোহিতের কথায় বড় ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্রের ভাবী মঙ্গলের জন্য বাটীর নিকটবর্ত্তী '[illegible] গ্রামে' একটী [illegible] মুসলমান [illegible] নিকট পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস দিয়া দিতে পাঠাইয়াছিল। ৭ বৎসর বিদ্যা শিক্ষার ফলে [illegible] মুসলমানী [illegible] এবং মুসলমানীয় [illegible] পরিজ্ঞাত হইল। এই [illegible] নিমনাবস্থায় গাজির নিকট অনেক [illegible]

জয়চাঁদের নিজমুখে এইমাত্র তাহার বাল্যজীবনী আমরা শুনিয়াছি। যখন জয়চাঁদ গীতের দল গঠন করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা এতদূর মন্দ ছিল যে, দুইবেলা আহার করা তাহার পরিবারগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। কোন এক সময় জয়চাঁদ যশোহর নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে যাত্রা গীত শুনিতে গিয়া যাত্রার অধিকারীর মিষ্টবাক্যে যাত্রার দলে মিশিয়া নানারূপ যাত্রার ভাবভঙ্গি, গীত, সুর নাচ শিক্ষা করিয়াছিল। প্রায় কুড়ি বৎসর জয়চাঁদ এই কার্য্যে থাকিয়া কিশোর কাল হইতে যৌবনের আরম্ভ পর্য্যন্ত অতীত করিয়াছিল। পরে গৃহে আসিল, তখন পিতার উপার্জ্জিত লাঙ্গল গরু জমী সমস্তই প্রায় উদরের জন্য পরিবারগণ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা দেখিয়া জয়চাঁদ পারিবারিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অনেক চিন্তার পর বাল্যের অভ্যস্ত মোসলমানী কেচ্ছার ঘটনা লইয়া যৌবন বয়সের শিক্ষিত যাত্রার ধরণে একটি গাজির গীতের দল প্রস্তুত করিল। বর্ত্তমান সময়ে যশোহর জেলার বিখ্যাত ধনী "তালখড়ির ভট্টাচার্য্য" মহাশয়দিগের বাটীর নিকটবর্ত্তী "উজিরগ্রামের" তরিবুল্লা কারিকরের নিকট গাজি গীত শিক্ষা করিয়া এই দলের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই তরিবুল্লার পুত্র হাচিম বিশ্বাস বর্ত্তমান সময়ের একজন নামজাদা গাজি গীতের দলপতি। জয়চাঁদ পালার প্রথমেই ভণিতা দিয়া গাইত যে—

"প্রথম বয়সের শিক্ষা কেচ্ছা মোসলমানী,
তাই আজ গেয়ে বেড়াই ওমা বীণাপাণি।
তার পর যাত্রা গীতে বালক সাজিয়ে,
যত গীত ছিল শিক্ষা সুর তাল দিয়ে।
ধর্ম্মরাজ সভায় তাই গাহে খুসী হয়ে,
ওস্তাদজী তরিবুল্লার শিখানর জোরে॥" ইত্যাদি।

জয়চাঁদ হিন্দুর ছেলে—গাজির গীত রচনা এবং গান করিলেও হিন্দু দেবদেবীর নাম, মাহাত্ম্য-লীলা কিছুই তাহার রচনায় পরিত্যক্ত হয় নাই। যখন জয়চাঁদ গাজি গীতের গৌরচন্দ্রিকা করিত, তখন ছড়া বলিবার সময় বলিত যে—

নম গণপতি দেব আশীর্ব্বাদ কর,
এসে বস সরস্বতী কণ্ঠের উপর।
ছেলেকাল গেল খেলায় যৌবন গেল রঙ্গে,
বৃদ্ধকালে দুর্গা নাম মনে নাহি জাগে।
কি করিস্ ওরে মন দেখ্‌রে নয়ন মুদি,
কালের পরে কালীরূপা ভবরোগের ঔষধি।
নম নম সভার লোক আশীর্ব্বাদ কর,
বালক জয়চাঁদ বলে দেও নজর কর॥ ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবে প্রায় হিন্দুর প্রচলিত দেবদেবীর নাম এবং মুসলমান ফকির, পয়গম্বর,

[illegible] একটি [illegible] মুসলমানী [illegible] কাওয়ালী [illegible]

[illegible] ভাবের [illegible] কবিতা [illegible] একজন [illegible]

[illegible] শ্রোতার কর্ণে [illegible] যথা —

[illegible]

[illegible] পাই।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আছে [illegible]

এইরূপ [illegible] সঙ্গীত [illegible] হিন্দু

মুসলমান [illegible] কিছু [illegible]

আবার [illegible] সঙ্গীতের [illegible]

হয়েই ছিল [illegible]

মাত্র [illegible]

তখন [illegible] তুলনা করিত [illegible]

[illegible]

[illegible] কাছে।

[illegible]

[illegible] ইত্যাদি

[illegible] কবিতার [illegible]

[illegible] বয়স [illegible]

[illegible] উপস্থিত [illegible]

[illegible] একটি সঙ্গীত [illegible]

[illegible] প্রত্যক্ষ [illegible] সঙ্গীতটি [illegible]

[illegible] আকর্ষণ [illegible] নিকট

[illegible]

[illegible] বাবুরা সব [illegible]

[illegible] বাবুগিরি,

[illegible]

[illegible] তুমি আমি [illegible] কাছে

[illegible] ইত্যাদি।

এই গীতগুলির রচয়িতা হইতে এই মযকুমার একটা তাহার চরিত্র সুরসিক মোক্তার [illegible] তাহাকে একখানা [illegible] দানের চাকী [illegible] করিয়াছিলেন। জয়চাঁদ তখন [illegible] মাথায় দিয়া আবার মূল গাজি গীত গাইতে গাইতে ঘুরিতে লাগিল। আর একটি [illegible] গায়ক বা গাজি গীতের "খেড়ো" গাইতে লাগিল যথা —

ওরে তোরা নবগী গানে আয়
দয়াল গাজি ঐধারেতে রয়,—
যেমন দ্বিতীয়ের চাঁদ কান্দ পাতিয়ে, তারাই গায় আলো দেয়
তেমনি ধারা, জগনাল আমার ঘুরতে বেড়ায়। ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবে গীত গাইয়া জয়চাঁদ গান নিরক্ষর কৃষক-সমাজে অতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমরা তাহার রচিত সামান্য দুই একটী গীত মাত্র জানি—কিন্তু জয়চাঁদ যে সমাজের কবি সেই সমাজের কৃষক স্ত্রীপুরুষগণ জয়চাঁদ গানের গীত না গাইয়া শীতকালের কোন সময় কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে বলিয়া আমরা শুনি নাই। গাজি-গীত প্রায়ই শীতকালে কৃষকের বাটীতে হইয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং পাবনা জেলার স্থানে স্থানে শীতকালেই জয়চাঁদের রচিত গাজি গীত প্রায় শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার রচিত গাজি গীতের মধ্যে আমরা কিছু কবিত্ব রস পাই নাই। কেবল নিরক্ষর কবির জীবনী আলোচনায় জয়চাঁদের ন্যায় নামজাদা গাজি গীত-রচয়িতার কাহিনী সামান্য মাত্র উল্লেখ করিয়া গাজি গীত রচয়িতার গ্রাম্য গীতি প্রদর্শন করিলাম মাত্র। এই গীতের যত বাহাদুরী সমস্তই ছড়া মধ্যে আবদ্ধ। এই জন্য একটী আমার জানা অল্প কবিত্বময় ছড়া উদ্ধৃত করিয়া এই কবির জীবনী আলোচনা শেষ করিব। যথা—

"অরুণ সহরে রাজা চন্দ্রভানু নাম
পূর্ণা উজল কন্যা তার রূপে দিনমান।
একদিন সাঝের কালে বসে সরোবরে
ফুল তুলে মালা গাথে বিনি সুতি তারে।
"ফুল ফুল ঘোড়া" চড়ি হানিফা সেথায়
আলা চান উঠে যেন আসমানের গায়।
কন্যা বলে ওরে বেটে মরতে আলি ক্যান
আন বাজা কেটে রাজা করবে খান খান।
হানেফ বলে শুন বিবি বলি যে তোমায়
খাপজান মরেছে তোমায় করিবে লড়াই। ইত্যাদি

গাজি গীতের ছড়া এইরূপ। এই গীতের এই স্থানেই [illegible] ছড়া বলিতে বলিতে খেড়োগণ মাঝে মাঝে দুই একটী সামান্য গীত গায় [illegible] জয়চাঁদ গাজার দলের মোক্তার। তাই তাহার রচিত গাজি [illegible]

আছে। এমন কি দেশের প্রচলিত কবি গীতের সুরও জয়চাঁদের গীতে পাওয়া যায়। মূল কথা এই যে, গাজি-গীতের অধিপতিগণের মধ্যে জয়চাঁদ একজন পরিবর্[illegible] সংস্কারক। নূতন ধরণে গাজি গীত জয়চাঁদই প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। জয়চাঁদের প্রতিবাসী খৈপাড়ার ঘোষ-বংশীয় একটী যুবক একদিন আমার নিকট চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষার সময় প্রকাশ করে যে জয়চাঁদ ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই সময় জয়চাঁদের বয়ঃক্রম ৭২ বর্ষ হইয়াছিল। জয়চাঁদ লেখা পড়া জানিত না অথচ কবি ছিল—আর তৎপুত্র প্রসন্ন কবি পিতার পুত্র হইয়া লেখা পড়া অল্প শিখিয়া কবিতা প্রস্তুত দূরে থাকুক, জয়চাঁদের অনেক ছড়ার অর্থ বুঝিতে পারে না। এই গাজি গীতে যতরূপ গীত, ছড়া, ও শ্লোক আছে, তাহার মধ্যে আমরা অন্যান্য গ্রাম্য কবিতার ন্যায় ক্ষত কখনও পাই নাই। কেবল সহজ সরল কথার গাঁথুনিতে ইহা কাব্য সাহিত্যের প্রসাদ গুণের একটী আদর্শ মাত্র। জয়চাঁদ মরিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গাজি গীতের সঙ্গে তাহার নাম বিলুপ্ত হইবেনা।

সঙ্গীত কাব্যের মধ্যে নিরক্ষর কবির হস্ত চালিত অথবা কল্পনাপ্রসূত গীতি কাব্যে জারী

জারীগান ও পালা গাহাই

গীত একটী অতি উচ্চ অঙ্গের কবিত্বময় নির্দোষ আমোদ। এই গীতের সমালোচনা স্থলে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে—যাহারা ভাবুক ও রসগ্রাহী, তাহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালির ন্যায় জারী গীতকে যত্ন করিয়া শুনিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে জারী গীতের যেরূপ হীনাবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে আর কিছুকাল পরে জারী গীত দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। পশ্চিমোত্তর বঙ্গের পাঠকগণ হয়ত জারী গীত নাম শুনিয়া একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ বলিয়া ভাবিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জারী গীত একটা কিম্ভূতকিমাকার পদার্থ নহে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের পাঠককে জারী গীতের টীকা করিয়া বুঝাইতে হইবে না। তবে উত্তরপশ্চিম বঙ্গের পাঠকগণকে জারী গীতের ভাষ্য করিয়া বুঝাইতে আমি টীকাকার মল্লিনাথের স্থান অধিকার করিতে পারিব কি?

জারী—অর্থে ক্রন্দন। ইহা আরবিক শব্দ এবং অধিকাংশই আরবিক শব্দের ছায়ায় প্রতিপাদিত নিরক্ষর মুসলমান কবিপ্রযুক্ত আরবিক কাহিনীঘটিত সঙ্গীত। তবে হিন্দুর দেশে থাকিয়া যে সকল মুসলমান কবি বাহিরে "কোরাণ" ভিতরে পুরাণ লইয়া হিন্দুর সঙ্গে অধিকাংশ সময় চলা ফেরা করে, তাহারা দুই একটী হিন্দু ধরণের জারী গীত প্রকাশ করিয়াছে। এই গীতের মধ্যে "ধুয়া" নামে একটী অংশ আছে, সাধারণ সঙ্গীতের যেমন আস্থায়ী, অন্তরা, চিতেন, প্রভৃতি অংশ, আর ধুবড়া, আস্তাই, কোলপোড়, মিল ও পর চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে; এই জারীগীতের সেইরূপ ধুয়া, আরম্ভ, ফেরতা, ঝুমকা, বাহির চিতান প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষ অংশের অগ্রে একটী অথবা আবশ্যক-বোধে দুইটী ধুয়া থাকে।

যে সময় গায়কগণ বাজনাসহ জারী-ওয়ালা ঘুঙ্গুর বাঁধিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গাইতে থাকে, তখন কি সুন্দর সঙ্গীতসৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তাহা যিনি নিবিষ্ট চিত্তে জারী গীত শুনিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ তত মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। জারী গীতের

দলে কয়েক[illegible]বালক, এবং বালকও সমান জন কয়েক যুবক গায়ক ও একজন বা দুইজন প্রাচীন সঙ্গীতের মূলগায়ক বা "বয়াতী" থাকে। এই গীতের দলে বর্তমান সময়ের রুচি অনুযায়ী বেশ ভূষার তত পারিপাট্য নাই। কিন্তু [illegible] একদলের মাথায় রুমাল কিছু কিছু পরিচ্ছদ আছে। উহাও তত মার্জিত রুচির নহে। বর্তমান [illegible] ন্যায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা আর ধুমধাম জারী গীতে আদবেই নাই। বংশদণ্ড [illegible] যুবক সঙ্গে, পাখা আছে। [illegible] কিছু মারামারি, কত কিছু বাহাদুরি, [illegible] কিছু [illegible] সমস্তই সঙ্গীতের অঙ্গ। এই গীত [illegible] দুইদলে [illegible] হইয়া থাকে। আবার স্থান বিশেষে একদলেও গীত হয়। কিন্তু [illegible] দলে কোনরূপ [illegible] বাজা নিয়ম নাই অথবা [illegible] নাই। তবে [illegible] তাদের বাজা [illegible] অথবা ছুড়া [illegible] দুই দলে পরস্পর গীত [illegible] খুব অধিক পরিমাণে [illegible] হয়। এবং উভয় দলের বয়াতীতে বয়াতীতে [illegible] গায়কগণ কেবল একটী [illegible] খুব জাগিয়া থাকে। [illegible] হইয়া থাকে। এই পাখা দেওয়া জারী গীত শুনিতে অতি মধুর।

অধিকাংশ সময় একটী [illegible] প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থানে জারী গীত হইয়া থাকে। কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জারী গীত [illegible] অপরাধ [illegible] কখনও শুনি নাই। এদিকে আবার কোন উচ্চপদস্থ মুসলমান এ গীত [illegible] বাটীতে দিয়াছেন এরূপ কথাও আমাদের কর্ণে কোন দিন উঠে নাই। কেবল বারোয়ারী, মেলা প্রভৃতি স্থানে এবং কৃষক [illegible] প্রাঙ্গণে এই গীত হইয়া থাকে।

[illegible] জারী [illegible] তাহারা ইহাকে [illegible] ও আদর করে বলিলেই যথেষ্ট হইল। [illegible] পাইলেই যথেষ্ট। দেশের [illegible] জারী [illegible] ইহাই হইল জারী গীতের [illegible]। আর [illegible] কোন [illegible] জারী গীতকে [illegible] নিজের মধ্যে [illegible] করিয়া থাকেন— ইহাই জারী গীতের [illegible] একটী বিশেষত্ব।

কোন সময় হইতে এদেশে জারী গীত প্রচলিত হয়, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় একদিন কয়েকজন [illegible] বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে সিপাহী বিদ্রোহের আগেও জারী গীত এদেশে প্রচলিত ছিল। কেননা "সঙ্গীত রত্নাকর" নামে বটতলার [illegible] পুস্তকে দেখা যায় যে "কোম্পানীর আমলে রাজধানী কলিকাতায় দুর্গাপূজার [illegible] গীত [illegible] ছিল। সেই আমোদকে পূজার দিনে রামমঙ্গল, চণ্ডীগীত, পাঁচালি, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী গীত, পুতুলনাচ, ভেল্কিবাজী, নৌকাবাইচ, ঘোড়ার দৌড় হইয়া রাজধানীর মান থাকিত।"

এখন এই পুরাতন গ্রন্থের পুরাতন [illegible] বিশ্বাস করিলে জারী গীতের প্রাচীনত্ব মানিতে হয়। আবার কেহ বলেন যে ইং ১২৬০[illegible] সালে জারী গীত গায়কগণের

[illegible] এই [illegible] গীতের মাত্র মৌলিকভাবে [illegible] পাইয়াছেন। আমার [illegible] সময় [illegible] [illegible] গীত [illegible] নিকট শুনিয়াছিলাম। তাহার [illegible] একজন [illegible] নিকট [illegible] শিক্ষা করিয়াছিল। আমার নিকট [illegible] এই [illegible] গাহিয়াছিল, তাহার বয়স তখন [illegible] [illegible] [illegible] বৎসর জীবন [illegible] [illegible]। সুতরাং [illegible] [illegible] [illegible] ২০।২৫ বৎসর [illegible] [illegible] [illegible] পারেন না, কেননা [illegible] ২০ বৎসর [illegible] কোন ব্যক্তি [illegible] [illegible] [illegible]। সুতরাং এখন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জারী গীত ১৫০ বৎসর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] প্রচলিত জারী সঙ্গীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, [illegible] [illegible] [illegible] উল্লেখ করা যায়। জারী গীত যে অতি পুরাতন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাহা প্রমাণ হইল। এখন উহার অন্যান্য অংশের পর্যালোচনা করা [illegible]।

[illegible] গীতে [illegible] [illegible] নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতির নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুগণের জারী গীত [illegible] [illegible] [illegible] থাকিলেও [illegible] একটি সার্বজনিক [illegible] [illegible]। বর্তমান নিম্ন শ্রেণীর [illegible] [illegible] এই গীতের [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] মুসলমান জাতি ভারতে আসিয়া হিন্দুর সকল বকম ব্যবহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক পক্ষে যেমন ধর্ম, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বিপরীত [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] বৈষ্ণব [illegible], বাঙ্গলা, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হিন্দুর [illegible] [illegible], চণ্ডীগীতের [illegible] [illegible] মুসলমান সম্প্রদায় এই জারী [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ও চণ্ডীগীতের সঙ্গে জারী গীতের সাদৃশ্য দেখায় [illegible]।

এই গীতের [illegible] [illegible], [illegible] প্রবর্তকের নাম অনুসন্ধানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমাদের [illegible] [illegible] চেষ্টা [illegible] একটা প্রকৃত মীমাংসা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জারীওয়ালা [illegible] এবং [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] শুনা [illegible] যাইতেছে। যথা :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কাশীশ্বরপুর বাড়ী।
[illegible] [illegible] [illegible] গেছে বেড়াই জারী।

জ্ঞান আকাশের এক মেঘ হইয়াছে ভারি,
তাকে বায়না নিয়ে পাগলা কানাই গেছে [illegible] জারী।

২। গিয়াছে খুলির জাকের পাগলা অহেত আলি আক্কান-মোল্লা—
আসানউল্লা গোলা, ফেও, তরিবুল্লা কোরান মোল্লা।
গেছে রোসন খাঁ নৈমদ্দি মুন্সী আর জুলফকার মোল্লা,
এরা কয় দলেতে পাগলা কানাইর সাথে ছিলে পালা,
তারা সব চালাক চতুর কানাই বড় কর্তা।

৩। গেছে বাজেওয়ালা মধুকান, গোবিন্দ অধিকারী,
বউ মাষ্টার আশুবাবু, রামাকৃষ্ণ বৈরাগী,
গেছে বকুমিয়া, গোপাল উড়ে, আর কৃষ্ণদাস অধিকারী,
ওরে গ্রাম বাউল গিয়াছে তথা যার খোলে বলতো হরি।

৪। আর কবিদার গিয়াছে অনেকজন ;
নীলকান্ত, সাহেব, চিতে, রসিক, কবি করে যারা সৃজন।
গেছে চণ্ডী গোপাল চক্রবর্ত্তী বিলাসী আর কামিনী,
ঝালকাঠির বিপিন সরকার যশোহরের রামমণি,
কালী শিবী যুধিষ্ঠির ভাবক, গোবিন্দ করে তাড়াতাড়ি।

৫। গেছে তুলীবার অদ্বৈত দীননাথ চৌগাছার শশী শিবু ভাল গুণী,
চাঁচড়ার ঈশ্বর গিয়েছে তাই নাম আর না জানি।
গেছে লাঠিওয়ালা কুষ্ট, হীরে আর জগা ঢুলী,
এরা একমেলাতে মেলা করে শুনছে সবে বসে জারী। ইত্যাদি।

এই সকল বহুবিখ্যাত গায়ক এবং বাদকগণ প্রায় সকলই নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর—তবে আশু বাবু, বউ মাষ্টার প্রভৃতি দুই চারিজন ব্যক্তির নাম আবেগের ঝোঁকে সঙ্গীতরচয়িতা এই গীতে সন্নিবেশ করিয়াছেন। অধিকাংশ ওস্তাদগণ নিরক্ষর। কেহ বা কেহ বা বাল্যে পাঠশালায় পড়িয়া ছিলেন। তবে গ্রাম বাউল নামক নিরক্ষর বৈষ্ণব কবিটীর বিষয় স্থানান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সকল জারী গীত প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেহ বিখ্যাত আর পাগলা কানাই শ্রেষ্ঠ বক্তা। পরে ইহাদের কাহিনীর আলোচিত হইবে।

যশোহর জেলার দক্ষিণাংশে কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামের "[illegible] ফকির" নামে একটি নিরক্ষর মুসলমান কবি এই জারী গীতের দল প্রস্তুত করিয়া [illegible], কবির শিরোভূষণ পাগলা কানাইকে এই জারী গীত শিক্ষা দেন। আবার কেহ কেহ এরূপও বলিয়া থাকেন যে আশুন বাবু, ও [illegible] নামক আর তিনজন নিরক্ষর কবি কানাইর শিক্ষক। কিন্তু আমরা তাহার বংশীয় একটী বৃদ্ধের নিকট শুনিয়াছি যে মদন ফকিরই পাগলা কানাইর গুরু। আশুন বাবু অতি প্রাচীন লোক, জারী গীতে কানাইর

অসীম ক্ষমতা [illegible] রচনাশক্তি দেখিয়া গায়কগণ লোকে অতি পুরাতন ওস্তাদ ব্যতীত পাড়ুক কানাইর শিক্ষক বলিয়া কীর্ত্তন করা সম্ভব নহে। যাহা হউক কানাই যাহারই নিকটে শিক্ষা করুক না কেন, গুরু হইতে তাঁর ক্ষমতা অধিক।

পাগলা কানাই যশোহর জেলার ঝিনাইদহ উপবিভাগে মড়াইল জমীদারবংশের কাছারী বাড়ী চাকলা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে ভগ্নপ্রায় লাঙ্গলপুরের নিকটবর্ত্তী বেড়বাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া জারীগানের বহুল প্রতিপত্তির সহিত আপনার উন্মেষোন্মুখী কবিত্ব-সুলভ প্রতিভার গুণে সামান্য কৃষককুলে হইতে উঠিয়া ও নাম ও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র কবিজীবনীর আলোচনায় যে বাড়ির নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহার পিতার দুইটী মাত্র পুত্র, কানাই আর উজল। অগ্রজ উজল কানাইকে 'পাগলা' কানাই বলে। এই বিশেষণ পাগলা শব্দটি মধু সংযোগে এক অতি অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। কানাই বাল্যে দুরন্ত ও যৌবনে বড় উচ্ছৃঙ্খল ছিল—তাই তাহার জনক পিতা কুড়ন সেখ তাহাকে 'পাগলা' কিছু নাম দিয়াছিল। যখন পাগলা কানাইর উদারস্বভাবী প্রতিভা তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা কবিদের ভাবনাস্রোত লইয়া অমরত্বের পথে চলিল, তখন তাহার পাগলা উপাধি সার্থক হইল।

আর একটী কথা এই যে, দেশীয় মুসলমানগণ হিন্দুর সংস্পর্শে থাকিয়া অধিকাংশ সময় হিন্দুর অনেক বিষয়ের অনুকরণ করিয়া চলে। এ দিকে আবার বঙ্গের মুসলমানগণ প্রায়ই হিন্দুবংশ-প্রসূত। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ মুসলমানের ভয়ে কোরাণ শরিফের আশ্রয় লইয়াছিল। এই জন্যই বলিতে বাধা যে, বঙ্গের অনেক মুসলমানই বাস্তবিক হিন্দু সন্তান। অদ্যাপিও বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ভাবের অনেক নাম এবং আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে। মাধব, কানাই, বড়, মধু, টিক, গোবাড়, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি প্রভৃতি নাম এখনও অনেক গোঁড়া মুসলমানের আছে; আবার পূর্ব্বের উল্লিখিত "বেড়া পূজা", পৌষ-পার্ব্বণ, কোজাগরের লক্ষ্মীপূজা, মনসাপূজা, কালের প্রকৃতি মঙ্গলসূচক পার্ব্বণ বিশেষের জন্য হিন্দু উৎসব অনেক মুসলমানও করিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে গ্রামে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, সে গ্রামের মুসলমানগণ চৈত্র-সংক্রান্তি, দুর্গা-পূজা প্রভৃতি হিন্দু উৎসবে প্রায় যোগ দেয়। পূর্ব্বোক্ত কারণে কবি কানাইর পিতামহ তাহার পিতার নাম কুড়ন সেখ এবং পৌত্রের নাম কানাই রক্ষা করিয়াছিল। তাহার পর কুড়ন সেখ তাহাকে পাগলা বিশেষণ যোগ দিয়া কবির ভাবী জীবনের এক মহা চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল।

একটা গানের ধুয়ায় আছে যথা—

শোন উজল ভাই তোরে কই বাই
এক জনার হাতে পড়ে আছি জনের পর
আর ভুল কিবা কর আর।
ঠিক যেন তাই কানাকুর সেজে আছে আসমান জমীর পর।
নানা পানি রংয়ে আর থাকের পর।

বিবির [illegible] সেনে, [illegible] চাঁদ

আমি তালপাতার সেপাই [illegible] কলমে তাইরে ভাই,

হাসলে বিবি দেখায় ছবি— পটোর পটের পর।

আমার কাছে আলি পরে নড়ে যেন কল বিকলে

যেন জলে ডোবা শুদ্দি মাথের কল॥

সেই পিরীতে মজেরে ভাই আছি ভবের পর॥

কিন্তু এই গীতটীর ভাব সংগ্রহ করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কানাইর এক মাত্র রূপসী স্ত্রী ছিল। কবি কানাই পূর্ণরূপে তাহার প্রেমে আবদ্ধ ছিল। সাধারণ মুসলমানগণ একটু ক্ষমতাপন্ন হইলে প্রায়ই একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। বাদশাহ ওমরাওগণের তো কথাই নাই। কিন্তু এই মুসলমান নিরক্ষর কবি কানাই মুসলমানের তালাক আর বিধবা বিবাহ কখনো পছন্দ করিত না। ইহা তাহার এই গীতের ভাবে এবং আর একটী গীতের ধুয়ায় স্পষ্টই বুঝা যায়—

পড়লে তরী তুফানেতে সামাল দেওয়া দায়

তাতে আরো দোকান পাতে নৌকা ডুবে যায়।

এক নারীর এক পতি খোদার কলম এই

দুই হাতে পড়লে গিয়ে নারীর জাত মরে যায়।

ইচ্ছাবরী হয়ে নারী যার তার কাছে যায়

আলোকের লোক দেখে তা'র পরাণ ভরা রয়

এই তো এক বিধির বিধান মলে নারীর পতি যদি

এক লতা অনেক গাছে জড়ালে কি হয়।

ও ত কুকপাত্রা সব হবে পড়ে থাকে বসে তামাসা কয়।

যৌবনের অদম্য বলবতী কামতৃষ্ণা লইয়াও কানাই বিপথগামী নহে। অথবা এক কামিনীর এক প্রেম হইতে তাহাকে বিপথে লইতে পারে নাই। আবার আর একটী কথা আছে, কানাইর নিজের শারীরিক সৌন্দর্য্য অতি কদর্য্য যাহা নিজে বুঝিয়াও সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। একটী ধুয়া উদ্ধৃত করিয়া তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধুয়াটীতে কানাইর হৃদয়ের উচ্চ গতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতিমানুষের সরলতা-গুণের পূর্ণত্ব লইয়া এই কৃষক কবি কেমন মধুর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন—

শোন উজল তুই প্রাণের ভাই, দেখ লোকে আমাকে কি কয়।

আমারে তুচ্ছ করা এতো কি তোর উচিত হয়॥

শোন ভাইরে তোর পায়ে চাকাই ছিট্, তেড়া বাঁকা দেখতে বিট্,

পাগলা কানাই দেখ কপনি পরে যাচ্ছে [illegible]।

ক্ষেপা টিপি করছে সবায়— উজলের ওই দেখা যায়

কানাই তো পুরুষ মন্দ নয়।

ভাইবে ভাই, থাকিস যেন পারলে বুক গোসাঁইর জিনেস খুড়ো—
* আবার এই মানুষের এমন গুণ দিয়াছেন খোদায় ॥

এইরূপ সরল ভাবে নিজে নিজের গুণবিষয়ক শ্লেষ দেশপ্রচারিত শিশু বৃদ্ধ বনিতার পরিচিত জারীর ধুয়ায় বর্ণন করিয়া কবি যে নিরভিমানতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই।

এ দিকে কবি আবার যৌবনকালের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে কেমন সুন্দর ভাবে উচ্চ পথে লইয়া আসিয়াছিল। কেমন বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌমিক প্রেমপ্রবাহে জগতের ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎকে পর্য্যন্ত সমান দৃষ্টিতে দেখিত। হিন্দু মুসলমান বলিয়া কাহারও প্রতি তাহার ঘৃণা বোধ ছিল না। নিম্নের ধুয়ায় তাহার সেই হৃদয়ের ভাব কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, যথা—

এক বাপের দুই বেটা তফাৎ মরা কেহ নয়
সকলেরি এক রক্ত এক দেহ আশ্রয়।
এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দাঁড়ায় যায়
কারো গায়ে শালের জোব্বা কারো গায়ে ছিট, দুই ভাইয়ে যে দেখতে ভিট্,
কেবল জবানিতে ছোট, বড়, বোবা, বাচাল চেনা যায়।
কেউ বলে দুর্গা হরি,—কেউ বলে বিস্মিল্লা আখেরি,—
পানি খেতে যায় এক দরিয়ায় * *
মাগ পেটের একজন মরে, কেহ বা সুন্নত করে * *
* * * তবে ভাই ভাইয়ে মারামারি করে থাকিস কেন সব গোলায় ॥

মরি মরি কি গভীর প্রেমিকতা! কি আন্তরিক মহাপ্রাণতা!! কি মধুর বিশ্বজনীন প্রেম!!! হৃদয়ের উদার ভাব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে। যে অন্তরের ভিতর হইতে এইরূপ মহৎ স্বর্গীয় প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস সহজ ভাবে নির্গত হয়, সে হৃদয় কত মহান্—কত উচ্চ কত উন্নত, তাহা বুঝিতে গেলে চক্ষু জলে ভরিয়া উঠে। যখন কানাই যৌবনপথের পথী তখন তাহার এইরূপ জ্ঞান আপনা হইতে জন্মিয়াছিল। কোন দিন কোন স্থানে যদি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্ম লইয়া তর্ক উঠিত, তবে কানাই বলিত—

যে পথে যে যাক্ উজল, সবাই সিন্ধুর কাঁটা
যে পারে সে নায়ে চড়ে পথ ক'রেছে কাঁটা।
এক জলের এক ঘোলাতে পুরে ভাঙা তুলো নায়—
হাবাবুড়োকে ভুলো দিয়ে গাল ফুড়ো,
ছেলেগুলি নিয়ে আসে যেন উজল জাতির মত,
হাতের তার করে না কভু পাগলা গোপের ছুতা ॥

কানাইর যৌবন-জীবনীতে বিশেষ কোন স্মরণীয় ঘটনা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। কেবল তাহার একটী সামান্য চাতুরীর পরিচয় পাইয়াছি। মাজুর নিকটস্থ বাঁশকোটার (আঠারবাড়ী) চক্রবর্ত্তীগণের বেড়বাড়ি গ্রামের দীঘিকুঠিতে কানাই নাকি দুইবাঁদী দেখতে

খানসামীর কার্য্য করিত। সে সময় কানাই যৌবনপ্রাপ্ত যুবক তখন এই অঞ্চলে নীলকুঠির বড় প্রতাপ ছিল। নদিয়ার জেলায় তখন নীলকর সাহেবগণ সাধারণ প্রজার একরূপ হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বিশেষ ছিলেন। নীলকর অত্যাচার [illegible] লইয়া [illegible] তুমুল দেশব্যাপী আন্দোলন উঠিয়া পাদরী মহামতি লংসাহেবের কারাবাস, হিন্দুপেট্রিয়টের [illegible] সম্পাদক হরিশ বাবুর অনলস লেখনীর প্রভাব বিস্তার, বঙ্গের [illegible] কবি নাট্যকার প্রাতঃস্মরণীয় [illegible] বাবুর উজ্জ্বল নাটক [illegible] এই দেশব্যাপী নীলান্দোলন-প্রসঙ্গে কানাই [illegible] কিন্তু তাহার মনিব প্রাচীন চক্রবর্ত্তী মহা[illegible] [illegible] অথবা গবাদি পশুর [illegible] মধ্যে কানাই [illegible] হইতেই [illegible] গান গাহিতে [illegible] আরম্ভ [illegible] এই অশান্তির কারণ [illegible] বৎসর কানাই [illegible] এই দেশী মহাজন চাকুরে [illegible] কানাই [illegible] বর্ত্তমান—সংবাদ [illegible] পাইলে আর আকস্মিক উৎপাত না হইলে বঙ্গীয় কৃষক [illegible] হয় না। বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষিজীবনী শান্তিময়ী। দুই বেলা দুইটী [illegible] এবং পরিধানের বস্ত্র এবং ব্যাধিবিশেষের উৎপাত না হইলে ভারতের কৃষকদের [illegible] কঠোর কোমল হৃদয় [illegible] কানাই এইরূপ শান্তি লইয়া [illegible] এই সময় হইতে প্রবৃত্ত করিতে লাগিল।

এই একটী সামান্য ঘটনা ব্যতীত তাহার জীবনের অপর কোন ঘটনা উল্লেখ যোগ্য নহে। কেন না কৃষি জীবনে কবি [illegible] ছায়া প্রায়ই পতিত হয় না।

সমদর্শিতা, প্রতিভা, সরলতা, অমায়িকতা, ঈশ্বরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, জীবে দয়া, বিশ্বপ্রেমিকতা, [illegible] প্রভৃতি গুণগুলি যদি মহত্ত্বের প্রতিপাদকতা করে, তবে আমরা এই কৃষক-পুত্র নিরক্ষর কানাইকে কি বলিব? এ গুণগুলি যে তাহার দেহের—মনের নিত্য সঙ্গী ছিল!

যখন কানাই অতি প্রাচীন, তখন এক সময় [illegible] জেলার বিখ্যাত বন্দর কেশবপুরে [illegible] দিতে গিয়া একটী দুর্ঘাট প্রকাশ করে যে—

"তিন সন ধরে পাচ্ছি জানি এই কেশবপুর,
তার পথ গেছে বহুত দূর।
[illegible] জেনে, এখনও [illegible],
দিলে [illegible] এই দুঃখ [illegible],
যদি থাকে আমার ললাটে, আর ফিরিবো [illegible] হাটে,

[illegible] বলেছেন [illegible] — [illegible] ক'রে [illegible]

[illegible] মৃত্যুর [illegible]।

[illegible] পরলো [illegible],

[illegible] দিনের [illegible] ॥

এই [illegible] হইলে [illegible], আমাদের অতিথের সেই [illegible]

দিনের [illegible] কেমন সুন্দর [illegible]। মৃত্যুর এই [illegible] তাহাকে [illegible]

[illegible] নাই। [illegible] মৃত্যুর জন্য এই [illegible]

[illegible] করিয়া আছে। [illegible] এক মহা[illegible]। [illegible] আর [illegible]

[illegible] হইবার উপায় [illegible] হইল [illegible] —

[illegible]

[illegible] হাসকে [illegible]

[illegible] বল,

[illegible],

[illegible] মাটি [illegible]।

[illegible] কবির কবিতা মনে পড়ে। [illegible]

[illegible] —

[illegible] তুমি [illegible]

[illegible] আমার [illegible]!

[illegible] অবিবেকী [illegible]

[illegible] মত [illegible]।

যারা এই [illegible]

[illegible] বল [illegible]

[illegible] এই [illegible] তোমার

[illegible] মরণের।

[illegible], এই [illegible] কবিদের [illegible] আলোচনা করিলে আমরা

[illegible] কবির [illegible] অভিব্যক্ত [illegible] প্রতিভাকে [illegible]

[illegible] অবিবেকীরাই মৃত্যু [illegible]

[illegible] — মৃত্যু [illegible] না, [illegible]

[illegible] মানব [illegible] যদি [illegible]

[illegible] সময় [illegible]

[illegible] আমাই [illegible] নিকট [illegible] করে নাই, [illegible]

[illegible] নাই, [illegible] আকাঙ্ক্ষার [illegible] শেষ

উপায় "কেরামতের" কথাই প্রাণে শুনিয়াছিল, অথচ নিজের স্বাভাবিক হৃদয়-চৈতন্যের সাহায্যে ঐরূপ নির্লিপ্ত অনাসক্তের বিনয় চিত্র-কবিতা উড়াইয়া প্রকৃত দেশে থাকিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। ইহা অপেক্ষা প্রকৃতির আদর্শ আর কি হইতে পারে? আরও শুনুন, কেমন প্রাণ-মনোমুগ্ধকারী মৃত্যুকালের সুন্দর বিবেক-সঙ্গীত। পাশ্চাত্য দার্শনিক জনষ্টুয়ার্ট মিল, যেমন মৃত্যুকালে শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি কেহ এই অনন্ত জগতের কর্ত্তা থাকে, তবে তাহা ঐ নবোদিত সূর্য্য,—কানাইও ঠিক সেইরূপ মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিতে কতকগুলি শিষ্য মধ্যে থাকিয়া শ্রেষ্ঠ শিষ্য বালকচাঁদকে বলিয়াছিল—

আসমানের গায়ে ফুট্‌ল আলো চাঁদ সুরযের গায়—
অরে বালক দেখ রে দেখ কানাই মিশে গেল তায়।
তোরা পারিসনে আর রাখ্‌তে ধরে—পরাণ পাখী মেলে যায়॥
বড় সুখের দিন রে আমার যাব শান্তিপুরে, বাঁশী ডাক্‌তেছে সুরে,
তোরা কাকন্ও মিলে আয়॥

ধন্য কানাই! ধন্য তোমার সাধনা! ধন্য তোমার ভগবদ্ভক্তি! তুমি সামান্য কৃষককুলে জন্মিয়া যে দুর্লভ ভক্তি-কবিত্বের অধিকারী ঐশী শক্তির প্রসাদ লাভ করিয়াছিলে, তাহা চিরদিনই শিক্ষিত নরের চিরলজ্জা। তুমি কেবল কবি নও—তুমি সাধক, তুমি যোগী, তুমি ভগবদ্ভক্ত, তুমি অমর কবি, তুমি আদর্শ পুরুষ। সেই নিরক্ষর কবি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত-রচনায় কিরূপ সিদ্ধ ছিলেন, তাহারও নমুনা দেখুন—

"ফুল ফুটেছে প্রেম-সরোবরে, ফুলের উদ্দেশ্য বল কে করে।
যোগী যোগসাধন করে—সেই ফুলের তরে,
শুনি ফুল ছাড়া তার মূল রয়েছে চৌদ্দ ভুবনের পরে॥
এক ডালেতে দুল এসে—দুই শাখে এক ফুল ধরে,
দিনকানা জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে মরে।
শুনি বার মাসে বত্রিশ ফুল আসে, ফুটে তিন দিন ছাড়া পুর পাশে,
কত ফুল উড়ে যায় বাতাসে, ভক্তি যোগে এক ফুল ধরে।—
সেই ফুলে হয় ফলের গঠন আর সব অকারণ শুকায় জলে ভেসে,
অধরচাঁদ বিরাজ করে সেই ফুলে বসে,
ফুল ফুটে হয় জগৎ আলো, বাগিচায় [illegible] ফুটে,
বার মাসে দুই পক্ষ—কোন পক্ষে কোন ফুল ফোটে, [illegible] জল আছে সব ঘাটে,
কত জন হয়ে বেভোলা, পদ্ম আছে শতদল, [illegible] ঘুরছে [illegible]
ফুলের কথা কিছু না পাবার জন, যে করেছে [illegible] সাধন

* মৃত্যুকালীন আধ্যাত্মিক গান।

পার [illegible]মূল্য এতেক, দেছে যারে [illegible] কার্ডী,
মূলের জল পেলে হয় চৌদ্দ পুরুষ উজলা,
কানাই তাই ভুগছে বলে, তবে কিছু পার না দিলে, কলের আগে ঘুরছে দেশান্তরে।
কি ভাবে এক কূল এসে দুই পাড়ে এক কূল ধরে॥"

পাঠকের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য আর একটী দেহতত্ত্বের গান উদ্ধৃত করিলাম—

"পাগলা কানাই বলে—পড়া রথ নূতন করে,
চালাতাম সাবেক বলে এই শেষকালে কল্ বিকলে চলে না।
আমি ঠেলে ঠুলে চালাতে চাই যে ঠেলবার সে ঠেলে না—
ঠেলাত ঠুলত দিন গিয়াছে এখন আর ঠেলা আসে না;—তাই রথ চলে না॥
এ রথে ছিল যারা, সব সরে পড়লো তারা,
হয়েছি দিশেহারা সকল ধরা সরে যেতে পারেন না।
আমি যার কাছে যাই সেই দাগ করে, বলে তাই রথে থাকবো না।
ইন্দ্র চন্দ্র বিন্দু তারা প্রবোধ মানে না—তাই রথ চলে না॥
এ রথ নূতন ছিল গড়া, খুব টনকো ছিল কড়া,
কত জোরে চলতো ঘোড়া—কি পরিপাটী
আমরা এই বোল বলে—এ রথ দেখে শুনে,
দিন কতক ঠেলে ঠুলে, দিয়েছি কত বাহার;—এর সারথি হয়েছে ভারি,
নড়াতে জোর নাইকো আর,
পাগলা কানাইর হলো কেবল টানাটানি সার;—এ রথ চলে না আর;
যদি জুড়ে পেতাম জুড়ি দিতাম সাবেক সাবেক বল জানিতাম—এ রথ পুরাণ হতো না।
আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে বলে তাই রথ থাকে না।"

[illegible] কোন একটী প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট এই কবির রচিত আর একটী তাত্ত্বিকগীত পাইয়াছিলাম, উহাও উক্ত ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে এই স্থানে উদ্ধৃত হইল যথা—

"চোর দলে ভাই আছি অনেক পর, আঁইনেতে শুনেছি তার সমাচার,
চোরের ঘর অন্ধকার—(যে গুনি) পুরেতে বসত ছিল তথা তার।
মাথার উপর দেখ যে সাত আকাশের পার,
তার পরে করিল বিহার [illegible] এখন আছে অনেক পার,
হলো এটী পরিপাটী খেলায় মুক্ত এই হাটে,
সে চোর কখনও যায় না কারো নিকটে—
এই হাটে এই বাটে সাজি [illegible] সাধু সাধু বটে।
যে জন বেড়ায় অন্ধ সাজায় চোর তার মাথার উপর উঠে,
পাগলা কানাই বলে ওরে [illegible] পুষি যাবে [illegible]।

আর একর্ণা চোরে চুরি করে গৃহী কত জন, তা জান [illegible] বেটা কেমন ;

এই হাটের আছে নয় গাছ পথ

কোন পথ দিয়ে যায় সে চোর বজ্জাৎ

[illegible] মারে কইতে [illegible] করে সে বড় উৎপাত,

মিষ্ট কথায় তুষ্ট ক'রে মালখানা করে হাত

সে নারী চয়ে চুরি করে ঠিক যেন আদমের [illegible] ॥"

এই গীতটার অর্থ গ্রহণ করিতে বড় [illegible] মাথা ঘামাইতে হয়, কিন্তু সাধারণ পল্লী-বাসী ব্যক্তিগণ কিছু চিন্তা করিলে ইহার ভাব অনুমান করিতে পারিবেন—সহজ জ্ঞানে গীতের মর্ম্ম অনুভব করা কঠিন। কানাইর একাধারে কবিত্ব এবং তত্ত্বপাণ্ডিত্য অপূর্ব্ব। শেষ দেহতত্ত্ব গীতটী এই—

"তাই সে বড় বাহাস [illegible] এক খুবা লেগেছে

[illegible] সুন্দর বিচার করে কে ?

[illegible] পর এক শব্দ [illegible] পয়দা, [illegible] নয়কো সে,

আসমান আর জমিন [illegible] সৃষ্ট হয়েছে,

[illegible] কানাইর [illegible] জ্ঞান আছে।

সে মহম্মদের নয়কো উম্মৎ, আদমের নয় বনিয়াদ,

এই ভবের পর জুড়ো যুট খেলাপ,

লাই সকল [illegible] পাগলা কানাই তাই কয়ে যায়,

[illegible] বৈদ্যের আলেম মাহেফল পড়ে আছে তার আশায়।

খোল চারটী কাল [illegible] সব রস তত্ত্ব তাই যে সেই শব্দের [illegible]।

এই আছে রসে গাছতলা,

আমার তো বুদ্ধি জ্ঞান নাই, তিনে [illegible] খুঁনিয়া [illegible] কিছু তেল ছাড়া,

বেদ পুরাণ কোরাণ তত্ত্ব খুঁজে পায় না—

তার তো কেউ সন্ধান করে না,

সন্ধানি লোকে পরে সে তো কারো ছাড়ে না।

এই মত কত [illegible] কাছে, কতি বড় পাই ব্যথা, কেহ শুনলে না,

এই দুঃখ রয়ে চুল পাকালেম তবু তাঁরে চিনলেম না।"

পাগলা কানাইএর আর দুইটী গান উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ শেষ করিব—

১। "মরার আগেতে মর, শমনকে কর জয়,

যদি তা করতে পার [illegible] পারে যাবি যে মন, ভূমনা।

মুষ্টা দেহ থেকো [illegible] থাকতে কেন কাঁদ না,

মরার সময় কাল পাবে কি [illegible] হবে না, মরার ভাব জান না ।

মরা কি এমনি মজা, মরে [illegible] ভাবা,
[illegible] সুখের সাজা, শমন বলে ভয় কিরে তার, কালাকালের ভয় থাকে না।
মার ডঙ্কা ভবের পর, মৃত দেহ ভেলা ক'রে হবে ভব পার,—
গুরু হবেন কাণ্ডারী এ ভাবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার ;
নৈলে মরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন পরেছি,—
মরে যায় ভাই পাগলা কানাই ;—
জানি চক বুজিলে সবে ক দেখি সেরে পরে আঁধার হয়,
তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়, তোরা মরবি কেঁদে আয় ;
আর অমর হবা জীয়ন্তে মরা, জীব হয়েছে জনম সারা,
জীবের কিছু জ্ঞান হলো না, ওরে মরার পরে মলে পরে কিছুই হবে না।"
২। "পাগলা কানাই বলে, ও পাগলেরা তুই না করিস্ তাই সত্যি
গেল আশ্বিনে ঝড় তারা তুফানটী [illegible] নিশ্চয়ি—
কার্ত্তিকে ঝড় [illegible] কাঁদি জলধারী।
ঝড় [illegible] [illegible] মা—মা মা
আমরা বুঝবি তোরে কি কহি—
কার সনে [illegible] সুরু হলো, সমাপত্তি বলা গেল, জীবের দুর্গতি।
তোরে আভাশক্তি বলে শুন্য ভগবতি !
এবার সব সুপারি কলা নারিকেল সকলের হল ক্ষতি ;
এখন কি দিয়ে আর করবো পূজা তারা মা মা মা
হক এবার কিসে করাব নৈবিদি।"
১২৭৩ সালের এই আশ্বিন ঝড়ের তিন বৎসর তাহার জমিদার মহাশয়দিগের সম্মুখে
বসিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে উক্ত দুইটি বাউল গান করিয়াছিল। ঐ তিন বৎসর [illegible]
বর্ণিত উক্ত বিষয়ে যে গানটী রচনা করিয়াছিল, তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম—
"সংযোগ উক্ত আশি সালের দাঁড়ে আশ্বিনে
[illegible] এক ঝড়ের বেলা বয়েছে ;
[illegible] বাল কি [illegible] ঝড় এল [illegible] [illegible]।
জানি কিনা আমি আছে ঐ কেথাও
গেল ঐ [illegible] ঝড় কার্ত্তিকে ঝড় [illegible] হল আর এই আশ্বিনে,
সকল মানুষের কি [illegible] ঐ কোথা।
[illegible] হবে মরে [illegible] তফাৎ পর,
[illegible] কি [illegible] [illegible] বেদ বিচার,
[illegible] তবেই বুদ্ধি এখন [illegible] মনে যদি [illegible] তুই [illegible] পার।

৮। গৌরপদ তরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রাচীন পদকর্তৃগণ, [illegible] মহাজনগণ ভক্তিপ্রাণ [illegible] গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা যে ভাবে সংকীর্তন করিয়াছেন, [illegible] গৌরাঙ্গবিষয়ক সমস্ত পদ [illegible] যে প্রকার [illegible] সেখানে [illegible] গৌরপদাবলীর সমস্ত [illegible] সেই সকল সংগ্রহ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ [illegible] জগদ্বন্ধু বাবু [illegible] [illegible] পদকর্তাদের পদ [illegible] স্থান পাইয়াছে, তাহাদিগের [illegible] বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকাতে পদ-কর্তাদের পরিচয় [illegible] মহাজন পদ সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ [illegible] তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু এই পুস্তক প্রকাশের জন্য [illegible] শ্রীহট্ট, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ হইতে অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, [illegible] কীর্তনীয়া এবং বৈষ্ণবদের নিকট শুনিয়া অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। [illegible] অহর্নিশ উপায়ে সংগৃহীত পদাবলী পাঠক পাঠকের সুবিধার জন্য জন্মলীলা হইতে গৌরাঙ্গ লীলার বিবিধ অবস্থাভেদে স্তবকে এবং প্রতি স্তবকে বিবিধ উপায়ে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্রসংখ্যা ৭৫০ এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবল মাত্র ২৲ টাকা। গুরুদাস বাবুর দোকানে ও অন্যত্র লাইব্রেরীতেও পাওয়া যায়।

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা, ডাকমাশুল।৵০ আনা।

(পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন।)

বাঙ্গালা ভাষায় [illegible] ত্রৈমাসিক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, [illegible] প্রাচীন ঐতিহাসিক আলোচনা, প্রাচীন [illegible] বিবরণ, [illegible] প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষার একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকা [illegible] বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা [illegible] ভাষাতত্ত্ব, বাঙ্গালার প্রাচীন [illegible] [illegible]

সিদ্ধ মলম

সর্ব্ববিধ ক্ষত, নালী, ব্রণ, বিস্ফোটক, কার্বঙ্কল, বেডসোর, গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

ক্ষতরোগ যেরূপ কঠিন [illegible] না কেন, সিদ্ধমলম ব্যবহারে অল্পদিন মধ্যে নির্দোষ-রূপে আরোগ্য হয়। পুঁজ জন্মিবার পূর্বে ইহার ব্যবহারে ফোঁড়াদি মিলাইয়া যায় এবং পরে প্রয়োগ করিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া ফাটিয়া [illegible] ফোঁড়াদি উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে শক্ত হইয়া থাকিলে ইহাতে [illegible] শান্তি হয়। বুকের ঘা, কানপাকা, [illegible], কাটা বা বিষাক্ত, ব্রণ, বিস্ফোটক, গণ্ডমালা, উরুস্তম্ভ, পৃষ্ঠাঘাত (কার্বঙ্কল), নালী, ভগন্দর, [illegible] ঘা, শয্যাক্ষত (বেডসোর), বিসর্প (ইরিসিপিলাস), পচাক্ষত (গ্যাংগ্রিণ), অস্থিক্ষত, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি ক্ষতসম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগ, সিদ্ধমলমে অত্যাশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়।

কোন অবস্থায়ই অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না।

ক্ষতাদি রোগ দুরারোগ্য হয়, রোগীর জীবনের আশা কম থাকে, জীর্ণ, দুর্বল এবং শিশুদিগের শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ যখন আশঙ্কার কারণ হয়, তখন একমাত্র সিদ্ধমলমের উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে, কেননা যে সকল কঠিন রোগে [illegible] প্রধান [illegible] ডাক্তারগণ দ্বারা দীর্ঘকাল চিকিৎসা করাইয়া অথবা হস্পিটালে থাকিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করেন নাই, এরূপ অনেক স্থলেও সিদ্ধমলমের অনির্ব্বচনীয় গুণে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য লাভ হইয়াছে। কলিকাতার [illegible] যে সকল খ্যাতনামা ডাক্তারগণ সিদ্ধমলমের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা এখন কঠিন ক্ষতরোগে সিদ্ধমলম দিয়া থাকেন। ইহা যে প্রচলিত ডাক্তারি এবং অন্যান্য মতের [illegible] তাঁহারা সিদ্ধমলম ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সিদ্ধমলমের গুণ ক্লেশনাশক, আরামজনক [illegible] বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা [illegible] বর্জ্জিত, [illegible] বিশেষ [illegible] ; [illegible] ব্যবহার করা যায়, [illegible]

সিদ্ধমলমের [illegible] আরোগ্যকারিণী শক্তির পরিচায়ক [illegible]

ব্যক্তিগণের বহুতর [illegible]

অবশ্য [illegible] আমার [illegible]

মূল্য প্রতি [illegible]

[illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

[illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

বিষয় পৃষ্ঠা

১। [illegible] (শ্রী[illegible]) ... [illegible]

২। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা (ডাক্তার [illegible]) ... [illegible]

৩। বাঙ্গালা কারকপ্রকরণ (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ) ... [illegible]

৪। [illegible] (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌ এ) ... [illegible]

৫। [illegible] (শ্রী[illegible] বাগচী) ... [illegible]

৬। [illegible] জ্যোতিষিক [illegible] (শ্রী[illegible]) ... [illegible]

৭। [illegible] (শ্রী[illegible]) ... [illegible]

৮। বার্ষিক [illegible] (১৩১১ [illegible]) ... [illegible]

৯। [illegible]

১০। [illegible] (১৩১২ সালের) ... [illegible]

কলিকাতা

[illegible]

১৩১২

পরিষৎ গ্রন্থাবলি।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ৷৹। উত্তরকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাচ্ছলে রাধাকৃষ্ণ-ভক্তির উপদেশ আছে। [illegible] গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতার এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ৴৹ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালার বাইশখানি মহাভারতের সন্ধান প্রকাশিত হইয়াছে। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৯৫০ পৃষ্ঠা। ইহার ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত, [illegible] সমসাময়িক। ইহাকে [illegible] হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডে একত্র ১৷৹ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১৲ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ [illegible] মূ—৷৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম — শ্রীযুক্ত [illegible] মূ—[illegible]

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। [illegible] ৷৹

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত [illegible] রামলক্ষ্মণাদি ব্যক্তিগণের ও [illegible] সীতা[illegible] [illegible] বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। [illegible] রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় [illegible] বিষয়ের [illegible]।

৭। [illegible]

৺রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল [illegible] নহে)। বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক। [illegible] পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ [illegible] [illegible] বিনা মূল্যে পাইবেন।

অভিপ্রায়ানুযায়ী যে সকল সভানুষ্ঠান হইবে, তাহা সাধারণের অনুষ্ঠিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহা পরিষদের কার্য্যের অন্তর্গত হইবে না।*

৬। যশোহরের মাগুরার অন্ত উকীল শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা সীতারাম রায়ের সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনাইলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে, তিনি সীতারামের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, তাঁহার জন্ম পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় প্রদেশে, শিক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে ও কর্ম্মস্থান মধ্যবঙ্গে, এই হেতু প্রায় সমগ্র দেশের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক রহিয়াছে। তৎপরে তিনি কিরূপে দেশের মধ্যে দস্যুদলনদ্বারা শান্তিস্থাপন করিয়াছিলেন ও মগ, ফিরিঙ্গী, পাঠান প্রভৃতি বৈদেশিক শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ দিয়া তাঁহার উদার ধর্ম্মমত ও সামাজিক মত, রাজ্যমধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের চেষ্টা ও বিবিধ সংকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া তিনি কি কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝাইলেন এবং উপসংহারে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ আয়োজন করিয়া সীতারামের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালনার্থ সাধারণকে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য সীতারামের জীবন চরিত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক হইতে তাঁহার বক্তৃতার উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে।

সভাপতি বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া সকলকে বক্তার রচিত সীতারাম রায়ের জীবন চরিত গ্রন্থ অধ্যয়নে অনুরোধ করিলেন।

৭। তৎপরে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু "ভাষার ছন্দের উৎপত্তি" প্রবন্ধপাঠ করিলেন। [ঐ প্রবন্ধ ১১ ভাগ ২য় ও ৩য় সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।] ঐ প্রবন্ধে লেখক পয়ার ছন্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জনের নানা অনুমানের সমালোচনা করিয়া নিজের আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার মতে পয়ার শব্দের "পদ" অর্থাৎ চরণ "পদ" শব্দের বিকৃতি। যাহা পদযুক্ত তাহাই পয়ার।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রচন্দ্র সেন বলিলেন, পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মত আলোচ্য; (১) প্রাচীন পুঁথিতে পয়ারকে "পদাকৃত" ছন্দ বলা হইয়াছে। ঐ "পদাকৃত" (অর্থাৎ প্রাকৃত) শব্দ হইতে পয়ার হইয়াছে কি না? (২) "পদকার" শব্দের এক অর্থ লড়াই—বাহু-যুদ্ধ। কবির লড়াই প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইত বলিয়া "পদকার" হইতে "পয়ার" হইয়াছে কি না? (৩) "পাঁচালি" বা "পঞ্চালী" শব্দের সহিত পয়ারের সম্বন্ধ দেখা যায়। [illegible]

---

* এতদনুসারে ২১শে ফাল্গুন তারিখে জেনেরাল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনষ্টিটিউসনে [illegible] তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ [illegible] দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন [illegible] মিলিত হইয়া ২২শে ফাল্গুন তারিখে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট ডেপুটেসন [illegible] রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় [illegible] বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী (অবৈতনিক) উপস্থিত ছিলেন। [illegible] একমাস অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত [illegible] দিয়াছেন।

[illegible]দেশের সহিত উহার কোন সম্পর্ক আছে কি না? দীনেশ বাবু বলিলেন, পয়ার পূর্ব্বে ১৪ অক্ষর ছিল না। পরে ক্রমে [illegible] কবিতাটি [illegible] হইতে অক্ষরসংখ্যা চৌদ্দতে দাঁড়াইয়াছে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, [illegible] কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। প্রবন্ধলেখককে [illegible] উপায় প্রদর্শন [illegible]।

[illegible] মহাশয় [illegible] বাঙ্গালা অনুবাদ শুনাইলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সভাপতি।

বিশেষ অধিবেশন।

১৭ই চৈত্র, ৩০ মার্চ, বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

মফস্বল হইতে যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের ও কলিকাতার কলেজের ছাত্রদিগের সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং তাঁহাদের সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্বন্ধস্থাপনের উদ্দেশে ক্লাসিক থিয়েটারে সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। থিয়েটারের গৃহ সহস্রাধিক ছাত্রে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং শৃঙ্খলার সহিত বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত ডাক্তার [illegible] বসু মহাশয় প্রথমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, পরে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দেন। নিম্নোক্ত মহোদয়গণ ও আরও অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত [illegible] বসু
" [illegible]নাথ রায় ব্যারিষ্টার	" [illegible] দাস
" [illegible] রায় ব্যারিষ্টার	" অমৃতলাল বসু
" [illegible] মিত্র	" গোবিন্দলাল দত্ত
" [illegible] রায়	" সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী
" [illegible]	" আবদুল [illegible]
" [illegible] কবিরাজ	" যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ

একাদশবর্ষীয় বিশেষ সভার কার্য্য-বিবরণী।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বসু	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" বিপিনচন্দ্র পাল	" শিবধন বিদ্যার্ণব
" কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ; বি, এল
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল্	" মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম, এ
" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ	" ললিতমোহন মল্লিক
" সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ	" আশুতোষ গড়াল
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ	" জগদীশচন্দ্র বসু এম, এ, ডি, এস্‌সি
" প্রবোধচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	" পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী এম, এ
" রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর	" হেমচন্দ্র মল্লিক
" সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	" গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	" চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ
যোগেশচন্দ্র মিত্র	" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যতীন্দ্রনাথ বসু	" শিবনাথ মুখোপাধ্যায়
" সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এল্	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, বি, এল্
" সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	" শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
" সখারাম গণেশ দেউস্কর	হেমেন্দ্রনাথ দত্ত
" নিখিলনাথ রায়, বি, এল	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ (সম্পাদক)
" দীনেশচন্দ্র মজুমদার	মন্মথমোহন বসু } (সহকারী সম্পাদক)
" মহেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ	" ব্যোমকেশ মুস্তফী } (সহকারী সম্পাদক)

১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সরস্বতী-বন্দনা গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ বিনা পাঠে অনুমোদিত হইল।

২। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নিম্নশিক্ষা-সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে পরিষদের নিযুক্ত শাখাসমিতির লিখিত আবেদন পত্র অনুমোদিত হইল ও উহা গভর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিবার আদেশ হইল।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	১। শ্রীমহম্মদ আব্দাস্ সোব্হান, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীহীরেন্দ্রপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	২। শ্রীহরিনাথ দে এম, এ শঙ্করতলা ষ্ট্রীট
		৩। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র এম, এ ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৪। শ্রীশশিজীব রায়, ভূতপূর্ব্ব ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, ধাপ, রঙ্গপুর।
"	"	৫। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গঙ্গানাথ রায়ের বাটী, ধাপ রঙ্গপুর।
"	"	৬। শ্রীভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী, ভাইস চেয়ারম্যান ডি বোর্ড, জমিদার, রঙ্গপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৭। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী, জমিদার, টেপা রঙ্গপুর।
"	"	৮। শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, এল্ উকীল রঙ্গপুর।
"	"	৯। শ্রীরাধারমণ মজুমদার, জমীদার রঙ্গপুর।
"	"	১০। শ্রীপ্রাণবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল সম্পাদক রঙ্গপুর পবলিক লাইব্রেরী মহারাজ নন্দকুমারের বাসা রঙ্গপুর।
"	"	১১। শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল, রঙ্গপুর।
"	"	১২। কবিরাজ শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বিদ্যাভূষণ ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
"	"	১৩। শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ১৬নং [illegible] লেন,
"	"	১৪। ভূপেন্দ্রনাথ রায় ২৯ শিবনারায়ণ দাসের লেন।
"	"	১৫। শশিভূষণ বসু এম্ এ হেড্ মাষ্টার, [illegible] স্কুল [illegible] সিটী।

৬। তৎপরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। * ঐ প্রবন্ধলেখক মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গ-প্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য ছাত্রবর্গকে আহ্বান করিলেন। মাতৃভূমির সেবা ব্যতীত কেবলমাত্র ধ্যান বা বন্দনা দ্বারা মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না। এখন মাতৃভূমির সেবা আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

* ঐ প্রবন্ধ ১৩১২ বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে বাহির হইয়াছে।

[illegible] ও স্বজাতিকে ভাল করিয়া না চিনিলে [illegible]। মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ-ভরে তাঁহার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও আধুনিক অবস্থা জ্ঞাত না করিয়া [illegible] আমাদের মাতৃসেবার প্রথম উপায়। ছাত্রগণ তাঁহাদের সমস্ত [illegible] উদ্যমের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত এই অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত হউন; তদ্দ্বারাই তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি জাগিয়া উঠিবে। সাহিত্য-পরিষৎ সম্প্রতি এই স্বদেশসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছাত্র-দিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। প্রবন্ধপাঠকের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষার ও ভাবের আন্তরিকতায় শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া ঐ মর্ম্মে ছাত্রগণকে আহ্বান করিলেন।

প্রবন্ধপাঠের পর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপে ছাত্রগণকে অভ্যর্থনা করিয়া রবীন্দ্রবাবুর উপদেশমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ একশ্রেণীর ছাত্র সভ্য-গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহারা পরিষদের নির্দ্দেশমত বাঙ্গালার সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতির অনুসন্ধান করিবেন। বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্যের অনুসন্ধানে লোকবল আবশ্যক। অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ইংরাজি অভিধান সঙ্কলনের জন্য দুই লক্ষ Volunteer আবশ্যক হইয়াছিল। এখানেও সেইরূপ লোকবল আবশ্যক। ছাত্রগণ আপাততঃ পরিষদের সাহায্যার্থে Volunteer শ্রেণীতে নিযুক্ত হউন।

তৎপরে হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া ছাত্র-দিগকে রবীন্দ্রবাবুর উপদিষ্ট মাতৃভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইতে বলিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার বাল্যকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাৎকালিক বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধার বিষয় উল্লেখ করিয়া আধুনিক রুচি পরিবর্ত্তনের বিষয় ইঙ্গিত করিলেন।

প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সভায় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপলক্ষে তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ছাত্র-গণকে বলিলেন, এখন বাক্য ছাড়িয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় আসিয়াছে। একদিন আমরা বাক্যদ্বারা স্বদেশের উন্নতির চেষ্টায় ছিলাম। এখন সে দিন অতীত হইয়াছে। কাজের সময় আসিয়াছে। সকলে সাধ্যমত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ছাত্রগণকে বলিলেন, আমাদের জীবনে এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, তোমাদের জীবনের এখন প্রভাত, সন্ধ্যার সহিত প্রভাতের এই স্থলে সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। আমরা যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যাইতেছি, [illegible] সেই সূত্র ধরিয়া জীবনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ [illegible] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিশ্রমের জন্য আমার [illegible] গানটি গাহিলেন

শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সভাপতিকে ক্লাসিক থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে ও সঙ্গীত-প্রযুক্তগণকে ধন্যবাদ জানাইলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। — সম্পাদক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। — সভাপতি।

একাদশ বার্ষিক অধিবেশন।

১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রেল, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ; বি, এল—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ; বি, এল্
„ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ	„ কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু	„ মনোরঞ্জন গুহ
„ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	„ চিত্তসুখ সান্যাল
„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্	„ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ	„ যাদবীনাথ নন্দী
„ যতীশচন্দ্র মিত্র	„ মুন্সী এম্, কে, এম রওসন আলী
„ আনন্দনাথ রায়	„ মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন, বি এল্
„ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ
„ রমেশচন্দ্র বসু	„ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)
„ সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	„ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
„ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ	„ গৌরহরি সেন
„ জগচ্চন্দ্র মোদক	„ তারকনাথ বিশ্বাস
„ ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী	„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ
„ ফণীন্দ্রনাথ [illegible]	„ কেদারনাথ সান্যাল
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল্	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ
„ সখারাম গণেশ দেউস্কর	„ মন্মথমোহন বসু বি, এ } সহঃ সম্পাদক
„ শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী }
„ নিখিলনাথ রায় বি, এল	„ দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ }

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬০। শ্রীনকড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউসন
শ্রীরমেশচন্দ্র বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৬১। „ রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৪ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৬২। „ মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ মদন মোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন
		৬৩। „ কিশোরীমোহন সিংহ পরিষৎ কার্য্যালয়

৩। [illegible] সম্পাদক শ্রীযুক্ত [illegible]মোহন বসু মহাশয় পরিষদের ছাত্রসভাসম্বন্ধে যে নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেন এবং তদনুসারে পরিষদের নিয়মাবলীর যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, উক্ত ছাত্রসভা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুমোদিত হউক এবং পরিষদের নিয়মাবলীর উক্তরূপ পরিবর্ত্তন করা হউক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পরিষদের কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি., এল.—সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায়	„ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	সহকারী সভাপতি
মাননীয় বিচারপতি	„ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম এ, ডিএল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই,	সহকারী সভাপতি
	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সহকারী সভাপতি
অধ্যাপক	„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ—সম্পাদক	
	„ মন্মথমোহন বসু বি, এ	সহকারী সম্পাদক
	„ ব্যোমকেশ মুস্তফী	সহকারী সম্পাদক
	„ কিশোরীমোহন সিংহ	সহকারী সম্পাদক
	„ নগেন্দ্রনাথ বসু—পত্রিকা-সম্পাদক	
	„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,—ধনরক্ষক	
	„ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থরক্ষক	
অধ্যাপক	„ মন্মথ মোহন বসু বি, এ—ছাত্রসভার পরিদর্শক	
	„ গৌরীশঙ্কর দে এম, এ, বি, এল	আয়ব্যয়-পরীক্ষক
	„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ	আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং ইহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় জানাইলেন, পরিষদের সভ্যগণ কর্ত্তৃক ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে যে আট জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই জন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হওয়াতে যাঁহারা নির্ব্বাচনে ৯ম ও ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষদের নিয়মানুসারে নির্ব্বাচিতের মধ্যে ধরা হইয়াছে। এইরূপ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এ, এফ, আর, এ, এস। অধিকন্তু ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি নিম্নলিখিত চারিজনকে ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য মনোনীত করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল। এই বার জন এবং আয়ব্যয়পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত উপরি উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া ১৩১২ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩১১ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই পুস্তকে তিনি পুস্তক বিশেষের সমালোচনা না করিয়া ১৩১১ সালে যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি করিয়া গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার নামোল্লেখ করিলেন এবং তাহাদের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার কতকটা আভাস দিলেন।

শ্রীযুক্ত মুন্সী এম, কে, এম রওশান আলী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধে মুসলমান লেখকগণের কর্ত্তৃক লিখিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গলা পুস্তকের নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে কবি কায়কোবাদ প্রণীত "মহাশ্মশান," "লায়লা মজনু" এবং জনৈক মুসলমান লেখিকা প্রণীত মতিচুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বটতলা হইতে প্রকাশিত অল্প শিক্ষিত মুসলমানদিগের দ্বারা লিখিত পুস্তকসমূহের উর্দ্দু পারসী প্রভৃতি মিশ্রিত অশুদ্ধ বাঙ্গলাকে ব্যোমকেশ বাবু যে "মুসলমানী বাঙ্গলা নাম দিয়াছেন, তাহা বড়ই আপত্তিকর। কলিকাতা গেজেট এইরূপ নামকরণ করিয়া থাকিলেও ব্যোমকেশ বাবুর তাহা গ্রহণ করা উচিত হয় নাই। উপরি উক্ত বটতলার গ্রন্থগুলি মুসলমানী বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ নহে; সে গুলি যে ভাষায় লিখিত সে ভাষায় মুসলমানদিগের সংবাদপত্রাদি লিখিত হয় না। এইরূপ ভাষার অন্য আখ্যা দেওয়া উচিত।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখিয়া দুঃখিত। আধুনিক প্রকাশিত কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের নাম বাদ পড়িয়াছে। তালিকা আরও সম্পূর্ণ হওয়া উচিত ছিল। [illegible], [illegible] [illegible],

নগেন্দ্র বাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ, সতীশ বাবুর বুদ্ধদেব প্রভৃতির উল্লেখ নাই।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তাড়াতাড়িতে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই, পরে করিবেন। তিনি ঐতিহাসিক গ্রন্থ অধিক প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, তাহার প্রয়োজন ছিল না। চিরকালই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। বটতলার মুসলমানী ভাষার জন্য দুঃখ করিবার আবশ্যক নাই, ইহা ক্রমে উন্নত হইবে। আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলার অবস্থাও পূর্ব্বে অনেকটা এইরূপ ছিল, তাহা রাম রাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িলে বুঝা যায়।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিলেন,—আমি পঞ্চানন বাবুর কথা অনুমোদন করি না। ব্যোমকেশ বাবু পরিশ্রমের ত্রুটি করেন নাই। "মুসলমানী বাঙ্গলা" শব্দটা একটা নাম মাত্র—ইহাতে মুসলমান ভ্রাতাগণের প্রতি কটাক্ষ করিবার কোন উদ্দেশ্য নাই। তাঁহারা বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গভাষা এবং আমরা সকলে তাঁহাদের নিকট ঋণী।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবু যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আমারই প্রস্তাবমত ব্যোমকেশ বাবু এই কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু বঙ্গভাষার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে একার্য্যের জন্য কলিকাতা সেক্রেটরির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কার্য্যটা যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে কেবল একজনের উপর ভার দেওয়াও উচিত নহে। শ্রেণীবিভাগ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিগণের উপর একার্য্যের ভারার্পণ করা উচিত। কেহ কেবল দর্শনবিষয়ক গ্রন্থগুলি লইয়া আলোচনা করুন, কেহ উপন্যাস, কেহ ইতিহাস, এইরূপ এক একজন এক একটি বিষয়ের গ্রন্থগুলি লইয়া সমালোচনা করুন। এরূপ করিলে তবে কার্য্য সম্পূর্ণভাবে হইবে। মুসলমান ভ্রাতাদিগের মনে কোনরূপ কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে "মুসলমানী বাঙ্গলা" শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু যখন আপত্তি উঠিয়াছে তখন নামটি পরিবর্ত্তন করাই ভাল।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—আমি যতীন্দ্র বাবুর কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আশা করি আগামী বারে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে। পঞ্চানন বাবু ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যেরূপভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা ভাল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—ব্যোমকেশ বাবুর প্রবন্ধ ও যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। যাঁহারা প্রবন্ধের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকটও কৃতজ্ঞ। এরূপ প্রবন্ধে সাহিত্য-পরিষদের সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক কার্য্যের এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক সাহিত্যের উল্লেখ থাকা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন দ্বারা সাহিত্যের ক্রম পরিপুষ্টি সাধিত হয় না।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস মহাশয় বলিলেন,—প্রতিবৎসর যে সকল বাঙ্গলা পুস্তক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থকার বা প্রকাশকগণ যদি তাহার একখানি করিয়া পরিষদে দেন, তাহা হইলে এইরূপ বার্ষিক আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পূর্ব্ববক্তারা প্রবন্ধকারকে যে ধন্যবাদ দিয়াছেন, আমি তাহা সমর্থন করিতেছি। তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। "মুসলমানী বাঙ্গালা" শব্দের অর্থ মুসলমানেরা যে বাঙ্গালা লেখেন তাহা নহে, তাঁহাদের বাঙ্গালায় আমাদের বাঙ্গলায় কোন প্রভেদ নাই, তাহার কোন স্বতন্ত্র নাম দিবার প্রয়োজন নাই। অশিক্ষিত মুসলমানেরা এক প্রকার অপভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাকেই গবর্ণমেন্ট অন্যনামের অভাবে এই নাম দিয়াছেন। অন্য নাম দিতে পারিলে ভাল হয়। যতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব উত্তম। এক এক বিষয় আলোচনা করিবার ভার এক এক জনের হাতে থাকাই উচিত। যিনি যে বিষয়ের ভার লইবেন সেই বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হয় সেইগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ ও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমস্ত বৎসর জাগরূক থাকিয়া সেইদিকে তাঁহাকে সাগ্রহদৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবে ফল সন্তোষজনক হইবে। আশা করি প্রকাশকেরা ও প্রেসের অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে পরিষৎকে সহায়তা করিবেন। পুস্তক মুদ্রিত হইলেই যেমন তাঁহারা গভর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইয়া দেন, সেরূপ একখানি করিয়া যদি পরিষদে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। ইহাতে উভয় পক্ষেরই লাভ।

তৎপরে প্রবন্ধপাঠকদিগকে ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সহকারী সম্পাদক

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সভাপতি

কারো পোতা সুদ্ধ, কেটে নিয়েছে আড়া সুদ্ধ ঘর
সে কানসাগ্না লোকের হয়েছে এবার।
পুরাতন বৃক্ষ আদি এক কালেতে নিল বিধি, কিছুই রল না—
থাক্‌গে মনে থাক্‌গে মশা এ দুর্দ্দশা করল বড়,
মারি ঠেলা লাগাই প্যালা রক্ষা করি ঘর,
ঘর থুয়ে আমারে ঠেলে ফেল্লো কাদার পর,
বসে রলেম খুড়ো চিলেবি আকার,
কিবা কর্‌বো ঘর রক্ষে হলো আমার প্রাণে বাঁচা ভার।
বলি খুড়ো বাবা তুই যা জানিস্ তাই কর,
তাই ভাবছি বসে না পাই দিশে, ক্ষণে ক্ষণে হাসিও আসে, কি হয় বখনে।
ও তাই বলে ইডু দীনবন্ধু এ সিদ্ধ ভাব সেই জানে॥"

উভয় কবির এক সময়ের কবিতা হইতে উভয় কবির গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পাগলা কানাইর কবিতার কাছে ইডু বিশ্বাসের তুলনাই হয় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমোক্ষদাচরণ [illegible]

বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ

বাঙ্গালা ব্যাকরণে কারক প্রকরণে নানা গণ্ডগোল আছে। সাধারণতঃ ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি একত্র মিশাইয়া যে কারক-প্রকরণ রচিত হয়, তাহা অবৈধ অযুক্ত ও অসঙ্গত। বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি নির্দ্ধারণ করিয়া কারক-প্রকরণের সংস্কার আবশ্যক।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় দেখাইয়াছিলেন, ইংরেজি case ও সংস্কৃত কারক সমান-অর্থবাচক নহে। ইংরেজি ব্যাকরণের case অর্থে বিশেষ্য পদের অবস্থা; সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক ক্রিয়ার সহিত অন্বয় দেখায়। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় নাই, তাহা সংস্কৃত হিসাবে কারক-লক্ষণযুক্ত নহে। যেমন, "ভীমো [illegible]-তেন দুর্যোধনস্য ঊরূ বভঞ্জ"—এস্থলে ভাঙ্গা ক্রিয়ার কর্ত্তা ভীম, কর্ম ঊরু, আর [illegible]; তিনেরই সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে। দুর্যোধনের ঊরুর সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, কিন্তু দুর্যোধনের সহিত ক্রিয়ার সম্পর্ক নাই; দুর্যোধনের সহিত [illegible] দুর্যোধন ভোক্তা হইলেন বটে, কিন্তু বৈয়াকরণের নিকট তিনি [illegible]

ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত হইয়াই পড়িয়া থাকিলেন। কিন্তু ঐ বাক্যের ইংরেজি তর্জমাতে ভীমের nominative, উরুর objective, ও দুর্যোধনের হইবে possesive case, কেননা উরু দুইটা তাঁহারই সম্পত্তি। আবার ঐ বাক্যটিকে বাচ্যান্তরিত করিয়া কর্মবাচ্যে লইয়া গেলে ভীম প্রথমা বিভক্তি ত্যাগ করিয়া তৃতীয়া বিভক্তি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কর্তৃত্ব যায় না। আর দুর্যোধনের উরু দ্বিতীয়া বিভক্তি ত্যাগ করিয়া প্রথমান্ত হইয়া পড়িলেও উহা কর্মকারকই থাকে। ইংরেজিতে কিন্তু অন্যরূপ; Bhim broke his legs, এখানে পাদদ্বয় objective, কিন্তু his legs were broken by Bhim বলিবামাত্র পা দুখানা একবারে nominativeএ গিয়া পড়ে। বুঝা গেল, সংস্কৃত ব্যাকরণের কারক অর্থগত, ইংরেজির case স্থানগত ও অবস্থাগত।

সংস্কৃতে বিভক্তির সংখ্যা সাতটি, তন্মধ্যে ছয়টি কারকে ছয়টি বিভক্তি নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছে, আর সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ষষ্ঠী বিভক্তিটি নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ইংরেজিতে এতগুলি বিভক্তি নাই। কর্তার বিভক্তিচিহ্ন নাই; কর্মের বিভক্তিচিহ্ন আছে, কেবল সর্বনামে মাত্র; বিশেষ্য পদ কর্মে বিভক্তি গ্রহণ করে না, উহার বাক্য মধ্যে অবস্থান দেখিয়া কর্মত্ব নিরূপণ করিতে হয়। এবং possessive case এর বিভক্তি চিহ্ন রহিয়াছে। করণ, অপাদান, অধিকরণ ইত্যাদি স্থলে পদের পূ[illegible]ion বসে এবং বলা হয় পদগুলি in the objective case governed by preposition—ইংরেজির যাহাতে objective case, তাহা কোন স্থানে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, কোথাও বা prepositionএর সহিত অন্বিত। ইহাতে দোষ নাই, কেননা ইংরেজি caseএর সহিত ক্রিয়ার কোন অন্বয় থাকা আবশ্যক নহে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণের কারকের অর্থ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে, ইংরেজি ধরিলে চলিবে না; এ বিষয়ে মতভেদ হইবে না। কিন্তু এই বিভক্তির ব্যাপারে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিল নাই, বরং ইংরেজির মিল আছে। সংস্কৃতে সাত বিভক্তি, বাঙ্গালায় অতগুলা বিভক্তি নাই; গোটা দুই চারি আছে। বাঙ্গালা কারক সেই কয়টা বিভক্তির সাহায্য লয়। অন্যত্র ইংরেজিতে preposition দ্বারা যে কাজ করা হয়, বাঙ্গালাতে postposition দ্বারা সেই কাজ চলে। বাঙ্গালার বিভক্তিচিহ্নগুলি দেখা যাক।

(১) কর্তার বিভক্তির চিহ্ন প্রায় থাকে না,—যথা—জল পড়িতেছে, ফল পাকিয়াছে, পাখী ডাকিতেছে। স্থলবিশেষে কর্তার বিভক্তি চিহ্ন 'এ' যথা—'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'চোরে চুরি করে' 'পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে' 'তাঁহার মহিমা কিছু লোকে না জানিল'।

(২) কর্মকারকে বহুস্থলে বিভক্তি চিহ্ন থাকে না যথা—'ভাত খায়' 'গাছ কাটে' 'আম পাড়'। স্থলবিশেষে বিভক্তি চিহ্ন 'কে' যথা—'রামকে ডাক' 'মধুকে দাও'। পদ্যে 'কে'র স্থলে 'রে' বা 'এরে' প্রয়োগ দেখা যায়—'রামেরে ডাক' 'আমাদিরে বিদায় করিতে আসিল'। কচিৎ 'তোমাকে' 'আমাকে' স্থলে 'তোমায়' 'আমায়' দেখা যায়। 'পুত্রে ডাকি কহে' এ স্থলে কর্মে বিভক্তি 'এ'।

(৩) করণে বিভক্তি চিহ্ন 'এ' এবং 'তে' যথা—'কাণে শোন', 'চোখে দেখ', 'দাঁতে কাটে'

'উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে'। 'দ্বারা' 'দিয়া' প্রভৃতিকে আমরা বিভক্তি বলিতে সম্মত নহি।

(৪) বাঙ্গালার সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে প্রচুর বিরক্তা জন্মাইবার হেতু হইয়াছে। উহার কোন স্বতন্ত্র বিভক্তি চিহ্ন নাই; কর্ম্মের সহিত অভেদ— যথা 'ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও' "দরিদ্রকে ধন দাও" "কন্যা হইলেন দাসী করি [illegible] তোমার (=তোমাকে)"

(৫) অপাদান কারক বিভক্তি চিহ্ন লইতে চায় না, postposition দ্বারা কাজ চালায়— 'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে' 'বাঘ হইতে ভয় পায়' 'হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিতেছে'। এই "হইতে" postpositionএর মূল যাহাই হউক, উহা সম্প্রতি বাঙ্গালায় অব্যয়ের কাজ করে। উহাকে বিভক্তি বলিয়া গণ্য করিলে নিতান্ত অবিচার হইবে।

(৬) সম্বন্ধের চিহ্ন 'র' 'এর' যথা—আমার বাড়ী, তোমার মাথা, রামের বাড়ী।

(৭) অধিকরণের বিভক্তি 'এ', 'তে', যথা—'ঘরে থাকে' 'আকাশে মেঘ' 'উঠানে [illegible] আছে' 'বিছানাতে শোও'। 'এ' স্থল বিশেষে রূপান্তরিত হইয়া 'য়' [illegible] —[illegible] শোও'।

[illegible] বাঙ্গালার বিভক্তি চিহ্ন চারিটি মাত্র, 'কে' 'র' 'এ' 'তে'। [illegible] (এবং সম্প্রদান কারকের) চিহ্ন। 'র' (এবং 'এর') সম্বন্ধের চিহ্ন। [illegible] এবং 'তে' বিশেষরূপে করণ ও অধিকরণের চিহ্ন হইলেও সময় সময়ে কর্ত্তা, [illegible] ও [illegible]কেও গ্রহণ করিয়া বসে। নিম্নের উদাহরণে ইহা স্পষ্ট হইবে; যথা—

অধিকরণে—'মাছ জলে থাকে' 'রাম নৌকাতে আছেন' (অথবা 'রাম নৌকায় আছেন')

করণে—'কাণতে চায়' 'লাঠিতে মার' ('ঘোড়ায় চড়')

কর্ত্তায়—হুঁকতে খায়, হুঁকনাতে খাব, চলনায় খাব।

কর্ম্মে—'জনাথে [illegible] অঠান গোটিয়া'।

[illegible] একবারে [illegible] [illegible] হয় [illegible]

[illegible] এই কয়টি বিষয় [illegible]—(১) কর্ত্তার [illegible]

[illegible] বিভক্তি চিহ্ন কোথাও [illegible] না।

[illegible] বুঝাইবার চিহ্ন 'র'।

[illegible] বিভক্তি চিহ্ন নাই। (৫) [illegible]

[illegible]

[illegible]

চিহ্ন কোথায় থাকিবে, কোথায় থাকিবে না, তাহার সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। হইতে পারে ভাষার প্রাচীন অবস্থায় সর্ব্বত্রই বিভক্তি ছিল, এখন শ্রমসংক্ষেপের অনুরোধে বিভক্তিচিহ্নগুলি লোপ পাইতে বসিয়াছে। কালে সবগুলিই লোপ পাইতে পারে; এমন কি এমন সময় আসিতে পারে, যখন preposition গুলি, যাহা এখন স্বতন্ত্র পদ, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তি-পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরও সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া বিভক্তিলক্ষণে পরিণত হইবে। কিন্তু সে ভবিষ্যৎ কথা। বর্ত্তমানে উঁহাদিগকে বিভক্তিচিহ্ন বলিয়া গণনা করা চলিবে না। উঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পদগুলিতেও কারকত্ব অর্পণ করা চলিবে না।

লোকমুখে প্রচলিত আধুনিক ভাষাগুলির বিভক্তিচিহ্ন ত্যাগ করাই স্বভাব। ইউরোপে classical ভাষাসমূহে, dative, accusative, ablative, প্রভৃতি নানা কারক ও তদনুযায়ী বিভক্তিচিহ্নের কথা শুনা যায়। ইংরেজি সে সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছে। সংস্কৃতে যত বিভক্তিচিহ্ন ছিল, বাঙ্গালায় তাহা নাই।

বাঙ্গালায় দ্বিবচনের চিহ্নও একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বহুবচনের বেলায় নিতান্ত কষ্টে কাজ সারিতে হয়। প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের একমাত্র বিভক্তি 'রা'—গরু—গরুরা, মানুষ—মানুষেরা। [illegible]স্থলে গণ, গুলা, সব, সকল, প্রভৃতি স্বতন্ত্র শব্দ যোগ করিয়া বহুবচনের বিভক্তির কাজ চালাইতে হয়। কোন কোন আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণে ঐ সকল [illegible] চিহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহা অত্যাচার। প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতেছি [illegible] বিনোদে সঙ্গে বৈষ্ণবের গণে" "জয়দেব ঠাকুর সঙ্গে বৈষ্ণবের গণ"—অতএব গণ পৃথক্ শব্দ [illegible] নাই। প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অন্যত্র বহুবচন প্রকাশের আর একটি কৌশল আছে। যথা '[illegible] [illegible]—বৈষ্ণবদিগকে' 'বৈষ্ণবদের [illegible]' । দীনেশবাবুর অনুমানে বৈ[illegible]— [illegible]াদির; বৈষ্ণবদিগের=বৈষ্ণবাদিকর। অর্থাৎ এককালে আদি শব্দযোগে বহুবচন [illegible] হইত, স্বার্থে 'ক' যোগ করিয়া উহা 'আদিক' এই রূপ গ্রহণ করিত। বর্ত্তমান রূপ ঐ প্রাচীন রূপের বিকৃতি [illegible]। কেহ বলেন 'দিগ' বৈদেশিক 'দিগর' হইতে আসিয়াছে। [illegible]
ন—'জগন্নাথে দিব'[illegible]
[illegible] 'দিয়া' 'হইতে' 'থাকিয়া' প্রভৃতি শব্দগুলিকে বিভক্তিচিহ্ন মনে করা চলিতে [illegible] [illegible] অন্য কারণেও বুঝা যায়। 'আমা দ্বারা এ কাজ হইবে না' এই বাক্যে 'আমাদ্বারা' [illegible] [illegible]নায় দ্বারা' 'আমাকে দিয়া' যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইতে পারে। বলা [illegible] [illegible]মাকে' বিভক্ত্যন্ত পদ; 'দিয়া' বিভক্তি লক্ষণ হইলে একটা পদের উপর [illegible] [illegible] হইয়া পড়ে। তদ্রূপ অন্য উদাহরণ—'মাদ ভেবে তার [illegible]' '[illegible] তার [illegible] [illegible] দিয়া যায়' 'লাঠিতে করিয়া মার' 'হাতে ক'রে লও' '[illegible] দিবে [illegible], [illegible] [illegible] 'তাঁহাকে' 'তাহার লেগে মন কি করছে' 'আমার পানে চাও' '[illegible] [illegible] বিভক্তিচিহ্ন কোথাও রহিয়াছে, কোথ. নহিলে চলিবে না' এই সকল বাক্যে [illegible]

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার সম্প্রদানকারক ঘটিত বিতণ্ডাটা তোলা আবশ্যক। সংস্কৃতে কারক অর্থগত। যে কর্ত্তা, সে কর্ত্তাই থাকিবে; 'রামো বনং জগাম' এস্থলে প্রথমান্ত রাম কর্ত্তা, 'রামেণ বনং গতম্' এস্থলে তৃতীয়ান্ত রামও কর্ত্তা। বিভক্তিচিহ্ন দেখিয়া কারক নির্ণয় হইল না। আবার 'নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্' (অগ্নি কাষ্ঠে তৃপ্ত হন না) এস্থলে কাষ্ঠ তৃপ্ত্যর্থধাতুর যোগে ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও করণ কারক। 'দ্বির্দিবসস্য ভুঙ্‌ক্তে'—দিনে দুইবার খায়—এস্থলে দিবস ষষ্ঠ্যন্ত হইলেও অধিকরণ। কাজেই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে বিভক্তি দেখিয়া কারক নিরূপণ হইবে না, অর্থ দেখিতে হইবে। এখন 'দরিদ্রকে ধন দাও' এই বাক্যে দরিদ্রের বিভক্তি কর্ম্মের বিভক্তির সহিত অভিন্ন হইলেও দরিদ্র যখন দানপাত্র, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণের পদ্ধতিতে চলিলে তাহার সম্প্রদানত্ব যাইবে কিরূপে? ক্রিয়ার সাধক যদি সর্ব্বত্রই করণ হয়, দানক্রিয়ার পাত্র তখন সর্ব্বত্র সম্প্রদানই হইবে।

কাজেই একপক্ষের বক্তব্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইলে সম্প্রদানকে কেবল বিভক্তিমাত্র দেখিয়া কর্ম্ম বলা চলিবে না। বিভক্তি দেখিয়া কারক স্থির করিতে হইলে, 'সাপে কাটে, বাঘে খায়' এ সকল স্থলে সাপকে ও বাঘকে কর্ত্তা না বলিয়া অধিকরণ বা ঐ রূপ কিছু বলিতে হয়।

পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এইরূপ দেওয়া চলিতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণে সাধারণ বিধি অনুসারে দানপাত্রের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি রহিয়াছে—চতুর্থী বিভক্তি। সাধারণতঃ কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও সম্প্রদানে চতুর্থী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট। এই নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে বলিয়াই, কর্ম্ম হইতে ভিন্ন একটা সম্প্রদান কারক বৈয়াকরণেরা খাড়া করিয়াছেন। নতুবা কেবল দানক্রিয়ার পাত্র বলিয়াই উহাকে একটা স্বতন্ত্র কারক করা হয় নাই। তাহা হইলে রবীন্দ্রবাবুর ভাষায় ভোজন-ক্রিয়ার পাত্রকে সম্ভোজনকারক, তাড়নক্রিয়ার পাত্রকে সন্তাড়নকারক, এইরূপে ক্রিয়ামাত্রেরই জন্য এক একটা বিশেষ কারক স্থির করিতে হইত। ফলে ক্রিয়া যাহাকে আক্রমণ করিয়া রহে, তাহার নাম কর্ম্ম; উহার নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি দ্বিতীয়া; ক্রিয়ামাত্রেরই পক্ষে এই বিধি। কেবল দান-ক্রিয়ার বেলায় ভিন্ন বিভক্তি চলিত থাকায় উহার জন্য একটা স্বতন্ত্র কারক করা হইয়াছে মাত্র। নতুবা দানক্রিয়া পরম পুণ্য হইলেও বৈয়াকরণের নিকট উহাকে অন্য সকল ক্রিয়া হইতে স্বাতন্ত্র্য দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; বাঙ্গলায় যখন দানক্রিয়ার পাত্রের জন্য কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই, তখন উহাকে অন্যান্য ক্রিয়ার সমতুল্য মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। সেই জন্য দানক্রিয়া যে ব্যক্তিকে সবেগে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাকে দানক্রিয়ার কর্ম্ম বলিলে এমন ক্ষতি কি হইবে?

এই যুক্তিতে যাঁহারা সন্তুষ্ট না হইবেন, তাঁহাদের জন্য সংস্কৃতব্যাকরণের দোহাই দিয়া অন্য একটা যুক্তি দেখান যাইতে পারে। সংস্কৃতব্যাকরণের কারকগুলি যে কেবল অর্থ দেখিয়াই সর্ব্বত্র স্থির হয় এমন নহে। একটু জোর করিয়া নানা অর্থে [illegible] কারক [illegible] হয়। যেমন অপাদানের মূল অর্থ যাহা হইতে বিশ্লেষ ঘটে বা সরান যায়। [illegible]

'... পততি' 'জলাদুত্থিতঃ' এই সকল উদাহরণে অশ্ব, গৃহ, জল স্পষ্টতঃ অপাদান। কিন্তু তদ্ব্যতীত, যাহা হইতে লোকে ভয় পায়, যাহা উৎপত্তির হেতু, যাহা হইতে বিরাম হয়, যাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, যাহার নিকট শোনা যায়, তাহারা সকলেই অপাদান—তাহাদের সাধারণ লক্ষণ পঞ্চমী বিভক্তি।

পুনশ্চ দেখ। ভৃত্যায় ক্রুধ্যতি, শত্রবে দ্রুহ্যতি, এই সকল স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণে ভৃত্যকে ও শত্রুকে সম্প্রদানের কোঠায় ফেলিয়াছেন ও তাহাদের জন্য পৃথক্ বিধি করিয়াছেন 'ক্রোধদ্রোহেষ্যাসূয়ার্থানাং তদুদ্দেশ্যঃ সম্প্রদানম্।' যিনি দানের পাত্র বলিয়া সম্প্রদান, তিনি সৌভাগ্যশালী জীব। কিন্তু এই হতভাগ্য ক্রোধপাত্র ও দ্রোহপাত্র ব্যক্তিরা সম্প্রদান শ্রেণিতে পড়িলেন কিরূপে? তাঁহারা দৈবক্রমে চতুর্থী বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্য হেতু দেখি না। এইরূপ 'মোদকং শিশবে রোচতে' 'তক্রং ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্' ইত্যাদি স্থলেও কেবল চতুর্থী বিভক্তির খাতিরেই শিশুর ও পত্নীর সম্প্রদান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ক্রোধের পাত্র দ্রোহের পাত্র পর্যন্তও যদি বিভক্তির খাতিরে সম্প্রদানের কোঠায় স্থান পায়, তবে বাঙ্গালা দানের পাত্রকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া বিভক্তির খাতিরে কর্ম্মকারকের কোঠায় ফেলিলে এমন কি অপরাধ হইবে?

আবার সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যরূপ কায়দাও আছে। ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হয় এই অর্থে 'ধর্ম্মমভিনিবিশতে' এই বাক্যে ধর্ম্ম স্পষ্টতঃ অধিকরণ হইলেও উহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইল। উপসর্গপূর্ব্বক ক্রুধ্ ধাতু ও দ্রুহ্ ধাতুর সম্প্রদান কর্ম্ম হইয়া যায়; শত্রবে ক্রুধ্যতি, কিন্তু শত্রুমভিক্রুধ্যতি। দিব্ ধাতুর করণ কারক বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা পায়, যেমন অক্ষান্ দীব্যতি অক্ষৈর্দীব্যতি, এই কর্ম্মসংজ্ঞা কেন পায়? কেবল দ্বিতীয়া বিভক্তির খাতিরে। যদি বিভক্তির খাতিরে করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ প্রভৃতি সকল কারকেই কর্ম্মসংজ্ঞা পাইতে পারে, তবে বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ দানপাত্রের সম্প্রদানকে কর্ম্মসংজ্ঞা দিয়া এমন কি অপরাধ করিলেন?

ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা এই তর্কে নীরব হইবেন কি না জানি না, কিন্তু আমরা কেবল এক সম্প্রদানের জন্য বাঙ্গালায় একটা পৃথক কারক রাখিতে রাজি নহি।

সম্প্রদানকে যদি তুলিতে হয়, অপাদানকেও তুলিতে হইবেক। অপাদানের জন্য কোনো বিভক্তি চিহ্ন নাই। হইতে, থেকে প্রভৃতি অব্যয়গুলি বিভক্তির কাজ চালায়। আমরা দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি পদকে করণকারকের বিভক্তি চিহ্ন বলিতে সম্মত নহি; হইতে, থেকে, চেয়ে প্রভৃতিকে অপাদানের বিভক্তি বলিতে চাহিব না। উহারা স্বতন্ত্র আস্ত গোটা পদ; পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত অব্যয়টিকে ছাড়িয়া দিলে বাকিগুলা হয়ত অসমাপিকাক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু উহারা এখন মূল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবল অব্যয় পদে দাঁড়াইয়াছে। ইংরেজিতে preposition যেমন objective case এর পূর্ব্বে বসিয়া উহাকে govern করে বা শাসন করে, উহারা সেইরূপ বাঙ্গলা শব্দের পরে বসিয়া শব্দকে শাসন করে বা শব্দের সহিত অন্বিত হয়। 'হিমালয় হইতে গঙ্গা আসিয়াছেন' এস্থলে গঙ্গা কর্ত্তাকারক,

কেননা ক্রিয়ার সহিত গঙ্গার অন্বয় আছে। কিন্তু হিমালয়ের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় নাই; হিমালয়পদের সহিত সম্পর্ক হইতে পদের; কাজেই হিমালয় ইংরেজিহিসাবে in the objective case governed by the postposition হইতে; কিন্তু সংস্কৃত হিসাবে উহা কারক নহে। কারক নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলেই বুঝা যাইবে ক্রিয়ার সহিত উহার অব্যবহিত সম্পর্ক থাকা আবশ্যক; নতুবা কারক নামের সার্থকতা থাকে না। যেখানে মাঝে একটা অব্যয় পদ বা অন্য কোন পদ থাকিয়া ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, সেখানে কারক নাম প্রয়োজ্য নহে। 'হিমালয় হইতে' এখানে হিমালয়কে যদি কারক বলিতে হয়, তাহা হইলে 'রাম সীতার সহিত বনে গিয়াছিলেন' এই বাক্যের সীতাও কারক হইয়া বসেন।

সে যাহা হউক, বাঙ্গালায় সম্প্রদান কর্ম্মের সহিত অভিন্ন ও অপাদানের অস্তিত্বই নাই; এই দুইটি উঠাইতে হইবে। থাকে করণ আর অধিকরণ; উভয়েরই একই বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'। আকারান্ত প্রভৃতি শব্দের পর 'এ' বিকৃত হইয়া 'য়' হয় মাত্র। যথা 'নৌকায়' 'বিছানায়'। প্রাচীন পুঁথিতে 'নৌকাএ' 'বিছানাএ' এই বানান দেখা যায়।

করণ ও অধিকরণ উভয়ের বিভক্তি এক, তবে অর্থ দেখিয়া কোনটা করণ, আর কোনটা অধিকরণ বিবেচনা করিয়া লইতে হয়। 'হাতে গড়া' এস্থলে হাত করণ, আর 'হাতে রাখা' এস্থলে 'হাত' অধিকরণ। কিন্তু সর্ব্বত্র এরূপ বিচার চলে কি না সন্দেহ। এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে অর্থ দেখিয়া করণ ও অধিকরণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সংস্কৃত-ব্যাকরণে 'অলং বিবাদেন' 'কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন' 'মাসেন ব্যাকরণমধীতম্' 'জটাভিস্তাপসং দদর্শ' এই সকল বাক্যে তৃতীয়ান্ত পদগুলিকে করণ কারক বলিতে সাহস করেন নাই। উঁহাদের তৃতীয়া বিভক্তির জন্য বিশেষ বিধান সৃষ্টি করিয়াছেন। কোথাও বারণার্থ, কোথাও প্রয়োজনার্থ শব্দের যোগে তৃতীয়া, কোথাও অপবর্গে তৃতীয়া, কোথাও লক্ষণবোধক শব্দের উত্তর তৃতীয়া, এইরূপ বিশেষ বিধির প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলায় এইরূপ বিশেষ বিধির প্রয়োগ করিতে গেলে দিশাহারা হইতে হইবে।' 'বিবাদে কাজ নাই' 'মূর্খ পুত্রে দরকার নাই' 'এক মাসে ব্যাকরণ সারিয়াছি' 'জটায় তাপস চিনিয়াছি' এই সকল বাঙ্গলা তর্জ্জমায় বিভক্ত্যন্ত পদগুলিকে কারক বলাই উচিত, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের স্পষ্ট অন্বয় আছে। কিন্তু কোন্ কারক বলিব? করণ বলিব না অধিকরণ বলিব? আমার বোধ হয় না, সকল পণ্ডিত এক উত্তর দিবেন'।

তার পরে আর কতকগুলি বাঙ্গালা প্রয়োগ আছে, সংস্কৃতে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। 'সীতাসঙ্গে বন গেলেন' "আনন্দে ভোজন করে" "অন্তরে দুঃখিত হইয়া" "বন্ধুজনেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন" "কি কারণে তাঁহাদের না গেলে সত্বর" "তুমি পুত্রে লজ্জা আমি পাইলাম" "ক্রোধে দুইগুণ বাঁধ বাড়িল শরীর" "আপনার বলে বীর করিল উদ্ধার" "বসন্ত ধারা প্রেমের তরঙ্গে" "উচ্চ স্বরে ডাকে রাধামাধব বলিয়া" "জানি হস্তে ভোজন করিলা ব্রজপতি" এই সকল স্থলে 'এ' এবং 'তে' বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে কোন্ কারক বলিব? উহারা স্পষ্টতঃ

করণের লক্ষণেও আসে না, অধিকরণের লক্ষণেও আসে না। কোন কোনটা ক্রিয়ার বিশেষণের মত দেখায়, কিন্তু খাঁটি বিশেষ্যপদকে বিশেষণ বলাও দায়। 'সানন্দে ভোজন করে' এখানে সানন্দকে ক্রিয়াবিশেষণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু 'আনন্দে ভোজন করে' বাঙ্গলায় তুল্যমূল্য হইলেও আনন্দ শব্দকে বিশেষণ বলিতে গেলে পণ্ডিতেরা লাঠি তুলিবেন। নিতান্ত কষ্টকল্পনা করিয়া কোনটাকে করণ, কোনটাকে অধিকরণ বলা চলিতে না পারে, এমন নহে। কিন্তু সে ক্লেশের প্রয়োজন কি?

ফলে বাঙ্গলায় ঐ রূপ কষ্টকল্পনার দরকার নাই; কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম বাঙ্গালায় চলিবে না। এই মাত্র বলিলাম 'ক্লেশের প্রয়োজন কি?' এখানে প্রয়োজনার্থক শব্দ যোগেও বাঙ্গালায় সম্বন্ধপদকে বিভক্তির যোগ হইয়াছে। কিন্তু 'ক্লেশে প্রয়োজন কি?' বলিলেও বাঙ্গলায় কোন দোষ ঘটিত না। এখানে 'এ' বিভক্তি দেখিয়া উহাকে অধিকরণ বলিব না কি? কাজেই বাঙ্গলায় ঐ রূপ আঁটাআঁটি চলিবে না।

আমার বিবেচনায় বাঙ্গালায় করণ ও অধিকরণ দুইটা কারকে ভেদ রাখার প্রয়োজন নাই। দুয়েরই বিভক্তিচিহ্ন সমান; সর্ব্বত্র অর্থভেদ বাহির করাও কঠিন। দুইটাকে মিশাইয়া একটা নূতন কারক নূতন নাম দিয়া প্রচলন করা যাইতে পারে। এমন কি, যে সকল স্থলে অর্থ ধরিয়া করণ বা অধিকরণ এই দুই শ্রেণির মধ্যেও ফেলিতে পারা যায় না, অথচ বিভক্তির রূপ তৎসদৃশ; সে গুলিকেও এই নূতন কারকের পর্য্যায়ে ফেলা চলিতে পারে। কর্ত্তা ও কর্ম্ম ব্যতীত আর যে সকল পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় আছে, এবং যাহারা উক্ত বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই এই নূতন কারকের শ্রেণিতে পড়িবে। তাহাদের মধ্যে আর সূক্ষ্মবিভাগ কল্পনা করিয়া ইতরবিশেষ করা নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজি হিসাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক predicate এর একটা subject আছে, একটা object থাকিতেও পারে এবং তদ্ভিন্ন predicate এর বিবিধ adjunct থাকিতে পারে। এই ক্রিয়ার আনুষঙ্গিক adjunct গুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইলে 'এ' বা 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে; তা সে করণ হউক, আর অধিকরণই হউক, আর ক্রিয়ার বিশেষণের অন্তর্ভুক্তই হউক। কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যতীত আর যে সকল বিশেষ্যপদ ক্রিয়ার আশ্রয়ে থাকে, তাহাদিগকেও ঐ বিভক্তির খাতিরে এই নূতন কারকের কোঠায় ফেলা যাইতে পারে। ইহার নামকরণ আমার সাধ্যাতীত। মূল কথাটার মীমাংসা হইলে পণ্ডিতেরা নাম দিবেন।

যে সকল পদ উক্ত 'এ' আর 'তে' বিভক্তি গ্রহণ করে, তাহারা কোন না কোন রূপে ক্রিয়াটাকেই অবলম্বন করিয়া থাকে মাত্র, ক্রিয়াটার কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়। 'ঘরে চল' 'বিছানায় শোও' 'হাতে লও' 'কানে শোন' 'ছুরিতে কাট' 'দড়িতে বাঁধ' 'সুখে দুঃখে' 'আনন্দে থাক' 'সবে চল' 'বাটীতে থাকেন' এই সকল উদাহরণে বিভক্ত্যন্ত পদটা ক্রিয়াকে কোন না কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত করিতেছে। উহাদের মধ্যে সূক্ষ্মভেদ জানিবার প্রয়োজন নাই। উহাদিগকে কারক বলিতেই হইবে, কেননা ক্রিয়ার সহিত উহাদের সাক্ষাৎ

সম্পর্কে অন্বয় আছে, মাঝে কোন পদান্তরের ব্যবধান নাই। সকলকে একই কারকের কোঠায় বসাইতে দোষ দেখি না।

ঐ দুই বিভক্তির ভাবখানাই ঐ রূপ। উহা যে পদে সংযুক্ত হয়, তাহাকে ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আনয়ন করে; ক্রিয়ারই ব্যাখ্যার জন্য সেই পদটাকে টানিয়া আনে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঐ বিভক্তি কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদকেও ছাড়ে না। 'সাপে কাটে' 'বাঘে খায়' 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে' এই সকল বাক্যের কর্ত্তাগুলি যেন instrument এ বা করণ কারকে পরিণত হইয়াছেন; উহারা কর্ত্তাও বটেন, করণও বটেন। 'কাটা' ক্রিয়ার করণ যেন সাপ; মারা ক্রিয়ার instrument যেন রাম আর রাবণ। যেন কোন দৈবশক্তি সাপের দ্বারা, বাঘের দ্বারা, রামের দ্বারা, রাবণের দ্বারা ঐ ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন; তাঁহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নাই। এই জন্য সন্দেহ হয় উহারা যেন প্রকৃত কর্ত্তা নহে; হয় ত কর্ম্মবাচ্যের 'সর্পেণ' 'ব্যাঘ্রেণ' 'রামেণ' 'রাবণেন' প্রভৃতি তৃতীয়ান্তপদই বাঙ্গালায় আসিয়া সাপে, বাঘে, রামে, রাবণে এই রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

ঐ রূপ 'মোরে বল' 'তোমায় দিব' 'আমায় ডাক' "কর্ণ পুরে ডাকি বলে" "তব পুত্রে কন্যা দিব" "জীবে দয়া কর" এই সকল স্থলে কর্ম্মপদগুলিও যেন অধিকরণের কাজ করিতেছে। মানুষগুলা যেন তদ্বৎ ক্রিয়ার আধারে পরিণত হইয়াছে। ঐ বিভক্তির স্বভাবই এই।

যাক্, সে কারণে কর্ত্তা ও কর্ম্ম কারককে উঠাইয়া দিতে বলিব না। আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে চাহি, বাঙ্গালাব্যাকরণের কারকপ্রকরণে তিনটির বেশী কারক রাখা অনাবশ্যক:— কর্ত্তা, কর্ম্ম ও আর একটি তৃতীয় কারক যাহার বিভক্তিচিহ্ন 'এ' এবং 'তে'; করণ ও অধিকরণ ও অন্যান্য যাহাদের অর্থ ধরিয়া কারক নির্ণয় হয়, তাহারা এই তৃতীয় কারকের অন্তর্গত হইবে। সম্প্রদান কর্ম্ম হইতে অভিন্ন, উহার অস্তিত্ব নিরর্থক। অপাদান অস্তিত্বহীন। সম্বন্ধবাচক পদ কারক নহে; উহার বিভক্তিচিহ্ন 'র' বা 'এর'।

এই সম্বন্ধসূচক বিভক্তি বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। যে সকল পদের অন্বয় ক্রিয়ার সহিত নাই, পদান্তরের সহিত অন্বয় আছে, সেই গুলির সম্বন্ধে এই কথা। সম্বন্ধ নানাবিধ; সকল সম্বন্ধ সমান ঘনিষ্ঠ নহে। 'দুর্য্যোধনস্য উরু' 'রামস্য গৃহম্' 'নদ্যা জলম্' 'বায়োর্বেগঃ' এই সকল স্থলে সম্বন্ধ অতীব ঘনিষ্ঠ; সংস্কৃত ভাষায় এ সকল স্থলে ষষ্ঠীর প্রয়োগ। 'শিশোঃ শয়নম্' 'অশ্বস্য গতিঃ' 'তব পিপাসা' 'সুখস্য ভোগঃ' 'ধনস্য দানম্' এ সকল স্থলে তদ্বৎ কর্ত্তৃপদের বা কর্ম্মপদের সহিত কৃদন্ত ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ। ক্রিয়াপদগুলি কৃৎপ্রত্যয় যোগে এস্থলে বিশেষ্যে পরিণত। ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত। কিন্তু এরূপ কৃদন্ত পদ যোগেও সর্ব্বত্র ষষ্ঠীর প্রয়োগ হয় না। 'ধনস্য দাতা' 'ধনং দাতা' দুই সিদ্ধ, যদিও অর্থের কিছু পার্থক্য আছে। আবার 'গৃহং গন্তুম্' 'জলং পিবন্' 'গৃহং গতম্' এই সকল স্থলে কৃদন্তের পূর্ব্বে ষষ্ঠী হয় না।

অন্যরূপ সম্বন্ধে অন্যবিধ বিভক্তির প্রয়োগ আছে। যেমন তাদর্থ্যে চতুর্থী, 'হিতকৃৎ

ল্যব্লোপে ৫মী, কালাধ্বনোর্মধ্যে পঞ্চমী, স্তোকাৎ পঞ্চমী তৃতীয়া চ, প্রকৃত্যাদিভ্যস্তৃতীয়া ইত্যাদি। উদাহরণ কুসুমায় হিরণ্যম্, গুরবে নমঃ, মাঘাৎ তৃতীয়ে মাসি, ধনাৎ কুলম্, ভয়াৎ কম্পঃ, প্রকৃত্যা সুন্দরঃ।

আবার অব্যয় পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে বিবিধ বিধি আছে। সীতয়া সহ, জলং বিনা, দীনং প্রতি, কৃপণং ধিক্, কলহেন কিম্, গৃহাৎ বহিঃ, ইত্যাদি। বাঙ্গালায় নিয়ম কি দেখা যাউক। বলা বাহুল্য এ সকল স্থলে বিভক্তিযুক্ত পদগুলি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত না হওয়ায় কারকলক্ষণযুক্ত নহে।

রামের বাড়ী, মহিষের শিং, ঘোড়ার ডিম, আমার ইচ্ছা, অন্নের পাক, জলের স্বাদ ইত্যাদি উদাহরণ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। হাতে দিয়া, জল খাইয়া, পথে চলিতে চলিতে, এই সকল উদাহরণেরও বাহুল্য অনাবশ্যক।

অন্য উদাহরণ কতকগুলি দেওয়া যাক:—

দীনের প্রতি, সীতার সহিত, ঘরের বাহিরে, নদীর কাছে, গ্রামের নিকটে, বাড়ীর চারিদিকে, ইত্যাদিতে বিভক্তি 'র'। কৃপণকে ধিক্, গুরুকে প্রণাম, তোমাকে নহিলে, আমাকে ছাড়া, ইত্যাদি স্থলে বিভক্তি 'কে'। 'খাবার [জন্য] ধান' 'বসার [জন্য] চাটি' 'রোগের [জন্য] ঔষধ' এ সকল স্থলে 'জন্য' শব্দের ব্যবহার ইচ্ছাধীন এবং বিভক্তি 'র'।

'ঘোড়া হইতে পড়িয়াছে' 'জল থেকে উঠেছে' 'ছাদ থেকে দেখছে' 'মাঘ হইতে তৃতীয় মাস', 'রাম চেয়ে শ্যাম ছোট' 'ঘর হইতে বাহির' ইত্যাদি স্থলে অব্যয় পদের পূর্ব্বে বিভক্তি প্রায় লুপ্ত থাকে। কচিৎ বিভক্তির যোগ হয়। যথা 'রামের চেয়ে'।

'চোখে কাণা' 'পায়ে খোঁড়া' 'আকারে ছোট' 'বয়সে বড়' 'নামে দশরথ' 'স্বভাবতঃ কাতর' 'ব্যাকরণে পণ্ডিত' 'লোভে পাপ', 'ক্রোধে তাপ' ইত্যাদি স্থলে সেই প্রকৃত্যাদিতে 'এ' বা 'তে'। প্রকৃত্যাদিবিশেষণে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

না

আর্য্য জাতির ভাষায় 'না' অতি প্রাচীন শব্দ, উহা 'হাঁ'এর বিপরীত, সম্মুখের দিকে ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘাড় নাড়িলে হয় 'হাঁ', উহা সম্মতিসূচক, আর পাশাপাশি ডাহিনে বামে ঘাড় নাড়িলে হয় 'না'—উহা অসম্মতিজ্ঞাপক। 'না'য়ের ক্ষমতা বড় ভীষণ, উহা চকিতের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উড়াইয়া দিতে পারে।

'না'কে 'হাঁ' করিবার অভ্যাস অনেকের থাকিলেও উহাকে অব্যয় শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, উহা কোনরূপ বিভক্তি গ্রহণ করিতে চায় না। ক্রিয়ার সহিত উহা বিশেষণরূপে বসে, কিন্তু যে ক্রিয়ার বিশেষণ হইল, তাহাকে একবারে উল্টাইয়া দেয়। এমন সর্ব্বনেশে বিশেষণ ভাষায় আর নাই।

না যে ক্রিয়াকে নষ্ট করিতে যায় তাহার পরে বসে। যথা ;—তিনি করেন না, করেছেন না, করলেন না, করছেন না, করছিলেন না, করবেন না। তুমি করিও—ইহা আদেশ, তুমি করিও না—ইহা নিষেধ। করিয়াছেন আর করিয়াছিলেন, এই দুই ক্রিয়া পরে 'না' বসাইতে চায় না। 'করিয়াছেন না' এবং 'করিয়াছিলেন না' উভয় স্থলেই 'করেন নাই' ব্যবহার হয়। এই ই যুক্ত না বর্ত্তমান ক্রিয়া 'করেন' কে অতীতকালে পৌঁছিয়া দেয়। তিনি করেন বর্ত্তমানকালে, তিনি করেন না- সেও বর্ত্তমানে ; কিন্তু তিনি করেন নাই- একেবারে অতীতের কথা। ঐরূপ অতীত কর্ত্তব্যসূচক—তুমি কর নাই, আমি যাই নাই, সে খায় নাই, তাহা হয় নাই। আরও উদাহরণ- করিতে পারিনা, করিতে চাহিনা, করিতে হবেনা, করা যাবেনা', করা হবে না'।

না একলাই ক্রিয়ানাশক কিন্তু সময়ে সময়ে আপনার সাহায্য করিবার জন্ত একটা নিরর্থক 'ক' ডাকিয়া আনে। তুমি যাবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না, আমি যাব না' ইহাই যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর ; কিন্তু যেন গায়ে বল পাইবার জন্ম বলা হয় 'না, আমি যাব না ক,' বাঙ্‌লার এই 'ক' কোন মুলুক হইতে আসিয়াছে, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

'উপরে—সর্ব্বত্র না ক্রিয়ার পরে বসে। কিন্তু স্থলবিশেষে আগে বসিতে আপত্তি নাই। আমি কি জানি না ?—প্রশ্ন কর্ত্তার জ্ঞানে যে সংশয় করে, তাহার উপর এই প্রশ্নের চাপ। আমি কিনা জানি !—অথবা, আমি না জানি কি !—ইহা উভয়, গর্ব্বের সহিত জিজ্ঞাসের কথায় প্রকাশ গর্ব্বিতের ব্যঙ্গোক্তি স্বাভাবিক—ঈষৎ ব্যঙ্গের সহিত বলা হয় আমি না জানি তুমি ত জান।

সংশয় অনিশ্চয় প্রভৃতি গোলমেলে ভাবের সঙ্গে না ক্রিয়ার আগেই বসিতে তৎপর। যথা তিনি যদি না যান, আমি যাব; তিনি না যান আমি যাব। অনিশ্চিত ক্রিয়ার ফল বিরক্তি

অথবা অভিমান—যথা না হয় না হবে, না যান, না যাবেন; না যান না যাবেন। বা অভিমান একটু উচ্চ মাত্রায় উঠিলে না একটা ইকার ডাকিয়া লয়, না যান নাই বা না যান নাই গেলেন।

বলা উচিত, এই 'নাই গেলেন' এর নাই এবং 'যান নাই' এর নাই ঠিক এক নাই নহে। 'নাই গেলেন' বস্তুতঃ না—ই গেলেন, ই একটা পৃথক্ শব্দ সম্ভবতঃ সংস্কৃত হি হইতে উৎপন্ন। উহা নাকে দৃঢ় করে। আর 'যান নাই' এখানে 'না'র পরবর্ত্তী 'ই' 'না'র সঙ্গে একবারে মিশিয়া আছে, উহাকে ছাড়াইয়া লইলে অর্থ পর্য্যন্ত বদলাইয়া যাইবে।

'না করিবার জন্য' 'না দেওয়ার ইচ্ছা' 'না যাইতে যাইতে' 'না দিয়া' 'না' 'না বলিয়া' 'না চড়িতে এক কাঁদি' ইত্যাদি স্থানে 'না'কে বাধ্য হইয়া ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসিতে হইয়াছে। সে কেবল মানাভাবে। 'বলা চেয়ে না বলা ভাল' ইহাও তদ্রূপ।

এ পর্য্যন্ত 'না'র যত প্রয়োগ দেখা গেল, উহা সর্ব্বত্র ক্রিয়ার শক্রতাসাধক, 'না' একাকীই ক্রিয়া পণ্ড করিতে সমর্থ। যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'যাব না', এত কথা বলার দরকার নাই, ঘাড় নাড়িয়া শুধু 'না' বলিলেই যথেষ্ট, লোপী-ক্রিয়া উহাতেই পণ্ড হইল। বুঝিয়া লইতে হইবে, এখানে 'না'র ষোল আনা অর্থ 'যাব না' 'যাব' যথার্থ উহ্য রহিয়াছে মাত্র। না যখন একটা বিসর্গযুক্ত হইয়া সবলে নাসিকা হইতে নির্গত হয় যেমন নাঃ, থেকেই হ'ল; অথবা নাঃ, যাইব না, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ বিসর্গযুক্ত না পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটিকাব্যাপী নীরব সংশয় বিতর্ক আলোচনা আন্দোলনের শেষ মীমাংসা; উহা কোন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু সংশয় ছিল, তাহা আমূল বিনষ্ট করিয়া দিয়া একবারে পরম মীমাংসায় উপস্থিত করে। বৈরাগীর "জগৎটা কিছু নায়" এই মীমাংসার কাছে অদ্বয়বাদী দার্শনিকের মীমাংসা নিতান্তই দুর্ব্বল। ইহা অদ্বয়বাদ বা সংশয়বাদ নহে, একবারে নাস্তিবাদ।

এ পর্য্যন্ত নাকে আমরা ক্রিয়ানাশী ক্রিয়ার বিশেষণরূপে পাইয়াছি। কিন্তু উহা অন্যত্রও বিশেষণ হয়। যথা—না-ঠিক, না-মিষ্ট, না-ভাল, না-মন্দ; না-সাদা, না কাল না-বাদ, না-অম্বল, না-ভাত, না-তরকারি। এ স্থলে না উভয়কেই নস্যাৎ করিতেছে। একরে নস্যাৎ করিয়া অপরকে বহাল করিবার ইচ্ছা থাকিলে প্রশ্ন হয়, ভাল, না মন্দ? সাদা না কাল? আম না জাম? রাম না শ্যাম? উক্তরূপ উভয় ক্রিয়ার মধ্যে একটা নস্যাৎ করিবার চেষ্টা—যাবেন না থাকিবেন? খেতে হবে না ঘুমাতে হবে? যাবেন না যাবেন না? এখানে না শব্দের অথবা এর কিংবা এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছে। যাবে কি না যাবে না? ইহার সহিত তুলনা মূল্য যাবে কি যাবে না? অথবা আরও সংক্ষেপে যাবে কি না?

তুমি যাবে না আমি যাব? আমি কলাতে যাব, তুমি পুজো করবে? আমি কলাতে যাব? এই সকল প্রশ্নেও উভয় সম্বন্ধের মধ্যে একটাকে নষ্ট বা নস্যাৎ করিয়া অপরটিকে রাখিবার চেষ্টা। না আপনার নষ্টামি ছাড়ে নাই।

যাবা না কি? এই সংশয়ের তাৎপর্য্য—অন্ত কেহ নহে ত।

আমিই যাই না কেন ? তুমিই যাও না ? তিনিই করুন না ? এই সকল প্রশ্নে মনে হইতে পারে, না যেন তাহার নষ্টামি ছাড়িয়াছে। 'তিনিই করুন না' ইহার অর্থ তিনিই করুন। কি আশ্চর্য্য ! অকস্মাৎ নায়ের এই [illegible] আসিল কোথা হইতে ? ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে, নায়ের এই মতিপরিবর্ত্তনের ভিতরেও একটু [illegible] আছে। 'তিনিই [illegible] না' ইহার [illegible] অর্থ [illegible] করিয়া কাজ নাই। [illegible] করিয়া, তাহার অধিকার কাড়িয়া লইয়া অপরকে কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইতেছে। [illegible] না, ইহাতে [illegible] [illegible] প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ, কিন্তু অপ্রকাশে [illegible], [illegible] পাঁচকড়ির প্রতি [illegible] [illegible] আচরণ। তাহাদিগকে মজাৎ করা হইল।

[illegible] তাহার সেই মজাৎ করিবার প্রবৃত্তি, তাহার [illegible] [illegible] সূচ [illegible] [illegible] নিরীহ ভালমানুষের যোগ[illegible] পারে। [illegible] একবারে [illegible]।

যথা—যেলেনাই না—[illegible] না, তুমি[illegible] না, [illegible] না। [illegible] না [illegible] গোল্লায় যাক্, যাইতে দাও।

কহই না—কহ ; [illegible] না—দাও। না চিরকাল [illegible] দ্বারা নিষেধ করিয়া আসিয়াছেন, এই সকল স্থলে [illegible] জোরের সহিত ও বেগের সহিত আদেশ ও অনুরোধ করিতেছে।

অশ্রু বহে কেন ? না—যার হৃদয় আছে, মনুষ্য কে ? না—[illegible]। [illegible] না নিরীহ [illegible] ; যেন উহার স্বাভাবিক অর্থ একবারে পরিত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] কটাক্ষপ্রান্তে একটু নষ্টামির দীপ্তি যেন বাহির হইতেছে।

নায় নিকট সম্পর্কের আর অনেকটি শব্দ আছে :—নাই ও [illegible]।

নাই এর দুইটা প্রয়োগ পূর্ব্বে পাইয়াছি। তিনি নাই বা গেলেন—[illegible] নাই—না-ই, উক্ত শব্দের না মাত্র। দ্বিতীয় প্রয়োগ—তিনি যান নাই, আমি যাই নাই, [illegible] নাই, [illegible] [illegible]নাই শব্দ বর্ত্তমান ক্রিয়াকে অতীতে [illegible] পরে তাহাকে মজাৎ [illegible]। [illegible] ভাষায় নাই লোকমুখে 'নি' আকারে [illegible]। যথা আমি[illegible] নি ; তুমি [illegible] নি, [illegible] [illegible] নি।

'নাই' শব্দের [illegible] তৃতীয় প্রয়োগ আছে, উহাই উহার [illegible] প্রয়োগ। [illegible] শব্দ হইতে বাঙ্গালা 'আছে' আসিয়াছে ধরিতে পারি। কিন্তু এই আছে ক্রিয়া [illegible] [illegible] ছাড়া, ইহার আচার-ব্যবহার কি রকম সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। করা ক্রিয়ার [illegible] করিতেছি, করি[illegible], করিয়াছিলাম, করিলাম, করিতেছিলাম, [illegible], করিয়া [illegible] করিয়া আসিতেছি, করিয়া ফেলিছ, করিতে, করিলে, [illegible] [illegible] [illegible] প্রভৃতি ক্রিয়ারও নানারূপ। কিন্তু এই [illegible] ক্রিয়া [illegible] [illegible] [illegible] ছিলাম এই দুইরূপ। ভবিষ্যৎ রূপ পর্য্যন্ত নাই। অতীতের [illegible] [illegible] ছিলাম না, না ছিলাম ; কিন্তু বর্ত্তমান আছি [illegible] [illegible] নাই ; সেখানে 'আছি না' [illegible] [illegible]

নাহি'। ইহা কেবল বর্ত্তমানকালের প্রয়োগ। পুরুষভেদে ইহার বিকার নাই, আমি নাই, তুমি নাই, তিনিও নাই। যথা পাইলাম খাই নাই, যাই নাই, করি নাই, প্রভৃতির নাই এবং আমি নাই, তুমি নাই প্রভৃতির ঠিক এক নাই নহে। ছন্দোবদ্ধ পদ্যে 'নাই' রূপান্তরিত হইয়া 'নাহি' হইয়া যায়, "কাঞ্চন পালি নাহি আমাদের"। খাঁটি 'না'রও পদ্যের ভাষায় একটা হি যোগ করা রোগ আছে—যথা "বাঙ্গালির রণবাদ্য বাজে না বাজে না। বঙ্গদেশে নাহি জয় সমরঘোষণা"। নাহি আবার 'ক' যোগ করিয়া নাহিক (নাইক) রূপ গ্রহণ করেন। যথা—"মন্ত্র নাহি ফুটে"। না রের অপর কুটুম্ব 'নহে'। এ একটী অদ্ভুত ক্রিয়াবাচক শব্দ। আমি নহি (নই), তুমি নহ (নও); সে নহে (নয়); তিনি নহেন (নন)। সবগুলি বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ। অতীতে বা ভবিষ্যতে প্রয়োগ দেখি না। পদ্যে 'নহিব' ইত্যাদিকে কদাচিৎ দেখা যায়। সংস্কৃত ভূধাতু প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বাঙ্গালা 'হওয়া' ক্রিয়াতে উপনীত হইয়াছে। না যুক্ত হওয়া হইতে সম্ভবতঃ 'নহি'র উৎপত্তি। মারা-ধরা ও খাবার মত 'নহা' হয় না।

নিকট সম্পর্কের আর একটি শব্দ 'নহিলে' (নইলে) সম্ভবতঃ না—হইলে—নহিলে। সংস্কৃত বিনা শব্দ সাহিত্যে আছেন, লোকমুখে বিনা অর্থে 'নইলেও' ব্যবহার। উহাকে বাঙ্গালা অব্যয়ের শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। দিয়া, চেয়ে, থেকে, হইতে প্রভৃতির সঙ্গে এক শ্রেণীতে বসিবে। "ঘুমাও নইলে অসুখ হবে"—এস্থলে নইলে = নতুবা।

আর একটি ক্রিয়াপদ আছে, নারি = পারি না। আমি নারি, সে নারে। বাংলায় পদ্যেই দেখি, কদাচিৎ লোকমুখে। গদ্য সাহিত্যের ভাষায় দেখা যায় না। নারিল, নারিব, নারিলু, প্রভৃতির রূপের ভূরিপ্রয়োগ মাইকেল করিয়াছেন।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

পল্লী-কথা*

অদ্য এই সমাবেশে সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে যে ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে যদি ঐতিহাসিকের কোন শঙ্কা প্রকাশ পায়, তজ্জন্য সকলের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তিতায় বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচিত, তাহা কেবল জন্মভূমির প্রতি মমত্ব-বশতঃই সম্ভব হইতে পারে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস-রচনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়, তাই আমরা এই প্রকার গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিন্দু বিন্দু জলের

* সাহিত্য-পরিষদের গত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত। সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র সভ্যগণকে কিরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার দৃষ্টান্ত এ ছাত্রদিগের "সোনামুখীর" জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। সা-প-স-স

মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, হয় ত বঙ্গের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক মধুচক্র রচনায় এই সকল ক্ষুদ্র বিন্দুও সেই প্রকার সহায়তা করিতে পারে।

সচরাচর পল্লীর ইতিহাসে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অসাধারণত্ব দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়াই যে ঐ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার যোগ্য নয়, একথা মনে হয় না। বর্ত্তমান প্রবন্ধ যদিও আলোচ্য দেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কথাতেই লিখিত, যদিও ইহা বঙ্গের ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষের তথ্যে পূর্ণ বলিয়া স্থানীয় লোক ব্যতিরেকে অন্তের চিত্ত আকর্ষণের যোগ্য নহে, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লিকাহিনী হইলেও দুই চারিটি নূতন কথা শুনাইতে পারে, এই আশায় ইহা সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। প্রবল পরাক্রান্ত কোন রাজা জন্মগ্রহণ বা রাজত্ব করেন নাই; বঙ্গ-ওবিপ্লবকারী বিদ্রোহ ঘটনা ঘটে নাই; প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে না বা বিদেশীয় দস্যুবিশেষ দ্বাবিংশতিবার আক্রমণ করিবার অবকাশ পায় নাই বলিয়া যে কোন শান্তিপ্রিয় নিরীহ দেশের সামান্য ইতিহাস ঐতিহাসিকের চক্ষে অগ্রাহ্য, একথাও আমাদিগের মনে হয় না; কারণ ইতিহাস—ইতিহাস, আড়ম্বর নহে এবং দরিদ্রের ইতিহাসে দারিদ্র্য ভিন্ন কে কবে ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করে?

নদীয়া জেলা চারিটি মহকুমায় বিভক্ত:—মোটামুটি বলিতে গেলে, দক্ষিণে রাণাঘাট, পূর্ব্বে কুষ্টিয়া, মধ্যে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে মেহেরপুর মহকুমা। শেষোক্ত মহকুমার অধীনে চারিটি থানা। আমরা তন্মধ্যে করিমপুর থানার এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্ব যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

পদ্মানদীর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জলাঙ্গী নামে যে প্রাচীন গ্রাম, তাহারই নিকট পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলাঙ্গী নদী বাহির হইয়া ধোড়াদহ, মোক্তারপুর, গোপাটা, ঝিকরা, গোয়াড়ী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। করিমপুর জলাঙ্গী গ্রাম হইতে আট ক্রোশ দূরে এই জলাঙ্গী নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। ইহারই নিকটে সাহিত্য-খ্যাত Mouhlo নদীকে পরাস্ত করিয়া প্রাচীন ভৈরব সর্পগতি পথে প্রবাহিত। করিমপুর থানার মহকুমা মেহেরপুর এই ভৈরবেরই উপরে। 'রাইটা'র নিকটস্থ পদ্মা হইতে 'হাওলা' 'মাথাভাঙ্গা' বা 'চূর্ণী' নদী বাহির হইয়া শিকারপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটের নিম্নভাগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে, তাহার সব্‌রেজেষ্ট্রী থানা শিকারপুর তিন-ক্রোশ মাত্র হইবে। আখেরিগঞ্জের নিকটস্থ পদ্মা হইতে ভৈরব নামে অপর একটী নদী মোক্তারপুরের নিকট জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে। করিমপুর হইতে মোক্তারপুর মোহানা ৪॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, জেলার এই অংশটি নদীবহুল; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, উল্লিখিত নদীগুলির মধ্যে একটিও এক্ষণে নদী নামের যোগ্য নহে। এক পদ্মা আছে—তাহাও ক্রমশঃ চর পড়িয়া পড়িয়া মজিয়া যাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থান নদীপ্রধান ছিল, এখন সেখানে জঙ্গলের প্রাদুর্ভাব, পূর্ব্বে

যেখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষ সুযোগ ছিল, আজ সেখানে সে সকল কারবার লোপ পাইতে বসিয়াছে।

এই প্রদেশে ২০।২৫ ক্রোশের [illegible] মধ্যে মহকুমা ছিল না; পরে করিমপুরে একটি স্থাপিত হয়, কিন্তু তাহাও কেবল দুই বৎসর [illegible] থাকিয়া মেহেরপুরে উঠিয়া যায়। মেহেরপুর যেরূপ স্থানে অবস্থিত তাহা মহকুমার পক্ষে [illegible] অনুপযোগী। মহকুমা উঠিয়া [illegible] একটু অভিনব বলিয়া নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

নদীবহুল বলিয়া এই প্রদেশ নীল আবাদের বিশেষ উপযোগী ছিল। সুবিখ্যাত ওয়াটসন্ কোম্পানি এই সুবিধা দেখিয়া [illegible] অনেকগুলি নীলকুঠী স্থাপিত করে। তন্মধ্যে শিকারপুর, আঁধারকোটা, বর্ত্তমান [illegible], আনন্দপুর, মামুদপাড়া, বাজিৎপুর, চৈচোনে, আলাইপুর, রামচন্দ্রপুর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানগুলি উল্লেখযোগ্য। এই নীলকরদের জন্য নিরীহ দরিদ্র প্রজার উপর যে অত্যাচার হইত, তাহার নূতন উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; নীলদর্পণ প্রভৃতি পুস্তকে তাহা অনন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। কুঠির নিকট মহকুমা থাকিলে সর্ব্বদা অত্যাচার সহজসাধ্য নহে বলিয়া বুদ্ধিমান কুঠিয়ালগণ পাকে চক্রে এই মহকুমাকে দূরবর্ত্তিস্থানে সরাইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল; ফলে অনতিবিলম্বে করিমপুর হইতে আটক্রোশ দূরবর্ত্তী মেহেরপুরে মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কাঁদাকোটা হইতে থানা উঠিয়া শিকারপুরে [illegible]। এই সময় মেহেরপুরে কেবলমাত্র একটি মুন্সেফী চৌকী ছিল; তবে এই মেহেরপুর উন্নত হইয়া এক্ষণে একটী সমৃদ্ধিশালী মহকুমা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানি উভয়বিধ বিচারকার্য্যই সাধিত হইয়া থাকে এবং মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রায়ই ইংরাজ থাকেন।

পূর্ব্বলিখিত নদীবহুলতাই এই প্রদেশে জনসাধারণের [illegible] বসবাসের কারণ। উল্লিখিত নদীতীরের উর্ব্বর ভূপ্রদেশে শস্যোৎপাদন সহজসাধ্য, তাই দরিদ্র কৃষককুলই প্রথমে এই অঞ্চলে আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রদেশে [illegible] কোনও ধনী বা রাজবংশ দৃষ্ট হয় না। বলিতে গেলে কৃষক এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক [illegible] প্রদেশ পরিপূর্ণ; আবার কৃষককুলের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। সম্ভবতঃ এ[illegible] সাহসী ও পরিশ্রমী মুসলমান কৃষকগণই এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। অনেক গ্রামসমূহের নাম হইতেও তাহা অনেকাংশে প্রমাণিত হইতে পারে। পল্লীগুলির অধিকাংশই মুসলমান নামে অভিহিত। উদাহরণ স্বরূপ, রহমৎপুর, আকবপুর, করিমপুর, হুসেনপুর, মোল্লাপাড়া, মামুদপাড়া, নজরিদপুর, জাফরপুর, আলিপুর প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এমন কি, [illegible] গ্রামও দৃষ্ট হয়, যাহাতে হিন্দুর নাম গন্ধও নাই। কুশতাঙ্গা, ডাকীপুর, সুলতানপুর, জামালপুর প্রভৃতি গ্রামে নিরবচ্ছিন্ন মুসলমানের বাস। হিন্দু যদি থাকে তবে তাহা অতি অল্প;—নাপিত ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

উপরিলিখিত ওয়াট্সন কোম্পানীর কুঠির কুঠিয়াল সাহেবদিগের নামেও দুই একটি [illegible] নূতন [illegible] গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যথা—Gregsonপুর, Berryনগর ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এ দেশের সাধারণ অধিবাসী নিতান্ত দরিদ্র। বৃহৎ অট্টালিকা, প্রাচীন

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	২৪। [illegible]ী মফিজদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক পশ্চিমগাঁও স্কুল, লাকসাম
„	„	২৫। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন সান্যাল উকীল, কৃষ্ণনগর
„	„	২৬। বরদাকান্ত সরকার গোবিন্দবসুর লেন, ভবানীপুর
„	„	২৭। কাজী রামজুল আহম্মদ, কৃষ্ণনগর, কুমিল্লা
„	„	২৮। মৌলবী সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আলকরা জগন্নাথ দীঘি পোঃ
„	„	২৯। চৌধুরী আবদুল কুদ্দুস, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
„	„	৩০। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, লাকসাম, বাঘমারা
„	„	৩১। কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ঐ
„	„	৩২। অমরকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ঐ
„	„	৩৩। কাজী আবদুল রসীদ, বোহিতরা, কুমিল্লা
„	„	৩৪। খাঁ বাহাদুর বজলল্ রহমন জমীদার নোয়াখালী
শ্রীহরিনাথ দে	নগেন্দ্রনাথ বসু	৩৫। মিঃ ডব্লিউ হর্নেল, ইন্সপেক্টর, ইউরোপীয়ান স্কুল
„	„	৩৬। „ ডি, ডবলিউ অ্যাক্সন অফিঃ ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন
শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	„	৩৭। „ ই, ডি, রস Ph.D, প্রিন্সিপাল মাদ্রাসা
শ্রীহরিনাথ দে	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৩৮। অধ্যাপক এম, ঘোষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত,	মন্মথমোহন বসু	৩৯। শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দত্ত বি.এল মুন্সেফ্ বগুড়া

প্রস্তাবক	সমর্থক		সভ্য
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	মন্মথমোহন বসু	৪০।	শ্রীঅদ্বৈতচরণ বসু বি, এল গভর্ণমেন্ট উকীল, দ্বারভাঙ্গা
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ	৪১।	,, দুর্গাদাস রায় চৌধুরী বারুইপুর ২৪ পরগণা
"	"	৪২।	,, তারাদাস রায় চৌধুরী ঐ
"	"	৪৩।	,, কালিদাস রায় চৌধুরী ঐ
"	"	৪৪।	,, শিবদাস রায় চৌধুরী ঐ
"	"	৪৫।	,, হরিদাস রায় চৌধুরী ঐ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র গোস্বামী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৬।	,, নিখিলনাথ রায় ডেঃ মাঃ কালিঃ
বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র	শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৭।	,, মাননীয় বিচারপতি রায় প্রফুল্লচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর C. I. E. লাহোর
"	"	৪৮।	মাননীয় বিচারপতি প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৪৯।	ডাঃ হরিধন দত্ত এম, বি, ৩৭ নং বেণেটোলা লেন
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়	"	৫০।	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী সেন ১২১ নং মনোহরদাসের চক
শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫১।	,, ডাঃ রায় কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর ১ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫২।	" রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, এম,এ করৌলী রাজপুতানা
শ্রীবাণানাথ নন্দী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৩।	,, নিশিকান্ত সেন, ৬৩ শ্যামপুকুর
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	,,	৫৪।	,, রাজা মনোমোহন রায় চট্টগ্রাম
মৌলবী ওয়াজেদ হোসেন	মহম্মদ রওশান আলী	৫৫।	,, মৌলবী মহমুদ নবী ডেঃ মাঃ ময়মনসিংহ
শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫৬।	,, গিরিজানাথ রায় রসারোড
শ্রীকেদারনাথ মজুমদার	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	৫৭।	,, মোহান্ত মহারাজ সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৫৮।	,, প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডনষ্ট্রীট
"	"	৫৯।	,, ফকীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২২ চৌরঙ্গী রোড

দেবালয় বা মঠ ও মস্‌জিদের অভাব হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। ২।১ টি মন্দির ও মস্‌জিদ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাও সম্পদের কীর্ত্তি নহে, দারিদ্র্যেরই চিহ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বোঁড়াদহ ও মুকুন্দপুরের জয়মন্দির এবং চোরাপাড়া ও দোগাছির মৌলবী মস্‌জিদের নাম করা যাইতে পারে। দারিদ্র্যের সহস্র দোষের সহিত সামান্য যাহা গুণ তাহা এ অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীর পরস্পর সকল সদ্ভাব প্রধানতঃ এই দারিদ্র্যেরই ফল বলিয়া মনে হয়। স্বভাবতঃই এই প্রদেশের সাধারণ অধিবাসিগণ অতিশয় নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়; বিশেষ কারণ না ঘটিলে, তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ বা মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহার উপরে আবার এই দারিদ্র্য ঘুটিয়া তাহাদিগকে আরও ভালমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। এই মহকুমার বিচারসংক্রান্ত কাজ কর্ম্মও অপেক্ষাকৃত অল্প। অন্যান্য দেশের মতন ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উৎসবাদিব্যাপারে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কথায় কথায় লাঠালাঠি নাই। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে মুসলমানগণ আনন্দের সহিত উপস্থিত হয় এবং দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে হিন্দুর ন্যায় নববস্ত্রাদি ভূষিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ এই উভয় সম্প্রদায় আচার ব্যবহারেও সম্পূর্ণ ভিন্নভাব নহে। মুসলমানের হিন্দুবিদ্বেষ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না, পক্ষান্তরে হিন্দু ও মুসলমানী সত্যপীরের পূজা করিয়া থাকে, ঐ পূজা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে সত্যনারায়ণ পূজা নামে অভিহিত এবং সিন্নি বা প্রসাদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমানভাবে বিতরিত হয়। মুসলমানের গৃহে যে সকল হিন্দু পর্ব্ব পরিলক্ষিত হয়, তাহার মধ্যে ষষ্ঠীপূজা ও অম্বুবাচী উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী পূজার সময় তাহারা নতুন কাগজপত্র প্রতিমার চরণে অর্পণ করিয়া থাকে। মুসলমানী একাদিলের গানে হিন্দুগণ মুসলমানকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সানন্দে যোগদান করে। বেহুলা প্রভৃতি ছড়াগান ও কবির গান হিন্দু মুসলমানের দ্বারা একত্র গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে সাধারণতঃ সদ্ভাব ও আচার অনুষ্ঠানে সাদৃশ্য থাকিলেও কুচীডাঙ্গা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই কুচীডাঙ্গায় পূর্ব্বে নবাবের ফৌজ ছিল। এই সকল গ্রামে সাধারণতঃ পাঠানজাতীয় মুসলমানের বাস। তাহারা অপরাপর মুসলমানের ন্যায় নিরীহ নহে, পরন্তু গোবধ, চুরি, ডাকাতি, লাঠিয়ালগিরি প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা প্রায় লিপ্ত থাকে। ইহারা তেজস্বী এবং হিংস্রপ্রকৃতি। মহরম প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে ইহারা কিঞ্চিৎ ধূমধামও করিয়া থাকে এবং হিন্দুর গৃহে গৃহে লাঠিখেলা দেখাইয়া বেড়ায়। মুসলমান অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর; শেখ ও পাঠান। ফরাজি বলিয়া এক শ্রেণীর মুসলমান কাপড় পরিতে কাছা ব্যবহার করে না। তাহারাই একটু বেশী পরিমাণে মুসলমানভাবাপন্ন।

হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, রাজপুত ব্যতিরেকে শূদ্রজাতীয় চণ্ডাল, গণ্ডক ও কপ্রি নামক প্রায় সমশ্রেণীর তিনটি জাতি দৃষ্ট হয়। ইহারা বিভিন্ন দেশস্থ উক্ত জাতি অপেক্ষা আচার ব্যবহারে কিঞ্চিৎ উন্নত বলিয়া মনে হয়। কপ্রিজাতি সাধারণতঃ সূত্রধরের কার্য্য করিয়া থাকে।

[illegible] কাজ করে ; গড়কেরা মুদির দোকান [illegible] এই সকল জাতি [illegible] [illegible] ব্রাহ্মণকায়স্থ-প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজাতির আচারব্যবহারে কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না।

[illegible] বিশেষ [illegible] প্রায় সমুদায় নদী মজিয়া গিয়াছে, [illegible] প্রায় [illegible] না, [illegible] একান্ত অভাব ; [illegible] মত [illegible] প্রধান [illegible] [illegible] আছে। [illegible] সুনাম আছে। [illegible] জমি প্রায়ই উচ্চ [illegible] [illegible] হইতে [illegible] । [illegible] সুতরাং জমির প্রতি কৃষকের আসক্তি [illegible] অনুভব হইয়া উঠিয়াছে। [illegible] 'অন্তরা' [illegible] 'অন্তরা' [illegible] [illegible] [illegible] এখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] [illegible] এ দেশের [illegible] [illegible] করে না। [illegible] অবস্থাপন্ন লোকের [illegible] [illegible] কৃষকের [illegible] ।

[illegible] কুঠিয়াল সাহেবে- [illegible] পায় না— [illegible] চালিয়াছে [illegible] [illegible] হইয়া শিকার খেলা [illegible] থাকেন ; [illegible] অনেক সময় [illegible] লোক এই অত্যাচারে [illegible] [illegible] [illegible]

এ অঞ্চলে নীলের চাষ ও ব্যবসায় প্রধান কারবার ছিল। এই কুঠীর সাহেবেরা এবং ২।১ ঘর দেশীয় জমিদারও করিতেন। কৃত্রিম নীল হওয়াতে নীলকাজ প্রায় এক প্রকার লোপ পাইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা নীলকাজ ছাড়িয়া তাহার স্থানে এক্ষণে ভাগজোৎ আদায় করিতেছেন। মাঝে মাঝে ইঁহারা জবরদস্তি করিয়া জমীর নিরীখ বৃদ্ধি করেন, এই সকল কারণে ইঁহাতে প্রজারা অনেক সময় বড় পীড়িত হয়। সম্প্রতি এ অত্যাচার এতদূর গড়াইয়াছিল যে নিঃস্ব নিরীহ প্রজারা দল বাঁধিয়া মাজিষ্ট্রেট, কমিসনার, এমন কি প্রাণের দায়ে কলিকাতা পর্য্যন্ত গিয়া স্বয়ং ছোট লাট বাহাদুরের কাছে পর্য্যন্ত নালিস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফল কথা, প্রজাদের কোন মতেই নিস্তার নাই। একে ত চাষ আবাদের অবস্থা শোচনীয়, তাহাতে দেশের 'মুনীষ' বা 'জনের' মজুরী দৈনিক ৵৫ মাত্র, তাহার উপর আবার অত্যাচারের অন্ত নাই—সুতরাং দেখা যাইতেছে অত্রত্য প্রজার দুর্দ্দশার অবধি নাই। যাহাদের লইয়া দেশ,—তাহাদের অবস্থা যখন এইরূপ—তখন আর দেশের অবস্থা দারিদ্র্য ভিন্ন কি হইবে? বঙ্গদেশের মধ্যে এত দরিদ্রদেশ আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ, এত দরিদ্র যে হাট এবং মেলা যাহা পল্লীর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—তাহা এদেশে এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। দুই তিনটি মেলা যাহা এ প্রদেশের মুরুটিয়া, সুন্দলপুর প্রভৃতি স্থানে বসিত—তাহাও এক্ষণে নিতান্ত শ্রীহীন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। হাটের অবস্থা এতই হীন যে উল্লেখেরও উপযুক্ত নহে।

এ অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের একান্ত দুরবস্থা। ধনীলোক, প্রাচীন সম্পত্তিশালী সহর বা গ্রাম এবং ব্যবসায়ের অল্পতাই তাহার কারণ। ১৮৮৫ সালে প্রথম 'লোকাল বোর্ড' স্থাপিত হয়; সেই হইতে ক্রমে ক্রমে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যাইতেছে। 'লোকালবোর্ড' কৃত প্রধান রাস্তা এখানে 'সরাণ' নামে অভিহিত। এখানকার বড় সরাণ জলাঙ্গী হইতে কৃষ্ণনগর পথে কলিকাতা গিয়াছে। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষ 'রিলিফ্' উপলক্ষে করিমপুর হইতে রেল ষ্টেসন জেক্কামারা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে—তাহা এ পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সকল রাস্তায় গরুর গাড়ী কোন প্রকারে যাতায়াত করে। উপরি উক্ত 'রিলিফ্' উপলক্ষে শিকারপুর হইতে কেঁচুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত ১টী খালখনন করিয়া হাউলিয়া ও ভৈরব নদীকে সংযুক্ত করা হইয়াছে। জলা কাম ও বিলখাল না থাকায় পুল বা সাঁকো অল্প ২।১টি যাহা আছে, তাহাও ধ্বংসাবশেষ মাত্র—নূতন করিয়া তাহার মেরামত হয় না। দুর্গাপুর নামক স্থানে ভৈরব নদীর উপর এই প্রকার একটী পুল দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে নদী সকল 'বহতা' থাকায়, যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যাদি জল পথেই নির্ব্বাহ হইত, এক্ষণে নদীগুলি শুষ্ক অথচ স্থলপথে গমনাগমনের জন্য রেলপথও নাই—সুতরাং গমনাগমনের ও বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা। নিকটতম রেল ষ্টেসন পূর্ব্বে ছিল—মুড়াগাছা, ইহা করিমপুর হইতে প্রায় ১৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এক্ষণে বারক্রোশ দূরে জেক্কামারা নামক স্থানে ষ্টেসন হইয়াছে; ইহাই এক্ষণে নিকটতম ষ্টেসন। যান-বাহন সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, তাহা এক প্রকার সকলেরই ছিল।

স্টীমার যোগেও পদ্মাবক্ষে অধুনা গমনাগমন সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পদ্মার গতির অনিশ্চয়তার দরুণ তাহাও নিরাপদ নহে—সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। প্রতি বৎসরই স্টীমার ঘাটের স্থান পরিবর্তন ঘটে। সম্প্রতি নিকটতম স্টীমারঘাট ৭ ক্রোশ দূরে আলাইপুর নামক স্থানে।

শিক্ষার এদেশে একান্ত অভাব। যখন করিমপুরে মহকুমা ছিল, তখন তথায় একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; মহকুমা পরিবর্তনের সঙ্গে উহা উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে নিকটবর্তী মহেশের পাড়ায় একটী মধ্য ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাও কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া যায় এবং পরে কমলেশ্বরপুর শিকারপুর ও খোঁড়াদহ গ্রামে মধ্যইংরাজি স্কুল স্থাপিত হয়। কালক্রমে শেষোক্ত দুই গ্রামেই এক্ষণে এণ্ট্রান্স স্কুল হইয়াছে। অনেক গ্রামেই প্রাইমারী বা প্রাথমিক পাঠশালা আছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য বিধায় সন্তানশিক্ষার অভাব বলিয়া সাধারণ শিক্ষা প্রাইমারী ছাড়াইয়া উঠিতে পায় না। পূর্বতন টোলের শিক্ষা যাহা আনন্দপুর প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন গ্রামে প্রচলিত ছিল এক্ষণে তাহাও লুপ্ত।

শিক্ষার ন্যায় শিল্পেরও নিতান্ত দুর্দশা। কেঁচোডাঙ্গা, কমলেশ্বরপুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের মুসলমান জোলা নামক তন্তুবায়েরা তাহাদের তাঁতে এক প্রকার সাদা মাটা কাপড় চালাইয়া থাকে—মোটাথান, গামছা ও কাপড় প্রভৃতি তাহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুমারের ব্যবসায় এক প্রকার মাঝারি গোছ আছে। কুমার বাজীর পালেরা শাঁখ হইতে এক প্রকার শাঁখা প্রস্তুত করে—তাহা শিল্প ও ব্যবহার উভয় হিসাবেই সুন্দর। উহা এতদ্দেশীয় সধবার নিত্য ব্যবহার্য ভূষণ—বিদেশেও অল্প বিস্তর ঐ শাঁখার ব্যবহার আছে।

পূর্বে দেশ বিদেশের খবরাখবরের কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না; মধ্যে কেবল করিমপুরে একমাত্র পোষ্টাফিস ছিল, তাহা হইতে গ্রাম গ্রামান্তরে সপ্তাহে এক আধবার চিঠিপত্র বিলি হইত। এক্ষণে খোঁড়াদহ, শিকারপুর ও কমলেশ্বরপুরে পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে।

এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব নাই। পূর্বে ২।১ খানি গ্রামে অশিক্ষিত হাতুড়িয়া বৈদ্যমাত্র ছিল, তাহার স্থানে এক্ষণে কয়েকখানি গ্রামে পাশকরা ডাক্তার আনীত হইয়াছে।

ধর্মবিষয়ে অন্যান্য প্রদেশ হইতে এ প্রদেশের বিশেষত্ব প্রায় নাই। বামাচারী শাক্তসম্প্রদায় বিরল। মদ্যমাংস সাধারণতঃ হেয় বলিয়া বিবেচিত। অধিকাংশ লোকই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী, গোয়ালাদের মধ্যে 'কর্তাভজা' নামে একটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই। শিকারপুরের সংলগ্ন খড়িয়ালপুর নামক নূতন স্থাপিত গ্রামে খ্রীষ্টান পাদরীরা ধর্মপ্রচারের জন্য ১০।১২ বৎসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। তথায় তাহারা গির্জা নির্মাণ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে তাহারা খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিয়া থাকে। অন্যত্র যেরূপ এ প্রদেশের লোককেও সেরূপ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইতে প্রায় দেখা যায় না।

হিন্দু পূজাপার্বণের মধ্যে দুর্গোৎসবই প্রধান। বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বলিয়া অধিকাংশ গৃহেই বলিদান প্রথা নাই। অন্যান্য পূজার মধ্যে কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শিবপূজা, কার্ত্তিক পূজা, চড়ক, দোল ও রথযাত্রা প্রভৃতি।

এ প্রদেশে ফাল্গুনমাসের শেষ তিনদিন ঠক্‌ঠকে নামক একপ্রকার উৎসব হইয়া থাকে। ওলাবিবি বা ওলাওঠার অধিষ্ঠাত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুরনারীগণ কতকগুলি সিন্দূরবিন্দুচর্চ্চিত মৃৎপুত্তলি মৃৎপ্রদীপ লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে নির্দিষ্ট বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়া এক একটী জ্বালাইয়া রাখে এবং দলবদ্ধভাবে গ্রামপ্রান্তে সমবেত হন। ঐ সময়ে পল্লী-বালকেরা কলার বাস্না, ছেঁড়া বা শুষ্ক পত্রের আটির সহিত কঞ্চি বাঁধিয়া অগ্নিসংযোগপূর্ব্বক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খেলা করিয়া থাকে। সকলের হাতেই হস্তপরিমিত শুষ্ক শাখা বা গাছের মাঝারের ছুইটি করিয়া প্রচলিত ঠক্‌ঠকে নামক কাঠ থাকে। তাহাই ঠুকিয়া অগ্নিক্রীড়া করে। রমণীগণ গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনকালে ওলাবিবির ছড়া আবৃত্তি করিতে থাকেন। ঐ ছড়াতে ওলাবিবিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইবার জন্য মিনতি পূর্ণ সুকরুণ প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

আমাদের দেশের ওলাওঠা ভাটির দেশে যাকে।
দেবী পাত্রে ধরে পুরে, লোহার শিকলি দুয়োরে দিয়ে,
আমরা যাব ওলাউঠির দেশে।

গৃহ প্রবেশকালে দুই দুই দল বাঁধিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ আবৃত্তি হয়,—

প্রঃ—ঘর কেমন আলো ? উঃ—সবই আছে ভালো।
দুয়োরে কেন রাতা ? সিঁদুর বড় রাতা।
দুয়োরে কেন কাঁটি ? সবাই লোহার কাটি।

চৈত্র-সংক্রান্তির সময় আর এক প্রকার উৎসব এই প্রদেশে দেখা যায়, ইহাকে 'বুলান' বলে। চণ্ডালজাতীয় 'জন'গণ এই উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। বহুরূপী সজ্জায় ভূষিত হইয়া তাহারা নৃত্যসহকারে ক্রমান্বয়ে ভদ্রগৃহস্থ গৃহে গৃহে বাদ্যভাণ্ডের সহিত "শ্যামকে জীবন কাড়িছেন রাধী, ভাল লো বা সখিরাণি," ইত্যাদি গীতে তিন দিন ধরিয়া গৃহস্থ-গৃহ মুখরিত হইয়া উঠে।

সমস্ত বৈশাখ মাসটি ধরিয়া এ প্রদেশে গ্রামে গ্রামে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর নগরসংকীর্ত্তন হইয়া থাকে; তাহাতে ভদ্রাভদ্র অনেকেই যোগদান করিয়া থাকেন—অনেক সময় এই সংকীর্ত্তন বড় দলাদলিতে পরিণত হয়।

এই বৈশাখ মাসেই 'পুণ্যপুকুর' নামে একটি উৎসব বালিকাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। গৃহাঙ্গনে ছোট পুকুর কাটিয়া তৎপার্শ্বে বৃক্ষশাখা এবং পুষ্পমালায় সাজাইয়া বালিকাগণ প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণে পূজা করিয়া থাকে। পূজার কালে এই ছড়াটি আবৃত্তি করা হয়—

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা—কে পূজেরে দুপুর বেলা ?
আমি সতী লীলাবতী, সাত ভাই বোন ভাগ্যবতী।
স্বামী দিবে পুত্র কোলে,—মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।
জীয়ন্তে না দেখি আত্মবন্ধুর মরণ। স্বামী পাই যেন শিবঠাকুরের মতন।

এই বালিকাদিগেরমধ্যেই আশ্বিন সংক্রান্তিহইতে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত আরও একটী উৎসব পালিত হয়—তাহার নাম 'যমপুকুর' ইহার আনুষঙ্গিক ছড়া—

শাপলা কলমী টলমল করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
মারুক পক্ষী ঐরব বিল। সোণার কৌটা, রূপার খিল॥
খিল খুলতে লাগলো ছড়, আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।
লক্ষ লক্ষ ডাক পড়ে— রাজার মাথার টনক নড়ে।

এ[illegible] মধ্যে সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি অনেকগুলি ব্রত অনুষ্ঠিত হয়—ঐ সকল ব্রতের অনু[illegible]ন বিশেষত্ব নাই। জ্যৈষ্ঠমাসে পুররমণীগণ পল্লিগ্রামে সমবেত হইয়া 'বনভোজন' উৎ[illegible]রিয়া থাকেন। আহারাদির ব্যাপারে এবং ধনী-দরিদ্রের এই মধুর মিলনে উৎ[illegible] মনো[illegible]য়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে [illegible]লমানদিগের মধ্যেও ব্যাধিপ্রশমনার্থ (সাধারণতঃ ওলাউঠা) ছাগবধপ্রথা উ[illegible]বের চি[illegible] উল্লেখযোগ্য। ঐ মৃত ছাগের চর্ম্ম [illegible] [illegible]কে [illegible] হয়।

[illegible] রীতি ও প্রথার মধ্যে সূতিকাগৃহের বাঁধাবাঁধি প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি, [illegible]যে গৃহপ্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র 'আমকুড়ে' নির্ম্মাণ করিয়া তাহাই সূতিকাগৃহ [illegible] বৃষ্টি যাহাই হউক, প্রসূতি সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানসহ দশ দিবস [illegible] করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় ই[illegible] কুফল হাতে হাতে ফলিতে [illegible] বিষয় ইহার বাঁধাবাঁধি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছে। অন্যান্য প্রথার

[illegible] নিমিত্ত গোলপাতা, হোগলা বা বিচালি ব্যবহৃত হয় না। [illegible] সাধারণতঃ খড় দিয়া (কেশো বা উলু) ছাদ ছাওয়া হইয়া থাকে। [illegible] প্রায় মৃত্তিকা [illegible] গঠিত। অগ্নিভয়ের জন্য অনেক স্থলে বাঁশের কাঠির [illegible] মাটি লেপিয়া প্রস্তুত হয়—এরূপ ঐরূপে কতকটা দ্বিতল গৃহের কাজ করিয়া থাকে।

এ[illegible] ফল মূলের মধ্যে আম ও কাঁঠাল প্রচুর জন্মে। আম ভাল নহে। কাঁঠাল ফলের প্রাচুর্য্যে এবং কাষ্ঠের আবশ্যকতায় একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য। দরিদ্রেরা [illegible]র সময় প্রায় সামান্য অন্নের সহিত কাঁঠাল সিদ্ধ আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। [illegible] কোন বৃক্ষ ভাল জন্মে না। [illegible] অঞ্চলে বটবৃক্ষ অধিক দৃষ্ট হয়। [illegible]প্রতিষ্ঠা প্রথার জন্য এই [illegible] সংখ্যা আরও বেশী হইয়াছে। মাটিয়া গ্রামে এরূপ একটী বৃক্ষ আছে, যাহার [illegible] কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ছত্রাকার এই বৃক্ষের পরিধি প্রায় [illegible] বিঘা জমিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

[illegible] সনাতন মজা। 'ছনে' বা দ্বিগুণ সেরে অর্থাৎ ১২০ তোলা হিসাবে দ্রব্যের [illegible]। [illegible] টাকায় চার সের মধু।

মৎস্য এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। একে ত নদীর অভাব, তাহার উপর 'মারবাবি' 'কৈঁয়া'র মৎস্য হিংসানিবারণার্থ পড়িয়া নদীর জলকর লইয়া স্থানে স্থানে পাহারার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন: উক্ত নদীতে মৎস্যহিংসা নিষিদ্ধ। নদী ও জলাভূ অভাবে চাষবাসের যেরূপ অসুবিধা, গো চর জমির ও বিচালির অভাবে গোরু বাছুরেরও তাদৃশ দুর্দশা। যেরূপ হইয়াছে তাহাতে দরিদ্রদের সুবিধা টুকুও সত্বর লোপ পাইবে।

জীবজন্তুর কোন বিশেষত্ব নাই—চিতাবাঘের সামান্য উৎপাত আছে। অন্য দেশের মত হনুমান বাঁদরের উপদ্রব নাই—যাহা কিছু বৌরাত্ম্য তাহা বন্য শুকরের। সর্পসংখ্যা মন্দ নহে। বিল খাল না থাকাতে জলচর পক্ষীর একান্ত অভাব; অন্য পক্ষীর সংখ্যা ও শ্রেণী তত বেশী নহে। কাক—অল্প।

এ অঞ্চলের কথাবার্ত্তায় এক প্রকার টান দেখা যায়। উহাতে মুর্শিদাবাদের কথার প্রভাব সুস্পষ্ট। উদাহরণ স্বরূপ কেন—ক্যানে, তেল—ত্যাল, বেল—ব্যাল্ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাঠান ও অন্যান্য ইতর জাতির মধ্যে অনেক নূতন শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা:

কুণ্ঠি বা কহি	(কোথায়)	আম্ সপরে	(সোয়াও)
সোঁয়াদ	(স্বাদ)	জামির	(লেবু)
শূহর	(শূকর)	কুমুর	(আখ)
রাম	(আম)	আম	রাম (নাম)
হেঁসেল	(রান্নাঘর)	ঢিঁসক্যাল	(ঢেঁকিশাল)
খড়ি	(কাঠ)	আবর,আবাম্ উখু (বোকা)	
ভোড়ান্	(চাবি)	দড়ন	(গলা)
শিবাণ	(দরজার উপরের কার্ণিশ)	চাতাল	(ছাদ)
উটুকান	(পোকা)	মেকুর	(বিড়াল)
শোঁশা	(খরগোস)	আন্দ্রোর	(বাগান)
উলোপ	(ন্যাকাম)	টাট	(রেকাবি)
ভীর	(কড়ি)	মাহাতাপ	(রংমশাল)
তিরোবাটি দিন	(৩৬৫ দিন, অর্থাৎ রোজ রোজ)		
একাবড়ি	(একাবুদ্ধি)	পাড়ি	(পাঁচনবাড়ি)
পাড়া	(মহিষ শাবক)	ফল্	(কুলার)
পেড়ে	(পর্দ্দা)	বুঁড়্কি বা পোঁহাড় (অঙ্কুর)	
কবিতরু	(পায়রা)	খরাপি	(রৌদ্র)
ভম্পানি	(জমাট)	কাঁদা	(ডাঁটা)
কড়িকামুঠা	(বড় বাতাস)	লিপ্ত	(নতুন গাড়ীর ব্যাধ)

[illegible]	([illegible] জমি)	চেরাক	(বাতি)
[illegible]	([illegible])	আকন্ড	([illegible])
[illegible]	([illegible])	[illegible]	([illegible])

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible] — [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] । বাবজো ([illegible])

[illegible] [illegible] শব্দ।

[illegible],	[illegible],	[illegible],	নিমাকে,
[illegible],	[illegible],	[illegible],	[illegible]
[illegible]	[illegible],	[illegible],	[illegible],
[illegible],	[illegible],	[illegible]	[illegible], [illegible] ।

[illegible] ।

[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ে প্রবন্ধ [illegible]

[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । এখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারবারী লোক, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দোকান [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকটস্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । ইনি [illegible] অবস্থা হইতে [illegible] একজন [illegible] [illegible] [illegible] । পূর্ব্বে একবার এখানে [illegible] স্থাপিত হয়, কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উঠিয়া যায়। এখানে [illegible] আছে বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । এখানে একটী [illegible] আছে। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — এক্ষণে একটী পাঠশালা আছে মাত্র।

[illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] পূর্ব্বে এখানে অনেক [illegible] [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রধান। [illegible] [illegible] এই গ্রামের [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নিকটস্থ [illegible] গ্রামে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তখন এই গ্রামের [illegible] [illegible] [illegible] প্রবাহিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করেন। তিনি [illegible] বুদ্ধিমান্

ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার অধস্তন [illegible] তাঁহার মুহুরিগিরি হইতে ক্রমে মুর্শিদাবাদ জেলার নশীপুর-রাজের দেওয়ান হইয়াছিলেন এবং বহুদিন পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া যান। বর্ত্তমান বাগচী বংশের [illegible] ইঁহারাই [illegible]। ইঁহারই এক প্রপৌত্র সর্ব্বানন্দ বাগচী পরলোকগত মহারাণী স্বর্ণময়ীর 'কাশিমবাজার' পরগণার নায়েবী করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। এই বংশ এক্ষণে বহুবিস্তৃত—পরিবারস্থ জনসংখ্যা তিনশতেরও অধিক হইবে। এই বৃহৎ পরিবারের অনেকেই বেশ সুশিক্ষিত এবং রাজ-সরকারে উচ্চপদস্থ। (বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।) ইঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় গ্রামে একটী প্রবেশিকা বিদ্যালয়, একটী বালিকা বিদ্যালয়, একটী পোষ্টাফিস ও একটি ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই গ্রামে উক্ত রামগতি বাগচীর খনিত একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে—ঐ পুষ্করিণী হইতে ২।৩ খানি গ্রামের পানীয় ও ব্যবহার্য্য জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই গ্রামদেশে '[illegible]' বলিয়া একটি দীঘি আছে। কথিত আছে—বীরসিংহ নামক জনৈক ধনী উহা খনন করাইয়াছিলেন। উক্ত বীরসিংহ সুবেদার ছিলেন এবং স্থানে তাঁহার [illegible] ছিল। উহারই কাছে, 'ছোট বাবুর দহ' ও 'মেজো-বাবুর দহ' বলিয়াও দুইটি দীঘি আছে। বাস্তবিক [illegible] অনেক বিষয়েই এই সর্ব্বেশ্বরপুর এক-খানি [illegible] শ্রীসম্পন্ন পল্লী।

(গ) [illegible]—'চূর্ণী' নদীতীরস্থ এই গ্রামখানি আয়তনে বড় ক্ষুদ্র নহে। [illegible] নীলকর সাহেবেরা আসিয়া এই গ্রামেই প্রথম আড্ডা স্থাপন করে এবং নীলচাষের উপযোগী কুঠী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করে। কাউলিয়া পাহাড় একটী [illegible], বর্ষাকালে জল [illegible] উচ্চ [illegible] পলি পড়ে। স্থানীয় লোকে ইহাকে 'বিলাত' বলে; এই বিলাত জমি নীলচাষের বিশেষ উপযোগী। এই কারণেই সাহেবেরা এই প্রদেশের মধ্যে এই স্থানটিই মনোনীত করিয়া লয় এবং এই গ্রামকে সদর দোকান করিয়া ১০।১২ ক্রোশের মধ্যে নানাস্থানে কুঠী প্রস্তুত পূর্ব্বক নীলকার্য্য আরম্ভ করে। অধুনা নীলকার্য্য প্রায় বন্ধ, নীলের স্থানে এক্ষণে সাহেবেরা জমিদারী করিয়া [illegible] আহার্য্য করিতেছে। এই গ্রাম প্রাচীন এবং বহু ব্রাহ্মণের বাসস্থান। সাহেব থাকে বলিয়া এই গ্রাম এক্ষণে [illegible] এবং দোকান বাজারের অবস্থাও মন্দ নহে। জেলার [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট এদিকে মফস্বলে আসিলে এই স্থানেই [illegible] করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের মধ্যে এই গ্রামের অধিবাসীরা একটু "সহুরে"। গ্রাম সংলগ্ন [illegible] নামক [illegible] প্রতিষ্ঠিত প্রান্তে খ্রীষ্টান 'মিসনারী'গণ গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া এখান হইতে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম প্রচার করেন। গ্রামে একটী প্রবেশিকা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(ঘ) ঘোড়াদহ—'[illegible]' তীরস্থ ইহা একখানি বড় প্রাচীন গ্রাম। চৌধুরী বংশই গ্রামের প্রাচীন ও প্রধান জমিদার। এই চৌধুরী বংশের পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে উচ্চপদস্থ ছিলেন—সেই সম্পর্কে ইঁহাদের সম্পত্তিলাভ। পূর্ব্বে নদী [illegible]-

পাড়ার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে জলাঙ্গী যখন বৃহৎ নদী ছিল, তখন কলিকাতা হইতে ফৌজ লইয়া গঙ্গাজলাঙ্গী বাহিয়া বড় বড় ষ্টীমার ও নৌকা এই পথে পদ্মা হইয়া নানাস্থানে যাইত। উপরি উক্ত ব্রাহ্মণপাড়ায় একটী বৃহৎ আম্র বৃক্ষ আছে। উহাকে লোকে 'বজরা-বাঁধা' গাছ বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ কোন এক সময়ে বড় বড় ষ্টীমার ও বজরা ঐ গাছে কাছি বাঁধিয়া অবস্থান করিত। গ্রামে চৌধুরী বাবুদের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। উঁহাদের গৃহে একটী 'পাতাল-ঘর' আছে—ডাকাতের বা বর্গীর হাত হইতে ধন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সেকালে মাটীর নীচে এই প্রকার ঘর প্রস্তুত করা হইত। উক্ত গৃহে কড়ির গায়ে ৯১১ শকাব্দা লিখিত আছে। গ্রামে একটী মাইনর-স্কুল ও একটী পোষ্টাফিস আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা গ্রামের অবস্থা এক্ষণে হীন হইয়া আসিয়াছে।

(ঙ) সুন্দলপুর—ভৈরব নদীর তীরে একখানি প্রাচীন ও বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। এক্ষণে সে ভৈরবও নাই, গ্রামের সে লক্ষ্মীশ্রীও নাই। মৈত্র ও বাগচী আখ্যাধারী ব্রাহ্মণেরা আদিম খ্যাতিশালী অধিবাসী। এই প্রাচীন গ্রামে পূর্ব্বে ১০০০।১২০০ ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অনেক লোকের বাস ছিল, এক্ষণে তাহার এক চতুর্থাংশও নাই—সেই সকল ভিটার উপর জঙ্গল জন্মাইয়া এক্ষণে ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে সঙ্গীত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। কায়স্থ বংশীয় সরকার বাবুরা গ্রামের জমীদার, পূর্ব্বে গ্রামেই ইঁহাদের নিজের নীলকুঠী ছিল। ইঁহারা প্রাচীন বংশ, বর্ত্তমান জমীদারের বৃদ্ধ পিতামহ ৺শ্যামসুন্দর সরকার একজন পরম কৃষ্ণভক্ত লোক ছিলেন। দান ধ্যান, অতিথি সেবা প্রভৃতি বহুতর সৎকর্ম্ম দ্বারা তিনি এ প্রদেশে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। স্বীয় গৃহে বৃন্দাবনবিহারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্পত্তির অধিকাংশ পূজা ও অতিথি সৎকারের জন্য দেবোত্তর করিয়া যান। ভৈরবের শুষ্ক গর্ভে দীর্ঘিকা খনন করিয়া তৎপার্শ্বে ৺জগন্নাথ দেবের গুঞ্জাবাটীর অনুকরণে গুঞ্জাবাটী নামে একটী উদ্যান প্রস্তুত করেন এবং তথায় তুলসীবিহার নামে একটী মেলা স্থাপিত করেন। উল্লিখিত বিগ্রহের পূজোপলক্ষেই ঐ মেলার জন্ম। কালক্রমে ঐ মেলা উঠিয়া গিয়াছে। উক্ত জমীদার গৃহে দোলযাত্রার বড় ধূমধাম ছিল—এখনও এই দুর্দ্দশার দিনে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ফলকথা সর্ব্বতোভাবেই গ্রামটির এখন দুর্দ্দশা। গ্রামে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। একটি ডাক্তারখানাও আছে।

(চ) আনবপুর—ইহা একখানি বৃহৎ পল্লী—ইহারই এক অংশের নাম হরিপুর। এই বড় প্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস। পূর্ব্বে এই স্থানে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল এবং দুই তিনটী চতুষ্পাঠী ছিল। শাস্ত্রবিদ্ যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, দূর দূরান্তরের পণ্ডিত সভায় তাঁহারা আমন্ত্রিত হইতেন। এক্ষণে শাস্ত্রচর্চ্চা সম্পূর্ণ লুপ্ত—অতীতের কাহিনী মাত্র। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধরগণই এক্ষণে তামাক খাইয়া এবং পাশা খেলিয়া দলাদলি করিতেছেন; কেহ কেহ বা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি কোনক্রমে কণ্ঠস্থ

করিয়া কষ্টে যজমানী রক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রচর্চ্চার স্থল এক্ষণে পরচর্চ্চা অধিকার করিয়াছে। সান্যালরা এই গ্রামের প্রাচীন বংশ, পূর্ব্বে ইঁহাদের অবস্থা মন্দ ছিল না—এক্ষণে হীন হইয়াছে। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট—গ্রামের জমীদার বাগচী বাবুরা একটি বড় ইন্দারা দান করিয়া এই কষ্টের কতক লাঘব করিয়াছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয়

মহারাজ সবাই জয়সিংহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান জয়পুর নগর নির্ম্মিত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে বাঙ্গা[illegible] [illegible]ওয়ান বিদ্যাধর এই কার্য্যে মহারাজের একজন বিশিষ্ট সহকারী ছিলেন। নগর নির্ম্মা[illegible] বিষয়ে তিনি পূর্ত্ত-প্রাবীণ্যের (Engineering skill) প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। জ্যোতিষ বি[illegible] যে তাঁহার অধি-কার ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দৃষ্ট হইতেছে না। [illegible] জগন্নাথ প্রভৃতি মহারথী পণ্ডিতগণ গণনাদি এবং যন্ত্রপ্রণয়নাদি কার্য্যে আদিষ্ট ছিলেন; [illegible] তার বিদ্যাধরে[illegible] হস্তেই ন্যস্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়। জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় [illegible] র পক্ষে এক কীর্ত্তি; ইহার সহিত আংশিকরূপে আমাদের একজন বাঙ্গালীর নাম সন্নিবি[illegible] এই আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

মহারাজ জয়সিংহ জয়পুর ব্যতীত দিল্লী, মথুরা, বারাণ[illegible] [illegible] উজ্জয়িনী [illegible] পরিমাণে জ্যোতিষিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করেন। কাশীর মানম[illegible] স্থাপিত। অনেকে মনে করেন যে মানমন্দিরস্থ যন্ত্রাদি মানসিংহের স্থাপিত, [illegible] মানমন্দির নামক প্রাসাদটী মহারাজ মানসিংহ তীর্থ[illegible] এবং বিদ্যার্থীর সুবিধার জ[illegible] প্রস্তুত করান, কিন্তু যন্ত্রস্থাপন জয়সিংহের সময়েই হয়। জয়সিংহের পূর্ব্বে ঐ বাটী জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় বাটী ছিল না। বেদবেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নার্থিগণ জয়পুর হইতে গিয়া ঐ বাটীতে থাকিতে পাইতেন। পররাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত অর্থ মানসিংহ এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যেই ব্যয় করিতেন। মথুরা হরিদ্বার প্র[illegible]ত স্থানেও ঐরূপ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জানা যায়।

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় সম্বন্ধে অ[illegible] কথা বলিবার আছে। আমরা, "নাড়ীবলয়" নামক যন্ত্রের পৃষ্ঠে যে কবিতা কয়েকটী লিখিত আছে, তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এবং তাহার বঙ্গানুবাদও সংযোজিত হইল। কবিতা কয়েকটী যে কোন্ সময়ে লিখিত হইয়াছিল তাহার স্থিরতা নাই, তবে ইহা দ্বারা যন্ত্রালয়ের আরম্ভকাল নির্ণীত হইয়াছে;—

"ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মবৃদ্ধিমবলোক্যাত্মা জগতপ্রভোঃ
রাজেন্দ্রো জয়সিংহ ইত্যভিধয়াবির্ভূয় বংশে রঘোঃ

পুরা [illegible] ধর্মবিরোধিনোঽভবন্ [illegible] বেদবাহ্যভিন্ন-
ধর্মং [illegible] ধরাতলে রচিতবান্ যজ্ঞান্ [illegible] বহূন্ ॥
গোনপ্রহ্র [illegible] চরাণাং [illegible] শ্রীজয়সিংহস্ততঃ ।
আজ্ঞাপ্তবান্ যন্ত্রবিদঃ পুনস্তে চক্রুর্হি বাযো [illegible] ॥
সমজলেপাংশ-বিভক্ত-পার্শ্ব-যন্ত্র-নাড়ীবলয়ৈক-কেন্দ্রম্ ।
ধ্রুবাভিকেন্দ্র [illegible] লাগ্রভাঙ্গুলি [illegible] ॥
[illegible] ভার্গং রোহাবরোহান্ নবনন্দ [illegible] ।
[illegible] বিবুধা বিদুস্তান্ [illegible] ॥
[illegible] পুনরাদিদেবঃ ।
ইক্ষ্বাকুবংশেঽপ্যবতীর্য পুণ্যাং [illegible] বেদপথানুযুক্ ॥
ধর্মাধিকারী বিধিবেদ [illegible] সংরোপিতধর্মপাদঃ ।
[illegible] কার ॥
[illegible] পঞ্চর্ত্তিংশচ্চ [illegible] ।
[illegible] তাং সাক্ষিণঃ সঃ ।
[illegible] বিজয়াবোধায়ুক্
[illegible] জ্যোতির্বিদঃ ॥"

[illegible] আত্মা (শ্রীসূর্য্য) ধর্মের হ্রাস ও অধর্মের বৃদ্ধি দেখিয়া [illegible] জয়সিংহ নাম-[illegible] রঘুবংশে অবতীর্ণ হন এবং বেদপদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞাদি করিয়া ধর্মবিরোধী [illegible] [illegible] সমাজের ধর্মস্থাপন করিয়া অনেকগুলি উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্মাণ করান।

[illegible] ঠিক জানিবার [illegible] জয়সিংহ [illegible] জ্যোতির্বিদ [illegible] এবং উহাঁরা "[illegible]" নামক যন্ত্র নির্মাণ করেন। [illegible] [illegible] নাড়ীবলয় [illegible]। ঐ নাড়ীবলয়ের [illegible] এক কেন্দ্র। [illegible] কেন্দ্রের [illegible] অবস্থিত। কেন্দ্রদ্বয়ের উপরে যে [illegible] আছে তাহাদের ছায়াতে ঘটিকাদি সূচিত হয়।

[illegible] উপর সূর্য্যের আরোহণ এবং অবরোহণের বিষয়ে [illegible] [illegible] [illegible] যুবকে নিয়ম [illegible] [illegible] উভয় [illegible] করাইলেন।

পৃথিবীর উপর [illegible] বৃদ্ধিতে যে [illegible] বাড়িয়া গিয়াছিল [illegible] করিবার জন্য [illegible] [illegible] ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহলোকে অবতীর্ণ হয়েন। যে সকল [illegible] অবতীর্ণ হইবার [illegible] দিয়াছিলেন তাহাদের [illegible] নির্মিত হইয়াছেন।

[illegible] বিধিবেত্তা [illegible] পত্তন [illegible] যুক্ত করিয়াছিলেন, জ্যোতির্বিদ [illegible] জ্যোতিষের [illegible] যন্ত্র সকল হইতে [illegible] করেন।

এক্ষণে যন্ত্রস্থাপনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র নির্ণীত হইতেছে।

যদি ঐ দিনের পক্ষ, তিথি, বার এবং নক্ষত্র এই চারিটির মধ্যে পক্ষটি ৩৭ দিয়া গুণ করা যায় এবং বাকী তিন উহাতে যোগ করা হয়; অথবা তিথিকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া ইতর তিন যোগ করা হয়; অথবা বারকে ১৩ দিয়া গুণ করিয়া অবশিষ্ট তিন যুক্ত করা হয়; অথবা নক্ষত্রকে ২৫ দিয়া গুণ করিয়া আর সকলগুলি যোগ করা হয়, তাহা হইলে ঐ চারিটির প্রত্যেকটী যোড়শাধিক স্থাপনকালজ্ঞাপক [illegible]র অষ্টাদশ দ্বারা ভাগলব্ধ ফল হইবে। আর এই অনুসারে গণিত করিয়া প্রক্রিয়া মিলাইয়া সিদ্ধ হইতেছে যে ঐ দিন কৃষ্ণপক্ষ, নবমী, শুক্রবার ও কৃত্তিকানক্ষত্রবিশিষ্ট এবং ঘটনা সময় ১৬৪০ শকাব্দা (অর্থাৎ ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ) ছিল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে ১৮৭ বৎসর হইল এই যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সমীকরণে পূর্ব্বোক্ত গণিতক্রিয়াটী স্পষ্টীকৃত করিয়া দেওয়া হইল।

$$
\begin{aligned}
& ২\times৩৭+৯+৬+৩ \\
= \; & ৯\times৯+২+৬+৩ \\
= \; & ৬\times১৩+২+৯+৩ \\
= \; & ৩\times২৫+২+৯+৬ \\
= \; & \frac{১৬৪০+১৬}{১৮} \\
= \; & ৯২ .
\end{aligned}
$$

সুবিধা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, আলয়স্থ বর্ত্তমান যন্ত্রসকল একা জয়সিংহ করেন নাই। তাঁহার পৌত্র প্রতাপসিংহ অনেকগুলি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। জয়সিংহের সময় হইতে বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ মাধোসিংহের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজাই অল্পাধিক পরিমাণে যন্ত্রালয়ের শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতিসাধনকল্পে অর্থব্যয় করিয়াছেন। যে যে যন্ত্র যে যে উদ্দেশে নির্ম্মিত এবং যে যে রাজার সময়ে স্থাপিত বা সংস্কার প্রাপ্ত তাহা পরপৃষ্ঠায় তালিকায় বিবৃত করা গেল।

তালিকায় যে কয়টী যন্ত্রের নাম উল্লেখ করা গেল, সেগুলি ব্যতীত আরও অনেকগুলি পিত্তল বা কাষ্ঠনির্ম্মিত যন্ত্র, বাদ্যযন্ত্র এবং জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের গৃহ আছে। যে যে উদ্দেশে যন্ত্রগুলি নির্ম্মিত তাহাদের প্রধানগুলির নাম উল্লিখিত হইল। বাস্তবিক একটী যন্ত্রের দ্বারা তালিকা-নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত আরও অনেকগুলি গণনা সাধিত হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রত্যেক যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাইবে, সে সময়ে সেই গুলির বর্ণনা করা হইবে।

জয়পুর-যন্ত্রালয়ের অবস্থান বিষয়ে দুই একটী কথা বলিয়া [illegible] বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ত্রিপোলিয়া বাজার নামক রাজবাটীর তোরণ [illegible] অতিক্রম করিয়া কয়েকপদ উত্তরাভিমুখে এবং কয়েকপদ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে [illegible] একটী [illegible] হয়। উহা তিন দিক্ প্রাচীরবেষ্টিত এবং একদিক্ [illegible] বেষ্টিত হইয়া [illegible] জ্যোতিষিক [illegible] নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তরদিকে রাজবাটী এবং [illegible], [illegible] দেওয়ান,

বেধালয়স্থ যন্ত্র-তালিকা।

সংখ্যা	নাম	কিসে নির্মিত	কোথায় অবস্থিত	কি ব্যবহার	কোন রাজার সময়ে স্থাপিত	কোন রাজার সময়ে পুনঃসংস্কৃত বা সংবর্দ্ধিত।
১	দক্ষিণোত্তরভিত্তি যন্ত্র	ইমারৎ	জ্যোতিষিক প্রাঙ্গণ	উন্নতাংশনির্ণয়	সবাই জয়সিংহ	সবাই রামসিংহ
২	ষষ্ঠাংশ যন্ত্র	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	
৩	রামযন্ত্র	ঐ	ঐ	উন্নতাংশ এবং দিগংশনির্ণয়	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (২য়)
৪	দিগংশযন্ত্র	ঐ	ঐ	দিগংশনির্ণয়	ঐ	
৫	সম্রাট যন্ত্র	ঐ	ঐ	কালনিরূপণ, নতকাল, (hour angle) ক্রান্তি	ঐ	
৬	নাড়ীবলয়	ঐ	ঐ	কালনিরূপণ, নতকাল	ঐ	সবাই প্রতাপসিংহ
৭	রাশিবলয়	ঐ	ঐ	খগোলীয় শর, ক্রান্তি	ঐ	
৮	ক্রান্তিবৃত্ত	ঐ এবং পিত্তল	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (২য়)
৯	কপালীযন্ত্র	ইমারৎ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	
১০	জয়প্রকাশ	ঐ	ঐ	ঐ ঐ	ঐ	
১১	উন্নতাংশ-যন্ত্র	পিত্তল	ঐ	উন্নতাংশ নির্ণয়	ঐ	
১২	চক্রযন্ত্র	ঐ	ঐ	ক্রান্তি নতকাল	ঐ	
১৩	যন্ত্ররাজ	ঐ	ঐ এবং যাদুঘর	উন্নতাংশ এবং অন্যান্য গণনা	ঐ	
১৪	ঘটিযন্ত্র	ঐ অথবা কাষ্ঠ	জ্যোতির্বিদ্গণের বাটীতে	কালনিরূপণ	সবাই মাধোসিংহ (১ম)	
১৫	কুম্ভক যন্ত্র ও তুরীয় যন্ত্র	পিত্তল	যাদুঘর	ঐ এবং ক্রান্তিবৃত্তের অবস্থান	পণ্ডিতগণ	
১৬	গোলযন্ত্র (Armillary sphere)	ঐ	ঐ	ঐ	সবাই মাধোসিংহ (১ম)	

১৭ অতিরিক্ত যন্ত্রাদির নাম—জ্যোতিষিকদের চতুরস্র, শঙ্কুযন্ত্র ও ধ্রুবযষ্টী, ফলকযন্ত্র, শরযন্ত্র [শেষোক্ত দুইটি একণে উৎপাটিত।]

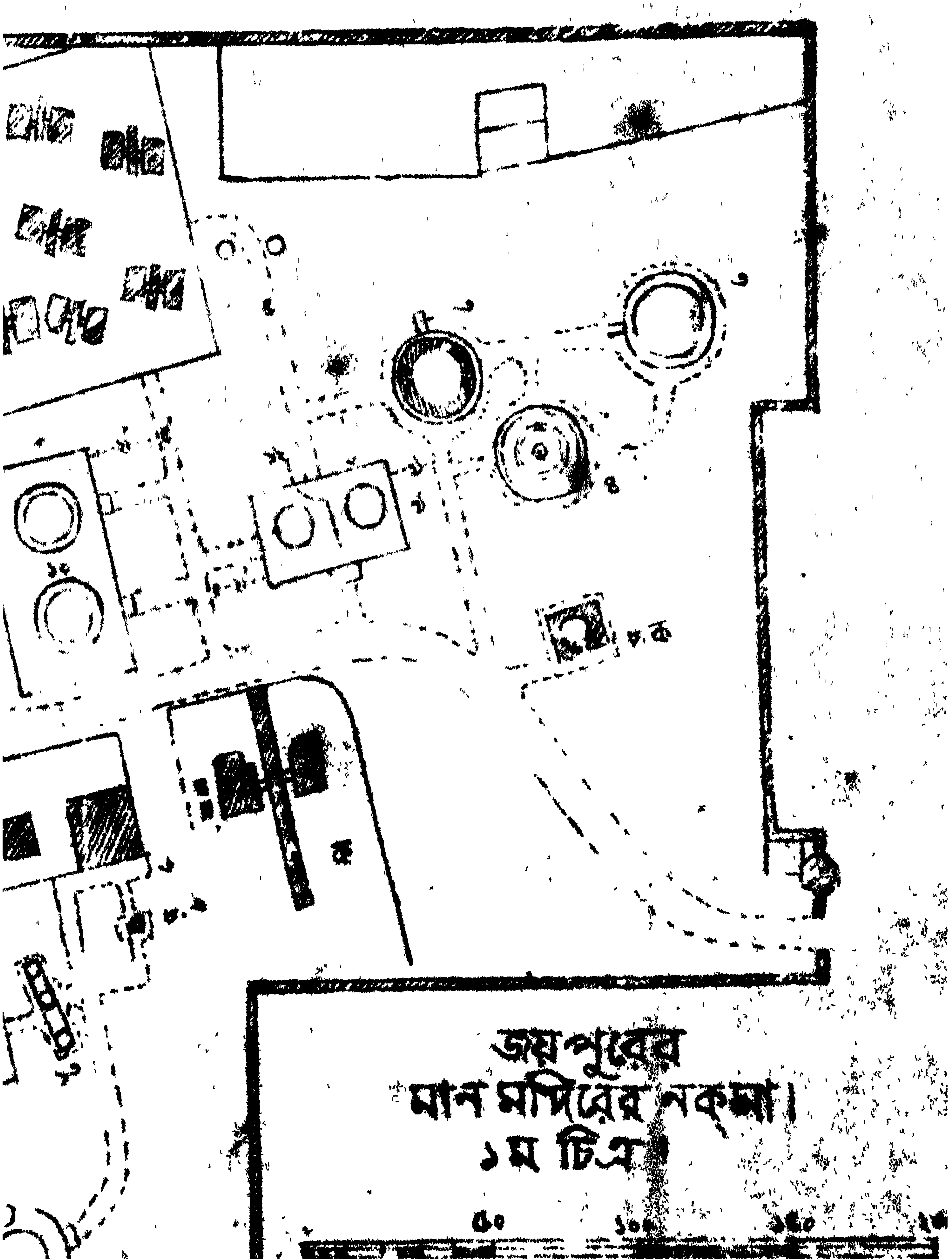

জয়পুরের
মান মন্দিরের নক্সা।
১ম চিত্র

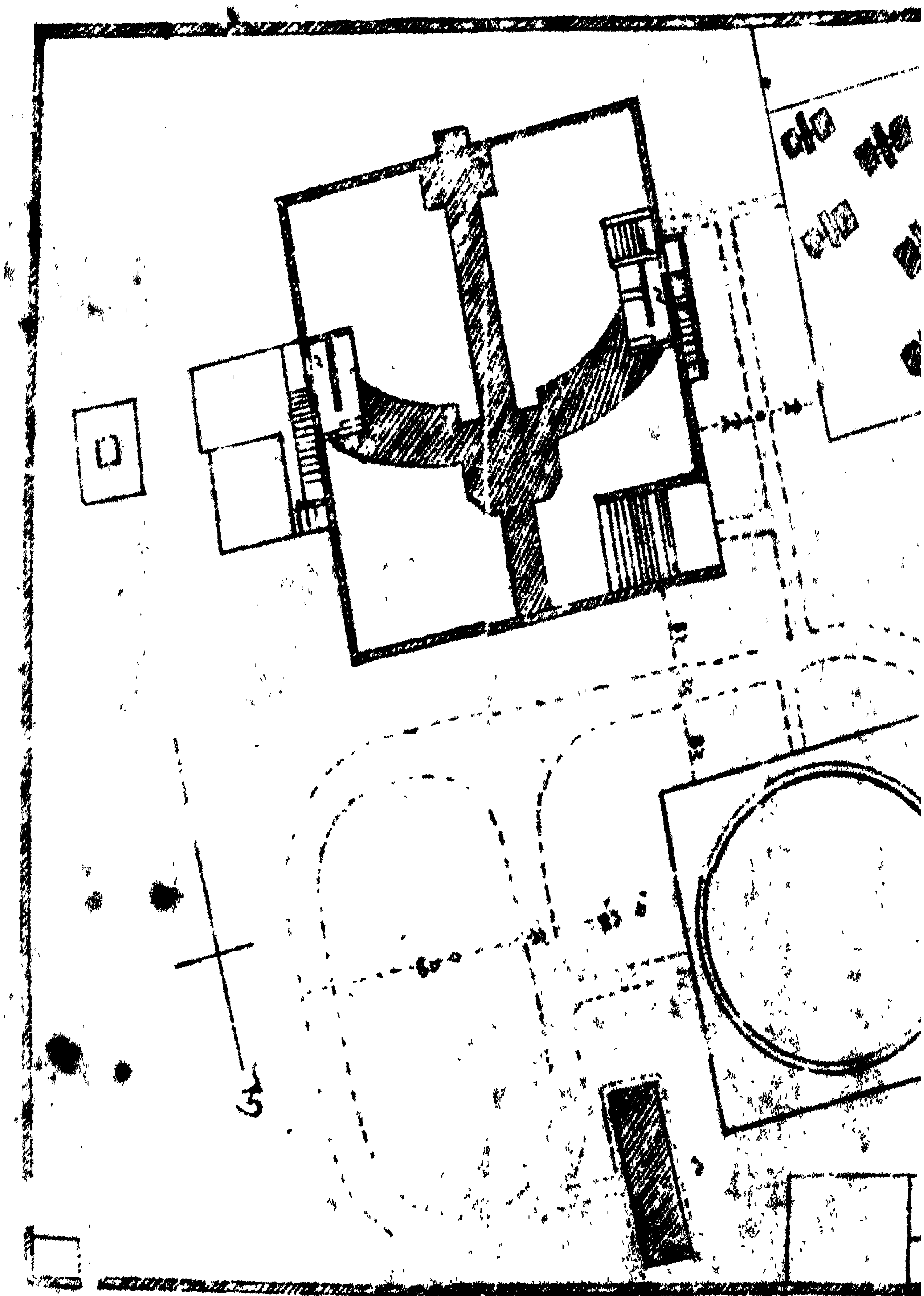

পূর্ব্বদিকে অশ্বশালা এবং দক্ষিণদিকেও কয়েকটী মন্দির। ঐ অশ্বশালা এবং মন্দিরের পরেই বাজার। কোলাহলপূর্ণ নগরের কেন্দ্রভাগেই ইহা অবস্থিত, কিন্তু চত্বরটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে কোন প্রকার কোলাহল শ্রুত হয় না; নীরব—নিস্তব্ধ। রাত্রিকালে মহারাজগণ রাজ-কার্য্যের ঝঞ্ঝাট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এই বিবুধ-সেব্যস্থানে সমাগত হইয়া গভীর গবেষণায় সময়াতিপাত করিতেন।

শ্রীদেবনাথ ভট্টাচার্য্য।

বোপদেব।*

বোপদেব অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত প্রতিভাশালী বহুদর্শী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত নানাবিধ গ্রন্থসমূহই এ বিষয়ের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। কএকখানা সাহিত্যগ্রন্থ ও কএকখানা কবিরাজী পুস্তক, তিথিনির্ণয়, মহাভারতভাষ্য, ভাগবতভাষ্য, মুক্তাফল গ্রন্থ, পাণিনীয় শাস্ত্রের টীকা, পারভাষা-ব্যাখ্যা, পদার্থাদর্শ, পরমহংসপ্রিয়া ত্রিংশৎশ্লোকী, কবিকল্পদ্রুম, কাব্যকামধেনু এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, এই সমস্ত গ্রন্থ মহাত্মা বোপদেবের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ সকল গ্রন্থের মধ্যে অল্প কয়েকখানা গ্রন্থমাত্র প্রচলিত। অবশিষ্ট অধিক সংখ্যক গ্রন্থই কালবিপর্য্যয়ে বা সংস্কৃত ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। বোপদেব দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ মহাদেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী হেমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন।

দেবগিরি অর্থাৎ (দৌলতাবাদ) দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। হায়দ্রাবাদ হইতে ২৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও বোম্বাই হইতে ১৭০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। দিল্লীর অধিপতি মহম্মদ তোগলক দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া উহার নাম দৌলতাবাদ রাখিয়াছিলেন। তদবধি উহা দৌলতাবাদ নামেই প্রসিদ্ধ। অতএব আমরা এখন হইতে দেবগিরিকে দৌলতাবাদই বলিব। মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে দৌলতাবাদ হিন্দু রাজার আধিপত্যকালে দেবগিরি নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। বোপদেব হিন্দু রাজার রাজ্যশাসনকালে বর্ত্তমান ছিলেন। উইলসন্ সাহেব অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডে বোপদেবকে দেবগিরিরাজ মহাদেবের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার রামদাস সেন বান্ধব নামক পত্রিকায় "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রবন্ধেও ঐরূপ লিখিয়াছেন।

* সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সংস্কৃতশাস্ত্রবিশারদ পূজ্যপাদ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় হেমাদ্রিকৃত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির দানখণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"এষ খলু বিক্রমশাকে দেবগিরিযাদববংশোদ্ভব-মহারাজাধিরাজ-মহাদেবচক্রবর্ত্তিনো ধর্ম্মাধিকরণপণ্ডিত আসীৎ। হেমাদ্রেরপি খলু নৃপতি শ্চাস্য সভাপণ্ডিতো বোপদেব আসীৎ। অনুমীয়তে শকাব্দস্য দ্বাদশশতকে সময়নিরূপণং [illegible] নির্দ্ধারণাধিকোন সম্ভবতি।"

এখন জানা যাইতেছে যে, হেমাদ্রি দেবগিরিস্থ যাদববংশোদ্ভব মহারাজাধিরাজ মহাদেব চক্রবর্ত্তীর [illegible] ধর্ম্মাধিকরণ পণ্ডিত ছিলেন, হেমাদ্রি নিজেও রাজা ছিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত বোপদেব ছিলেন। অনুমান ১২০০ শকাব্দের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বোপদেব গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন।

ইহা দ্বারা বোপদেব ও হেমাদ্রি সমসাময়িক লোক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। রাজা হেমাদ্রি উৎসাহিত হইয়া বোপদেব দ্বারা "মুক্তাফল" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ মুক্তাফল গ্রন্থের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবসূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ॥"

বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য ভিষক্ কেশবের পুত্র বোপদেব দ্বারা হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়াছিলেন। মুক্তাফল ভাগবতভাবাত্মক গ্রন্থ, তাহার প্রমাণস্বরূপ ঐ গ্রন্থের একটী [illegible] শ্লোক—

"মুক্তাফলেন গ্রথিতং সদ্য সদ্বৃত্তভক্তিনা।
ভক্তিভাজামনুন্মুক্তমুক্তাফলবিশিষ্টক্রিয়া॥"

হেমাদ্রি-প্রণীত চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি নামক স্মৃতিনিবন্ধ অধুনা যাহা 'হেমাদ্রি' নামে বিখ্যাত, ঐ গ্রন্থ কাহারও মতে মহাত্মা বোপদেব-প্রণীত। মহাত্মা বোপদেব নিজ নির্ম্মিত গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ স্বত্ব হেমাদ্রিকে দান করিয়াছিলেন। নিবন্ধসিন্ধুর কতিপয় পংক্তি দেখিলেও ইহা অনুমিত হয়।

পণ্ডিত বোপদেব হেমাদ্রিকে আপন আশ্রয়দাতা [illegible] করিয়াছেন, তাহা বুঝিলেও অধুনা সেই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছে না। বোপদেব হেমাদ্রির অনুরোধে "হরিলীলা" নামী ভাগবতের একটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই টীকার শেষেও এইরূপ লিখিত আছে,—

"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥"

মন্ত্রি-হেমাদ্রির তুষ্টির জন্য পণ্ডিত বোপদেবকর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধাধ্যায়ের অর্থাদি নিরূপিত হইয়াছে।

বোপদেব কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ঠিক নিশ্চয় হয় না, অনুমানে জানা যায়, [illegible] যুক্তিতে [illegible] ১২০০ শকাব্দের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে বা পরে [illegible]

কেশবচন্দ্রের ঔরসে রাধামতী দেবীর গর্ভে দৌলতাবাদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্ন-লিখিত উদ্ভট শ্লোক তাহার প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইল,—

"দক্ষিণে দেবগির্য্যদ্রৌ শকবস্বধরেন্দুকে।
রাধামত্যুদরে জাতো বোপদেবো জনার্দ্দনঃ॥"

এই উদ্ভট শ্লোক কতদূর প্রামাণ্য বলিতে পারি না। এই শ্লোক প্রামাণ্য না হইলেও বোপদেব যে ১১৮২ শকাব্দের ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে বা পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কারণ ইংরেজী ইতিহাসেও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মহারাজ মহাদেব ১১৮২ শকাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে বোপদেবও তৎসমকালীন লোক ছিলেন ইহা স্বীকার্য্য। উইলসন সাহেব বিষ্ণুপুরাণের প্রথম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বোপদেব খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বস্তুতঃ বোপদেব অতি প্রাচীনকালের পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে হেতু শ্রীধরস্বামী ভাগবতটীকায় এবং মাধবাচার্য্য নিজকৃত মহাভাষ্যটীকায়ও বোপদেবের নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব বামনকৃত মহাভাষ্যটীকার পরে মহাভাষ্যটীকা রচনা করেন। তাহাতে অনেক স্থলে বামন-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভাষ্যটীকায় বোপদেব-সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন ও পরিশেষে লিখিয়াছেন,—

"বোপদেবো মহাগ্রাহো গ্রস্তো বামনদিগ্গজঃ।
কীর্ত্তেরেব প্রসঙ্গেন মাধবেন প্রমোচিতঃ॥"

বামনরূপ দিগ্‌হস্তী বোপদেবরূপ মহাকুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া কীর্ত্তিপ্রসঙ্গে মাধবকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছেন।

দেবগিরি রাজধানীতে যে বোপদেবের বাস ছিল, 'কবিকল্পদ্রুমের শেষ শ্লোকে বোপদেব নিজেই তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন—

"স্বর্গে গীর্ব্বাণনার্য্যঃ সুরপতিমহিতঃ শাব্দিকানাং বরেণ্যং
পাতালে নাগরাজং ভুজগযুবতয়ো যত্র গায়ন্তি কীর্ত্তিম্।
বস্তীর্ণং শব্দপাথোনিধিমখিলমিমং গোষ্পদং বা সুরাদ্রৌ
শিষ্যোঽকার্ষীদ্ধনেশঃ কবিকুলতিলকঃ কৈশবির্বোপদেবঃ॥"

স্বর্গে সুরযুবতীগণ শাব্দিকদিগের পূজ্য সুরপতির নিকট, পাতালে শাব্দিকদিগের পূজ্য নাগরাজের নিকট সর্পযুবতীগণ যাহার কীর্ত্তি গান করে, যিনি সমস্ত শব্দসমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় পার হইয়াছেন, সেই ধনেশের শিষ্য কবিকুলতিলক কেশবের পুত্র বোপদেব ইহা সুরাদ্রিপর্ব্বতে রচিয়াছেন।

এই শ্লোকে প্রাচীন টীকাকারগণ "সুরাদ্রৌ" "সুমেরুপর্ব্বতে" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ তদ্রূপ ব্যাখ্যা না করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, এখানে "সুরাদ্রি" শব্দ "দেবগিরি" বাচক, "সুমেরু" বাচক নহে। উভয়ের অভেদভাবে "দেবগিরি"

শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "স্বরাগ্র" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে ইত্যাদি। আমাদের নিকটেও এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া থাকেন যে, আমরা হেমাদ্রির এই একটী ব্যাখ্যাকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া "বোপদেবকে" "দেবগিরির" লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না এবং আমাদের বিবেচনায় তিনি বঙ্গদেশেরই লোক ছিলেন, এই জন্যই তাঁহার মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ বঙ্গদেশেই প্রচলিত, অন্যত্র নয়। এ কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, বোপদেব হেমাদ্রি ও দেবগিরিরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন, হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বন্ধুত্ব ছিল, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদি-সম্মত, কারণ এ বিষয়ে বোপদেবের স্বহস্তলিখিত প্রমাণ পূর্ব্বে যথেষ্ট দেখান হইয়াছে। যে সময়ে রেলপথ প্রচলিত ছিল না পদব্রজেই লোক নানাদেশে যাতায়াত করিত, যে সময় পথ ঘাট অত্যন্ত শ্বাপদসঙ্কুল ছিল, সেই সময়ে বোপদেব সমগ্র বঙ্গদেশ ও নিকটস্থ সমস্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দেবগিরিতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন ও সেইখানে থাকিয়াই গ্রন্থাদি প্রচার, হেমাদ্রির সহিত বন্ধুত্ব ও রাজপণ্ডিতের পদপ্রাপ্তি হইয়াছিল; আবার কিছুদিন পরে তথা হইতে স্বদেশপ্রত্যাগত হইয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

বোপদেব মিথিলাদেশনিবাসী ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদও আছে। যথা—বোপদেব ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন, ১০ বার অধ্যয়ন করিয়াও কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারেন না। অবশেষে উদীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বোপদেবকে আপন চতুষ্পাঠী হইতে বাহির করিয়া দেন। বোপদেব দুঃখে লজ্জায় ক্ষোভে অভিভূত হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া উন্মত্তের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথে যাইতে থাকেন। অবশেষে বহুদূর যাইয়া একটী সুরম্য সুপ্রশস্ত জলাশয়ের ঘাটের ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাটের সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন অদৃষ্টচিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় একটী স্ত্রীলোক কলসী কক্ষে করিয়া সেই ঘাটে আসিয়া জলের অব্যবহিত পূর্ব্ব সিঁড়িতে কক্ষস্থিত কলসী রক্ষা করিয়া জলমধ্যে অবতীর্ণ হইল এবং স্নানাদি শেষ করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে কলসীটী পূর্ব্বস্থানে রক্ষা করিয়া পরে শুষ্কবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কলসী কক্ষে লইয়া নিজ গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। এইরূপ বহু স্ত্রীলোক ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া সেই ঘাটের সেই একই স্থানে সকলে আপনাপন জলপূর্ণ কলসী ক্রমে রক্ষা করিয়া আর্দ্রবস্ত্রাদি ত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কলসীর ঘর্ষণে সেই ঘাটের সেই স্থানটী চক্রাকার আলবালে পরিণত হইল। ইহা দেখিয়া বোপদেব মনে মনে ভাবিলেন যে বহু কলসীর ঘর্ষণে যখন একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাটে আলবালের সৃষ্টি হইল, তখন আমার এই স্থূল বুদ্ধিকে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিলে তাহাও সূক্ষ্ম হওয়া সম্ভব এবং সুন্দর বস্তু প্রসব করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া বোপদেব পুনর্ব্বার স্বীয় অধ্যাপক ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট আগমন করিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া পুনর্ব্বার বহু পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরে অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া নিজের

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ ভাগ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

১৩৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা

৯ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর
"বিশ্বকোষ-প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসকর্তৃক মুদ্রিত

১৩১২

দ্বাদশভাগের সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধাঁ (শ্রীআবদুল করিম, চট্টগ্রাম) ...	১৭৭
২। জয়পুরের জ্যোতির্বিক যন্ত্রালয় (শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য)	১১৯
৩। না (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ)	১০৩
৪। নারায়ণদেবের পাঁচালী (৺দ্বিজ দিনরাম)	১৮৯
৫। নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য-কবিতা (ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য) ...	৪০-৭০
৬। পল্লীকথা (শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী)	১০৬
৭। ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা (শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার)	[illegible]
৮। মাণিকগাঙ্গুলী ও ধর্ম্মমঙ্গল (ব্রজসুন্দর সান্যাল)	১
৯। মাসিক কার্য্য-বিবরণী	২৸/—১—১৬
১০। রঙ্গপুরের দেশীয়ভাষা (শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী)	১৪
১১। বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী ও পারসী শব্দ (শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ) ...	১০৯
১২। বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ (শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম,এ)	২৩
১৩। বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী (একাদশ)	৫।৶
১৪। বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা	৫৭
১৫। বৈদিক তত্ত্ব	১২৯
১৬। বোপদেব (শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্রী)	১২৩
১৭। বৌদ্ধ-বারাণসী (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)	১৫৩

বিশেষ ভ্রমসংশোধন

৬৭ পৃষ্ঠার ২০ ছত্রে "কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের ভগিনীর" স্থলে "ভাগিনেয়ী" ছাপা হইয়াছে। "ভগিনীর" পাঠই শুদ্ধ।

অতুলনীয় কীর্ত্তি জগতে বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বোপদেব যে ধনেশ্বর মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা। তেন বেদপদস্থেন বোপদেবদ্বিজেন যঃ ॥"

অর্থাৎ বিদ্বান্ ধনেশের শিষ্য চিকিৎসক কেশবপুত্র বৈদিকদ্বিজ বোপদেব।

বোপদেব অনেক শ্লোকে স্বীয় পিতা কেশবচন্দ্রকে ভিষক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কাহারও কাহারও মতে বোপদেব অম্বষ্ঠজাতি ছিলেন। এরূপ ভ্রান্তি সম্পূর্ণ অমূলক সন্দেহ নাই। কারণ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণের শেষে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ। বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্ ॥"

বিদ্বান্ ধনেশ্বরের ছাত্র ভিষক্ কেশবের পুত্র ব্রাহ্মণ বোপদেব এই বেদপদের স্থান করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশে ব্রাহ্মণ জাতিরাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া থাকেন। তৎপ্রদেশে গৌড়দেশের ন্যায় চিকিৎসাব্যবসায়ী অম্বষ্ঠজাতির অস্তিত্ব দেখা যায় না। যাহা বুঝা যায়, তাহাতে বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্রও চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। এই নিমিত্ত ভিষক্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকসমূহের "ভিষক্" শব্দগুলি ব্যবসায়বাচী, জাতিবাচী নহে। পিতা চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই বোপদেব কতিপয় বৈদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। দয়ানন্দ নামক কোন আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত স্বকৃত "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, বোপদেব জয়দেবের ভ্রাতা ছিলেন। যাঁহাদের পিতা মাতা ভিন্ন, জন্মস্থান পৃথক্, তাঁহাদের পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ দয়ানন্দ কোন্ প্রমাণ বা যুক্তিদ্বারা জানিতে পারিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। জয়দেব ও বোপদেবের মাতাপিতার নাম ও জন্মস্থান প্রভৃতি যে পৃথক্ পৃথক্ ছিল, তাহা তাঁহাদের প্রত্যেকের লিখিত শ্লোকদ্বারা বেশ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, বোপদেবের পিতা কেশবচন্দ্র, বোপদেবের জন্মস্থান হায়দ্রাবাদের নিকটবর্ত্তী দৌলতাবাদ, জয়দেবের জন্মস্থান বঙ্গদেশীয় কেন্দুবিল্বগ্রাম, বোপদেবের মাতার নাম রাধামতী দেবী, জয়দেবের মাতার নাম রাধাসুন্দরী বা রামাসুন্দরী।

অনেকে বোপদেবকে গোস্বামী উপাধিদ্বারা ভূষিত করিয়া থাকেন। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও বোপদেবের গোস্বামী উপাধি ছিল এরূপ প্রমাণ পাই নাই। অবশ্য বোপদেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই প্রথমে সচ্চিদানন্দ মুকুন্দকে প্রণাম করিয়া মুগ্ধবোধব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুগ্ধবোধব্যাকরণের শেষেও মুগ্ধবোধের পঠনপ্রয়োজন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসংকীর্ত্তনঞ্চেদ্দ্বয়ং হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চ ন মুগ্ধবোধাল্লভ্যতেহতঃ পঠনীয়মেতৎ [illegible]"

দেবভাষায় কথা বলা হরিনামের কীর্ত্তন করা এই দুইটীই জগতে অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাও মুগ্ধবোধ হইতে লাভ করা যায় না এরূপ নহে, এইজন্য ইহা পঠনীয়।

বোপদেব যে সকল গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে অধিকাংশই টীকাগ্রন্থ দেখিতে

পাই, অতএব তাহা দ্বারাও বোপদেব যে বৈষ্ণব ছিলেন তাহা কতকটা অনুমান করিতে পারি। "ওঁ নমঃ শিবায়" ইত্যাদি দ্বিতীয়বার মঙ্গলাচরণ দেখিয়া অনেকে বোপদেবকে "শৈব" বলিতে চাহেন। আমরা বলি, এই একটী সূত্রদ্বারা বোপদেব শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। তবে বোপদেব বৈষ্ণব হইয়াও শিবদ্বেষী ছিলেন না ইহাই মাত্র প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের লেখার ধরণ বিভিন্নরূপ বলিয়া এবং মহাত্মা বোপদেবের লেখার সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লেখার ধরণের অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। একথা নিতান্তই অমূলক, কারণ বোপদেব "মুক্তাফল" "হরিলীলা" "পরমহংসপ্রিয়া" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বোপদেব নিজে ভাগবতের ন্যায় একখানি কঠিনগ্রন্থ লিখিয়া আবার তাহা বুঝাইবার জন্য নিজেই ঐ গ্রন্থের উত্তরোত্তর তিনটী টীকা প্রস্তুত করিয়া বাহুল্যরূপে সমরাতিবাহিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস হয় না। প্রমাণও পাওয়া যায়,—

"বোপদেবকৃততত্বে চ বোপদেবপুরাতত্বৈঃ। কথং টীকাকৃতা বৈষ্ণবৈর্বহুমংচিৎসুখাদিভিঃ॥"

ইহা ভিন্ন এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যাঁহারা ইহার বিশেষতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক রহস্যে "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেই ইহার বিশেষত্ব জানিতে পারিবেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি, কোন, কোন পণ্ডিত বলেন, ভাগবত হুকিন্দকবি-বিরচিত এবং নিম্ন-লিখিত উদ্ভট শ্লোকটী তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকেন,—

"খ্যাতে ব্যাকরণং কৃতং তদখিলং শ্রীবোপদেবেন বৈ কৌ সবেন প্রকৃতৌ চ মহিষপুরা তারাবিলাসঃ পরং শ্রীমদ্ভাগবতে হুকিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং কৃতং খ্যাতে শ্রীসুকুমারেন কলিকটে তদ্ব্যাখ্যাকৃঃ কৃতঃ॥"

উক্ত শ্লোকের "হুকিন্দকবিনাখ্যাতে" এই অংশের অর্থ কি? খ্যা ধাতুর অর্থ প্রসিদ্ধি ও কথন, তাহা হইলে "খ্যাতে" এই শব্দের প্রতিশব্দ "প্রকাশিতে" বা "কথিতে" এইরূপ হওয়া উচিত। এখন একবার বলিতে পারি, হুকিন্দকবি ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতেই সর্বসাধারণে ভাগবতগ্রন্থ পাইয়াছিল এবং ভাগবতগ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষায় ভাগবতকে অধিক সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মোটের উপর ভাগবত বোপদেব বা হুকিন্দকবি বিরচিত নহে। ভাগবত অতি প্রাচীনগ্রন্থ।

মহাত্মা বোপদেব কেবল অসাধারণ বৈয়াকরণ ছিলেন তাহা নহে। "শতশ্লোকী" নামক একখানা দর্শনশাস্ত্রের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিয়া দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ শাস্ত্রী।

আলোচ্য বিষয়।

১। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভ্যনির্ব্বাচন, ৩। ছাত্র সভ্যের নিয়মাবলী অনুমোদন ও তদনুসারে পরিষদের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন, ৪। ১৩১২ সালের কর্ম্মচারিনিয়োগ, ৫। ১৩১২ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন। ৬। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কর্ত্তৃক "১৩১১ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ।

সভাপতি মহাশয় ও সহকারী সভাপতি মহাশয়গণ উপস্থিত না থাকাতে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১১শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন	১। খাঁ বাহাদুর মৌলবী সৈয়দআলী নবাব চৌধুরী জমীদার, পশ্চিমগাঁও, লাকসাম ত্রিপুরা
ঐ	ঐ	২। মৌলবী সাহ সৈয়দ ইমদাদুল হক্ পশ্চিমগাঁও, লাক্সাম ত্রিপুরা।
ঐ	ঐ	৩। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার বি, এ হেডমাষ্টার, লাকসাম পশ্চিমগাঁও হাইস্কুল ত্রিপুরা।
ঐ	ঐ	৪। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ আবদুল মজিদ চৌধুরী শ্রীহট্ট
ঐ	ঐ	৫। মৌলবী সৈয়দ আবদুল কত্তাব জমীদার, রঙ্গপুর
ঐ	ঐ	৬। মৌলবী আমিনদ্দিন আহম্মদ বি, এ উকীল, বোয়ালিয়া, রাজসাহী
ঐ	ঐ	৭। মুন্সী রওসান আলী, মোক্তার নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা
ঐ	ঐ	৮। মুন্সী রফিউদ্দিন আহম্মদ বি, এ স্কুল সব-ইন্সপেক্টর, ঢাকা

প্রস্তাবক	সমর্থক	সভ্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,	মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন,	৯। মৌলবী সৈয়দ গোলাম হায়দর চৌধুরী জমীদার, কুমিল্লা।
„	„	১০। মুন্সী আবদুল গনি মোক্তার কুমিল্লা।
„	„	১১। সৈয়দ মৌলবী আবদুল জব্বর জমীদার কুমিল্লা।
„	„	১২। মৌলবী নৌশের আলী ইউসফজয়ী সবরেজিষ্টার, পাকুল্লা টাঙ্গাইল
„	„	১৩। চৌধুরী সিদ্দিক আহম্মদ জমীদার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
„	„	১৪। মৌলবী মহম্মদ মনিরুদ্দিন ইস্‌লামবাদী সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম
„	„	১৫। মৌলবী বেলায়েৎ খাঁ, মোক্তার আলিপুর, ২৪ পরগণা
„	„	১৬। মুন্সী ইমদাদ আলী ভূতপূর্ব পুলিশ ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রাম
„	„	১৭। মৌলবী সেমিরুদ্দিন আহম্মদ মোক্তার, বাগবয়ড়, রঙ্গপুর
„	„	১৮। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতচরণ রক্ষিত বি, এ হেডমাষ্টার, ইউসফ স্কুল, কুমিল্লা
„	„	১৯। সেখ নসিরুদ্দিন সোনাখালী, বগুড়া
„	„	২০। মৌলবী এব্রাহিম খাঁ চৈতাপাড়া, মোহনগঞ্জ, ময়মনসিংহ
„	„	২১। মির্জা ইউসফ আলী সবরেজিষ্টার নওগাঁ, রাজসাহী
„	„	২২। মুন্সী মহম্মদ এব্রাহিম হাতিম আলমপুর নদীয়া
„	„	২৩। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায়, মোক্তার নোয়াখালী

বৈদিক তত্ত্ব

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে গুলির তত্ত্ব ও মর্ম্ম লোপ হওয়াতে প্রাচ্য আর্য্যদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি হইয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দুর্দশা ঘটে। এই সকল মন্ত্রের তত্ত্ব বা মর্ম্ম লোপ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই সকল মন্ত্র যে ভাষায় রচিত হইয়াছিল, সেই ভাষা ক্রমশঃ নানা কারণবশতঃ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ভাষালোপ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানা কারণ কল্পনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন্‌টী সত্য তাহার বিচার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সরলভাবে এ বিষয়টী বিবেচনা করিলে স্বতঃই একটী কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলীকে ভাষা বলা যায় এবং যে সকল শব্দ দ্বারা কোন জাতির মনোগত ভাব প্রকাশিত হয়, সেই জাতির অস্তিত্ব থাকিলে তদ্ব্যবহৃত ভাষারও অস্তিত্ব থাকে। সেই জাতি যদি পূর্ব্বব্যবহৃত শব্দাবলী পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দাবলী ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে, কিংবা যদি উক্ত জাতি পৃথ্বী হইতে অন্তর্হিত হয়, তবেই তদ্দ্বারা ব্যবহৃত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়া থাকে। বৈদিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন যে, বৈদিক আর্য্যগণ ক্ষমতাশালী জাতি ছিলেন এবং কখনও কাহারও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন নাই, সুতরাং পরিবর্ত্তনের কোন কারণ দেখা যায় না। এই সকল এবং অন্যতর নানা কারণে আমরা অনুমান করি যে, ভারতবর্ষনিবাসী প্রাচীন আর্য্যজাতি সংসারক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় বৈদিক ভাষার লোপ হয়। ভারতবর্ষনিবাসিগণ বৈদিক ঋষিদিগের মন্ত্রাদি অনুকরণ করিয়া বৈদিক মন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে থাকেন; সুতরাং যদিও মন্ত্রাদির শব্দগুলির প্রচার রহিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের অর্থ ক্রমশঃ স্মৃতি হইতে লোপ প্রাপ্ত হয়। এই ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অতি প্রাচীনকালে "নিঘণ্টু" নামক কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। সেই সকল নিঘণ্টু মধ্যে একখানিমাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই নিঘণ্টু গ্রন্থে একার্থবাচী শব্দগুলি একত্র করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

গৌঃ। গ্মা। জ্মা। ক্ষ্মা। ক্ষা। ক্ষমা। ক্ষোণী। ক্ষিতিঃ। অবনিঃ। উর্বী। পৃথ্বী। মহী। রিপঃ। অদিতিঃ। ইলা। নির্ঋতিঃ। ভূঃ। ভূমিঃ। পূষা। গাতুঃ। গোত্রেত্যেকবিংশতিঃ। পৃথিবীনামধেয়ানি ॥

এই নিঘণ্টু গ্রন্থখানি পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় সপ্তদশ খণ্ডে বিভক্ত, দ্বিতীয় দ্বাবিংশে, তৃতীয় ত্রিংশে, চতুর্থ ত্রিংশে এবং পঞ্চম ষষ্ঠ খণ্ডে বিভক্ত। এই খণ্ড সকল অনুধাবন করিয়া দেখা যায় যে, এই গ্রন্থরচনাকালে গোশব্দ নানা [illegible] অর্থে ব্যবহৃত হইত। যথা—প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ডে পৃথিবীবাচক। [illegible]

স্বঃ। পৃশ্নিঃ। নাকঃ। গৌঃ। বিষ্টপ্। নভঃ ইতি ষট্ সাধারণানি॥

দ্বিতীয় অধ্যায় একাদশ পদে—

অঘ্ন্যা। উস্রিয়া। অহী। মহী। অদিতিঃ। ইলা। জগতী। শক্বরীতি নব গোনামানি॥

প্রথম অধ্যায় পঞ্চম পদে—

খেদয়ঃ। কিরণাঃ। গাবঃ। রশ্ময়ঃ। অভীশবঃ। দীধিতয়ঃ। গভস্তয়ঃ। বনম্। উস্রাঃ। বসবঃ। মরীচিপাঃ। ময়ূখাঃ। সপ্ত ঋষয়ঃ। সাধ্যাঃ। সুপর্ণাঃ। ইতি পঞ্চদশ রশ্মিনামানি॥

প্রথম অধ্যায়ে একাদশ পদে—

শ্লোকঃ। ধারা। ইলা। গৌঃ। গৌরী। * * * * * * * * * * * সুপর্ণী বেকুরেতি সপ্তপঞ্চাশৎ বাঙ্নামানি।

তৃতীয় অধ্যায় ষষ্ঠপদে—

রেতঃ। কলিলং। কারুঃ। নবঃ। আয়ুঃ। ক্ষীরং। গৌঃ। শুক্রঃ। নামঃ। ছন্দঃ। তুণ্। রুদ্রঃ। রূপমিতি অষ্টাদশ তোক্মনামানি॥

এই প্রকারে নিঘণ্টু গ্রন্থের পদ সংকলন করিলে দেখা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে প্রায় প্রত্যেক শব্দই নানার্থে প্রয়োগ হইত। প্রত্যেক শব্দটী নানার্থবাচী হওয়াতে এবং বৈদিক-জাতির লোপ হওয়াতে মন্ত্রাদির অর্থজ্ঞান নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠে। এবং আজ আমরা যে কারণে উত্তেজিত হইয়া এই প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত হইয়াছি, একাদৃশ কারণেই উত্তেজিত হইয়া অতি প্রাচীনকালে মহামুনি যাস্ক নিরুক্ত নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

নিঘণ্টু নামক গ্রন্থপ্রকাশের বহুকাল পরে মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ রচিত হয়। নিঘণ্টু নামক গ্রন্থগুলি রচনা হওয়ার পর বৈদিক শব্দের অর্থ বিচার জন্য নানা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার ফলে ঐতিহাসিক, যাজ্ঞিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ স্বকপোলকল্পিত স্বতন্ত্র অর্থ আবিষ্কার করেন। একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই পাঠকের এ বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥"

এই মন্ত্রের সরল অর্থ সকলেরই বোধগম্য হইতে পারে। যথা মনীষী ব্রাহ্মণগণ চারি পরিমিত বাক্য অবগত আছেন, তন্মধ্যে তিনটী অন্তর অভ্যন্তরে নিহিত আছে ও চতুর্থটী মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি' এই পদটীর প্রতিপাদ্য বিষয় কি? এই চারিটী বাক্ সম্বন্ধে প্রাচীন সম্প্রদায়গণ নানা কল্পনা করিলেন, তৎসমস্তই মহামুনি যাস্কের নিরুক্তগ্রন্থে সংকলিত হয়। নিরুক্তকার বলিয়াছেন :—

"কতমানি তানি চত্বারি পদানি, ওঁকারো মহাব্যাহৃতয়শ্চেতি আর্ষং, নামাখ্যাতে চ, উপসর্গনিপাতাশ্চ ইতি বৈয়াকরণাঃ, মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যাবহারিকী ইতি যাজ্ঞিকাঃ, ঋচো যজূংষি সামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকী ইতি নৈরুক্তাঃ, সর্পাণাং বাগ্বয়সাং ক্ষুদ্রস্য সরীসৃপস্য চতুর্থী

ব্যাবহারিকী ইত্যেতৎ পশুষু তূণবেষু মৃগেষু আত্মনি চ ইতি আত্মপ্রবাদাঃ। অথাপি ব্রাহ্মণং ভবতি সা বৈ বাক্ সৃষ্টা চতুর্ধা ব্যভবদেষ্বেব লোকেষু ত্রীণি পশুষু তুরীয়ং যা পৃথিব্যাং সাগ্নৌ সা রথন্তরে যা অন্তরীক্ষে সা বায়ৌ সা বামদেব্যে যা দিবি সা আদিত্যে যা বৃহতী সা স্তনয়িত্নাবথ পশুষু ততো যা বাগত্যরিচ্যত তাং ব্রাহ্মণেষ্বদধুঃ তস্মাদ্ ব্রাহ্মণাঃ উভয়ীং বাচং বদন্তি যা চ দেবানাং যা চ মনুষ্যাণামিতি॥

বাক্যের চারিটী পদ কি? ঋষিগণ বলেন ওঁকার ও ব্যাহৃতিগণ (ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ) চারিটী পদ। বৈয়াকরণগণ বলেন নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত চারিটী পদ। যাজ্ঞিকগণ-মতে মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ ও ব্যাবহারিকী, চারিটী পদ। নিরুক্তকারগণ বলেন ঋক্, যজুঃ, সাম ও ব্যাবহারিকী বাক্যের চারিটী"। সর্প, পক্ষী, ক্ষুদ্র সরীসৃপ ও ব্যবহারিকী এই চারিটী বা পশুপক্ষী মৃগমনুষ্যাদি মধ্যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই সকলকেই চারিটী বাক্ বলা যায়। এতৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বলিতেছেন :—

বাক্ সৃষ্ট হইয়া চারিভাগে বিভক্ত হয়েন। তিন ভাগ তিন লোকে ও চতুর্থভাগ পশুগণের মধ্যে ইত্যাদি নানা কল্প ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই প্রকারে বৈদিক ঋক্ বা বৈদিক শব্দের অর্থ লইয়া মুনিদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থনির্দ্ধারণ দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল এবং উক্ত কারণেই বোধ হয় সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লব সময় মহামুনি যাস্কের আবির্ভাব অনুমান করা যায়। মহামুনি যাস্ক গভীর গবেষণার পর তাঁর নিরুক্তগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সময়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাঁহার গ্রন্থ হইতে তার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

"অথাপীদমন্তরেণ মন্ত্রেষ্বর্থপ্রত্যয়ো ন বিদ্যতেঽর্থমপ্রতিয়তো নাত্যন্তং স্বরসংস্কারোদ্দেশস্তদিদং বিদ্যাস্থানং ব্যাকরণস্য কার্ৎস্ন্যং স্বার্থসাধকং চ। যদি মন্ত্রার্থপ্রত্যয়ায়ানর্থকং ভবতীতি কৌৎসোঽনর্থকা হি মন্ত্রাস্তদেতেনোপেক্ষিতব্যম্। নিয়তবাচো যুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্যা ভবন্ত্যথাপি ব্রাহ্মণেন রূপসম্পন্না বিধীয়ন্তে। উরুপ্রথস্বেতি প্রথয়তি। প্রোহাণীতি প্রোহত্যথাপ্যনুপপন্নার্থা ভবন্ত্যোষধে ত্রায়স্বৈনম্। স্বধিতে মৈনং হিংসীরিত্যাহ হিংসন্। অথাপি বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবন্তি।

এক এব রুদ্রোঽবতস্থে ন দ্বিতীয়ঃ।

অসংখ্যাতা সহস্রাণি যে রুদ্রা অধি ভূম্যাম্।

অশত্রুরিন্দ্র জজ্ঞিষে

শতং সেনা অজয়ৎ সাকমিন্দ্র ইতি।

অথাপি জানন্তং সম্প্রেষ্যত্যগ্নয়ে সমিধ্যমানায়ানুব্রূহীতি। অথাপ্যাহাদিতিঃ সর্বমিত্যদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমিতি তদুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ। অথাপ্যবিস্পষ্টার্থা ভবন্ত্যম্যগ্যাদৃশ্মিঞ্জারয়ায়ি কাণুকেতি॥

অর্থবন্তঃ শব্দসামান্যাদেতদ্বৈ যজ্ঞস্য সমৃদ্ধং যদ্রূপসমৃদ্ধং যৎ কর্ম ক্রিয়মাণমৃগ্ যজুর্বাভিবদতীতি।

চ ব্রাহ্মণম্। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভিরিতি যথো এতন্নিয়তবাচো" যুক্তয়ো নিয়তানুপূর্ব্ব্যা ভবন্তীতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্‌যথেন্দ্রাগ্নী পিতাপুত্রাবিতি। যথো এতদ্ ব্রাহ্মণেন রূপসম্পন্না বিধীয়ন্ত ইত্যুদিতানুবাদঃ স ভবতি। যথো এতদসম্ভবেনার্থা ভবন্তীত্যাম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়েত। যথো এতদ্বিপ্রতিষিদ্ধার্থা ভবন্তীতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথাসপত্নোঽয়ং ব্রাহ্মণোঽনমিত্রো রাজেতি। যথো এতজ্জানন্তং সম্প্রেষ্যতীতি জানন্তমভিবাদয়তে জানতে মধুপর্কং প্রাহেতি। যথো এতদদিতিঃ সর্ব্বমিতি লৌকিকেষ্বপ্যেতদ্যথা সর্ব্বরসা অনুপ্রাপ্তাঃ পানীয়মিতি। যথো এতদবিস্পষ্টার্থা ভবন্তীতি নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতি পুরুষাপরাধঃ স ভবতি যথা জানপদীষু বিদ্যাতঃ পুরুষবিশেষো ভবতি পারোবর্য্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু ভূয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবতি॥"

নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যতিরেকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না এবং অর্থবোধ ব্যতিরেকে মন্ত্রের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং নিরুক্ত গ্রন্থ ব্যাকরণের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে এবং এই গ্রন্থই আমাদের স্বার্থসাধক। কৌৎসমতানুযায়ী কোন ব্যক্তি কুতর্ক তুলিয়া বলেন যে, মন্ত্রসকল নিরর্থক, সুতরাং মন্ত্রের অর্থবোধের চেষ্টা অনর্থক এবং এই গ্রন্থের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে না, তাহার উত্তর মহামুনি যাস্ক বলেন যে মন্ত্রসকল নিরর্থক নহে, কারণ যে সকল শব্দে মন্ত্র গঠিত হইয়াছে তাহা একার্থবাচী। নানা মন্ত্রে ব্যবহৃত হইলেও শব্দ মাত্রের অর্থ পরিবর্তন হয় না এবং লৌকিক শব্দও যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণবিহিত কর্মকাণ্ডে যে মন্ত্র তাহাই ফলপ্রদ হয় এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বহু মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। যথা 'প্রথম ইতি' মন্ত্রটী প্রতিপাদ্য অর্থানুসারে বিনিয়োগ হইয়া থাকে। বৈদিক ও সাধারণ ভাষার শব্দগুলি যে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ আছে। "ক্রীড়ন্তৌ" শব্দ পিতা ও পুত্রের ক্রীড়াপ্রতিপাদক এবং এই শব্দটী বৈদিক ও সাধারণ উভয়ে সমভাবে ও সমান অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কৌৎসমতানুযায়ীর এই আপত্তি ঠিক নহে, কৌৎসের দ্বিতীয় আপত্তি যে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে কতকগুলি নিয়তযুক্ত শব্দ ও বাক্য আছে, সুতরাং মন্ত্রের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে যাস্ক বলেন যে, সাধারণ ভাষাতেও এপ্রকার শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং এ কারণে মন্ত্রব্যাখ্যান অনাবশ্যক বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কৌৎস পুনরায় তর্ক তুলিয়াছেন যে, বৈদিক মন্ত্রে অসম্ভব ব্যাপার উপদিষ্ট আছে, সুতরাং মন্ত্রগুলি অর্থশূন্য: যথা "ওষধে ত্রায়স্ব এনম্," "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" এই মন্ত্র পাঠান্তে ক্ষুরাদি দ্বারা কুঠারাঘাতের বিধান আছে। মন্ত্রের অর্থ, "হে ক্ষুর! ইহাকে হিংসা করিও না" কিন্তু এই মন্ত্র দ্বারা আঘাত করিবার বিধান আছে, সুতরাং মন্ত্রের অর্থ অসঙ্গত হইয়াছে। মহামুনি যাস্ক উত্তর করিয়াছেন যে, এ আপত্তি অমূলক, কারণ বৈদিক ও [illegible] এই মন্ত্র দ্বারা শস্ত্রপক্ষে হিংসা উপদিষ্ট হয় নাই। কৌৎসমতাবলম্বীর [illegible] অর্থ নির্দ্ধারণের চেষ্টা অনর্থক, কারণ একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন উক্তি আছে। একটী মন্ত্রে বলিয়াছেন "এক রুদ্র" অপর মন্ত্রে বলিয়াছেন "অসংখ্যা রুদ্রাঃ"। এই আপত্তির

উত্তরে ভগবান্ যাস্ক বলিতেছেন—সকল বাক্য অসংগত নহে, কারণ সাধারণভাবেও এইপ্রকার বলা যায় "এই ব্রাহ্মণের সমকক্ষ নাই" ইত্যাদি। কৌৎসের অন্য একটী প্রতিবাদ হইতে জানা যায় যে, মহামুনি যাস্কের সময়ে কতকগুলি শব্দের অর্থ লোপ হইয়াছিল, যথা অম্যক, যাদৃশ্মিন্, কাণুকা ইতি। এতৎসম্বন্ধে মহামুনি যাস্ক বলিতেছেন যে, দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ না স্তম্ভের দোষ? নিশ্চয়ই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দোষ। সমাজ মধ্যে পণ্ডিত ও মূর্খ উভয়ই থাকিতে দেখা যায়, যাঁহারা সামাজিক বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানবান্ তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলা যায় ও অজ্ঞলোকদিগকে মূর্খ বলা যায়। যদি বাস্তবিক বৈদিক শব্দ-সমূহের অর্থলোপ হইয়া থাকে, পণ্ডিতবর্গ চেষ্টা করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারিবেন, মূর্খের চেষ্টায় হইবে না।

মহামুনি যাস্কের গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার গ্রন্থরচনার পূর্ব হইতেই বেদবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই বিপ্লব নিবারণ জন্য যাস্ক মুনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রকার বেদবিপ্লব নানা সময়ে ঘটিয়াছে। পুরাণ গ্রন্থ সকল পাঠে জানা যায় যে, অষ্টাবিংশতি বার এই বেদবিপ্লব হইয়াছে এবং প্রতিবার পরমকারুণিক পরমেশ্বর বেদব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ-বিভাগ করেন ও সামাজিক রাজনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। পুরাণ গ্রন্থে আরও দেখা যায় যে, সগরতনয়গণ যজ্ঞাদি সৎকার্য বিনষ্ট করেন এবং বিশ্বামিত্র ঋষি পুনরায় ধর্ম সংস্থাপন করেন। গৃৎসমদপুত্র শৌনক ঋষির জীবিতকালে বেদবিপ্লব হয় এবং তিনি পুনরায় চাতুর্বর্ণ্য প্রবর্তিত করেন। ভার্গ ঋষির পুত্র ভার্গভূমির সময়ে এবং কৃতপুত্র বিশ্বনাথ ঋষির সময়েও এই প্রকার ঘটনা ঘটে। এ সকল সময়ে যে প্রকার বিপ্লব ঘটিয়াছিল, এখনও তদ্রূপ ঘটিয়াছে; কিন্তু এখনও বেদব্যাসের আবির্ভাব না দেখিয়া মন স্বতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে। জ্যোতির্বিদগণ কি বলিতে পারেন, কোন্ তিথি নক্ষত্রে মহর্ষি বেদব্যাস ভারত ভূভাগ অলঙ্কৃত করিবেন?

আমাদিগের বৈতানিক অগ্নি বহুকাল হইল নিভিয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে। বহুদেশ হইতে সামগান লোপ হইয়াছে। কোনও যজ্ঞে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু প্রভৃতি অনুক্রমে পরমেশ্বরের গুণ-কর্মের মহিমা কীর্তন করেন না। বেদজ্ঞানহীন ব্রাহ্মণগণ কাষ্ঠনির্মিত হস্তীর ন্যায় নিষ্ফল নিশ্চল দণ্ডায়মান আছেন। ক্ষত্রিয় জাতি হিন্দুস্থানের সহিত যোগ প্রাপ্ত হইয়া শক্তিহীন [illegible] মিশিয়াছেন। বৈশ্যগণ ধর্মহীন হইয়া কালকবলে পতিত হইয়াছেন। এক সময়ে ধার্মিকমনা উদারচরিত ব্যক্তিগণ ধারাবহ অধ্যায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অনুক্রমে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান-পূর্বক পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের আরাধনায় তৃপ্তিলাভ করিতেন। কিন্তু ক্রমশঃ সেই ভাষা পৃথিবী হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়া যায়, অথচ ব্রাহ্মণগণ সেই ভাষা [illegible] করিয়া মন্ত্রাদি [illegible] থাকেন।

এক্ষণে মন্ত্রাদির অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ [illegible] আছেন। এই বিপদ্ হইতে ভট্টমহোদয়গণ যে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন [illegible] আশা দুরাশা মাত্র। একটী সামান্য মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ সম্বন্ধে পণ্ডিত [illegible] নিরস্ত হইতে হয়।

"দধিক্রাবো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ॥"

আধুনিক কালে উক্ত মন্ত্রটী দধিশোধনে বিনিযুক্ত হয়, কিন্তু এই মন্ত্রের অর্থ কি? এই মন্ত্র মধ্যে 'দধি' নামক কোনও দেবতার স্তুতি আছে কি না? ভগবান্ সায়ণাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাঽগ্নিবিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ অগ্নির্বৈ দেবেভ্যোঽপনি-ক্রান্তঃ অশ্বো রূপং কৃত্বা ... ইত্যাদি আম্নায়ে ব্রাহ্মণমন্ত্রসন্দেহম্। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তোত্রং অকারিষং করবাণি। জিষ্ণোঃ জয়শীলস্য অশ্বস্য। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। নোঽস্মাকম্ আয়ূংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু প্রপূর্ব্বস্তিরতির্বর্দ্ধনার্থঃ।"

ভাবার্থ—এই মন্ত্রের বামদেব ঋষি। দধিক্রাবা অগ্নিবিশেষ দেবতা। সেই দেবতার স্তুতি আমরা করিয়াছি, সেই দেব কি প্রকার? জয়শীল ও বেগবান্। তিনি আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুর্বর্দ্ধন করুন। ভট্টাচার্য্যগণ উক্ত মন্ত্রের এই অর্থ ও উক্ত মন্ত্রের বিনিয়োগ মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারেন কি?

এই মন্ত্রে ঋষি বামদেব বলিতেছেন যে, আমরা যে দধিক্রাবা নামক অগ্নিবিশেষের স্তব করিয়াছি, সেই জয়শীল ও বেগবান্ অগ্নি আমাদিগকে প্রফুল্ল করুন ও আমাদিগের আয়ুর্বর্দ্ধন করুন। এই মন্ত্র হইতে দধিশোধন কি প্রকারে সম্ভব? ভট্টাচার্য্যগণ একটু সম্যক্ বিচার করিয়া হিন্দুসমাজের উপকার সাধন করুন।

এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদোক্ত ৪র্থ মণ্ডল ৪র্থ অধ্যায় ৩৯ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্র। এই সূক্তে উক্ত ঋষি দধিক্রাবা নামক অগ্নির স্তব করিয়াছেন।

"আশুং দধিক্রাং তমু নু ষ্টবাম দিবস্পৃথিব্যা উত চর্কিরাম।
উচ্ছন্তীর্মামুষসঃ সূদয়ন্ত্বতি বিশ্বানি দুরিতানি পর্ষন্॥
মহশ্চর্কর্ম্ম্যর্বতঃ ক্রতুপ্রা দধিক্রাব্ণঃ পুরুবারস্য বৃষ্ণঃ।
যং পূরুভ্যো দীদিবাংসং নাগ্নিং দদথুর্মিত্রাবরুণা ততুরিম্॥
যো অশ্বস্য দধিক্রাব্ণো অকারীৎ সমিদ্ধে অগ্না উষসো ব্যুষ্টৌ।
অনাগসং তমদিতিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোষাঃ॥
দধিক্রাব্ণ ইষ ঊর্জো মহো যদমন্মহি মরুতাং নাম ভদ্রম্।
স্বস্তয়ে বরুণং মিত্রমগ্নিং হবামহ ইন্দ্রং বজ্রবাহুম্॥
ইন্দ্রমিবেদুভয়ে বি হ্বয়ন্ত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তঃ।
দধিক্রামু সূদনং মর্ত্ত্যায় দদথুর্মিত্রাবরুণা নো অশ্বম্॥
দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ প্রণ আয়ূংষি তারিষৎ॥

আশুং শীঘ্রগামিনং তমু তমেব দধিক্রাং দেবং নু ক্ষিপ্রং স্তবাম। উতাপি চ দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সকাশাদস্য মামং চর্কিরাম। বিক্ষিপাম। উচ্ছন্তীরুষসো বিবাসয়ন্তীরুষসো মাং প্রতি সূদয়ন্তু। রক্ষন্তু কল্যাণি। বিশ্বানি সর্ব্বাণি দুরিতাক্ষতি পর্ষন্। অতিপারয়ন্তু। অত্র দেবতাকেষু মন্ত্রেষ্বন্যদেবতাস্তুতিস্তাসাং নিপাতভাক্ত্বান্ন বিরুধ্যতে॥

ক্রতুপ্রাঃ কর্ম্মণাং পূরকোঽহং মহো মহতোঽবিতোঽশ্বণবতঃ পুরুবারস্য বহুভির্ব্বরণীয়স্য বৃষ্ণো বর্ষকস্য দধিক্রাব্ণঃ স্তুতিং চর্কর্মি। অত্যর্থং করোমি। হে মিত্রাবরুণা মিত্রাবরুণৌ যুবাং তত্তুরিং তারকং বং শীঘ্রগামিনং নাগ্নিং দীপ্যমানমগ্নিমিব স্থিতং পুরুভ্যো মনুষ্যেভ্যস্তেষামুপকারায় দদথুঃ। ধারয়থঃ॥

যো যজমানোঽশ্বস্যাশ্বরূপস্য ব্যাপ্তস্য বা দধিক্রাব্ণ স্তুতিমুষসো ব্যুষ্টৌ প্রভাতে সমাজ্ঞৌ সমিদ্ধে সত্যকারীৎ। অকার্ষীৎ। মিত্রেণ বরুণেন চাহোরাত্রাভিমানিদেবতাভ্যাম্ সজোষাঃ সমানপ্রীতিরদিতিরখণ্ডনীয়ো দধিক্রাস্তং যজমানমনাগসং কৃণোতু। করোতু॥

ইষো অন্নস্য সাধকস্যোর্জো বলসাধকস্য মহে। মহতো দধিক্রাব্ণো দেবস্য মরুতাং স্তোতৄণাং ভদ্রং কল্যাণং নাম নামরূপমগ্নি যজমানর্হি। স্তবঃ। স্বিং চাত্র নিপাতভাজো বরুণাদীংশ্চ বসতয়ে ক্ষেমায় হবামহে॥

ইত্থমিত্যেবনং দধিক্রামুশীরাণা যুক্তাযোগ্যাং কুর্ব্বন্তো যজ্ঞমুপপ্রয়ন্তো যজ্ঞমুপক্রম্য প্রবর্ত্তমানাশ্চোতর্ষে বি হ্বয়ন্তে। আহ্বয়ন্তি। বং মর্ত্তায় মর্ত্তাস্য সূদনং প্রেরকমশ্বমবরুণ [illegible] দেবং হে মিত্রাবরুণা নোঽস্মাকমর্থায় দদথুঃ। ধারয়থঃ। তং বিহ্বয়ন্তে। [illegible] ইত্যত্র স্তোতৃন্‌সংগিন্মভেদেন যোজয়বিধয়মবগন্তব্যং॥

দধিক্রাব্ণ। অকারিষমিতি ষষ্ঠী পবিত্রেষ্টা অনুবাক্যা। সূত্রিতং চ। দধিক্রাব্ণ অকারিষমা দধিক্রাঃ শবসা পঞ্চকৃষ্টীঃ। আং ২, ৭২। ইতি॥ দধিক্রশব্দনকন্দেঃশোভ্য। দধিক্রাব্ণো অকারিষমিত্যাশ্বিনীয়ে দধিক্রশ্মান্ ভক্ষয়ন্তি। আং ৬, ৭২। ইতি সূত্রিতত্বাৎ॥

দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তুতিমকারিষং। করবাণি। জিষ্ণোর্জয়শীলস্যাশ্বস্য ব্যাপকো বাজিনো বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ। করোতু। নোঽস্মাকমায়ুংষি প্রতারিষৎ। প্রবর্দ্ধয়তু। প্রপূর্ব্বস্তিরতির্ব্বর্ধনার্থঃ॥ দধিক্রাব্ণ ইতি ষড়র্চ্চমষ্টমং সূক্তং বামদেবস্যার্ষং দাধিক্রং। আদ্যা ত্রিষ্টুপ্ শিষ্টা জগত্যঃ। হংসঃ শুচিষদিত্যেষা সূর্য্যদেবতাকা তথা চানুক্রমণিকা। দধিক্রাব্ণঃ পঞ্চ চতস্রোঽন্ত্যা জগত্যোঽন্ত্যা সৌরীতি। সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

অথ সপ্তমী। বামদেব ঋষিঃ। দধিক্রাবাঽশ্ববিশেষঃ। স চাশ্বরূপঃ আর্যে বেদো নির্ণীতস্ত অশ্বো রূপং কৃত্বা যদশ্বেত্যাতিষ্ঠৎ ইত্যাদি অথর্ব্বব্রাহ্মণবচনবশেন। দধিক্রাব্ণো দেবস্য স্তুতিম্ অকারিষং করবাণি।" জিষ্ণোঃ জয়শীলস্য অশ্বস্য। বাজিনঃ বেগবতঃ। স দেবো নোঽস্মাকং মুখা মুখানি চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি সুরভি সুরভীণি করৎ করোতু। নোঽস্মাকম্ আয়ুংষি প্রতারিষৎ প্রবর্দ্ধয়তু প্রপূর্ব্বস্তিরতির্ব্বর্দ্ধনার্থঃ।"

সায়ণাচার্য্যের মতে অশ্বরূপধারী অগ্নি দেবতা এই মন্ত্রের উপাস্য। তিনি এই অর্থ সমর্থন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হইতে একটী আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই আখ্যায়িকা হইতে এমন কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ইহাই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত অশ্বরূপধারী অগ্নি ও এই মন্ত্রে উল্লিখিত দধিক্রা বা দধিক্রাবা একই পদার্থ। এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে সায়ণাচার্য্যের মতানুযায়ী অর্থ স্বীকার করা যায় না। সায়ণাচার্য্য প্রকরণ বিচার করিয়া এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, কারণ প্রকরণ বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই মন্ত্রের উপাস্য দেবতা ইন্দ্র ব্যতীত কেহই নহেন। যদি সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য আমরা অস্বীকার করি, তাহা হইলে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ প্রত্যয় হওয়া বোধ হয় একেবারেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। দধিক্রাবা ও অশ্ব শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দগুলি গুণ-বাচক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আমাদেরও বিশ্বাস যে সে গুলি গুণবাচক বিশেষণ। জিষ্ণোঃ অর্থে জয়শীলস্য। এই মন্ত্রে ইন্দ্রের চারিটি নাম দেওয়া হইয়াছে যথা—দধিক্রাবা, জিষ্ণু, অশ্ব ও বাজী। দধিক্রাবা শব্দের নিরুক্তসম্মত অর্থ আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। "দধৎ ক্রামতি" ইতি দধিক্রাবা, যিনি প্রথমতঃ ধারণ করেন এবং পশ্চাৎ বা পর মুহূর্ত্তেই অতিক্রম করেন। যে ব্যক্তিই এই প্রকার ব্যাপারে সমর্থ হয়েন, তিনিই দধিক্রাবা। যে কোন বিষয়েই হউক, প্রথমে আক্রমণ ও পরক্ষণেই তাঁহাকেও অতিক্রম করা দধিক্রা বা দধিক্রাবা শব্দের প্রকৃত নিরুক্তসম্মত অর্থ। ইন্দ্রকে এই মন্ত্রে যোদ্ধা বলিয়া উপাসনা করা হইতেছে এবং যোদ্ধার গুণ গুলি নানারূপে সরল ভাবে বর্ণিত হইতেছে। যোদ্ধার ব্যবসায়ের কতকগুলি বিশেষণ করিয়া ইন্দ্রদেবতার স্তুতি পাঠ করিতেছেন। যুদ্ধকালের অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে যোদ্ধা প্রথমেই আক্রমণ করেন এবং পরক্ষণেই অতিক্রম করেন। এই গুণ বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন যে, ইন্দ্র দধিক্রাবা সুতরাং জিষ্ণু, পরেই ইন্দ্রকে অশ্ব বলিয়া স্তব করিয়াছেন। অশ্ব অর্থাৎ আকাশ ব্যাপ্তি করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট বা অনন্ত গুণবিশিষ্ট, এবং বাজী অর্থাৎ বেগবান্। এই সকল গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রের নিকট বামদেবঋষি স্তব করিতেছেন :—"সুরভি নো মুখাকরৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।" সুরভি অর্থে সুন্দর অর্থাৎ সর্ব্বজন-প্রিয়কে আকৃষ্ট রাখিবার ক্ষমতাযুক্ত, মনোহারী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সুরভি অর্থে মাত্র সুগন্ধিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সকল প্রথমতঃ অতি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমশঃ কোন বিশেষ সংজ্ঞাবাচক হইয়া উঠে। সুরভি শব্দের পক্ষেও সেইরূপ সাধারণ সংজ্ঞা কল্পনা করা গেলে যুক্তিসিদ্ধ। 'মুখ' শব্দ মন্ত্র-ভাষায় ব্যবহৃত মুখ বুঝায় কি না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। উক্ত প্রকার সাধারণ বা সামান্য ভাব কল্পনা করিলে 'মুখ' শব্দে শরীর বুঝা যায় এবং তিনটী ভাষায় মুখ শব্দটী এই সংজ্ঞাবাচক উক্ত মন্ত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলির এই প্রকার সাধারণ সংজ্ঞা কল্পনা করাই যুক্তিসিদ্ধ এবং ভাব কল্পনা করিলেই উক্ত মন্ত্রের প্রকৃত অর্থপ্রকাশ হইবে। এই ব্যাখ্যানুসারে অর্থটী পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। "হে দধিক্রাবা তুমি জয়শীল, তুমি অশ্ব, তুমি বাজী। আমি

প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদিগের শরীর সুন্দর কর।" জেতা ইন্দ্রের [illegible] উপযুক্ত প্রার্থনা কি হইতে পারে? ইন্দ্র যে সকল গুণে জয়ী হইতে সমর্থ হয়েন, সেই সকলে [illegible] হইবার আকাঙ্ক্ষায় ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত এবং উপরোক্ত সরল ব্যাখ্যাও [illegible] কল্পনার সমর্থক। সুতরাং আমাদিগের বিশ্বাস যে, এই অর্থ ঋষির মনোগত ভাবসম্মত অর্থ। সায়ণাচার্য্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত বা সম্ভবপর, তাহা বিচার করা আমাদিগের সাধ্যাতীত হইলেও, উক্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের মনোগত ভাব প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

"দধিক্রাবা অশ্ববিশেষ এবং সেই দেবতার নিকট আমরা স্তুতিপাঠ করিতেছি। তিনি কোন্ গুণবিশিষ্ট। তিনি জিষ্ণু, অশ্বরূপধারী ও বেগবান্। সেই দেব আমাদিগের মুখ সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল সুরভি করুন এবং আমাদিগের আয়ুঃকাল বর্দ্ধন করুন।"

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেই সায়ণাচার্য্যের সহিত আমাদিগের মতবৈষম্য আছে। দেবতার গুণব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রকৃত বৈষম্য আছে কি না, বলা যায় না; কারণ উক্ত গুণবাচক শব্দগুলি আচার্য্য সম্যক্‌রূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। পাঠক আরও দেখিবেন, যে মন্ত্রনিহিত প্রার্থনা সম্বন্ধে আচার্য্য মহাশয়ের কল্পনার সহিত আমাদিগের বিশেষ বৈষম্য নাই, কারণ আচার্য্য মহাশয় মুখ শব্দের যে অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার মূলগত ঐক্য আছে। আচার্য্যমহাশয় সুরভি শব্দের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই এবং উক্ত শব্দ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত কি তাহা আমরা অবগত নহি; সুতরাং তদ্বিষয়ে বিচার অসম্ভব। আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্মত অর্থ হইতে কিছু বুঝা যায় কি না, তাহা বিবেচনা করুন। আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত সংহিতায় আচার্য্য সায়ণের ভাবের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সে অনুবাদটী এই:—"বেগবান্, জয়শীল, দধিক্রাবা অশ্বের স্তুতি সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য; তাহাতে আমাদের মুখ সুরভি হইবে এবং আয়ুর পরিমিত সীমাও উত্তীর্ণ হইবে।"

এই অনুবাদটী পাঠকবর্গ ধীরভাবে বিচার করুন। ইহা সায়ণাচার্য্যভাষ্যানুমোদিত অনুবাদ নহে এবং আমরা আশা করি যে আচার্য্য সামাশ্রমী মহাশয় এই অনুবাদের সঙ্গতি প্রমাণ করিয়া সমাজকে উপকৃত করিবেন।

উপরি উক্ত যে কোন অর্থই এই মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা হউক, এই মন্ত্রের যে প্রকার বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা দ্বারা এতন্মধ্যে কোন ব্যাখ্যাই সমর্থিত হয় না। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ সম্বন্ধে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণগ্রন্থে এই বিধান আছে—

"আগ্রায়ণ আগ্নীধ্রীয়ং গত্বা দধিভক্ষং ভক্ষয়েৎসমুপহূয় দধিক্রাব্ণ ইতি, অত্র দধ্যশনীয়ম্ মন্ত্রে দধিক্রাব্ণেতি অশ্বরূপো অগ্নিবিশেষ এব দেবতাত্বেনোক্তঃ তথাপি দধিশব্দযোগাৎ সামান্যেন দধিভক্ষণে বিনিয়োগ ইতি দ্রষ্টব্যং। পাঠশ্চ

দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।

সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥

'যদি বধং প্রসূতং ক্রান্তীতি দধিক্রাবা অশ্বোনির্দি বিষুলোমহনামিকং ভাবিতি যকারত্ববং তত্র দধিক্রাণ্‌, এতং সংস্কস্যাবরুণস্য হেষসা অবারিবং পরিষ্কৃতঃ কৃতবানস্মি, কীদৃশস্য জিষ্ণোর্জয়শীলস্য বাজিনো বেগবতঃ বাজিনত্বেন অত্র অশ্বোজ্জ্বলঃ কিংচ স্বর্গং ব্যাপ্য বচঃ স চ দধিক্রাবা দেবঃ সুরভি মুখাং মুখ্যানিতি দেন্দ্র দ্রবতীনি মুখতীনি নোহস্মাকং মুখা মুখানি করৎ করোতু নোহস্মাকমায়ূংষি চ প্রতারিষৎ।'

এই মন্ত্রে যদিও দধিক্রাবা নামক অশ্বরূপ অগ্নিদেবতা উদ্দিষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু দধিক্রাবা শব্দে দধিশব্দযোগহেতু এই মন্ত্র দধিভক্ষণে প্রযুক্ত হইতেছে। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, দধিক্রাবা শব্দে দধিশব্দ যোগ হেতু, মন্ত্রের উপাস্য দেবতা বা মন্ত্রের অর্থসংগতি অগ্রাহ্য করিয়া উক্তমন্ত্র দধিভক্ষণে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, দধিক্রা শব্দ মধ্যে দধি শব্দ নাই এবং প্রাচীন আচার্য্যগণ তাহাও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দধিক্রাশব্দ মধ্যে দধি শব্দের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া উক্ত মন্ত্র দধিভক্ষণে বিনিযুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রাহ্মণগণ অবশ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষা প্রাচীনতর বিধান অগ্রাহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এবং উক্ত মন্ত্রার্থ ও বিনিয়োগের বৈষম্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টায় অন্যতর যুক্তযুক্ত কারণ না পাইয়াই এই কারণটী সপন্ডিত চিত্তে সমাজ সমক্ষে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক সমাজ এই বিধানবিহিত কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত আছেন? উক্ত মন্ত্রটী ইদানীং সামগ ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগের পঞ্চগব্য শোধনের মধ্যে দধিশোধনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ এই মন্ত্র নিত্যকর্ম্ম উপাসনায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মন্ত্রের অর্থসঙ্গত বিনিয়োগ দেখা যায় না। দধিশোধনে যদিও সামগ ও যজুর্ব্বেদিগণ দধিক্রাব্‌ণ মন্ত্র পাঠ করেন বটে, কিন্তু ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ অন্যতর মন্ত্রের দ্বারা এই কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। যথা—

উদুত্যমং মধুমন্তমং সম্যগিষ্টিভিষ্ট্ৰং মধুনঃ মদিস্ম।
বাসকামসিদ্ধ দেবী পিল্লাবতঃ মতি পাতয়ামসী॥

এই মন্ত্রটীও দধিক্রাশব্দ প্রযুক্তই দধিশোধনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদিগের বোধ হয় যে, ঋক্‌গুলির অর্থলোপ হইয়া যাওয়ায় পর পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপাদির মন্ত্রবিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনিয়োগ নির্দ্দেশে মন্ত্রের অর্থসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই। এই একটী মন্ত্রের অর্থ ও বিনিয়োগ বৈষম্য হইতে যদি অন্য সকল মন্ত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে একটী বড়ই দুঃখের বিষয় মনে জাগরূক হইতে থাকে। যে ভারতবর্ষ তীক্ষবুদ্ধির জন্য সুপরিচিত, যে বর্ষ আর্য্যবর্ষ বলিয়া পুরাণের সকল স্থানেই বিঘোষিত হইয়াছে, যে দেশ আমাদের মাতৃভূমি একথার অসম্বাদিত বলাতে কৃতার্থ বলিয়া অনুভব করি ও যে দেশবাসী বলিয়া আমরা পৃথিবীর সকল সুসভ্যজাতির নিকট গৌরব করিতে অধিকারী বটে, সেই দেশে ও সেই বর্ষে যে এ প্রকার অর্থহীন, অসঙ্গত বিধানে যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপাদি বিহিত হইবে, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? আমাদিগের বোধ হয়, যে বৈদিক মন্ত্র

মন্দির-প্রাঙ্গণের উত্তরস্থ সভামণ্ডপের ভগ্নাবশেষ (১৮৩ পৃঃ)

সকলের প্রকৃত অর্থ প্রত্যয় নাই বলিয়া আমরা মন্ত্রের বিনিয়োগ ও অর্থের সঙ্গতি প্রতিপাদন করিতে পারি নাই। কিন্তু এ আশঙ্কা স্বীকার করিলে, সায়ণাচার্য্যকৃতভাষ্য অগ্রাহ্য করিতে হয়।

আমরা শুনিতে পাই যে, সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য ব্যতীত আরও কতকগুলি বৈদিকভাষ্য প্রচলিত আছে। সেগুলি আচার্য্যগণের বংশপরম্পরাগত ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। সেগুলি সর্ব্বসাধারণের বিদিত নহে ও সায়ণাচার্য্যের ভাষ্যের সহিত এই সকল বংশপরম্পরাগত ব্যাখ্যার বিশেষ প্রভেদ আছে। এই সকলের অনুসন্ধান করা সর্ব্ব সুধীমণ্ডলের বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য। কি কারণে এই প্রভেদ উৎপন্ন হয় বা ঐ সকল ব্যাখ্যা দ্বারা মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগ প্রতিপন্ন হইতে পারে কি না এই অনুসন্ধানে আমাদিগের মনোনিবেশ করা উচিত। ধর্ম্মের শৃঙ্খলা না থাকিলে সমাজের উপকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। আমরা বৈদিক ধর্ম্মকে আমাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরবান্বিত হই বটে, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মের মন্ত্র আমরা অবগত নহি, উহার ধর্ম্মের ভাষাও অবগত নহি এবং যে ধর্ম্ম আমরা পালন করিয়া থাকি, তাহা বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম কি না তাহাও আমরা জানি না। পরিষদ্বর্গের উচিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া, যেরূপ তাঁহারা ভাষার আলোচনায় সমাজকে উপকৃত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন, সেই প্রকারে ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে [illegible]।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী পার্শী ও য়ুরোপীয় শব্দ

সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় বলিতে হইবে। কেবল সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি থাকিলে অভিধান সম্পূর্ণ হয় না, সাহিত্য-পরিষৎ এ কথা বুঝিয়াছেন, তাই বাঙ্গালায় প্রচলিত সর্ব্ববিধ শব্দই সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ অভিধান প্রস্তুতের নিমিত্ত সাহায্যের জন্যই দেশজ বৈদেশিক অপ্রচলিত প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৩০৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহুসংখ্যক আরবী, পার্শী ও উর্দু শব্দ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ সংগ্রহ একজনের একবারের চেষ্টায় সম্পূর্ণ হইবার নহে। অনেকগুলি আরবী ও পার্শী শব্দ তাঁহার এ সংগ্রহে দেখিতে পাইলাম না। আমি নীচে কতকগুলি [illegible] শব্দ দিতেছি। ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র [illegible] [illegible] ব্যবহৃত হয়। [illegible] [illegible] দেখা গেল।

[illegible] ও পার্শী শব্দের প্রচলন বাঙ্গালায় ক্রমেই কমিতেছে এবং বৃদ্ধেরা এ প্রকারের যে [illegible] শব্দ ব্যবহার করেন, তাহার মধ্যে অনেক শব্দই যুবকেরা বুঝেন না। ইহার পরিবর্ত্তে কিন্তু [illegible] ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় প্রবেশলাভ করিয়াছে ও ক্রমেই এরূপ ইংরাজী শব্দের সংখ্যা [illegible] বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই সব ইংরাজী শব্দগুলিও [illegible] করিলাম। অবশ্য তালিকা সম্পূর্ণ নহে। যে কয়টা শব্দ মনে পড়িল, তাহাই [illegible]

* অকু (আ) = ঘটনা, যথা অকুস্থল।
[illegible] (আ) = Executor
[illegible] (আ) = [illegible]
[illegible] (আ) = প্রথম।
[illegible] কুলের [illegible]
[illegible] (পা) = [illegible] (consul)
[illegible]
[illegible] (আ)
আল্লা (আ) = ঈশ্বর।
আসকারা (পা) = [illegible] যেমন [illegible] আসকারা পাইয়াছে।
আমাবত (আ); ইংরাজী (affidavit) [illegible] শব্দ [illegible] [illegible]
* [illegible] (পা) = [illegible] (সাধারণতঃ পুলিসের [illegible] "[illegible]" কথা শুনা যায়)
[illegible] = [illegible] (Memorandum)
* [illegible] (আ) = [illegible] (statement)
[illegible] (আ) = [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] বলা হয়।

এস্তক-কুরাক (আ) = [illegible]
[illegible] (পা) [illegible]
* [illegible] (পা) = ছাড়িয়া দেওয়া; যথা জামিন [illegible] দিয়াছে। পার্শী [illegible] শব্দ হইতে উৎপন্ন।
* এত্তালাই (আ) = নিষেধাজ্ঞা, injunction।
[illegible] (আ) = Grand
[illegible] (আ) [illegible] = ছাড়িয়া দেওয়া।
* [illegible] (আ, পা) = [illegible]
[illegible] (আ) আরবী [illegible] শব্দ হইতে উৎপন্ন (substitute)।
* [illegible] (আ) আরবী [illegible]
ওয়াকিফ হাল (আ) = যে অবস্থা জানে।
ওয়াজিব (আ) = [illegible]।
[illegible] (আ) = [illegible]; (অনেক স্থলে "[illegible]" দেখা যায়।
কবর (আ)।
কলম [illegible] (পা)।
[illegible] (আ) = [illegible]।
[illegible] (আ) [illegible]।
[illegible] (পা) = [illegible] [illegible]
[illegible] (পা) পার্শী [illegible]।
[illegible] (আ)—যথা [illegible],

* [illegible]

গয়রহাজী, গয়ের শব্দ হইতে আরবী বা গয়ের শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; বাঙ্গালা কোর্টে বা রেগুলেশনে বাগয়ের অর্থাৎ ব্যতিরেকে বগায়েরর শব্দের অপভ্রংশ।

গালিচা (পা) পার্শী কালিচা।

গায়েব (আ) লুকান।

চোস্ত (পা) = tight; যথা চোস্ত শরীর।

• ছেউম (আ) আরবী সেওম্ = তৃতীয়।

• ছেপ্ত (আ)-আরবী সিবৎ = Imprest; যথা মোহর ছেবত করা।

• জওজে (পা) = স্বামী।

• জাত (আ) = শরীর।

জান (পা) = প্রাণ।

জাহান্নম (আ) = নরক।

জেনানা (পা) পার্শী জন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ = স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয়; বাঙ্গালায় অন্দর মহল অর্থেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

• তনাজা (আ) = বিবাদ, ওজোর।

তরিবৎ (আ) = সভ্যতা, আদবকায়দা, etiquette

তহরির (আ) আরবী তহরীর = লেখার জন্য মেহনতানা।

তাক (আ) কোলাঙ্গ।

তাগিদ (পা) পার্শী তাকিদ।

তালাক (আ) = divorce।

তোরতরিবৎ (আ)-তৌর এবং তরিবৎ শব্দ দ্বয়ের সংযোগে হইয়াছে, তরিবৎ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

তোয়াজ (আ)-আরবী তোজা।

দরওয়াজা (পা)-পার্শী দর অর্থাৎ দুয়ার ও আওয়েজ অর্থাৎ ঝুলান = কপাট।

দিলদরিয়া (পা)-দিল অর্থাৎ মন এবং দরিয়া (অর্থাৎ নদী) শব্দদ্বয়ের সংযোগে উৎপন্ন = স্ফূর্তিবাজ।

• দোয়েম (পা) = দ্বিতীয়।

নাপাইদ (আ)-আরবী নাপায়েদ।

নমাজ (আ) মুসলমানদিগের উপাসনাময় ক্রিয়া।

নারাজ (আ) অস্বীকৃত হওয়া।

নারাজী।

নারাঙ্গি (পা) = কমলা লেবু। স্পেনদেশে মুসলমান রাজত্বকালে নারাঙ্গ শব্দের প্রচলন হয়। তথা হইতে narange শব্দ ইংলণ্ডে আসে ও তৎপূর্বে ইংরাজী ভাষার রীতি অনুসারে article a ব্যবহৃত হইত। পরে article a এবং 'narange' শব্দের 'n' একত্রিত হইয়া an orange কথার উৎপত্তি হয়; 'an' এক্ষণে article রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে ফলের নাম orange দাঁড়াইয়াছে।

নেস্ত (পা)-পার্শী নেস্ত অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই = দুর্বল।

ফয়সল (আ) = রায় দেওয়া।

ফয়সলা (আ) = রায় (judgment)।

ফিল(পা) = হাতী, দাবাখেলায় ব্যবহৃত হয়।

ফিলখানা (পা) = হাতিশালা।

বকলম (আ)।

বাগর বা বেগর (আ) আরবী বগায়ের, গয়ের শব্দ দেখুন।

বাজাপ্তা (আ) = জোবেতা।

• বিমর্জিন (পা)-পার্শী বমুজিব, বৈষয়িক কার্য্যে অনেক স্থলে ইহা "বজি" বলিয়াই লিখিত হয় = অনুসারে মোতাবেক।

বিস্তর (পা) পার্শী বেশতর অর্থাৎ অধিকতর = অনেক।

বিসমিল্লা (আ)-ঈশ্বর, "বিসমিল্লায় গলদ" [illegible] ব্যবহৃত হয়।

বেজাই (পা)-পার্শী বেজা = অন্যায়।

বেমোকা(আ)-[illegible] বেমোকা = অসুবিধা-জনক।

[illegible] (আ) — [illegible] ।

[illegible] (পা) ।

[illegible] (আ) পার্শী আওরা হইতে উৎপন্ন, পার্শীতে "আওরা" শব্দের অর্থ [illegible] হীন দুষ্ট ।

মজমুয (আ) আরবী [illegible] — সমস্ত, একবারে ।

• মজহুরে (আ) [illegible] শব্দ হইতে উৎপন্ন — [illegible] প্রকাশিত ।

• মজমুন (আ) — [illegible] ।

[illegible] (আ) ।

মরদ (পা) — পুরুষ মানুষ ।

[illegible] (আ) — [illegible] ।

মাহবত (আ) — ব্যবহার, অনুশীলন ।

[illegible] (আ) — নদী ([illegible])

• [illegible] (পা) — কম বেশ ।

মুচলেকা (পা)-পার্শী [illegible] — [illegible]

মুদ্দাফরাস (পা)-পার্শী মুর্দ্দাফরাস ।

[illegible] (আ) — miscellaneous ।

মোতাবেক (আ) — অনুসারে ।

মোতালক (আ) — অধীনে appertaining to ।

• [illegible] — [illegible] ।

• [illegible] — [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] "[illegible]" শব্দ [illegible] ।

• [illegible] — [illegible] উল্লিখিত, সম্প্র[illegible] মফস্বল [illegible] পরিবর্ত্তে [illegible] [illegible]

• [illegible] (আ) — [illegible]

[illegible] (আ) — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] } — [illegible]

রোশনাই (পা)-পার্শী রোশনি — আলো (হারাণ বাবু পার্শী রোশনাই লিখিয়াছেন ; ইহার অর্থ কালী)।

• লওয়াজেমাত (আ) আসবাব ।

লবেজান (আ) লব (অর্থাৎ ঠোঁট) এবং জান (অর্থাৎ প্রাণ) — যাহার প্রাণ ওষ্ঠে আসিয়াছে ।

[illegible] (আ, পা) ।

• শরোকার (পা) ।

শলা (আ) — পরামর্শ, (সাধারণতঃ একযোগে "শলা পরামর্শ" রূপে ব্যবহৃত হয়)।

[illegible] (পা) — [illegible] [illegible] ; [illegible] । হারাণবাবু Bayonet অর্থ করেন, কিন্তু ইহা Sanguine শব্দ ।

সদর [illegible] (আ) — [illegible] ; পূর্ব্বে [illegible] 'সদর আমীন আদালত' [illegible] ছিল ।

[illegible] (পা) — [illegible] ।

[illegible] (পা) ।

[illegible] (আ) ।

[illegible] (আ) — সীমানা Boundary.

[illegible] (পা)-পার্শী [illegible] অর্থাৎ বাদশাহীর পদ — [illegible] ।

[illegible] (আ) — [illegible] ; [illegible] [illegible] [illegible] ।

• [illegible] (আ) — [illegible], rate [illegible], [illegible] অধিকারী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয় ।

[illegible] (আ) ।

[illegible] (পা) — বাদশাহের পুত্র ।

[illegible] (পা) বাদশাহের পুত্রী ।

[illegible] [illegible] ; Dilution

[illegible] (পা) ।

• হুকুম জারি (পা) — [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় ।

হুসং (আ)।
পেশোয়াৎ (পা) — নিশা খোর
সুরখি (পা) — গাঢ় লাল রঙের ইটের গুঁড়া।
হকুক (আ) হক শব্দের বহুবচন। সাধারণতঃ 'হকহকুক' একযোগে ব্যবহৃত হয়।
•হরকিসিম (পা, আ) — অনেকরকম।
হাড়া (আ) Compound
• হামবাদের (পা আ) — Analogue সমপ্রকারের।
হেস্তা নেস্তা (পা)-পার্সী আস্ত নীস্ত = Definitely শেষরূপে। কতকগুলি পার্সী ও আরবী উপসর্গের (prefix) যোগে অনেকগুলি বাঙ্গালা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; যথা —
বে (ব্যতিরেকে without) বেদরোয়া, বেআক্কেল বেইমান, বেওকুফ, বেতার, বেপরোয়া বেকায়দা।
ব (= in, with) বনাম বকলম।
না (= না) নাপসন্দ নালায়েক, না মঞ্জুর, নাজবাব নাচার।
হর (= প্রত্যেক) হরেক, হরকিসিম, হরদম।
গর (গয়ের = অন্য) গরমিল, গরহাজির, গরহাজরী গররাজী।
হাম (= সমান, একরূপ হামবাদের হাম বয়েসী
ইংরাজী হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছে (* চিহ্নিত শব্দগুলি বাঙ্গালায় স্থায়িরূপে মিশিয়াছে।

আপিস	•কেবিন
আপীল	•কোচম্যান
আফিস	•কোর্ট
ইঞ্চি	•কোম্পানি
•ইঞ্জিন	কোর্টশিপ
•ইস্কুল	•চেয়ার
ইঞ্জিনিয়ার	খৃষ্টান
ইভিনিং	গর্নি (Guernsey duck)
ইষ্টিশেন	গ্যাস
একাউন্ট	গিনি
এরারুট	গিরিমেন্ট (agreement)
এটর্নি	•গেলাস
ওয়ারিং	•জগ
•উল	•চিমনি
•উইল	•চেন
কেরানি	• ওলন্দাজ (Hollander)
কনেষ্টবল	জজ
কলেজ	জেল
•কলেরা	•টমটম (tandem)
•কম্পাস	•টাইম
কন্ট্রাক্টার	•টিকিট
কমিটি	•টিন
কমিশনার	•টুল
কাক Cork	•টেক্স
•কাপেক্তারা	•টেবিল
কাপ্তান	টেলিগ্রাম
•কার্বলিক	ট্রেন
কার্পেট	ট্রাম
ক্যালেণ্ডার	টাক
কুইনেন	ডাক্তার
কেটলি	ডিস
কেম্বিস	ডিক্রি Decree
কেলকা	ডিসমিস
কেরোসিন (kerosene)	ডেস্ক
•কেক	বাইসেকল
•তারপিন (turpentine)	•বার্নিশ
ত্রিপল (tarpaulin)	বার্ডসাই
তোয়ালে	বিল
•তোরঙ্গ (trunk)	বিল্টি (Bill of lading)
•থিয়েটার	
•নম্বর	বিস্কুট

পিন	•বিবর Beaver	রেজিষ্টারি
[illegible]াট	•বুরুশ	[illegible]
[illegible]	•বুট	[illegible]
•পমেটম	বেঞ্চ	[illegible]
•পলস্তারা (Plaster)	•বেহালা	লাট (lord)
পার্শেল	[illegible]	লাট (lot)
•পালিস	[illegible] (Blister)	লংক্লথ
[illegible] বা আলপিন	বোর্ড (Board)	লাইন
[illegible]	বোতাম	•লেডিকেনি (Lady Canning)
[illegible]	বোতল	= মিষ্টান্নবিশেষ
পুলিস	•ব্যাগ	লংবোট (long boat)
•পেন	[illegible]	= [illegible]
•পেন্টলুন	ব্যাণ্ড	ল্যাভেণ্ডার
•পেন্সিল	[illegible]	সীল (Seal)
পোষ্টকার্ড	[illegible]	সবজজ
পোষ্টাফিস	•মাইরি (by Mary)	•সহিস
পোষ্টমাষ্টার	মনিঅর্ডার	•সমন
প্যানেল	[illegible]	সার্ট (Shirt)
•প্লেগ	•মার্কা	[illegible]
ফটোগ্রাফ	•মার্কিন (American)	•[illegible]
•ফরাসি (French) [illegible]		স্লিপার (Sleeper)
ফুট	•মাষ্টার	•ষ্টেশন
[illegible]	•মিনিট	[illegible]
ফিরিঙ্গি (Frank)	[illegible]	•স্কুল
বডি (Bodice)	[illegible]	[illegible]
বয়া (Buoy)	•[illegible]	হাইকোর্ট
[illegible]	•ম্যালেরিয়া	•হারমোনিয়ম
[illegible]	•রবার	•হাঁসপাতাল
[illegible]	•রেল	([illegible])
[illegible]	[illegible]	•হোটেল
[illegible]		হ্যাণ্ডনোট
[illegible]		[illegible]

এই শব্দগুলি [illegible] ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে।

[illegible]	[illegible]	বেহালা (ই: violin)

শ্রী[illegible]চন্দ্র সিংহ

ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা

সংস্কৃত হইতে ভাষা-বিপর্য্যয় ঘটিয়া কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করা সহজ নহে। আবার কোন সময় বাঙ্গালা ভাষার বিপর্য্যয় ঘটিয়া জেলা বা প্রদেশ বিভাগে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহারও কাল নির্ণয় করা অতি কঠিন। ময়মনসিংহ জেলায় সাধারণতঃ পরগণা ভেদে ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ ভেদ ঘটিয়াছে। কোন প্রসিদ্ধ নদী, পর্ব্বত বা বৃহৎ জঙ্গলের এ পার ও পারের ভাষা পৃথক, কাজেই সমস্ত ময়মনসিংহের ঠিক এক ভাষা নহে। আলাপসিংহ, ভাওয়াল, কাগমারী, জফরশাহী, সেরপুর, পুখরিয়া প্রভৃতির ভাষা ও উচ্চারণ প্রায় একরূপ; আর ময়মনসিংহ, সুসঙ্গ, হোসেনশাহী, নসির-উজিয়াল ও খালিয়াজুরী পরগণার ভাষা প্রায় একরূপ, তবে সামান্য মাত্র পার্থক্য আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলায় সংস্কৃতের চর্চ্চা বিলক্ষণ ছিল, তজ্জন্য গ্রাম্য-ভাষার উচ্চারণ পার্থক্য বিলক্ষণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃতের সমালোচনা তেমন না থাকিলেও ভদ্র-সমাজে ও ভদ্রপল্লীতে গ্রাম্য ভাষা বহু পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু আমি এ প্রবন্ধে খাস গ্রাম্য-ভাষারই আলোচনা করিতেছি, ভদ্রলোকের ভাষার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ময়মনসিংহের উত্তর সীমায় গারো পর্ব্বত, পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভাষা কতক রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আবার শ্রীহট্ট জেলার সংলগ্ন প্রদেশে অনেকটা শ্রীহট্টের ভাষার অনুরূপ ভাষা হইয়াছে। এইরূপ পাবনা, কুমিল্লা, ঢাকা, রঙ্গপুর প্রভৃতি জেলার সমীপবর্ত্তী গ্রামগুলিতে তত্তৎ জেলার ভাষার অনুরূপ ভাষা প্রচলিত।

মুসলমানগণ বহুকাল একাদিক্রমে এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। উর্দ্দু, পারসী, হিন্দী বাক্যগুলি এদেশীয় ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিয়া গিয়াছে। ঐ সকল ভাষার শব্দ আমাদের ভাষা হইতে এখন জোর করিয়া বাহির করিয়া দিলে চলিবে না। তাহাদের অনেকগুলি শব্দ আমাদের ভাষার অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে। নবাব বাঙ্গালা শাসন করিতেন, কাজেই আদালতের কাগজ পত্র বাঙ্গালা ভাষায় লিখা চলিলেও সেগুলি প্রায়ই পারসী বা উর্দ্দু ভাষার শব্দরাশিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক কাগজ পত্র সম্পূর্ণ উর্দ্দুতে ছিল। এখন আবার সেই ভাবে ইংরাজী ভাষা আমাদের ভাষার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় রহিয়াছে।

ঢাকা ময়মনসিংহের অতি নিকটবর্ত্তী প্রদেশ এবং সে কালে ঢাকায় নবাবের রাজধানী থাকিলেও ময়মনসিংহের ভাষার উপর রাজধানীর ভাষা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। আর একটু আশ্চর্য্য যে ঢাকার গ্রামবাসির ভাষা এমন কি ঢাকার অপর পারের [illegible] পরগণার ও ঢাকার সংলগ্ন ভাওয়াল পরগণার ভাষা ও তাহার উচ্চারণ ঢাকার ভাষা ও নিজ উচ্চারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ঢাকা সহরের সাধারণ ভাষা ও উচ্চারণ বহুকাল হইতে বেহার

চলিতেছে, ক্রমেই ক্ষয় । কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। বারান্তরে ঢাকা ও বিক্রমপুরের ভাষার আলোচনা করিব।

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের জেলে বা মালো জাতীয় মৎস্য-ব্যবসায়ী ও নৌকাবাহী লোকেরা এক প্রকার অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া কথা কহে। সে সকল শুনিয়া বুঝা অপেক্ষা লিখিয়া বুঝান অত্যন্ত কঠিন।

শ্রীহট্টের নিকটবর্তী গ্রামসমূহ ও বাজিতপুরের পূর্বাঞ্চলের লোকেরা অনেকটা শ্রীহট্ট জেলার লোকের মত কথাবার্তা কহিয়া থাকে। কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলার ভাষা প্রায় একরূপ, কাজেই কুমিল্লার সীমাবর্তী প্রদেশে ভাষা এক রূপই।

এই সকল ভাষা অক্ষরযোগে লিখিয়া দেওয়া সহজ হইতে পারে, কিন্তু অদ্ভুত উচ্চারণ লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। শব্দের উপর যে সময় যে স্থানে জোর দেওয়া হয়, সে জোর ও উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

ময়মনসিংহের গ্রাম্য ভাষার কতকগুলি ক্রিয়াপদ ও তাহার অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। এই সকল শব্দ কি প্রকারে কোথা হইতে আসিল, তাহার বিবরণ বারান্তরে লিখিব তাহাতে দেখা যাইবে যে এই সকল শব্দ সংস্কৃতের ভগ্ন শব্দ মাত্র।

আইবাইন	আসিবেন।	আইছুইন	আসিয়াছেন।
আইব	আসিব।	আইছুলেন	আসিয়াছিলেন।
খাইছুইন	খাইয়াছেন।	খাইতেইন	খাইবেন।
গেছুইন	গিয়াছেন।	গিছ	গিয়াছ।
দিছুইন	দিয়াছেন।	করছ	করিয়াছ।
করছুইন	করিয়াছেন।	করবাম	করিব।
করবাইন	করিবেন।	খাউ, খাইন	খান, আহার করেন।
খাইবাম	খাইব।	খাইছুইন	খাইয়াছেন।
খাইছ	খাইয়াছ।	খাইবাইন	খাইবেন।
		যাইবাইন	যাইবেন।

এই প্রকার ছ বা ইন শব্দ ক্রিয়া পদে ব্যবহৃত হয়; কোন কোন স্থলে ছেন স্থলে ছুইন, "বেন" স্থলে বাইন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

কতকগুলি বিশেষ পদ ও তাহার অর্থ।

কাউয়া	কাক।	ছালিক	শালিক।
আন্ধাইরা	অন্ধকার।	ঠেঙ্গা	লাঠি।
ঠিক	ঠিক।	মানষি	মানুষ।
টেকা বা ট্যাহা	টাকা।	দাড়ি	দাড়ি।
কলম	কলম।	মেকুর, বা বিলাই	বিড়াল

উকা, ডাবা	হুকা।	কুত্তা	কুকুর।
তামুক	তামাক বা তামাকু।	কাডল	কাঁঠাল।
নাইরকল	নারিকেল।	লশুন	রশুন।
জিব্বা	জিহ্বা।	পাদীম	প্রদীপ।
ঘুটি, ঘুডা	ঘটী।	উঠান, উডান	আঙ্গিনা।
বাইরাণ, বাহিরাণ	বাহির বাড়ী।	ডাইর, উনিয়া	মাছধরিবার বাঁশ নির্ম্মিত যন্ত্র বিশেষ।
পইসা	পয়সা।		
উসারা বা দাইড়না	বারেন্দা।	বারাছ	নিকটে।
মানু	মানুষ।	হক বা সখ	অধিকার।
হিয়াল	শেয়াল, শৃগাল।	ভইর	বাহির।
কইতর	কবুতর।	নাও	নৌকা।
কইন	কাঁশনী।	খাড়	খিলি বা।
শাক	মিষ্টান্ন।	কেন্দা	কেকড়া।

চাকি, আড়ি বা আগইল বাঁশনির্ম্মিত ।।ঐবিশেষ।

জুকি বেত বা বাঁশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ডুবুনিয়া	ডাকিয়া, বসাইয়া।	একপাটি	চাদর।

(কোন কোন স্থানে কচে মাত্র)

পানি	জল।	লটুরপাতাড়ি	বোঁচকা।

ধামাকিয়া বা খেঁদাইয়া—আঘাত, নিক্ষেপ।

অসমাপিকা ও পূর্ব্বক্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কতকগুলি ক্রিয়া।

দিমু	দিব।	আমু	আসিব।
যামু	যাইব।	আব	আসিব।
আইয়া	আসিয়া।	যাইয়া	যাইয়া।
আহ	আইস।	আইছেন	আইয়াছেন।
খামু	খাইব।	খাবেন	খান।
যাবেন	যান।	যাবার লাগছে	যাইতেছে।
খাবার লাগছে	খাইতেছে।	আবার লাগছে	আসিতেছে।
দিবার লাগছে	দিতেছে।	আওয়াও	আগমন হও।
আওয়ান	আগমন হন।	আম্‌রার	আমাদের।
তোমরার	তোমাদের।	হেগরের	তাহাদের।

[illegible] [illegible]দের । তাগ হয় [illegible]দের ।

[illegible]দের [illegible]দের । কি [illegible], কি [illegible] কি [illegible], কি প্রকারে ।

[illegible] [illegible], [illegible] প্রভৃতি [illegible] সম্পাদন হয় । [illegible] [illegible] পাইকার [illegible] [illegible] উচ্চারণ [illegible] মাত্র । [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চারণ হইয়া থাকে । যেমন—লাঠি স্থলে লাঠি, [illegible] স্থলে [illegible], [illegible] স্থলে লক্ষী ।

[illegible] [illegible] এবং [illegible] পাড়া করে । নৌকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] করে । [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] উপরে থাকে তাহার নাম [illegible] । তক্ত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বা [illegible] বলে । নৌকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] [illegible] [illegible] হয়, তাহাকে চাপ বা মাচান করে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] [illegible] উত্তম, মধ্যম [illegible] [illegible] করিতে আওয়াল, দুয়াম, ছিয়াম, [illegible] [illegible] [illegible] হিসাব পত্রে জমাওয়াশীল, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] শব্দ ব্যবহৃত হয় ।

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	বাউল	[illegible] ।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] কাঁচা [illegible] অবস্থা ।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত ।
[illegible]	[illegible], [illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত ।
	[illegible] ইঙ্গিত ।	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত ।
	[illegible] ইঙ্গিত ।	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত ।
[illegible]	[illegible] ।	[illegible]	[illegible] বা বামে যাইবার ইঙ্গিত ।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ইঙ্গিত ।

[illegible] [illegible] [illegible] প্রয়োগ হয় অন্য কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় না ।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] কাদের [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible] মুখের [illegible] ।
	[illegible]	[illegible]	[illegible] হওয়া ।
[illegible]	[illegible] ।	[illegible]	[illegible] ডাকিলে বামে [illegible]

মধ্	[illegible] করে [illegible] ইবার নিমিত্ত।	হলাইয়া	লাঙ্গল বেশী মাটির নীচে [illegible]
ফিৎলাইয়া আস্তে আস্তে ঘুরিয়া যাই-বার ইঙ্গিত।			ঘুরিবার কথা।
		ঠাঁই ও	একস্থানেই ঘুরিবার কথা।
মই বা চষা ক্ষেত্র সমান করিবার বংশ নির্ম্মিত দ্রব্য।		কাড়া	বাঁশ বা দড়ি।

গরু সম্বন্ধে কতকগুলি কথা।

পাকান	রোমন্থন করা।	পাগা	গরু বাঁধিবার দড়ি।
গোঁঠা	বসন্ত রোগ।	সাপা	সাপে খাইলে।
বান্ বা বাঁট্	স্তন।	উঁদ্, ঈশান	ললাটের স্থান ও চতুর্দ্দিক্।
চেনা বা চনা	গোপ্রস্রাব, গোমূত্র।	বিছ, খাঁইন	অনেকগুলি গরু একত্র থাকিবার স্থান।
বাছুর	গো-শাবক।		
ডেকা	পুং বৎস।	ডেকী, বকনা	স্ত্রী বৎস।
মেনা	শৃঙ্গ কিম্বা শিং বিহীন বৎস।	দামড়া	বলদ।

এই সকল শব্দ হলকর্ষণ ও গরু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্য কোন স্থলে ব্যবহৃত হয় না।

পশু পক্ষী [illegible] কতকগুলি অব্যক্ত শব্দ বা ডাক।

টৈটৈ	হাঁসকে।	কুত্ কুত্	কুক্কুরকে।
[illegible]	[illegible]	তো তো	কুক্কুরকে।
[illegible]	[illegible]	হেঁ হেঁ	গরু ও মহিষকে।
পুষি পুষি	বিড়ালকে।	মেউমেউ	বিড়ালকে।
কুকুকু	কুকুর ছানাকে।	টেহেহেহে	ঘোড়াকে।
		ধুমধুম্	[illegible]

[illegible] পশুপক্ষী সম্বন্ধে এই প্রকার ডাক সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে।

কতকগুলি তরকারির নাম।

আনাজ	তরকারী।	বাইগন	বেগুন।
কাকরইল	কাঁকুড়।	ডেঙ্গা	ডাঁটা।
ছিমুইর	শিম।	ঝিঙ্গেকলা	কাঁচকলা।
[illegible]	[illegible]	পাকনা লাউ	পাকা লাউ।
পড়ল	পটোল।	[illegible] বা করলা [illegible]	

ময়মনসিংহের ভাষার উচ্চারণ দুষ্ট, [illegible] ও [illegible] অথবা তাহার [illegible] উদাহরণ নাই। কোন কোন স্থানে কেন শব্দকে কেনে, কেন্, কেনো, কেনে উচ্চারণ করিয়া থাকে। ময়মনসিংহবাসীরা প্রায়ই শ স্থানে হ, হ স্থলে অ, প্রভৃতি উচ্চারণ করে

ও পৃথক্ করিয়া থাকে। যেমন শালা স্থানে হালা, হামি স্থলে আমি, ভালো স্থলে বালো প্রভৃতি [illegible]। প্রায়ই [illegible] উচ্চারণ স্থলে [illegible] হইয়া থাকে, যেমন ঘোড়া স্থলে গুড়া, ঘর স্থলে [illegible], কুকুর স্থলে [illegible] চোখ স্থলে [illegible] ইত্যাদি।

ময়মনসিংহ [illegible] নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা [illegible] স্থলে অ ব্যবহার করিয়া থাকে, যথা বাড়ী স্থলে [illegible] স্থলে [illegible], রাম স্থলে আম, রাজা স্থলে আজা ইত্যাদি। অ স্থলেও [illegible], যেমন [illegible] স্থলে রাম ইত্যাদি।

মুসলমানেরা নিম্নলিখিত শব্দ বাঙ্গালার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সকল শব্দের অনেকগুলি [illegible] ফার্সী বা উর্দ্দু [illegible] আছে।

[illegible]	[illegible]	জবর	বড়, অতিশয়।
[illegible]	[illegible] মস্তক।	পানি	জল।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	আছিয়াব	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] কথা।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	আর, শব্দ।
কেবা	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] বা [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		

[illegible] প্রচলিত [illegible]

[illegible]	[illegible] অর্থাৎ [illegible]	[illegible]	[illegible] চাও, [illegible] চাও।
[illegible]	[illegible]	আইও	আইস।
[illegible]	[illegible]	[illegible]	দেখব
[illegible]	[illegible] বা [illegible]	[illegible]	ছেলে, বালক।
[illegible]	[illegible]		

[illegible] মাউয়, [illegible], [illegible], [illegible], পুতা, বেহাই, হউর, বেহাইন ইত্যাদি।

[illegible] "মহাশয়"। —[illegible] মুসলমানেরা [illegible] [illegible] —তাই [illegible] অর্থ [illegible] নহে। —[illegible]

মাসের নাম।

বৈশাখ্	বৈশাখ।	কাত্তিক	কার্ত্তিক।
জেঠ্	জ্যৈষ্ঠ।	আগুন বা অঘ্রন্	অগ্রহায়ণ।
আষাঢ়	আষাঢ়।	পুষ বা পো	পৌষ।
হাওন্	শ্রাবণ।	মাগ্	মাঘ।
ভাদর্	ভাদ্র।	ফাগুণ	ফাল্গুন।
আশিন্	আশ্বিন।	চৈত্	চৈত্র।

বারের নাম।

রব্বার	রবিবার।	সোম	সোম।
মংগার	মঙ্গল।	বুদ্	বুধ।
বিস্যুইৎ	বৃহস্পতি।	শুক্কুর	শুক্র।
হনি বা শনি।	শনি।		

রেলে সুগম পথ হওয়ায় দেশ-দেশান্তরের লোক যাতায়াত করিতে পারে। বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রদেশই তজ্জন্য নিকট বলিয়া বোধ হয়। ময়মনসিংহ সহর, মহকুমা ও বহু জমিদার পল্লীতে নানা স্থানের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সন্নিহিত বরিশালের লোকই এ প্রদেশে অধিক। কয়েক বৎসর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এম্ এ, বি এল্ ময়মনসিংহে সরকারী উকীল হইয়া আসিয়াছেন। সারদা বাবু বরিশালবাসী তিনি বড় সদাশয় ও অজাতশত্রু। তাঁহার আগমনে বরিশাল হইতে বহু লোক ময়মনসিংহে আসিয়াছে। অনেকে তাঁহার গৃহে শিক্ষার্থীর ন্যায় আহার করে, অনেকে চাকরী ও দোকান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। সারদাবাবু ঐ সকলের পৃষ্ঠপোষক। ময়মনসিংহ সহরে কলিকাতা অঞ্চলের ও ঢাকার লোক আছে তন্মধ্যে ঢাকার লোকের সংখ্যা বেশী, উহারা প্রায় সকলেই ব্যবসা করিয়া থাকে। দেশীয় বিভিন্ন লোক যখন একত্র হইয়া স্বকীয় ভাষায় আলাপ করিতে থাকে, তখন বড় শ্রুতি-মধুর ও অদ্ভুত বোধ হয়। পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলের লোকও সহরে আছে। বর্ত্তমান সময় ভাষা ও উচ্চারণ যেমন ভাবে চলিতেছে, বোধ হয় আর কিছুকাল পরে অন্যরূপ শ্রী ধারণ করিবে। ভাষার সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা ক্রমাগত মার্জ্জিত করিয়া যাইতেছি। পল্লীগ্রামের ভাষা সহজে ও শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবে, এমন আশা করা যায় না।

কোন কালে ময়মনসিংহ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জঙ্গল আবাদ করিয়া বিদেশী লোকেরা কোন কোন স্থানে বসত করিয়াছে, তাহারা গোষ্ঠী বা সাথী, সপরিবারে উহারা আসিয়াছে বলিয়া তাহাদের ভাষাও স্বদেশবাসীর ন্যায় রহিয়াছে। তাঁতি, গোপ, কলু, মুচি প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা নানাস্থানে বাস করিয়াছে। যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকে দুই তিন শত বৎসর বা ততোধিককাল এদেশে আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ভাষা তাহাদের আদি স্থানের ন্যায়ই রহিয়া গিয়াছে। ইহাঁ

স্থলে কয়েকটী উল্লেখ করিলাম। ফুলপুর থানার এলেকার তেকলিয়া ও বিলডোরা গ্রামের গোপগণ জমিদারের বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করিয়া পাবনা হইতে কত পুরুষ হইল এখানে আসিয়াছে ঠিক নাই, কিন্তু তাহাদের বিবাহ ইত্যাদি পাবনা, রাজশাহী ও সম্প্রতি এদেশেও হয়। তাহাদের কিন্তু ঐ পাবনার ভাষাই রহিয়াছে। ঈশ্বরগঞ্জ থানার এলেকার সাহাপুর গ্রামে রাজশাহী হইতে একদল শকটচালক ও তৎপশ্চিম, বোধ হয় বাঁকুড়া হইতে বহুকাল হইল মুচিগণ আসিয়াছে তাহারাও বিবাহাদি সে দেশেই করিয়া থাকে, কাজেই তাহাদের ভাষা অনেকটা পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। কিশোরগঞ্জ থানার এলাকার হোসেনপুর গ্রামে অনেকগুলি কলু বোধ হয় রাজশাহী জেলা হইতে আসিয়া বহুকাল বাস করিতেছে, কিন্তু ভাষা তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানের ন্যায় আছে। সুসঙ্গ পরগণার দুর্গাপুর থানার এলাকার বেদিয়া নামক এক জাতি নারায়ণ-ডহর গ্রামে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে, বোধ হয় ইহারা ঝান্সী হইতে আসিয়াছিল। ঝান্সীর রাণীর সঙ্গে ইংরাজের যখন যুদ্ধ হয়, বোধ হয় তখন তাহারা পলাইয়া এদেশে আশ্রয় লয়, ইহাদিগের ভাষারও বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখি না; তবে কেহ কেহ বাঙ্গালা ভাষাও জানে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাঁতি, শঙ্খকার ও কাংস্যকার প্রভৃতি জাতি অন্য জেলা হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের ভাষা অনেকটা এ প্রদেশের ন্যায় হইয়াছে; কারণ ইহারা এ প্রদেশেই বিবাহাদি করিয়া থাকে। মুক্তাগাছা থানার এলাকার গোবিন্দবাটী গ্রামে কতকগুলি লোক রাজশাহী হইতে আসিয়া অল্পকাল বাস করিতেছে, তাহাদের ভাষাও ঐরূপ রহিয়াছে। ইহারা কিন্তু ন স্থানে ল, আর ল স্থানে ন ব্যবহার করে। কোন কোন স্থানের ঔপনিবেশিক গোপগণ এ দেশেও বিবাহ করিয়া থাকে।

৮। বাণিজ্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালায় যখন অরাজকতা, তখন মুসলমানদেরত কথাই নাই, সেই ছিদ্র দিয়ে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকেরা আমাদের দেশী ব্যবসায়িগণের উপর অত্যাচার করিত। এ দেশী তাঁতিগণের হস্তনির্ম্মিত বস্ত্রে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের লজ্জা নিবারণ হইত, সে আজ বড় বেশী দিনের কথা নহে। এখনও বোধ হয়, নানা স্থানে দুই চারিজন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা বিদেশীর এই অত্যাচার দেখিয়াছেন। তখন অল্প বা বিনা লাভে বসন দেওয়া হইত, কাজেই তাঁতিগণ তাহা পারিয়া উঠিত না। এই সময় ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী প্রদেশ হইতে যে সকল তাঁতি ময়মনসিংহ জেলায় পলাইয়া আইসে। তাহারা অনেকেই কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে বাস করিতেছে। বর্গির হাঙ্গামার সময় অনেকে অন্যান্য জেলা হইতে এ জেলায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষায় পার্থক্য আছে। মুসলমানগণের অত্যাচারে যাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা জোলা নাম ধারণ করিল। এখনও জোলারা ময়মনসিংহের নানা স্থানে বিশেষতঃ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের এলাকায় অধিকাংশ বাস করিতেছে। ইহাদের ভাষায়ও এতদ্দেশের ভাষা হইতে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়, তবে আর কিছুকাল পরে তাহাও থাকিবে না।

...দিগের নানা স্থানে হিন্দুস্থানী ভিক্ষাজীবী লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা

বহুকাল হইল, এদেশে বাণিজ্যাদির উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ইহারা প্রায় সকলেই স্বগৃহে হিন্দিভাষা ও বাঙ্গালীসমাজে বঙ্গভাষায় কথা কহিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা খাস হিন্দুস্থানবাসী হইলেও প্রায় সকলেই খাঁটী বাঙ্গালা কহিতে না পারিলেও এক প্রকার ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিমিশ্রিত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়া থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার।

বৌদ্ধ বারাণসী

ভগবান বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর জগতে স্বোপার্জিত ধর্ম প্রচার করিবার জন্য সমুৎসুক হন। তিনি প্রথমে পাঁচজন পূর্বতন সঙ্গীর (পঞ্চভদ্রবর্গীয়) কথা স্মরণ করিলেন। এই পাঁচজন সঙ্গীর নাম কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিক, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ। ইহারা সকলেই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং প্রায়শঃ "ভদ্রবর্গীয়" এই নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন এই পাঁচজন ধর্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি তখন বারাণসী নগরীর [illegible] নামক ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধদেব স্বীয় ধর্ম সর্বপ্রথমে এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করিলেন।

বারাণসী গমন কালে আজীবক সম্প্রদায়ের কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন—হে গৌতম, তুমি কোথায় যাইবে? বুদ্ধ বলিলেন—

"বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীং,
ধর্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্।"

আমি বারাণসীতে গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া অপ্রতিবর্ত্তিত [illegible] ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব।

তখন আজীবক শ্লেষ প্রকাশপূর্বক বলিলেন, হে গৌতম, তাহাই [illegible] কথা বলিয়া আজীবক দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন এবং [illegible] হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তথাগত বারাণসীর মৃগদাবে [illegible] পূর্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ দূর হইতে তথাগতকে দর্শন করিয়া [illegible] লিপ্ত কখনই বুদ্ধত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তপস্যা ত্যাগ [illegible] অতএব ইঁহাকে অভিবাদন অভ্যর্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। [illegible]

বসিয়া থাকি, তিনি আসিয়া স্বয়ংই একখানি আসন লইয়া বসিবেন" কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন তথাগত তাঁহাদের সমীপে আগমন করিলেন তখন তাঁহারা তাঁহার তেজঃপুঞ্জ সন্দর্শন করিয়া কম্পিত কলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তখন তাঁহাদের সহ তথাগতের বিবিধ কথালাপ হইল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌতম, আপনার দেহকান্তি সুনির্মল হইয়াছে। আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, আপনি কোন অলৌকিক ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কি?" তথাগত উত্তর করিলেন, "আমি অমৃতসাক্ষাৎ করিয়াছি, অমৃতগামী-পথ আমার নয়নগোচর হইয়াছে। আমি বুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও নিষ্পাপ। আমার জন্মের ক্ষয় হইয়াছে, আমি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্-অনুষ্ঠান করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ তথাগতের চরণে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "ভগবন্! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করুন।" অনন্তর অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় পদ্মাসন প্রাদুর্ভূত হইল। তথাগত একখানি আসনে উপবেশন করিলেন, পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইলেন। সেই সময়ে তথাগতের শরীর হইতে আভা নির্গত হইয়া এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র পৃথিবীকে সমুদ্ভাসিত করিল। যেখানে কখনও চন্দ্র বা সূর্য্যের উদয় হয় না, এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকসমূহও আলোকিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। এ এক অসাধারণ ভূমিকম্প। নরকের জীবগণও দুঃখহীন হইয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের প্রতি রাগ, দ্বেষ, মোহ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, মান, মদ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হে ভগবন্! এই বারাণসীতে আসীন হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করুন।" তথাগত রাত্রির প্রথমভাগে [illegible] থাকিলেন, মধ্যভাগে নানা কথালাপ করিলেন এবং শেষভাগে পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিলেন।" (বুদ্ধদেব ১১২।১৩ পৃঃ)

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বারাণসীর পবিত্র স্থানগুলির নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন।

নগরের উত্তরপূর্ব্বে ১০ লি দূরে মৃগদাব সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, এই হেতু ইহার নাম ঋষিপত্তন হইয়াছে। যে স্থলে বুদ্ধদেবকে আসিতে দেখিয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চব্যক্তি অভিবাদনপূর্ব্বক [illegible] হইয়াছিলেন, সেই স্থলে (লোকে) পরে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নিম্নলিখিত স্থানগুলির উপরেও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ৬০ পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া কৌণ্ডিন্য প্রভৃতিকে দীক্ষিত করিবার জন্য ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

২। এই স্থল হইতে বিংশতি পদ উত্তরে যে স্থলে বুদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব [illegible] ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

৩। এই স্থলের পঞ্চাশৎ পদ দক্ষিণে যে স্থলে বুদ্ধদেব এবং অপর [illegible] [illegible] হইতে মুক্তির বিষয় গ্রহণ করিয়াছিল।

উপবনের মধ্যে দুইটী সজ্যারাম আছে এবং উহাতে অদ্যাপি [illegible] বাস করিয়া থাকেন।

ইহার প্রায় ২২০ বৎসর পরে আর একজন পরিব্রাজক হিউয়েন্-সাং বারাণসী দর্শন করেন। নগর বর্ণনকালে তিনি বলিয়াছেন যে, বারাণসীতে অধিকাংশ অধিবাসী মহেশ্বরদেবের উপাসক। তাঁহার বৌদ্ধকীর্ত্তি-সমূহের বর্ণনা, ফাহিয়ানের বর্ণনা অপেক্ষা প্রোজ্জ্বলতর—

"রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরুণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী স্তূপ আছে। ইহা প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। বরুণানদীর উত্তরপূর্ব্বে দশ লি দূরে লুয়ে-(মৃগদাব) সজ্যারাম অবস্থিত, ইহা আট ভাগে বিভক্ত এবং প্রাচীর বেষ্টিত, এই স্থলে হীনযান-সম্প্রদায় মতাবলম্বী পঞ্চদশশত ভিক্ষু বাস করেন। [illegible] বেষ্টনের মধ্যে ২০০ ফিট উচ্চ একটী বিহার আছে। এই বিহারের ভিত্তি ও সোপানাবলী প্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু উপরিভাগ ইষ্টক-নির্ম্মিত। এই বিহারের মধ্যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনমুদ্রায় অবস্থিত তাম্রনির্ম্মিত একটী বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের দক্ষিণপশ্চিমে রাজা অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী প্রস্তরস্তূপ আছে, ইহার ভিত্তি ভূমগ্ন হইলেও ইহা অদ্যাপি ১০০ ফুট উচ্চ আছে, এই স্থলে ৭০ ফুট উচ্চ একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের প্রস্তর স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, ইহার সম্মুখে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করে, তাহারা সময়ে সময়ে ইহাতে [illegible] প্রার্থনা মত শুভ বা অশুভ চিহ্ন দেখিতে পায়। এই স্থলে তথাগত সম্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করেন।

এতদ্ব্যতীত হিউয়েন-সাং অনেক স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে [illegible] হইল। এই স্থলের নিকটে যেখানে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ভবিষ্যতে সম্বুদ্ধ হইবার [illegible] হন, সেখানে একটী স্তূপ আছে। প্রাচীনকালে তথাগত যখন রাজগৃহে বাস করিতেছিলেন তখন তিনি ভিক্ষুগণের প্রতি এইরূপ উক্তি করেন। ভবিষ্যৎকালে যখন এই [illegible] শান্তিপূর্ণ হইবে, তখন মৈত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহার শরীর [illegible] সুবর্ণাভ হইবে। তিনি গৃহত্যাগপূর্ব্বক সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, এবং [illegible] বিবিধ ধর্ম্ম প্রচার করিবেন। এই সময় মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব স্বকীয় আসন হইতে উঠিয়া [illegible] বুদ্ধকে বলিলেন যে, আপনি অনুমতি করুন, আমিই যেন সেই মৈত্রেয় বুদ্ধরূপে [illegible] ইহাতে বুদ্ধদেব উত্তর করেন যে তাহাই হইবে। সজ্যারামের পশ্চিমে একটী [illegible] এইস্থানে তথাগত সময়ে সময়ে স্নান করিতেন, ইহার পশ্চিমে [illegible] এই স্থলে তথাগত ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতেন, ইহার [illegible] স্থলে তথাগত বস্ত্রক্ষালন করিতেন। ইহার পার্শ্বে [illegible] ইহাতে এখনও বুদ্ধের কাষায় বস্ত্রের চিহ্ন আছে। [illegible] একটী স্তূপ আছে। এই স্থলে [illegible] এবং বোধিসত্ত্ব [illegible]

...টি ভিন্ন ভিন্ন যূথ ছিল, প্রত্যেক যূথে ৫০০ শত মৃগ ছিল। এই স্থানে [illegible] মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন, যূথপতি বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন, "মহারাজ! আপনি অরণ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি সংযোগ করেন এবং শর নিক্ষেপপূর্ব্বক আমাদের দলস্থ সমুদয় মৃগ নিহত করেন, কিন্তু পুনঃ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে সমস্তই আহারের অযোগ্য হয়। আমরা প্রত্যহ একটী করিয়া মৃগ আপনার আহারার্থ উপস্থিত করিব, ইহাতে আপনিও প্রত্যহ সদ্যোমাংস পাইবেন, এবং আমাদের জীবনকালেও এক দিবস বর্দ্ধিত হইবে।" রাজা এই প্রস্তাবে তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে, প্রত্যেক দল হইতে প্রতিদিন এক একটী মৃগ নিহত হইত। একদিন দেবদত্তের যূথ হইতে একটী গর্ভবতী মৃগী নির্ব্বাচিতা হইলে, মৃগী তাহার স্বামীকে বলে যে যদিও আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তথাপি আমার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহা শুনিয়া যূথপতি দেবদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করেন যে, উহার জীবন কাহার নিকট মূল্যবান? মৃগী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিল, হে রাজন্! অজাত শিশুকে বধ করা দয়াশীলতার কার্য্য নহে। মৃগী এই বিপদে অপর যূথপতি বোধিসত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মৃগীর পরিবর্ত্তে স্বদেহ উৎসর্গ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজপ্রাসাদাভিমুখে গমন কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া জনসমূহ বলিতে লাগিল যে, মৃগযূথপতি নগরে আগমন করিতেছে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নগরবাসিগণ ও রাজকর্ম্মচারিগণ দলে দলে আগমন করিল। রাজা তাহাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, তুমি এস্থলে কি জন্য আগমন করিয়াছ? মৃগযূথপতি স্বীকার করিলেন যে দলমধ্যে একটী গর্ভবতী মৃগী বধার্থ নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমি তাহার স্থলে আপনার আহারার্থ আসিয়াছি। রাজা শুনিয়া দৈনিক উপহার চিরকালের নিমিত্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন, এবং ঐ বন মৃগযূথের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রদান করিলেন। সেই সময় হইতে ঐ বন মৃগদাব নামে খ্যাত।"

সঙ্ঘারাম হইতে ২-৩ লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ অপর একটী স্তূপ আছে।"

খৃষ্টীয় ১৮৬১ অব্দে General Cunningham বারাণসীর প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগে সারনাথে ও বারাণসীতে যে যে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে সঙ্কলিত হইল। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর মহারাজের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ স্বনামে বারাণসীর একটী মহল্লা নির্ম্মাণ কালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীন ভগ্নাবশেষসমূহ হইতে নির্ম্মাণ উপকরণ সংগ্রহ করেন—এই সময়ে সারনাথের অনেক ক্ষতি, স্তূপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ১৮৩৫ খৃঃ Gen. Cunningham সাহেব নামক স্তূপ খনন করান, পরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Major Kittoe ভগ্নাবশেষ খনন করান। সারনাথ বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী পল্লীর নাম। কাশীতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষগুলি অধিকাংশই ঐ স্থলে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কয় বৎসর হইতেই সারনাথের উপর প্রত্নতত্ত্ব পণ্ডিতগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। সারনাথের ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে কানিংহাম নিম্নলিখিত গুলি প্রধান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

১। ধামেক নামক প্রস্তরনির্ম্মিত স্তূপ।

২। বাবু জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত একটী বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপ।

৩। কানিংহামের নিজের খনিত স্থল।

৪। মেজর কীটো কর্ত্তৃক খনিত স্থল।

৫। ধামেক হইতে অর্দ্ধমাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত চৌখণ্ডী নামক একটী বৃহৎ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ।

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। বহু পুস্তকে ইহার বিবরণ ও চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ভিত্তি হইতে ১১০ ফুট এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে মোট ১২৮ ফুট উচ্চ। ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। এই ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমির ১০ ফুট নিম্ন হইতে আরব্ধ। ভিত্তির উপরে ইহা ৪৩ ফুট পর্য্যন্ত প্রস্তর এবং ইহার উপরাংশ ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রস্তরনির্ম্মিতাংশে অনেক খোদিত কারুকার্য্য আছে। তাহার কিয়দংশ অসম্পূর্ণ। কানিংহাম সাহেব ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খননকালে, ইহার মধ্যে ১ খণ্ড প্রস্তরে "যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবা" ইত্যাদি বৌদ্ধ মন্ত্রযুক্ত খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, সেই প্রস্তর খণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উক্ত সাহেবের মতে এই ধামেক নামটী "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্মদেশক" শব্দের অপভ্রংশ।

ধামেক হইতে ৫২০ ফুট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত, ঐ গর্ত্তের চারিপার্শ্বে প্রায় ১০ ফুট প্রস্থবিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত ভিত্তি আছে। ইহাই দেওয়ান জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খনিত স্তূপ, ইহা পরে জগৎসিংহের স্তূপ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে জগৎসিংহের অনুচরগণ এই স্তূপখননকালে একটী বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিতাধার প্রাপ্ত হন, এই আধারের মধ্যে অপর একটী ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মুক্তা, স্বর্ণপাত্র, প্রবাল ও অন্যান্য মণি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।*

এতদ্ব্যতীত এই স্থলে আর একটী বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়, এই মূর্ত্তির পাদতলে বঙ্গের পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে, ইহা পরে অন্যান্য খোদিত লিপির সহিত বিবৃত হইবে। এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী এক্ষণে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে, ক্ষুদ্রতর মর্ম্মরাধারটী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বৃহত্তর আধারটী কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খনন কালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হন, উহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার দুই পার্শ্বে [illegible] মন্দিরাকার গৃহ খোদিত, একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অপরটীতে বুদ্ধ ও মলয়গিরি নামক হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। ইহার মধ্যভাগে অপর একটী মন্দিরাকার গৃহে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণচিত্র উৎকীর্ণ। মধ্যস্থ মন্দিরের নিম্নে ও উভয়পার্শ্বস্থ মন্দির দুইটীর ব্যবধানে কতকগুলি হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে। মকরারূঢ় বরুণ, ঐরাবত

* Jonathan Duncan, Asiatic Researches, Vol. V. p. 131.

ইন্দ্র, মহিষবাহনে যম ও কেতু, নিম্নে গরুড়বাহন বিষ্ণু, হংসারূঢ় চতুর্মুখ ব্রহ্মা ও [illegible] বৃষভারূঢ় মহেশ্বর, ময়ূরবাহনে কার্ত্তিক ও মূষিকবাহন গণপতির মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায়। তোরণের নিম্নের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে।*

মেজর কীটো খননকালে কতকগুলি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবের সারনাথের নিকটস্থ বরাহীপুর গ্রামের সন্নিকটে একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার মধ্যে কতকগুলি তিনি এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদান করেন, অবশিষ্টগুলি ডেভিড্সন্ নামক একজন Engineer সাহেব বরুণা নদীর উপরস্থ সেতু নির্ম্মাণকালে উক্ত নদীর স্রোত রোধ করিবার জন্য নদীতে নিক্ষেপ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, তন্মধ্যে প্রধানগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। সপ্তখণ্ডে বিভক্ত একখানি প্রস্তরফলক ইহার উপরাংশ ভগ্ন, প্রত্যেক খণ্ডে বুদ্ধদেবের জীবনের এক একটী প্রধান ঘটনার চিত্র খোদিত। সর্ব্ব নিম্নে বুদ্ধদেবের জন্মচিত্র। এক হস্তে শালবৃক্ষের শাখা ও অপর হস্ত দ্বারা সখীর স্কন্ধে ভর দিয়া মায়াদেবী দণ্ডায়মানা; বুদ্ধদেব কটিদেশ হইতে নির্গত হইতেছেন; ব্রহ্মা একখণ্ড বস্ত্রের উপরে তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছেন। ইন্দ্র অপরাপর হস্তে ব্রহ্মার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, আকাশে ও ভূতলে দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ। ইহার উপরে একটী চিত্রে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতেছেন; তাঁহার পার্শ্বে চামরহস্তে অনুচরগণ দণ্ডায়মান। আকাশে মালা হস্তে গন্ধর্ব্বগণ ও বুদ্ধদেবের নিম্নে একটী ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে তিনটী করিয়া বুদ্ধদেবের উপাসক নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। ইহার পার্শ্বে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধদেব, চতুষ্পার্শ্বে গন্ধর্ব্ব উপাসকগণ বিদ্যমান। ইহার উপর আর একটী চিত্রে কয়েকটী সোপানের উপরে বুদ্ধদেব দণ্ডায়মান; বুদ্ধদেব ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে, তাঁহার মাতার নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিয়া এই সোপানাবলি দ্বারা ভূতলে অবতরণ করিতেছেন। একপার্শ্বে ছত্রধারী ইন্দ্র ও অপর পার্শ্বে ব্রহ্মা এবং ভূতলে নতজানু উপাসকমণ্ডলী। এইরূপ একটী চিত্র কানিংহাম সাহেব ভরহুত স্তূপের রেলিংএ প্রাপ্ত হন এবং অপর একখানি চিত্র Mr. A. C. Caddy † সাহেব স্বাত নদীর উপত্যকায় প্রাপ্ত হন। এই উভয় প্রস্তরফলক একণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে, ইহার পার্শ্বে আর একটী চিত্রে পদ্মাসনে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র মুদ্রায় উপবিষ্ট। এই চিত্রের অধিকাংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে বিশেষ কিছু জ্ঞাত হওয়া যায় না।

২। এই প্রস্তরখণ্ড আকারে পূর্ব্ববর্ণিত প্রস্তরফলকের অনুরূপ। ইহাতেও [illegible] বিজয়ন্ ও বুদ্ধের জন্ম, সম্বোধি, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ও মৃত্যু এই চারিটী চিত্র খোদিত, অপরাপর নানা অবস্থায় নানাবিধ খোদিত মূর্ত্তি আছে।

---

* Cunningham's Reports on the Archaeological Survey of India vol [illegible] p. [illegible]

† Proceedings Asiatic Society of Bengal, [illegible]

৩। এই প্রস্তরখণ্ডে চারিটি সমানাকার বিভাগে পূর্ব্বোক্ত চারিটি চিত্র খোদিত আছে।

৪। ইহাতে তিনটী চিত্র আছে, প্রথমটিতে আসনের উপরে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধদেব, উভয় পার্শ্বে চামরধারী নাগ ও মনুষ্যগণ এবং শিরে কতকগুলি [illegible] খোদিত। ইহার উপরে ধর্মচক্রপ্রবর্ত্তনের চিত্র ও তদুপরি বুদ্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণের চিত্র। সর্ব্ব নিম্নে ভিক্ষু রবিগুপ্তের দানবিজ্ঞাপক দুই পংক্তি খোদিত লিপি আছে।

৫। এই ফলকে নানা অবস্থায় নানা মুদ্রায় অবস্থিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট পঞ্চশ্রেণী বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে।

এতদ্ব্যতীত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি, বহুসংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি এবং অন্যান্য [illegible] কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

মেজর কীটো খননকালে একটী সঙ্ঘারামের ভিত্তি এবং কানিংহাম সাহেব [illegible] গ্রামের নিকটে একটী সঙ্ঘারাম ও একটী মন্দিরের ভিত্তি প্রাপ্ত হন।* [illegible] কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক Dr. Fitzedward Hall সাহেব কতকাংশ খনন করান। কিন্তু বিশেষ ফললাভ করিতে পারেন নাই। কানিংহাম সাহেব উক্ত [illegible] যে, সারনাথে খনন অনাবশ্যক।

সারনাথ হইতে ২৫০০ হাজার ফুট দক্ষিণে চৌখণ্ডি নামক একটী স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। জেনারেল কানিংহাম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থান খনন করেন। ইহার উপরে একটী অষ্টকোণ বুরুজ আছে, এই বুরুজের দ্বারের উপরে এক খণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় [illegible] বাদশাহ হুমায়ুনের উক্ত স্থান পরিদর্শনের স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হয়। [illegible] চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সারনাথে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হয় নাই। Dr. J. F. Fleet তাঁহার Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III গ্রন্থে সারনাথে [illegible] ভগ্নাবশেষে নিহিত একখানি শিলালিপি প্রকাশ করেন, ইহার বিষয় পরে বিবৃত হইবে, [illegible] এখন কোন স্থানে আছে বলা যায় না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথে ইঞ্জিনিয়ার Mr. F. O. Oertel সাহেব খনন আরম্ভ করেন, গবর্ণমেন্ট এতজ্জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর [illegible] কিন্তু আশাতিরিক্ত ফললাভ হওয়ায় পুনরায় ১০০০ টাকা মঞ্জুর [illegible] তাঁহার খননে নিম্নলিখিত আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি [illegible]

৩। অশোকের একটী স্তম্ভলিপি, স্তম্ভের [illegible]।

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও তাহা [illegible]।

* Arch. Sur. Rept I. plates xxxii & xxx[illegible]

৫। 'ষষ্ঠ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।*

প্রায় ২০০ বর্গ ফুটস্থান খুঁড়া হইয়াছে। এই স্থান জগৎসিংহের স্তূপের উপরে অবস্থিত। কানিংহাম তাঁহার মানচিত্রে যে স্থলে কীটো কর্ত্তৃক বর্ণিত স্তূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই স্থলে উপরোক্ত মন্দিরের ভিত্তিটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-বর্ণিত চৌখণ্ডি নামক স্তূপের ধ্বংসাবশেষটিও খনিত হইয়াছে। জগৎ সিংহের স্তূপের ২০০ শত ফুট উত্তরে উপরি উক্ত মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা আকারে কানিংহাম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মন্দিরের অনুরূপ।† ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯৫ ফুট, মন্দিরের প্রধান দ্বার পূর্ব্বদিকে। ৩টী সোপানে আরোহণ করিলে দ্বারের উপরে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থলে সকলগুলি চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ড আছে, এই গুলির কোন ভাগে বুদ্ধমূর্ত্তি, কোন ভাগে ধর্ম্মচক্র ও উহার উভয় পার্শ্বে মৃগ ও উপাসকমণ্ডলী, কোন অংশে চৈত্য ইত্যাদি নানা প্রকার চিত্র খোদিত আছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটী ৩৯ ফুট দীর্ঘ ও ২৩ ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে এক একটী গৃহ আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে একটী উচ্চ স্থল আছে, এই স্থলে চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত ২টী স্তম্ভ আছে। এই ২টী প্রায় ৭ ফুট উচ্চ, এই উচ্চ স্থলের পশ্চিম পার্শ্বে মন্দিরের অন্তরালের ভিত্তি আছে, ভিত্তির মধ্যভাগে ২টী চতুষ্কোণ প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের মধ্যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির আসন আছে। ইহা কতকটা 'কুলুঙ্গির' আকার। ইহার চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণের স্থান আছে। এই প্রদক্ষিণের পথ অপ্রশস্ত, কোন স্থলে ১৷০ [illegible] প্রস্থ। এই স্তম্ভ ২টীর পশ্চিম পার্শ্বে একটী ৪ ফুট প্রস্থ গৃহ আছে। এই গৃহের পশ্চিমে আর একটী ক্ষুদ্রতর গৃহ আছে, এই গৃহটীতে মন্দিরের প্রধান দ্বার দিয়া প্রবেশ করা যায় না। মন্দিরের অপর ৩ দিকে আরও ৩টী দ্বার আছে। প্রাঙ্গণের উভয় পার্শ্বে ২টী গৃহে উত্তর ও দক্ষিণস্থ দ্বার দ্বারা প্রবেশ করা যায়। পশ্চিমস্থ দ্বার দ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষুদ্রতর গৃহে যায়। মন্দিরের অন্তরালের স্তম্ভ দুইটীর ব্যবধান ১৭ ফুট, ইহার পশ্চিমের দীর্ঘ গৃহটী ২৮ ফুট দীর্ঘ, অপর পার্শ্ব-বর্ত্তি সন্নিহিত গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ৩টী প্রায় সমানাকার। উত্তরস্থ গৃহটী ৭ ফুট, পশ্চিমস্থ গৃহটী ১০৷০ ফুট এবং দক্ষিণস্থ গৃহটি ৮৷০ ফুট দীর্ঘ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫০ ফুট স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থলে ক্ষুদ্র উপলখণ্ডনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তি ও প্রাচীরের নিম্নাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত; এই অংশ ও পূর্ব্ব দিকের [illegible] চতুষ্টয় ব্যতীত মন্দিরের অপর সমুদয় অংশই ইষ্টকনির্ম্মিত। কিন্তু স্থানে স্থানে [illegible] প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় খোদিত প্রস্তর দেখিলে স্পষ্ট অনুমান করা যায় [illegible] বর্ত্তমান মন্দিরের ব্যবহারের নিমিত্ত খোদিত হয় নাই। কোন প্রস্তর খণ্ডে [illegible] মূর্ত্তি, কোন স্থলে এক শ্রেণী হংস বা কতকগুলি পদ্ম খোদিত আছে। অনেক-

* [illegible] Report Vol. I plate No. xxi.

† A. Rept. I. plate xxxi.

ব্যতীত অনেক স্থলে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্ম্মিত চৈত্যের ভগ্নাংশ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অবস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহা প্রায় ৩ ফুট উচ্চ এবং ইহার পশ্চাতেও তিন শ্রেণিতে ৯টি চৈত্য খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটি চিত্র খোদিত আছে, একটি গৃহের গবাক্ষে একটি সিংহের মুখ দেখা যাইতেছে এবং গৃহের বাহিরে গবাক্ষের এক পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক ও একটি বালক যুক্তকর ও নতজানু অবস্থায় রহিয়াছে। অপর পার্শ্বে ১টী স্ত্রীলোক নৃত্য করিতেছে। এই মূর্ত্তির উপরে একটি খোদিত লিপি আছে, ইহা হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান। এতদ্ব্যতীত মন্দিরের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাঙ্গণের দক্ষিণস্থ গৃহে একটি মস্তকহীন বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি অধিষ্ঠিত আছে। অন্যস্থান অপেক্ষা মন্দিরের এই অংশের প্রাচীর উন্নত, দক্ষিণ দ্বারের উত্তর পার্শ্বস্থ প্রাচীর অদ্যাপি ১২ ফুট উচ্চ। এই গৃহের পশ্চিম প্রাচীরের নিম্নে একটী অতি প্রাচীন স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তূপের ভিত্তি চতুষ্কোণ এবং ইহা ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারহুতের স্তূপের বেষ্টনীর ন্যায় একপ্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে। এই রেলিং সমচতুষ্কোণ, ইহার এক পার্শ্ব [illegible] ৮।০ ফুট। ইহা এক্ষণে ভগ্ন হইয়াছে, ইহার গাত্রে ২।৩টি অক্ষর খোদিত দেখা যায়, কিন্তু উহা পাঠ করা দুষ্কর। এই স্তূপটির উপরাংশ গোলাকার, স্তূপের উপরে প্রায় ১০ ফুট উচ্চ এবং ২১ ফুট প্রস্থ বিশাল ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। খননকালে দেখা গিয়াছিল যে, এই প্রাচীর নির্ম্মাণকালে স্তূপ ও রেলিং অতি সাবধানে ইষ্টক দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। নির্ম্মাণকর্ত্তা অনায়াসে উহা ধ্বংস করিতে পারিতেন, তথাপি তিনি উহা অতি সতর্কভাবে রক্ষা করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, স্তূপটি বোধ হয় সে সময়ে প্রগাঢ় ভক্তির বস্তু ছিল, এবং নিশ্চয় দেবতার ভয়েই হউক বা জনসমাজের ভয়েই হউক, উহা রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণে উপর্য্যুপরি নির্ম্মিত কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ উদাহরণ স্বরূপ খননকালে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ৪৫ ফুট দীর্ঘ একটি ভিত্তি আছে, ইহা খনিত স্থানের পূর্ব্বসীমা। ইহার পশ্চিমে ২টি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিত্তি আছে। ইহার পরে কতকগুলি মধ্যমাকার [illegible] ভিত্তি আছে, এ সমুদয় ইষ্টকনির্ম্মিত, ইহার পশ্চিমে উদাহরণ স্বরূপ উপর্য্যুপরি [illegible] ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে ৫টি ক্ষুদ্র মন্দিরের [illegible] একটিতে কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। [illegible] হইয়াছে বলিয়া ইহার পাঠোদ্ধার অসম্ভব। ইহার পশ্চিমে [illegible] সমুদয় ক্ষুদ্র স্তূপ ও স্তূপভিত্তিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বোক্ত [illegible] বহিত দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী [illegible] গিয়াছিল। অদ্যাপি এক্ষণে আধুনিক মূর্ত্তি [illegible] আকারে রক্ষিত হইয়াছে। [illegible] ১০ [illegible]
যে [illegible] এই [illegible]

ও পুষ্যবুদ্ধি কর্তৃক বুদ্ধমিত্র নামক ব্যক্তির সাহায্যে [illegible] ও [illegible] নামক কর্মশিল্পিদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই মূর্ত্তি, ছত্র ও স্তম্ভ প্রোথিত হয়। ছত্রটী ভগ্ন হওয়ায় বহু খণ্ড হইয়াছে। মূর্ত্তি ও স্তম্ভ ৩ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। স্তম্ভের নিম্নাংশ প্রায় ৬ ফুট উচ্চ, এই অংশটি প্রাচীরমধ্যে রক্ষিত আছে, ইহা অষ্টকোণ। ইহার ৩ কোণ ব্যাপিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ১০ পংক্তি খোদিত লিপি। বর্ত্তমান, মধ্যের অংশ ষোড়শ কোণ, ইহা প্রায় ২৷ ফুট উচ্চ এবং অপরাংশ গোলাকার এবং ২ফুট উচ্চ, স্তম্ভটী সর্ব্বসমেত প্রায় দ্বাদশ ফুট উচ্চ। বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির পাদতলে ২ পংক্তি খোদিত লিপি এবং পশ্চাদ্ভাগে ৪ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই ৪ পংক্তি খোদিত লিপি স্তম্ভগাত্রের খোদিত লিপির ১ম চারি পংক্তির অনুরূপ। Dr. Vogel অনুমান করেন যে, মূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত লিপির অস্তিত্বে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সে সময়ে দেবমূর্ত্তিসমূহ বর্ত্তমান কালের ন্যায় মন্দিরমধ্যে স্থাপিত হইত না। মন্দিরের ও [illegible] স্তূপের মধ্যস্থ সমুদয় স্থল খনিত হইয়াছে। এই স্থানে নানাবিধ প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত উভয় প্রকারের অসমাপ্ত স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। [illegible] স্তূপের চতুর্পার্শ্ব খননকালে কুষাণ-রাজাদিগের ইষ্টকনির্ম্মিত পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহামের মানচিত্রে [illegible] স্তূপের চারি পার্শ্বে যে ৪টি চিপি বা মৃৎস্তূপ অঙ্কিত আছে, তাহার মধ্যে দক্ষিণের চিপি ব্যতীত অপর ৩টী খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চিপিটির পশ্চিমে প্রাচীন স্তূপগুলির অনুকরণে Oertel সাহেব একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা একটি প্রাচীন ভিত্তির উপর নির্ম্মিত. ইহার গাত্রে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ এই অঙ্কসম্বলিত একখানি খোদিত প্রস্তর প্রোথিত আছে। ইহাই খনিত ভূমির দক্ষিণসীমা। কানিংহামের মানচিত্রে ইহা হইতে দুই শত ফুট দূরে, জৈনমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি চিপি আছে। ইহার উপর, নূতন [illegible] একটি নির্ম্মিত হইয়াছে। খননকালে এত অধিক দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে যে, এই মিউজিয়মে সে সমুদয়ের স্থান হওয়া অসম্ভব। এইজন্য প্রস্তাব হইতেছে যে, ঐ মিউজিয়মে বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি রাখিয়া অপর অর্থাৎ হিন্দু ও জৈন-মূর্ত্তিগুলি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মে প্রেরিত হউক। ইহার পশ্চিমে [illegible] কর্তৃক খনিত [illegible] সঙ্ঘারামের প্রাচীরবেষ্টিত প্রাচীন কূপটির জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে। মিউজিয়মে একজন চৌকীদার [illegible] [illegible] আছে।

[illegible] পশ্চিমাংশের খনিত স্তূপ হইতেই অনেক মূর্ত্তি উদ্ঘাটিত হইয়াছে। [illegible] উচ্চ স্তূপের [illegible] পশ্চিমে মহারাজ অশোকের খোদিত লিপিযুক্ত [illegible] আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোকের খোদিত লিপি ব্যতীত আরও [illegible] খোদিত লিপি আছে। [illegible] লিপি, এই [illegible] অক্ষরে লিখিত। অন্যটি [illegible] অক্ষরে খোদিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রায় ৩ [illegible]

Annual Progress Report of the Superintendent of the Archaeological Survey of the United Provinces & Punjab, 190[illegible], p. 54.

গিয়াছে। স্তম্ভটি ভগ্ন হইয়াছে, গর্ত্তের পার্শ্বে ইহার উপরাংশ পতিত আছে। [illegible] স্তম্ভশীর্ষটি বিদ্যমান আছে। অপরাপর অশোকস্তম্ভের শীর্ষের ন্যায় ইহাতে চারিটি সিংহমূর্ত্তি খোদিত আছে। এই চারিটি সিংহের পৃষ্ঠে একটি ধর্ম্মচক্র অবস্থিত ছিল। [illegible] কএকটি ভগ্নাংশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্ব খননকালে [illegible] আবিষ্কৃত হয়। দশফুট নিম্নে অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার [illegible] স্তম্ভের সমুদায় অংশ অমার্জ্জিত এবং উপরের অংশ সুমসৃণ মার্জ্জিত এবং [illegible] উজ্জ্বল। অশোকের সময়ের প্রাঙ্গণের উপরে স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের বেদিকা ছিল। ইহা ঐ স্থল হইতে উত্তোলিত হইয়া মিউজিয়মের প্রাঙ্গণে কনিষ্কের সময়ের বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি [illegible] স্তম্ভের পশ্চাতে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার উপরে প্রায় ৫ ফুট উর্দ্ধে কুশানরাজগণের সময়ে ব্যবহৃত রক্তবর্ণ চতুষ্কোণ প্রস্তরাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ, তাহার ৩ ফুট উর্দ্ধে [illegible] নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ ও সর্ব্বোপরি উপলখণ্ডনির্ম্মিত বর্ত্তমান প্রাঙ্গণ পাওয়া গিয়াছে। স্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি বর্ত্তমান বৎসরে পুনরায় খোদিত হইয়াছে। [illegible] খাদ পর্য্যন্ত খননে বিশেষ কোন ফললাভ হয় নাই। স্তম্ভের উত্তরে অর্থাৎ মন্দিরের উত্তরপশ্চিমকোণে [illegible] গুলি ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপভিত্তি আছে, এরূপ সুন্দর স্তূপ ভিত্তি অত্যন্ত বিরল। ১টি স্তূপে ১টি বুদ্ধমূর্ত্তি অদ্যাপি সংলগ্ন আছে। এগুলি সম্পূর্ণাবস্থায় দশফুট উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের উত্তরে একটি বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সঙ্ঘারামের মধ্যে একটি চল্লিশ ফুট দীর্ঘ ও আট ফুট প্রস্থ গৃহ ছিল। এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে নানা মূর্ত্তি সজ্জিত ছিল। তিনটি সোপানে আরোহণ করিলে মূর্ত্তির পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যাইত। একটি মূর্ত্তি অদ্যাপি স্বস্থানে বর্ত্তমান দেখা যায়, এবং ৩৪ স্থানে সোপান বর্ত্তমান আছে। এইস্থলে রাজা জয়চন্দ্রের নাম খোদিত একখানি প্রস্তরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি সমূহের বিবরণ সর্ব্বশেষে দেওয়া গেল।

অশোক-স্তম্ভশীর্ষ আটফুট উচ্চ, স্তম্ভের যে অংশ গর্ত্তের পার্শ্বে পতিত আছে, তাহা [illegible] ২০ ফুট দীর্ঘ গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত, স্তম্ভের অংশ ১২ ফুট উচ্চ। খননকালে প্রাপ্ত সমুদায় [illegible] মূর্ত্তি মিউজিয়মে এবং উহার প্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের উত্তরাংশে [illegible] বোধিসত্ত্বমূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান আছে। মূর্ত্তিটি আবিষ্কারকালে তিন খণ্ড হইয়াছিল, উহা [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। মূর্ত্তির পশ্চাতে সুবৃহৎ ছত্র রক্ষিত আছে। [illegible] কারুকার্য্য ছিল, কিন্তু সমুদয়ই প্রায় লোপ পাইয়াছে। [illegible] চতুষ্পার্শ্বস্থ বেদিকা রাখা হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিটি [illegible] একাদশ ফুট উচ্চ। মূর্ত্তিটির মুখে অত্যাচারের চিহ্ন আছে; [illegible] মূর্ত্তির ২ খণ্ড লোহার দ্বারা বাঁধা আছে। [illegible] আছে। (একটি বৃহৎ [illegible] চতুর্থ শাখা প্রদান করেন।) কিন্তু বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির [illegible]

রক্ষা হয়। বৌদ্ধমূর্ত্তি অসংখ্য, তন্মধ্যে প্রধানগুলি বর্ণিত হইল। একখণ্ড প্রস্তরে তিনটী মূর্ত্তি খোদিত, ইহার দুইটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি। Gen. Cunningham বুদ্ধগয়ায় এইরূপ একটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার মহাবোধি নামক পুস্তকে ইহার একটী চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা ধর্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের মূর্ত্তি। সিংহারূঢ়া বীণাহস্তে একটী দেবীমূর্ত্তি, ইহা সম্ভবতঃ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের শক্তি সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি। শূকরযোজিত রথারূঢ়া বজ্রবারাহী দেবীর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দেবীর তিনটি মুখ, তন্মধ্যে একটি মুখ শূকরের ন্যায়; দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইটি উলঙ্গ স্ত্রীলোক সমাবেশ করিতেছে। বজ্রবারাহীর অপর নাম মরীচি। পাঁচফুট দীর্ঘ ও দুই ফুট প্রস্থ একখণ্ড প্রস্তরে প্রাচীনতম কালের একটী স্তূপ খোদিত আছে। কনিংহাম ভারহুতস্তূপের রেলিংএর যেরূপ স্তূপচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্তূপটি তাহার অনুরূপ। পার্শ্বে আকাশে গন্ধর্বগণ ও ভূতলে হস্তিগণ স্তূপের উপরে মালা নিক্ষেপ করিতেছে। ফণাবিস্তৃত নাগগণ স্তূপটি বেষ্টন করিয়া আছে। কতকগুলি আট ফুট উচ্চ অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি আছে। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের মস্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অমিতাভের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক প্রস্তরনির্মিত স্তূপ, স্তম্ভ ও মূর্ত্তি মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে।

হিউয়েন্-থ্-সঙ্ বর্ণিত স্থানসমূহের মধ্যে কোন্গুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। এই চতুর্দশ শত বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি প্রধান ছিল।

১। মহারাজ অশোকের স্তম্ভ

২। সঙ্ঘারাম

৩। মহারাজ অশোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তরস্তূপ

৪। মৃগদাব-সঙ্ঘারাম হইতে দুই বা তিন লি দক্ষিণপশ্চিমে ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপ। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থটি ব্যতীত কনিংহাম আর কোনটিরই স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অধুনা প্রথমটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সন্ধান পাওয়া যায় নাই; সম্ভবতঃ ইহা অদ্যাপি ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। হিউয়েন্-থ্-সঙ্ এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যে স্থলে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন সেই স্থলে মহারাজ অশোকের স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল।

কিন্তু কোন বিদ্বান্ বলেন যে, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন স্থলে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, হিউয়েন্-থ্-সঙ্* এর এস্থলের বর্ণনা অস্পষ্ট। সঙ্ঘারামস্থ স্তূপ ও [illegible] বর্ণনার পর [illegible] উল্লেখ করিয়া তিনি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে, "এই স্থলে প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।" Dr. Vogel এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অশোকস্তম্ভের [illegible] [illegible] [illegible]

* Dr Vogel's Annual Report, p. 47.

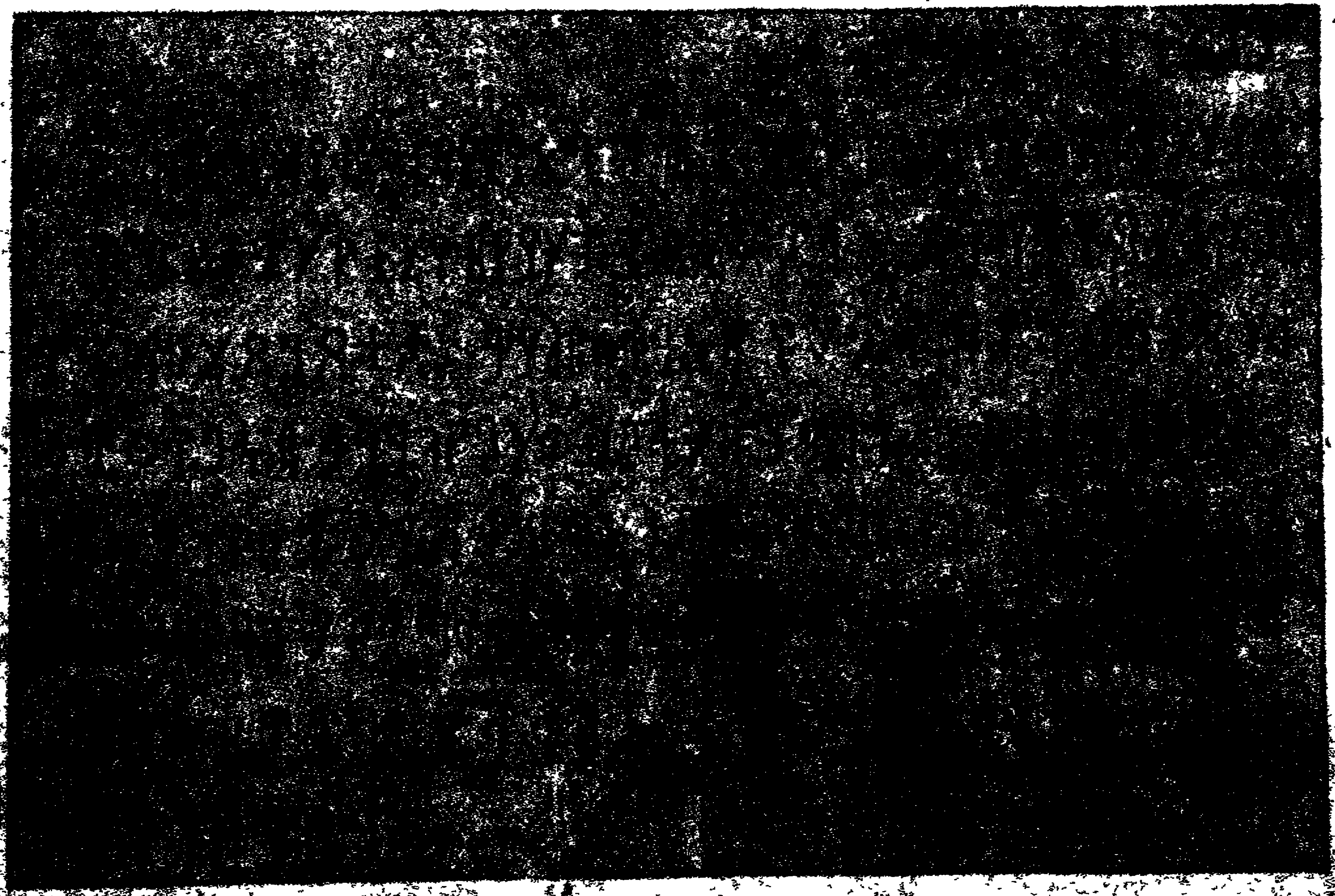

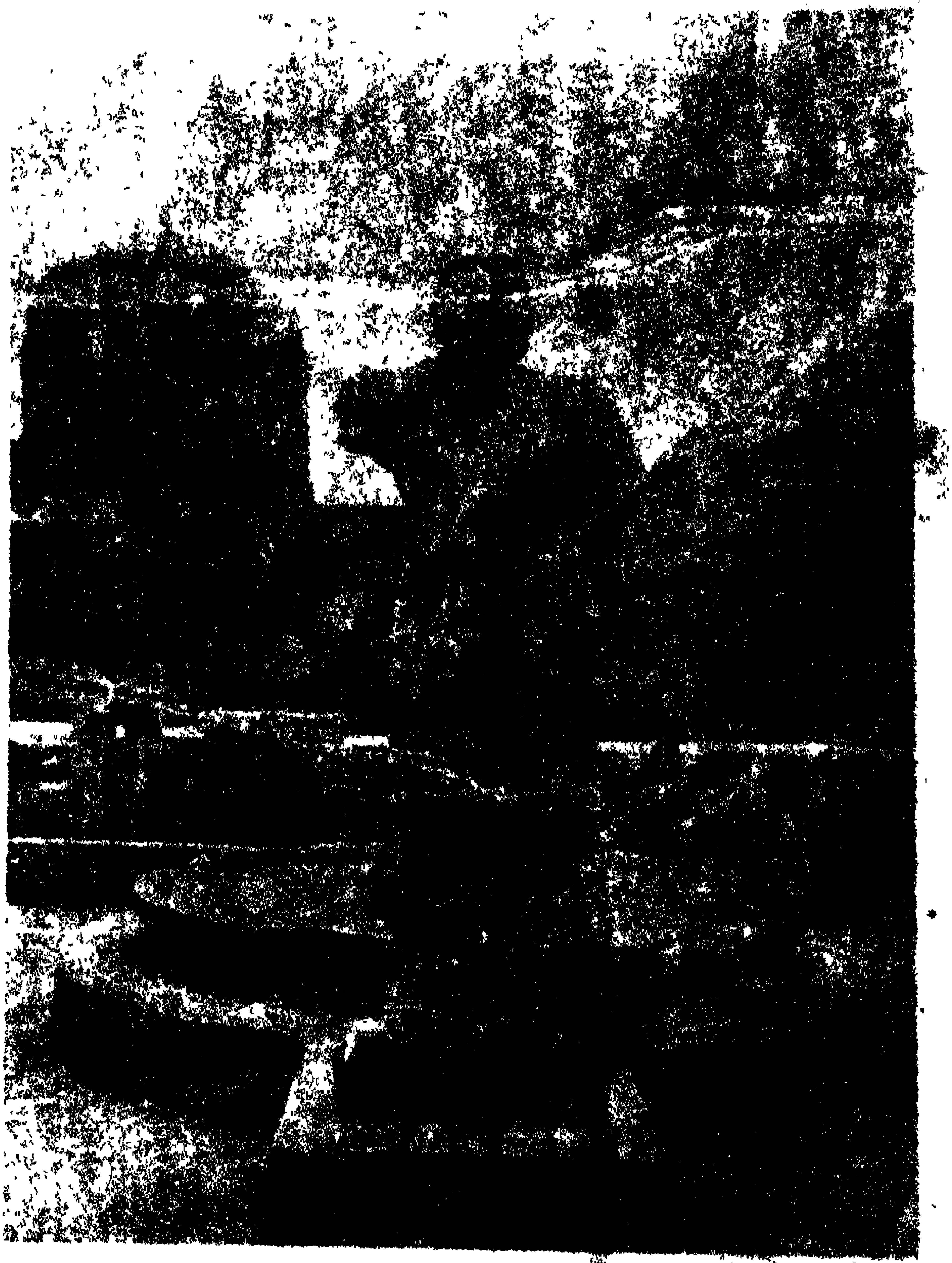

পাঁচপেরের বাজাসনির বর্দ্ধমানের মূর্ত্তি (১৬১ পৃঃ)

নালন্দার পশ্চিম দ্বার ও অশোকস্তূপ (১৬৮ পৃঃ)

প্রবর্তনের স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন * ইহা সম্ভবপর, কারণ অশোক [illegible] ও স্থলে স্থলে এইরূপ এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন ; ইহা হিউয়েন্‌থ্‌সং [illegible] হইতে জানা যায়। কানিংহাম্‌ ধামেক স্তূপটিকে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের স্থল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

খননকালে প্রাপ্ত খোদিত প্রস্তরসমূহ এবং অশোকস্তম্ভের পরে প্রাপ্ত উপর্যুপরি স্থাপিত আসনসমূহ হইতে বারাণসীতে বৌদ্ধপ্রাধান্যের ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধার করা যায়। জগৎ সিংহের স্তূপে প্রাপ্ত (কানিংহাম্‌ মহাবোধি নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ইহা চৌখণ্ডি স্তূপে পাওয়া যায় ; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি এই খোদিত লিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তিটি জগৎসিংহের স্তূপে প্রাপ্ত লিখিয়াছেন)। গৌড়াধিপ মহীপালের খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার রাজত্বকালে একটি স্তূপের জীর্ণ সংস্কার হয়। কানিংহাম্‌ ধামেক স্তূপখনন কালে দেখিয়াছিলেন যে, স্তূপের ভিত্তি চতুষ্পার্শ্বের সমতল ভূমি হইতেও দশ ফুট নিম্নে আরম্ভ হইয়াছে এবং এই স্তূপের নিম্নাংশ প্রস্তরনির্ম্মিত ও অপরার্দ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রে খোদিত কারুকার্য্য দুই স্থলে বিভিন্ন প্রকারের, এই প্রমাণ হইতে তিনি যথার্থ অনুমান করেন যে, এই স্তূপটি অতি প্রাচীন ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। স্তূপের গাত্রের খোদিত কারুকার্য্য মধ্যে মধ্যে অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে স্তূপের জীর্ণোদ্ধার কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সারনাথ চতুষ্পার্শ্বের সমতল ভূমি হইতে ৩০—৪০ ফুট উচ্চ। প্রায় দুই বর্গমাইল সারনাথ নামে পরিচিত। ইহার উচ্চতার কারণ এই যে, প্রাচীন কাল হইতে এই স্থলে স্তূপ ও বিহার এবং সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে। কালে এ সমুদয় ধ্বংস হইলে তাহার উপরে পুনর্ব্বার গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, এইরূপে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ব্যাপিয়া সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা লাভ করিয়াছে। ধামেক স্তূপের বৃত্তাকার প্রাচীনতাপরিচায়ক ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি (২৮ ফুট) ও তাহার উপরের ৩৭ ফুট প্রস্তর-নির্ম্মিতাংশ (ইহার মধ্যে দশ ফুট ভূগর্ভে প্রোথিত) সম্ভবতঃ অশোকের সময়ে ইহার উপরের দশ ফুট প্রস্তর বহুকাল পরে খোদিত হইয়াছিল, কারণ নিম্নের প্রস্তরগুলি পরস্পরের গাত্রে লৌহশলাকা দ্বারা যুক্ত। উপরের দশ ফুট এরূপ নহে। সম্ভবতঃ ইহা হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত ; হিউয়েন্‌থ্‌সং বারাণসীতে অশোক রাজকর্তৃক নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ইহার ভিত্তি ভূগর্ভ মগ্ন হইলেও ১২০ শত ফুট উচ্চ ছিল জানা যায়। সম্ভবতঃ এই সময়ে সমগ্র স্তূপটী প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। কারণ ইষ্টক-নির্ম্মিতাংশ তৎকালে বর্ত্তমান থাকিলে হিউয়েন্‌থ্‌সং অবশ্যই তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। ইহাও অনুমান হইতে পারে যে, হয় ত এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ প্রস্তর [illegible] আবৃত ছিল, কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, স্তূপের চারিদিকে প্রস্তর কিছু একই স্থলে শেষ হইয়াছে এবং ইষ্টক প্রস্তরের প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিয়াছে অর্থাৎ তাহার উপর আর প্রস্তর থাকিবার উপায় নাই। এই ইষ্টকনির্ম্মিতাংশ মহীপালের সময়ে স্থিরপাল ও তাহার ভ্রাতা বসন্তপাল কর্তৃক খোদিত হয়।

---

* Dr. Vogel's Report, p. 17.

কানিংহাম এই ইষ্টকনির্ম্মিত অংশে যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হন, তাহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা হুবিষ্কনকৃত জীর্ণোদ্ধারের সমসাময়িক। অশোকস্তম্ভের [illegible]র প্রাঙ্গণগুলি দেখিলে পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান মন্দির প্রাঙ্গণের দুই ফুট নিম্নে চুনারের চতুষ্কোণ প্রস্তরখণ্ডাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণ আবিষ্কৃত হয়; ইহার নিম্নে স্তম্ভের প্রস্তর বাঞ্ছিত আছে। অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ রেলিং এই প্রাঙ্গণের উপরে স্থাপিত। সুতরাং ইহাই নিশ্চিত যে, ইহাই অশোকনির্ম্মিত বিহার * বা মন্দিরের প্রাঙ্গণ। ইহার পাঁচ ফুট উর্দ্ধে মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরের প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ সম্ভবতঃ কনিষ্কের সময়ে নির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বোধিমণ্ডের স্তম্ভ ও ছত্র এবং বহুসংখ্যক মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এই প্রস্তরনির্ম্মিত। মন্দিরের উত্তরে চংক্রমের পূর্ণমূর্ত্তিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার তিন ফুট উপরে পুনরায় চুনারের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ দেখা যায়, ইহা অসমান এক প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত। অশোক হইতে কনিষ্কের সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের চরমোৎকর্ষের সময়, এই নিমিত্ত এই উভয় প্রাঙ্গণের ব্যবধান কনিষ্ক ও হর্ষবর্দ্ধনের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষা অধিক, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতির সময়ে স্তূপ প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুশানবংশীয় সম্রাটগণের অধঃপতন ও প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়, সুতরাং এই সময়ে বৌদ্ধবিহার ও স্তূপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ম্মিত হইয়াছিল; এই হেতু কনিষ্ক ও হর্ষের প্রাঙ্গণের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার দুই ফুট উর্দ্ধেই বর্ত্তমান মন্দিরের প্রাঙ্গণ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় সম্ভবতঃ অতি অল্পসংখ্যক স্তূপই নির্ম্মিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত এই দুই প্রাঙ্গণের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। পরে ম[illegible]কৃত মন্দিরে দেখা যায় যে, চুনারের ও মথুরার উভয় স্থানের প্রস্তরই মন্দিরনির্ম্মাণকালে ইষ্টকের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অশোক চুনারের প্রস্তরে তাঁহার নির্ম্মিত স্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মাণ করান। কনিষ্ক বা হুবিষ্ক মথুরা হইতে আনীত প্রস্তরে তাঁহার সমস্ত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন। হর্ষবর্দ্ধন চুনারের প্রস্তর পুনরায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে পালরাজগণ ক্ষুদ্র ইষ্টকখণ্ড, চুণ ও সুরকীর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করান।

মহীপালের পূর্ব্বোক্ত খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, আটটি মহাস্থানের (অর্থাৎ পবিত্র স্থানের) ধ্বংসাবশেষ হইতে এগুলি সংগ্রহ করি[illegible]একটি নূতন গন্ধকুটী নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান মন্দিরের ভিত্তি সম্ভবতঃ এই গন্ধকুটীর ভিত্তি। কপিশা হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর অশোক অন্ততঃ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নির্ম্মিত সমুদায় বিহার ও স্তূপাদি [illegible] করিয়াছিলেন। তাঁহার [illegible]। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ও [illegible]

* অশোক স্তূপের রেলিংএ ঐ মন্দিরের চিত্র খোদিত আছে। এই রেলিংএর অংশ এখনও কলিকাতা মিউজিয়মে আছে। ইহাতে খোদিত লিপি আছে, যথা—"ভগবতো সকমুনিনো বোধো" Cunningham's Stupa of Bharhut plate XIII and p. 119.

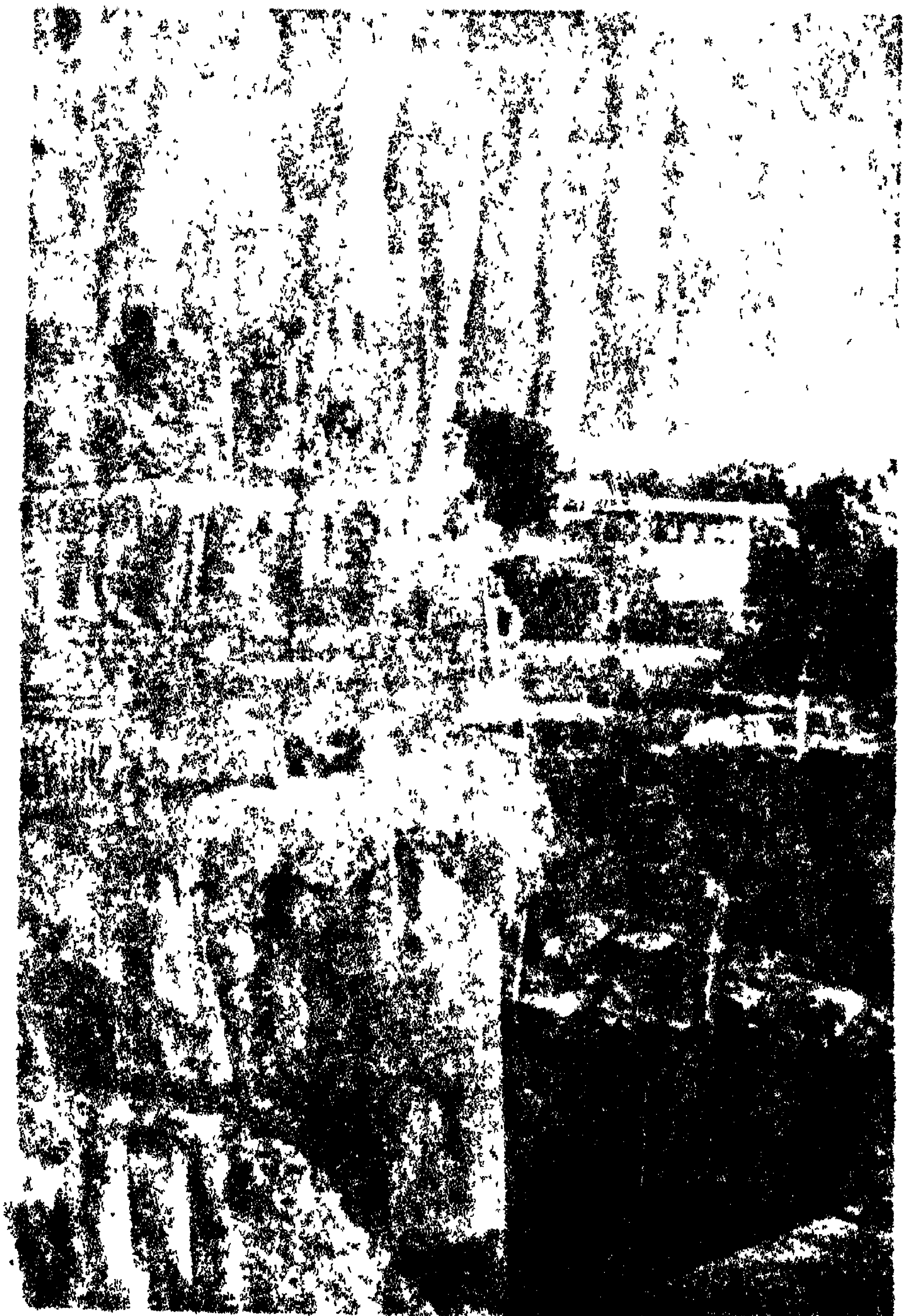

হইতে উৎপন্ন কনিষ্কের নির্ম্মিত আনুষঙ্গিক ভাস্কর্য্যাদি রক্তবর্ণ বালুকাময় প্রস্তরে নির্ম্মিত, কিন্তু তথাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ও হারু নির্ম্মাণের খ্যাত আরও সংক্ষেপ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে প্রাদেশিক অধিপতি মহীপাল স্তূপ চূনার কিংবা দূরতর মথুরা হইতে আনীত প্রস্তর ব্যবহার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অনায়াসলব্ধ ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড ও স্তূপস্থ ইষ্টক হইতে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্য হইতে এইরূপে ভারতের লুপ্ত ইতিহাসের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতে পারে। খননকালে অক্ষরাঙ্কযুক্ত বহু ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি গান্ধারে প্রাপ্ত গ্রীসদেশীয় স্তম্ভশীর্ষের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত খননকালে কয়েকটি যক্ষ ও যক্ষিণীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বে ও চৌখণ্ডি নামক স্তূপের যথাভাবে খননকার্য্য চলিতেছে। স্তূপের খননে চৌখণ্ডির চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা চতুষ্কোণ। কানিংহাম বহুপূর্ব্বে এইটিকে হিউয়েন-থ্‌সাং বর্ণিত মৃগদাব হইতে ২—৩ লি দূরে অবস্থিত ৩০০ শত ফুট উচ্চ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চৌখণ্ডি খনক হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার বর্ত্তমান [illegible] দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কানিংহামের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত। হিউয়েন-থ্‌সাং বর্ণিত সঙ্ঘারামের কোন চিহ্ন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ এই যে, খনন অতি অল্প স্থানেই হইয়াছে। উক্ত সঙ্ঘারাম প্রস্তরনির্ম্মিত অশোকস্তূপের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে স্থিরপাল ও বসন্তপাল কর্ত্তৃক ও পরে জগৎসিংহ কর্ত্তৃক বহু ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হইয়াছে। খননে যে মন্দিরটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা সম্ভবতঃ পালরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে এই মন্দিরের ভিত্তি অতি প্রাচীন। হিউয়েন-থ্‌সাং সঙ্ঘারামের মধ্যে অবস্থিত একটি ২০০ শত ফুট উচ্চ বিহারের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিহারের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল। বর্ত্তমান মন্দিরের পূর্ব্বদিকের ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত। হিউয়েন-থ্‌সাং এর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সারনাথের বিহার বা মন্দির বুদ্ধগয়ার বিহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ ছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের এক পার্শ্ব ৫০ ফুট, কিন্তু সারনাথ বা বারাণসী মন্দিরের একপার্শ্ব ৯৫ ফুট; সুতরাং হিউয়েন-থ্‌সাং বর্ণিত ভিত্তির উপরে যে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবপর। খননের ফল [illegible] এইরূপে বলা যাইতে পারে।

১। প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের স্থান ও হিউয়েন-থ্‌সাং বর্ণিত অশোকস্তম্ভের আবি[illegible] অশোকের নূতন ধর্ম্মলিপি আবিষ্কার।

২। বুদ্ধের ভ্রমণস্থান আবিষ্কার ও কনিষ্কের শিলালিপিযুক্ত ছত্র, দণ্ড ও [illegible] মূর্ত্তি আবিষ্কার।

৩। হিউয়েন থ্‌সাং বর্ণিত ২০০ শত ফুট উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তির [illegible] ইষ্টকনির্ম্মিত বিহার বা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার।

৪। ঐ স্তূপের উত্তরে একটী ভবন বা মধ্যকালের সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কার।

হিউয়েন থ্‌সাং বর্ণিত অন্য স্থানগুলির মধ্যে কতকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বরণানদীর উত্তরপূর্ব্বে অশোকরাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে স্তূপ ও স্তম্ভ ছিল, তাহা এক্ষণে ভৈরোঁলাট নামে পরিচিত। স্তূপটির কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু এইস্থলে অনেক প্রাচীন ভগ্নাবশেষ আছে। স্তম্ভটি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু মুসলমান বিদ্রোহে নষ্ট হয়। স্তম্ভের নিম্নের দুই তিন ফুট মাত্র অবশিষ্ট আছে, এতদ্ব্যতীত অপর সমুদয়াংশ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়।* হিউয়েন থ্‌সাং বর্ণিত তিনটি পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ হিউয়েন থ্‌সাংএর পরে অর্থাৎ পালরাজগণের সময়ে এগুলির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। কারণ এগুলি এক্ষণে অত্যন্ত বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। বুদ্ধদেব যে প্রস্তরখণ্ডের উপর বস্ত্র ধৌত করিতেন, হিউয়েনথ্‌সাং তাহার উপরে বস্ত্রের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। এই প্রস্তর কনিংহাম্‌ [illegible] গ্রামের নিকটে দেখিয়াছিলেন।† ইহা এক্ষণে আর দেখা যায় না। কানিংহামের মানচিত্রে এই তিনটি পুষ্করিণীর নাম চন্দ্রকর বা চন্দ্রতাল, নয়োকর বা সারঙ্গতাল ও নয়াতাল পাওয়া যায়। এই নয়াতালের তীরে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরখানি কানিংহাম দেখিয়াছিলেন। সারঙ্গতালের তীরে একটী ঢিপির উপরে একটী ক্ষুদ্রমন্দিরে সারনাথ নামক শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিবৎসরে এই স্থলে একটী মেলা হইয়া থাকে। ইহা সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন স্তূপ ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত। হিউয়েন থ্‌সাং এই স্থলে একটী স্তূপের কথা উল্লেখ করেন। বুদ্ধ পূর্ব্বজন্মে এই স্থলে ছয়দন্ত হস্তিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এক ব্যাধ ধনলোভে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে হস্তীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কিন্তু হস্তী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদের সম্মানের জন্য ছয়টি দন্ত ভাঙ্গিয়া ব্যাধকে অর্পণ করিল। এই ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই স্থলে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সারনাথ মন্দির এই স্তূপের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত, কারণ পুষ্করিণীতীর হইতে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যস্থ স্থান অদ্যাপি মৃগযূথের আবাস। ইহা কাশীর মহারাজের একটী রমনা বা শিকারের স্থান। পূর্ব্বোক্ত ছয়দন্ত হস্তীর উপাখ্যানের চিত্র কানিংহাম্‌ বর্ণিত ভারহুত স্তূপের রেলিংএর একটী স্তম্ভে খোদিত আছে।‡ এই প্রস্তরখণ্ড এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে।

---

* Rev. M. A. Sherring's Sacred City of the Hindus, p. [illegible].

† Cunningham's Archaeological Survey Reports Vol. I. page [illegible] & plate XXXII.

‡ Cunningham's Stupa of Bharhut, plate XXVI and p. [illegible].

খোদিত লিপি।

(ক) Jonathan Duncan জগৎসিংহের স্তূপে যে খোদিত লিপি আবিষ্কার করেন, কানিংহাম সাহেব দুইবার উহার পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন; পরে Dr. Hultzsch উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইহা সংস্কৃত ভাষায় ও প্রাচীন দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। ইহার মূল :—

ওঁ নমো বুদ্ধায়॥

বারাণসী সরস্যাং গুরবঃ শ্রীবামরাশিপাদাব্জং।
আরাধ্য নমিত ভূপতি শিরোরুহৈঃ শৈবলাধীশম্॥
ঈশানচিত্রঘণ্টাদি কীর্ত্তিরত্নশতানি যৌ।
গৌড়াধিপো মহীপাল কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ॥ ১॥*
সফলীকৃতপাণ্ডিত্যৌ বোধাববিনিবর্ত্তিনৌ।
তৌ ধর্ম্মরাজিকাং সাঙ্গং ধর্ম্মচক্রং পুনর্নবং॥
কৃতবন্তৌ চ নবীনাং অষ্টমহাস্থান শৈলগন্ধ কুটীং।
এতাং শ্রী স্থিরপালঃ বসন্তপালোঽনুজঃ শ্রীমান্॥ ২॥
সংবৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে ১১॥ ৩ ॥০

(খ) কানিংহাম সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত পূর্ব্ববর্ণিত খোদিত অক্ষরাবলির মধ্যে একটীর নিম্নাংশে [illegible] দানবিষয়ক খোদিত লিপি আছে। ইহার প্রতিলিপি কানিংহাম সাহেব একবার প্রকাশ করেন; পরে Dr. Fleet Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III পুস্তকে ইহার পাঠোদ্ধার করেন।† ইহা প্রাচীন অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত; ইহাতে ব্যবহৃত "ম" কারের আকার এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত খোদিত লিপিসমূহের [illegible] হইতে ভিন্ন। মূল পাঠ :—

[illegible] পূর্ব্বং [illegible]
কারিতো [illegible] হরিগুপ্তেন [illegible]।

(গ) সারনাথে প্রাপ্ত অপর একটী খোদিত লিপি Dr. Fleet [illegible]

* Archaeological survey Reports vol III p. 121 & vol XI p. [illegible] Antiquary vol. XIV p. 140

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum vol III [illegible]

[illegible] ইহাতে [illegible] কুমারের [illegible] নাম আছে। [illegible] [illegible] অনুরূপ [illegible] পাওয়া যায়। [illegible] মহারাজ [illegible] [illegible] দ্বিতীয় কুমার [illegible] পিতা মহারাজ [illegible] অপর নাম। এই [illegible] এক্ষণে নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

[illegible] এক [illegible] ভিক্ষু [illegible] লিপি :—

[illegible] বোধিসেনস্য [illegible] পুণ্যং [illegible] মাতাপিত্রোঃ সর্ব্বসত্ত্বানাং [illegible]

[illegible] লিপি :—

[illegible] পবিত্রকুত্তুওক।

[illegible] ইহার অর্থ এই [illegible] ভিক্ষু [illegible]

[illegible] নামে।

[illegible] লিপি :—

(১) [illegible]

(২) [illegible] ভিক্ষুস্য পুষ্য বুদ্ধিস্য সর্দ্ধারি

(৩) হারিতস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটিকস্য

(৪) বোধিসত্ত্ব [illegible] প্রতি স্থাপিত

(৫) [illegible] মহারাজস্য

(৬) [illegible] (?) [illegible] (?) [illegible]

(৭) [illegible] ......[illegible] ত্রেপিটিক

(৮) যে মহা [illegible]

(৯) [illegible] পবিত্র ভি (?) [illegible]

(১০) ভিক্ষু [illegible]

Dr. Vogel [illegible] করিয়াছেন ও তাহা Epigraphia Indica [illegible] [illegible] একটী মূর্ত্তি [illegible] [illegible] ইহার [illegible] লিপি

---

* [illegible] Inscription [illegible] kramaditya Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum III Dr Hoernle's [illegible] Kumara Gupta II [illegible] J. A. S. B 1889 & V. A. Smith's Catalogue of [illegible] coins Journal of the Royal Asiatic Society 1889 [illegible] Prakasaditya [illegible]

[illegible] Archaeological Survey Report I p. 339 V. p. vii and XI p 85 Dr J Anderson's Catalogue of the Archaeological Collections of the Indian Museum I p. 194

আছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও Prof. Dowson Journal of the Asiatic Society of Bengal ও Journal of the Royal Asiatic Society পত্রিকায় ইহার প্রতিলিপি ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করেন। পরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে Dr. T. Bloch উভয়ের উদ্ধৃত পাঠ অসম্পূর্ণ দেখিয়া সম্পূর্ণ Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

এই খোদিত লিপির ১ম পংক্তির পাঠোদ্ধার অসম্ভব, কারণ ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি :—

১। — — — এতয়ে পূর্বয়ে ভিক্ষুস্য পুষ্য

২। সদ্ধ্য বিহারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য দানং বোধিসত্ত্বো

ছাত্রং দণ্ডশ্চ শাবস্তিয়ে ভগবতো চংকমে

৩। কোসংব কুটিয়ে আচর্য্যানং সর্ব্বাস্তিবাদিনং পরিগহে।

ইহার অর্থ "ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও ভিক্ষু পুষ্য —র বোধিসত্ব প্রতিমা ছত্র ও দণ্ড শ্রাবস্তীনগরীর কোসংব কুটী (সংস্কৃত কৌশাম্বী কুটী, তারক গ্রামের স্তূপের রেলিংএর চিত্র হইতে জানা যায় যে, জেতবন সঙ্ঘারামের মধ্যে অনাথপিণ্ডদের নাম কৌশাম্বী কুটী) নামক স্থানে সর্ব্বাস্তিবাদিমতাবলম্বী আচার্য্যগণের গ্রহণার্থ ইহা প্রদত্ত হইল।" Dr. Bloch "পুষ্য—"কে পুষ্যাদিত্য অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু বারাণসীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ইহার নাম পুষ্যবুদ্ধি। বারাণসীর খোদিত লিপির প্রথম পাঁচ পংক্তি নষ্ট হয় নাই কিন্তু ষষ্ঠ পংক্তি হইতে খোদিত লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে; ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পংক্তির পাঠোদ্ধার অসম্ভব। যতদূর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মহারাজ কণিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাঁহার সহাধিকারী বা সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক দ্বারা বোধিসত্বমূর্ত্তি ছত্র ও যষ্টি ত্রৈপিটিক বুদ্ধমিত্র ও ক্ষত্রপ বনস্পর ও খরপল্লানের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ বা পাদচারণ স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইল। বারাণসী ও শ্রাবস্তীর খোদিত লিপি এক [illegible] বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। উভয় স্থলেই বোধিসত্বমূর্ত্তি ছত্র এবং দণ্ড [illegible] ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি এবং তাঁহার সঙ্গী ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। উভয় খোদিত লিপির অক্ষর এক প্রকার; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষর। Dr. Buhler Indische Paleography গ্রন্থে এইরূপ অক্ষরকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপ অক্ষর বলিয়াছেন। [illegible] খোদিত লিপির সহিত তুলনা করিলে ইহার নিম্নলিখিত প্রভেদ দেখা যায় :—

Inscription has been edited by Dr R L Mitra Journal A[illegible] vol. XXXIX [illegible] I p. 180 and by prof Dowson Journal Roy[illegible] Vol. [illegible] 192 and plate 3 no. xxxii and by Dr T Bloch [illegible]

[illegible] যখন অন্য অক্ষরে যুক্ত হয় অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষররূপে ব্যবহৃত হয়, তখন ইহা [illegible] পূর্ণভাবে লিখিত হয় অর্থাৎ বর্তমান কালের ন্যায় "য" ফলা লিখিত হয় না।

২। [illegible] মধ্যভাগের রেখাটী বামভাগে যুক্ত থাকে, কিন্তু কুষাণ লিপিতে এই রেখা [illegible] উভয় বাহুই স্পর্শ করে।

৩। সংযুক্তাক্ষরে নিম্নস্থ বর্ণের মাত্রাটী লিখিত হয় অর্থাৎ উপরের অক্ষরের সহিত একভাবে লিখিত হয় না।

৪। [illegible] অতি সুন্দর ও অত্যন্ত পরিষ্কার; অক্ষরগুলির অধিকাংশই চতুষ্কোণ, কিন্তু কুষাণ লিপি গোলাকৃতি ও অত্যন্ত অপরিষ্কার।

এই অক্ষরে [illegible] আর [illegible]টী [illegible] লিপি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। [illegible] [illegible] খোদিত লিপি :—

১। মথুরার [illegible] নিকটে প্রাপ্ত একটী খোদিত লিপি।*

২। মথুরার কঙ্কালি টীলা নামক স্থানে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।†

৩। [illegible] স্তূপে প্রাপ্ত খোদিত লিপি।‡

[illegible] খোদিত লিপির ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সংমিশ্রণ [illegible] বিস্তারের [illegible] এই ভাষায় লিখিত। Dr Bloch এর মতে ইহা প্রাকৃতভাষী ও ব্যাকরণানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সংস্কৃত ভাষা লিখিবার চেষ্টার ফল। এই সংমিশ্রণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত :—

১। [illegible] স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সপ্তমীর এক বচনে "আয়ে বা ইয়ে" ব্যবহৃত হইয়াছে যথা '[illegible]' স্থলে [illegible] '[illegible]' স্থলে [illegible]।

২। পুংলিঙ্গ ইকারান্ত বা ঈকারান্ত শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে "স্য" বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—[illegible] স্থলে [illegible], সর্ব্ববিহারিণঃ স্থলে সর্ব্ববিহারিস্য।

৩। সংযুক্ত অক্ষরগুলিতে কোন স্থলে প্রাকৃত ভাষার সংযুক্তাক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থলে সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—[illegible] (সংস্কৃত [illegible]) সর্ব্ববিহারির (সংস্কৃত [illegible])

৪। সাঁচীর খোদিত লিপিসমূহের একটিতে "সর্ব্ববিহারিন্" শব্দ পাওয়া গিয়াছে, § ইহার অর্থ সর্ব্ববিহারির [illegible]। পালিভাষায় ইহার প্রথমার [illegible] "[illegible]" রূপ ধারণ করে এবং খোদিত [illegible] [illegible] [illegible] হয়। ইহা সংস্কৃত [illegible] এবং [illegible] হইতে উৎপন্ন [illegible] Prof. Pischel এর মত এবং Dr Bloch তাঁহার [illegible] সম্পূর্ণ অনুমোদন [illegible] বারাণসীর খোদিত লিপিতে "সর্ব্ববিহারি" ব্যবহৃত হইয়াছে ; কিন্তু [illegible]

---

* Archaeological Survey Report, vol iii p. [illegible] plate xiii no 1

† Epigraphia Indica, vol [illegible] p. 10[illegible] no ii with plate.

‡ Archaeological Survey Reports vol xx p. [illegible] plate v no 2.

§ Epigraphia Indica vol ii p. 389 Inscription no 20[illegible].

খোদিত লিপিতে "সতাবিহারি" শব্দ আছে। সত্তবিহারী বা সপ্তবিহারী যে শব্দ হইতে উৎপন্ন নহে, ইহার কোন প্রমাণের আবশ্যকতা নাই।

৫। ত্রৈপিটক বা ত্রেপিটিক—ইহাতে ত্রিপিটকের শিক্ষক বুঝায়। কারলী পর্বতে সেলিংএ খোদিত লিপিতে পেটকিন্ শব্দ পাওয়া যায়।* খোদিতলিপি :—"ধম আকস পেটকিনো সুচি দানং"।

বোম্বাই প্রদেশে কান্হেরি গুহার খোদিতলিপিতে "ত্রৈপিটকোপাধ্যায়" শব্দ পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি :—

ত্রৈপিটকোপাধ্যায় ভদন্ত ধর্ম্মবৎস।†

বৌদ্ধ ইতিহাসকার লামা তারানাথের গ্রন্থে ত্রৈপিটক শব্দ মহাসম্মানজ্ঞাপক উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Schiefner এই শব্দটীকে জর্ম্মণ ভাষায় Dreikorbhalter অনুবাদ করিয়াছেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই শব্দের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;— Drei ত্রি korb পিটক বা ঝুড়ি halter আধার, যিনি ত্রিপিটকের আধারস্বরূপ অর্থাৎ ত্রিপিটকজ্ঞ।

বারাণসীর খোদিত লিপিতে "খ, ঞ, ঝ, ঙ, ঠ, ড, ঢ, ফ, শ," ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রাবস্তীর খোদিত লিপিতে "খ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ঠ, ঢ, থ, ফ," ব্যতীত সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ছ, জ) কনিষ্কের স্তম্ভের সহিত আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির পাদতলে ও পশ্চাদ্ভাগে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। মূর্ত্তির পশ্চাৎ-স্থিত লিপিটী চারিপংক্তি, এই চারিপংক্তি স্তম্ভ-লিপির প্রথম চারি পংক্তির অনুরূপ। পাদতলস্থ খোদিত লিপিটী দুই পংক্তি :—

১। ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য বোধিসত্বো প্রতিষ্ঠাপিতো......

২। মহাক্ষত্রপেন খরপল্লানেন সহাক্ষত্রপেন বনস্পরেন

ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বারাণসী কনিষ্কের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং একজন মহাক্ষত্রপের অধীনে একজন ক্ষত্রপ বারাণসী শাসন করিতেন। মহাক্ষত্রপ সম্ভবতঃ মথুরায় বাস করিতেন। ভিক্ষুবল ত্রৈপিটক ও ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি নিশ্চয়ই রাজদ্বারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন, কারণ শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ এবং ক্ষত্রপেরা নিশ্চয়ই বৌদ্ধভিক্ষুগণের আজ্ঞাধীন ছিলেন না। সম্ভবতঃ ইঁহারা রাজবংশোদ্ভূত; ইঁহারা চীর ধারণপূর্ব্বক তীর্থপর্য্যটন

* Indian Antiquary vol XXI p. 237 no 184.

† Report of the Archaeological Survey of western India Series Vol V— Report on the Elura cave temples and the Brahmanical and Jaina caves in Western India p. 77

স্থানে এবং এক স্থলে এক একটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত অশোকস্তম্ভের একটী খোদিত লিপি ও করপাক্ষরে লিখিত খোদিতলিপি :—

(খ) পরিগেহ রাজ্ঞ অশ্বঘোষস্য চতুরিশে সংবছরে হেমন্তপখে প্রথমে দিবসে দিসে।

এই খোদিতলিপির অক্ষরগুলিকে করপাক্ষর বলিবার কারণ :—

১। অশ্বঘোষের "শ"টী পূর্ব্বোক্ত মহাক্ষত্রপ শোদাসের "শ"এর সদৃশ।

২। "হ" যখন সংযুক্তাক্ষরে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন "য" ফলার পরিবর্ত্তে "হ"কার লিখিত হইয়াছে।

৩। অক্ষরগুলি কুশান খোদিত লিপির অক্ষর অপেক্ষা পরিষ্কার।

৪। "হ" বর্ণটী আকারে চতুষ্কোণ এবং মধ্যস্থ রেখাটী কেবল দক্ষিণপার্শ্বে যুক্ত।

ইহার অর্থ :—

রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ সংবৎসরে হেমন্ত অর্থাৎ শীত ঋতুর প্রথম পক্ষের প্রথম দিবসে পরিগ্রহের নিমিত্ত। ইহার পর চারিটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়াছে। অশ্বঘোষের "হ" মথুরার খোদিত লিপির "হ" এর ন্যায়।*

(গ) ইহার উপরে অপেক্ষাকৃত নূতন অক্ষরে খোদিত লিপি আছে, আমি ইহার পাঠোদ্ধারে অক্ষম হওয়ার বঙ্গের Archaeological Surveyor Dr. T Bloch. কে ইহার প্রতিলিপি প্রদান করি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

খোদিত লিপি :—

আচর্য্যানাম······পরিগ্রহে বাৎসীপুত্রিকানাং।†

এই খোদিত লিপির "ব"টী গুপ্তাক্ষরের "ব" এর ন্যায়। অশ্বঘোষের আর একটী খোদিত লিপির এক অংশ পূর্ব্ববর্ণিত দক্ষিণের উত্তরে প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। খোদিত লিপি :—

(ঙ) ১। রাজ্ঞ অশ্বঘোষ

২। বিশক হেব

মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি :—

(ঠ) ১। ... নগাকরে কেতবে এবং

২। ভিখুনিচ-সংঘভোগবিনে ... পাসাদে ... বাপরিয়া ...

৩। আবাবলিয়ে ... সেচীয়া ... ...

নিরূপিত বিরে।

---

* Jaina Inscriptions from Mathura ... ... and ... ...

† বাৎসীপুত্রির বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের নাম।

৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকালিপী তুফাকংতিকংহৰা সংসলনসি নিখিতা।

৫। ইকাচ লীপিংহেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাথতেপিচ উপাসকা অনুপোসথং যাবু।

৬। ... সাসনং বিস্বং সয়িতবে অনুপোসথংচ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে।

৭। যাতি এতকেল সাসন বিস্বং সয়িতবে আজানিতবেচ আবতকেচ তুফাকং আহালে।

৮। সবত বিবাস যাথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসু কোটবিসবেসু এতেন।

৯। বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ M. R. A. S. মহাশয় এই খোদিত লিপির নিম্নলিখিত সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন :—

১। সংঘং ভর্ত্তুং এবং

২। (ভিক্ষু) ভিক্ষুণী চ সংঘো ... অবসাতানি দুষ্যাণি এবাং ধাপয়িতুং আজ্ঞাপয়ামাস।

৩। আবাসায় এবং ইয়ং শাসনে ভিক্ষুসংঘস্য ভিক্ষুণীসংঘস্য বিনয়ায়।

৪। এবং দেবানাং প্রিয় আহ ঈদৃশী চ ইয়ং লিপিঃ যুষ্মাকং অন্তিকে ভবতি সংস্মরণায় লিখিতা।

৫। ইমাং লিপিং ঈদৃশমেব উপাসকানাং অন্তিকে লেখাপয় তেঽপি চ উপাসকা অনু-পোষধং যান্তি।

৬। এতদেব শাসনং বিশ্বাসয়িতুম অনুপোষধস্য ধ্রুবায় একৈকং মহামাত্রে পোষধায়।

৭। যান্তি এতদেব শাসনং বিশ্বাসয়িতুং আজ্ঞাপয়িতুং আবুত্তকায় যুষ্মাকমাহারে।

৮। সর্ব্বতঃ বিবসথ যূয়ং এতেন ব্যঞ্জনেন এবমেব সর্ব্বেষু কোটবিষয়েষু এতেন।

৯। ব্যঞ্জনেন বিবাসয়ত।

ইহার অর্থ :—

১। সংঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ।

২। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ ভোজন করিবেন, ইহাদের নিমিত্ত অক্ষয় বসন বা আচ্ছাদনের আদেশ হইল।

৩। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীসংঘের সমীপে যাহারা বিনয় বা শিক্ষাগ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল।

৪। দেবানাং প্রিয় এইরূপ বলেন "ঈদৃশী এই লিপি আপনাদের সমীপে স্মরণের জন্য উৎকীর্ণ থাকিল।

...এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন।

৬। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালনকার্য্যের নিষ্করণ্ডা সম্পাদনের জন্য এক একটী মহামাত্র নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত হইল)

৭। (মহামাত্রগণের নিকট) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহারাদি রক্ষা বা আশ্রয়ের জন্য এই শাসন লিখিত হইল।

৮। সর্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশ গমন করুন।

৯। এইরূপ কোট বিষয়েরা বিজ্ঞাপন পত্রসহ দেশে দেশে লোক প্রেরণ করুন।

এই খোদিত লিপির দ্বিতীয় পংক্তি এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভের কৌশাম্বী অনুশাসনে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তি, এবং সাঁচী অশোকস্তম্ভের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির অনুরূপ। * অশোকস্তম্ভানুশাসনগুলির মধ্যে বারাণসীর, এলাহাবাদের, কৌশাম্বী ও সাঁচীর অনুশাসন এক নূতন শ্রেণী প্রবর্তন করিয়াছে।

বারাণসীর অনুশাসন।	এলাহাবাদের কৌশাম্বী অনুশাসন।	সাঁচীর অনুশাসন।
২য় পংক্তি :—	২। সংঘংভোখতি ভিখুব	সংঘংভোখতি ভিখুবা ভিখুনি
ভিখুনিচ সংঘভোখতি সউঁধ-	ভিখুনীবা ওদাতানি দুসানি—নং	বা ওদাতানিদুসানং
তানি দুসানং ধাপয়িয়া	ধাপয়িতু আনাংশেল...	য়িতু আনা—সগি।
আয়বিসসি।		

এই অনুশাসনে কতকগুলি নূতন শব্দ পাওয়া গিয়াছে যথা :—

সংসলনসি, আবস্তকে, কোটবিসবেসু, আজানিতবে ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন, কোটবিসবেসু রাজকর্মচারিদিগের নাম। কিন্তু দেবদত্ত রামচন্দ্র ভাণ্ডারকর Assistant archæological Surveyor Bombay Circle বলেন, যে ইহা স্থানবিশেষের নাম এবং সংস্কৃত ভাষায় ইহা কোটবিষয়েষু আকার ধারণ করে। Dr. Hultzsch Epigraphia Indica পুস্তকে ইহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবেন।†

(চ) এই খোদিত লিপিটী খননকালে আবিষ্কৃত একটী মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত আছে। খোদিত লিপি :—

যেধ ধর্ম্মোয়ং শাক্যভিক্ষোঃ বুদ্ধবর্ম্মস্য যদত্র পুণ্যং তদ্ভবতু সর্ব্বসত্ত্বানাং অনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয়ে।

এইরূপ আরও চারি পাঁচটী খোদিত লিপি আছে। এইগুলি সমুদায়ই দানবিষয়ক এবং ইহার একটী প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে।‡

* Indian Antiquary Vol. xix p 124-126, Epigraphia Indica vol ii p [illegible] and [illegible].

† Annual Report of the Superintendent Archaeological Survey United Provinces and Panjab circle, 1904-05.

‡ Ibid p. 22 nos 120-138 and p. 47-48.

(গ) গত চৈত্র মাসে অশোকস্তম্ভের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গণ খননকালে দুই একটী ভগ্ন স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে মৌর্য্যাক্ষরে খোদিত লিপি আছে :—

ভগবতো   থভোদানং

থভো অর্থে স্তম্ভ। এই শব্দ ভারহুতের স্তূপের রেলিং এর স্তম্ভ সমূহতে বহুবার উৎকীর্ণ আছে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চট্টগ্রামী ছেলে ঠকান ধাঁধা

বাঙ্গালা অভিধানে ও ব্যাকরণের উপাদান-সংগ্রহের জন্য বঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ, গ্রাম্য গীত এবং কবিতাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ নিতান্ত আবশ্যক। ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য উদ্দেশ্য-সাধনকল্পেও উহাদের প্রয়োজনীয়তা সামান্য নহে। অধিকন্তু, গ্রাম্য কবিতাদির প্রচার দ্বারা যুগে যুগে মানবজনের রুচি ও গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণও একান্ত সহজসাধ্য হয়। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই আজ আমরা পরিষদের পাঠকবৃন্দকে 'চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাঁধা' কয়েকটি উপহার দিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রকৃতির রম্য-কানন চট্টগ্রাম সাহিত্যসেবার পক্ষে অতি প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের জন্মভূমিতে কত অপরিমেয় সাহিত্য-সম্পদ্ অনাদরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, কে তাহার খোঁজ করে? এই যে পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য প্রাচীন পুঁথি পচিয়া গলিয়া যাইতেছে, আজো ত তৎপ্রতি কাহারো কৃপা-কটাক্ষ-পাত ত হইল না! লোকমুখে যাহা রক্ষিত আছে, তাহার উদ্ধার-সাধন ত আরো দূরের কথা! লোকমুখ হইতে সংগ্রহ করিয়াই আমাদের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এণ্ডারসন্ সাহেব বাহাদুর Chittagong Proverbs নামক সুন্দর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপহার দিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের হালিয়া সাইর (সারিগান), প্রভাত গান, হাদিয়ত, দেঁয়ির, গাজীর গানের পালা, ফুলপাটের গান, হওলা প্রভৃতি লোক-মুখের সম্পত্তি-রাশি অনাদরের জিনিস নহে, কিন্তু আদর করিবে কে? অস্মদীয় প্রবন্ধস্থ ধাঁধা গুলিও লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইল।

এই হেঁয়ালীগুলি বিশেষতঃ কৃষক-বালকদেরই সম্পত্তি। অন্ততঃ হেঁয়ালীগুলির ভাষা ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কৃষিসম্বন্ধীয় এবং সাধারণ দ্রব্যগুলি লক্ষ্যেই অধিকাংশ ধাঁধা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকগুলি ধাঁধাতেই শিক্ষিত হস্তের পরিচয় বিদ্যমান নাই; এজন্য বলে আমরা অনুমান করিতে পারি, ধাঁধাগুলির অধিকাংশই নিরক্ষর কৃষকমণ্ডলীর রচিত।

পাঠকগণ, পণ্ডিতমণ্ডলীর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ সমস্যা ও হেঁয়ালী দেখিয়াছেন; তৎসঙ্গে কৃষক-

গণের সহজ-জ্ঞান-প্রসূত, আড়ম্বর-বিহীন এই ধাঁধাগুলির তুলনা করুন। তুলনায় যে সত্য নিষ্কাসিত হইবে, আমাদের আশা আছে, তাহা সাহিত্য ইতিহাসে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে না। আমরা সমালোচক নহি; পাঠকগণের প্রতিই সমালোচনার ভার দিয়া রহিল।

কোন কোন ধাঁধার ভাষা হইতে সুরুচি-প্রিয় পাঠকগণের নাসিকায় কুরুচির দুর্গন্ধ প্রবেশের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, রুচি-জ্ঞান-বিহীন নিরক্ষর কৃষকগণের সঙ্গে আনাগোনা করিতে গেলে আমাদিগকে তত্তাবাপন্ন হইতেই হইবে, ইহার অন্যথা হইলে মনস্কাম-সিদ্ধির আশাই বিড়ম্বনা মাত্র। সুখের বিষয়, ধাঁধাগুলিতে অনেক স্থলে প্রাগুক্তদের কোয়ারা ছুটাইয়া দিলেও অশ্লীলতাব্যঞ্জক ভাবরাশি বড় একটা নাই। কেবল কয়েকটি শব্দের ব্যবহার লইয়াই যাহা কিছু দোষ। কিন্তু কুরুচির ভাণ পাওয়া যায় বলিয়া ভাষাভিধান হইতে সেই শ্রেণীর শব্দরাজির অপহৃতি বাঞ্ছনীয় ও সম্ভব কি?

আমরা ধাঁধাগুলি প্রায় অবিকৃতভাবে প্রচারিত করিলাম। চট্টগ্রামের ভাষা সম্বন্ধে ১৩০৯ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় আমার লিখিত "চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ছড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রায় সব কথাই বলা গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দুর্বোধ্য শব্দগুলি নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল। আর কতকগুলি শব্দের অর্থ উক্ত প্রবন্ধে পরিদৃষ্ট হইবে।

আইল=আলি—ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকস্থ বাঁধ; আপার্থ—আসিল। আঁড়ু বা আড়ু—হাঁটু; আঁজিড়—অস্থি, আঁশ; আধার—মাছ বা পাখীর আহার।

ইন্দি—এই-খান-দি'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ; সেইরূপ,—ঐন্দি=ঐ-খান-দি; সিন্দি=সেই-খান-দি; হুন্দী—সেই-খান-দি; কিন্দি=কেই-খান-দি। উন্দা=উন্দা=কণ্ডায়মান বা খাড়া; উন্দুর=ইন্দুর (?) নিম্ভুর, উপুড়।

একানা=একটু-খানি; একানা-হানা—অতিক্ষুদ্র। কছু—খাঁজ; কাইত=কাত, পাশের দিকে একটু হেলানো; কান্দুত=কাদিতে; সেইরূপ,—কান্না=কাঁদুনা; [illegible] কাঁদনা। কান্ধ=কাঁধ, স্কন্ধ, কাঁধি। কান্দনী=কাদুনী। কুলান—কুলা; কেমন=কেমন; কোঁচাল—কাকালি; কৈন্না=বলিয়া; কোচাকো—পরিমাণ-বাচক; খড়িখা—(মুসলমানের স্কন্ধে—'বদনা' আকারবিশেষ বড় পরিমাণ [illegible] যে জল-বিশেষ লওয়া হয় তাহা); (সাধারণতঃ 'বদনা' উচ্চারিত হয়।) [illegible]—[illegible] নির্মিত ক্ষুদ্র 'হাঁড়ি' বিশেষ; খাড়ি—'কাট' পুকুরে বা বিলে মাছ [illegible] যে জল পরিমিত স্থানের চতুর্দ্দিকে 'খাড়া' বাঁধিয়া দেওয়া যায়; [illegible] থাকে। [illegible] সহিত মাছ পোনা থাকিয়া যায় পরিয়া যায়। [illegible]—[illegible] [illegible] (Lair, den) ইত্যাদি। [illegible]

[illegible]—চাকর; 'মুরুব' অর্থ [illegible] (আর্দালী) [illegible] 'খড়ুখালী' (দীনেশবাবুর [illegible]) [illegible] [illegible] যায়। [illegible] সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ, ১৩০[illegible]

প্রকাশিত 'একটি-শব্দ-তত্ত্ব' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য। পিল—পিলগাছ বাহিরা উঠিবার [illegible] কলাই-আদ পুঁতিয়া দেওয়া যায়; অপর্যার্থ,—পিপিয়া [illegible]। [illegible]—ঘোলাতাম। [illegible] পেটো; ফল।' [illegible]=চাপড়; চিতায়া—চিৎ-হুক; চিতাড়ু-বিতাড়ু—চিরবিদীর্ণ; চিড়ি—বেত লম্বালম্বিভাবে বিখণ্ডিত করিলে এক এক খণ্ডকে 'চিড়ি' বলে।

হুঁই—দিব; হাপুয়া—হাপ ('বাক্স' বিশেষ) [illegible]। বান—[illegible] পথ, ইহার অপরার্থ—প্রাণ, সময়। জালা—বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর গাছ [illegible] হইলে সেই গাছকে 'জালা' বলে। এই 'জালাই' রোপণ করা হয়। ছুঁই—[illegible] পত্রবিশেষ; বর্ষাকালে বৃষ্টি-নিবারণের জন্যই ইহার ব্যবহার হয়। (বরিশালের [illegible])

ঝাড়—ঝোপ, জঙ্গল। টিলা—নিকট দেশ।

ঠাঁই—(হিন্দুর উচ্চারিত 'থাই') মনে করুন, জলে নামিলেন [illegible] কাদা পা মাটি ছুঁইয়াছে। এইরূপ হইলেই 'ঠাই' পাওয়া হয়। ডিঙ্গী—[illegible] কথা। ডুব—ডুব। ঢাকনি=ঢাকনি (Cover)।

তও=তদুও। তে—সে; ইহার স্থানিক হিন্দুমতে 'থাই', [illegible] সেইরূপ,—তিনি=হিন্দুমতে 'তাই', মুসলমান-মতে 'তেঁই'। ([illegible])। [illegible] মৃৎপাত্রবিশেষ। তোলন্না=তোলনিয়া; যে তোলে। থাই=থাকি; [illegible] (থা × ক × এ; 'ক' লুপ্ত); থাবনা—ভাবনা। থিয়াই=স্থির হই বা দাঁড়াই। [illegible]—[illegible]।

দল—[illegible]। দাওনা—একপ্রকার কণ্টক-বৃক্ষ। [illegible]। [illegible]—দেখিলে; দেওইয়া—দাওয়া।

নিখদি=নিশ্বদি। নুড়া—চুলাতে আগুন [illegible] পাওয়া যায়।

পইর—পুকুর। পাখলী=পাখলী। পাহাড়=পাহাড়—[illegible] অর্থও হয়, যেমন ১ম বাঁধার। পিরা—[illegible] বিশেষ। পৈল=[illegible]; পোঙ্কা—[illegible]; [illegible] বিঃ) পোড—[illegible], পাছা।

[illegible]। [illegible]—[illegible]; [illegible]।

[illegible]—[illegible]; [illegible]—[illegible]; [illegible]—[illegible]; [illegible]

[illegible]। [illegible]—[illegible]; [illegible]—১০ [illegible]

[illegible]। [illegible] ([illegible])। [illegible]

[illegible]।

[illegible] ([illegible])—[illegible]; ([illegible])

[illegible]

মাত—বাক্য-কথন ; মিডা = মিঠা ; মুঠা—('মুঠি' শব্দ [illegible]) শস্যের আকারে বোঝা বিশেষ। মুকে = মুখে ; মেলা—আবর্জনা ; মেটি = মাটি। লাই—[illegible] পাত্রবিশেষ ; লপরাধ,—নালি (জল)। লুতুরপুতুর—নরম তরম ; লৌট্‌লা = লোটা।

সুরঙ—গর্ত ; বিদ্যাসুন্দরের 'সুরঙ্গ' মনে করুন।

হকল—সকল ; হলদি—হলুদ, হরিদ্রা ; হাড্‌ডি—হাড়, অস্থি ; হাজে—সাজে ; হানক—শানকি, মেটে বাসন ; হালাল—এখানে 'জবে' করা ; বধকরা ; ইহার বিপরীত—'হারাম'। হাপ—সাপ ; হাচুবিত্‌ = সাঁচুবিতে, সাঁতরিতে ; হিলবিল—কিল ইত্যাদি ; হিলা বা হঁড়া—নির্জীবপ্রায় ; ধবধবে ; হিচে = সিঁচে ; হুদা—শুধু ; সহ। হেলাইনা—ক্ষুপবিশেষ। হেরে—ফিরে। হৈল = শৈলমাছ।

নিম্নে এক একটী হেঁয়ালি ও তাহার উত্তর দেওয়া হইল।

১

দিনত্‌ লুটে, বিলত্‌ লুটে।
সাঁঝত্‌ সৈয়দের বাপ উঠে। উঃ = ঢেঁকি।

২

জঙ্গল লুটে, লড়ি হাঁটে। = লাঠি।

৩

নিশ্চা ফুল ফুটি রইছে, তোলনা নাই।
মন্ত উঠান পড়ি রইছে, কৌচাক্কা নাই।
উঃ = তারা ও আকাশ।

৪

হেটে কলসী উপর জল,
পাতা দেখে জোড়াজল ;
যদি কলসী ফুল ফুটিবি,
মাথার টেকুর মূল ধরিবি। = [illegible]

৫

চাইর পাশে জোড়ার আইল।
মাঝে [illegible] জোড়ার আইল। = [illegible]

৬

[illegible] উজান হুদ বাথা।
[illegible] ভেজাভেজা। = নৌকা।

৭

[illegible] জোয়া।
[illegible] সাপ্‌ত্‌ খেলে। = আনারস।

৮

তিন পাকুড়' বেকে।
বেহুলা ঘরে। = চড়ুই।

৯

কালা ছাগলর গলাত্‌ দড়ি।
হাটে নিলে কাড়াকাড়ি। = জেলের 'ডাইর'।

১০

ঝিঁই ঝিঁই পাতা, বৌ বৌ ফল।
বল কেমন বেকা [illegible] পাল।
উঃ = তেঁতুল।

১১

হাজারো হাজারী।
ফুল ধরে আহাড়ি। = 'আনার' ফুল।

১২

হাজারো হাজারী।
[illegible]
[illegible]

১৩

[illegible]
[illegible]

১৪

[illegible]
[illegible]
[illegible]

---

(১) 'সুরঙ্গ' পাঠান্তর।

১৫

হাতে আংধর ছিতে যেটি।
ছ চোখ তিন কৌড়ি ॥
উঃ—কৃষক ও দুই বলদ।

১৬

উপরপুর গৈপল খুটী।
তিন ঠেং উভা করি ॥
উঃ—'তিনখি' চুলার খুঁটা।

১৭

রাজার পোষা ভাত খায়।
দুখা পোষা চাহি খায় ॥—হাঁড়ি।

১৮

রাজার পোষা পা ধোয়।
চাইর পাতাল দি বৌ আয় ॥
উঃ—বোপ মাছের 'খাইস'।

১৯

রাজাগো বাড়ীর বাইঙ্ক পাবে।
আহিতে [illegible] ন পারে ॥
উঃ—'চাই' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

২০

উপরেও বেটি, নীচেও বেটি।
বেতে [illegible] ভিতর সয় সয় বেটি।—বতুর।

২১

খুস খোস বুক টান।
কন্ বক্ষর চাইর কান্ ॥—ঘর।

২২

তালপাতা তাকনি, ভুখাল্ পাতা ঢাকনি।
বম বাড়ইএ কুন্দাইএ,
রাজার তেকা বুলাইএ ॥—সিন্দুক।

২৩

কালকাটা টৈ সাহে ভাবি পাছ খায়।
পোষলা বেটিবা বরবাছ যায় ॥—টাকা।

২৪

বেটি বেটি পাইরপোষা,
ইয়া আছে ক্তা।—লেবু।

২৫

টেসুকে ঠকন্ত, মাইর্কে চিং।
ভিতরে থেলে মন পিরীত (প্রীত) ॥
উঃ—[illegible] বাণ।

২৬

কাছার উপর কাথা।
যে কাটি দিছে ন পারে [illegible]
উঃ—কলার [illegible]।

২৭

আনরা বর্গা আনতা খায়।
খান্ ফুরাইলে বর্গা যায় ॥—প্রদীপ।

২৮

একগাছ ছুলে বড় ঘর ছাব।—প্রদীপ।

২৯

উছত, খড়া, মধুভরা।—গরুর 'ওলান'।

৩০

এক পাইরর চাইর খুঁটি।
[illegible] ঝুঁটা।—গরুর 'ঠ্যাং'।

৩১

ঘর আছে দুয়ার নাই।
মানুষ আছে বাক্ নাই।—কবর।

৩২

[illegible]
উঃ—[illegible]

৩৩

[illegible]
[illegible]
[illegible]

৩৪

[illegible]
[illegible]

---

(২) [illegible]
(৩) [illegible]
(৪) [illegible]

রান্ধা খাইউক্, পাক খাইউক্,
পিছুই ছাপান করে ॥
উঃ—প্রতিমা বা মসুজিদ।

৩৫

ছোট ছোট পইসুপোলা, ইঁচা ব্যাঙ্গেত্তয়।
টিপ মারিছুনে হকল্ মরা॥—লেবুর 'কোয়া'।

৩৬

আকাশেতে চুমুচুমু পাতালেতে পেক।
কন্ ঈশ্বরে বানাই এক্ দে কৈক্ষা
ভিতর কেশ॥—আম।

৩৭

পত্র কালা ফুল ধলা।
সাব পেশাই কি সাদ্ লাগল॥—পাঠিপাতা।

৩৮

লাঙ্গল উপর লাই, টেঁপ্ পড়িয়া যায়।
সোনার মাছলি আড়ি পোলে,
জোড়া দেওইয়া যায়॥—চিপ।

৩৯

বাপ্পা আছে অনা নাই।
ঝোঁকিআছে খাঁ কী নাই॥
উঃ—'পল' মাছ ধরিবার যন্ত্র।

৪০

অস্বরূন্ কন্ কন্ পড়ি আথার যায়।
আপনে পিশাই চলি বহের বাধায়।
উঃ—'আড়ি' নামক মাছ ধরিবার জাল।

৪১

একোনা-দোকা বিয়ন দায় এবং বিকল্ কয়ে।
একটা বিন্দু থাইলে দুটা পোলা
জনম্ যাইত॥
উঃ—'চালন' নামক ক্ষুদ্র জাল।

৪২

এপাইর বেলাইর।
হকল্ দেসে একই তেলাইর।—চন্দ্র বা সূর্য্য।

৪৩

বাড়ীর পিছে ঝুলন্ত গাছ।
গাটা এক শত্ত খাক।—নারিকেল গাছ।

৪৪

হাকারো বুড়ী।
এক বিয়াতে বুড়ী॥—কলাগাছ।

৪৫

দল পি পি, দল পি পি,
হলে করে বাসা।
হাড্ডিও নাই, গুড্ডিও নাই,
করে কৈমন খাসা॥—জলৌকা।

৪৬

হাকারো পোয়া ভাত খায়।
শিকার তলাই হাগ যায়॥—পিপড়া।

৪৭

এক পইরের মাথে, আন্তা ফিনাই নাচে।
এক বুড়ী লগর বাড়ি, হ বুড়ি সাইজা নাচে॥
উঃ—ঘই।

৪৮

চলাইর্ আগল পা, পইর্তা ধরল বা।
বাড়ুক্ খাই তিরি মাথে, কেদুকি উঠে পা॥
উঃ—ঘোমটা।

৪৯

আগ্গা পড়ি কন্, মাথে পড়ি কন্।
উঃ—নারিকা বারা নির্মিত ঘেরা-
বিশেষ, বিকুনি।

৫০

পড়ি তীর তীর সব, বিয়াই আছেন।
এক টেকারে দেখে,
[illegible]
উঃ—[illegible]

৫১

[illegible]
[illegible]
উঃ—[illegible]

৫২

[illegible]
[illegible]

৫৩

পানিত্ থায় 'থাকে' মাছ নয়।
দুই শিং নাড়ে, দৈত্য নয়।—শামুক।

৫৪

কেঁচা অকে পুক্কুর মুকুর, পাকিলে সিন্দুর।
এই পত্তাম যে ভাঙ্গিত্ ন পারে,
সে হয় যে বাত্যা উন্দুর।—পাতিল।

৫৫

পোআ কালে দুই শিং।
যোয়ান কালে নাই শিং।
বুড়া কালে দুই শিং।—চন্দ্র।

৫৬

উঁচুতে দুইটি নমস্কার।
গোড়াতে বাকি নমস্কার।—কলার 'থোড়'।

৫৭

রাজা রাজা, উচ্চ মাথা।—থোড়।

৫৮

উপরদুন্ দৈল, জাল।
কালে যাইবল তিন কাল।—চালিতা।

৫৯

বাড়ীর পিছে দুইক্কা পিল্।
আপনার মাথা আপনে গিল্।—কচ্ছপ।

৬০

টুইন্ টুইন্ ডুব মারে।
পোরে আধার খায়।—সুঁচ।

৬১

[illegible] ঠেলে মুছে যায়।
[illegible] বদ্ধ্ যায়।—কলসী।

৬২

[illegible] কোণা মধ্যে বাজা।
[illegible] যায় বাজা।
[illegible] উপরে [illegible]।
[illegible]
[illegible]

৬৩

কেউই আছ যান্, উপরে হবে।
বেঁধ মাঝে যে ফুলত, ফুলহ্।—[illegible]

৬৪

গাছত্ চড়ে দুই হাতে পায়ে।
কেঁপাই উঠে যখন, ছুপাই [illegible]।
উঃ—[illegible] [illegible]

৬৫

দুবা উপর এবং গইজ্যা কাইত।
ভরি দিয়ে মারা যাইত।—[illegible]

৬৬

কালা কালা দাওরা, [illegible]
রাইত হইলে দাওরা, খোরইন্দত্ [illegible]
উঃ—[illegible]

৬৭

চিকারা মিজারা তোফারা খাই।
হাটিত্ ও ন দিলে, বেশত্ ও খাই।—[illegible]

৬৮

পুকুর উপর হরিণ চরে।
[illegible] এ রেড়াই ঘরে।
দুই ছুরিএ হানাহান করে।—[illegible]

৬৯

ছোট ছোট [illegible] [illegible]
[illegible] পোকে [illegible] [illegible]
[illegible]

৭০

[illegible]
[illegible]

৭১

[illegible]

বোঁট কাটা গেল্‌ আঠার হুড়ি।
উঃ—মাণিকের কাঠি।

৭৩

কাঁদে আইএ, কাঁদে যায়।
বিনা দোষে মাকন খায়॥—ঢোল।

৭৪

কাঁচা ছাবুনা, পাকা ঢাবুনা।
খেইতে হিতা, খাইতে মিঠা (মিঠা)॥
উঃ—পেঁপে *।

৭৫

হাতীর্‌ন্‌ উচল।
মাটীর্‌ন্‌ নীচ॥—আলু।

*৭৬

হাজারো কেন্‌ দৈত্য ঘোড়া,
কেন্‌ কেলাইত যায়।
হাজার টেকায় বরিচ খাইএ,
আরো খাইত চায়॥
উঃ—লঙ্কা পিষিবার 'পাটা' বা "পাড়া"।

৭৭

হাজারো বড়্‌ গাই বড়্‌ বিলট্‌ ঘরে।
হাজারে দেইখে (দেখিলে) ছুট এক উদ্দ করে
উঃ—কাঁকড়া।

৭৮

আগার্‌ বর ধর গোড়াত্‌ বেকা।
ক্ষীরি বিরাইছে গোপী রাজা॥
উঃ—কাঠী পাঁঠা

৭৯

আগাত্‌ বোর গোড়াত্‌ বেকা।
আহার বাড়ী গোপা রাজা॥
গোপা রাজার পর্বত্‌ ঘর।
আহার বাড়ী পিত্তান চড়্‌॥—মাটিয়া আলু।

৮০

* কুলকুলি, পাতুর আগাত্‌ কুলানি
পাইলেন " বকলে পাই.
... পায় ॥—তৈতুল।

৮১

* আগা তিতা গোড়া খর।
ছাল পবিত্র করি ধর॥—বেত।

৮২

ছোট ছোট খাউরি,
চুয়া আঁটা ন হুড়ি।
শাত শত্রু পাড়িয়ে খায়,
তও চুয়া ন ফুরায়॥—পানের চুণ-পাত্র।

৮৩

চাইর মু' মুখনড়ে মচু, এক মু' বন্‌ (বন্ধ)।
পিছ দি চলি গেল্‌ এই মানুষ কৈন্না কন্॥
উঃ—মরা মানুষ।

৮৪

হাজারো ঘোড়া,
ডুবিলে কাইত হই চিৎ হই পড়ে।—শামুক।

৮৫

একটা চিড়ি বেকার যান (যোগ)।
যে আড়ি দিত্‌ পারে তারে আধ বিত্তা পানা
উঃ—কাঁচি।

৮৬

হাজারো পইক্ষ সিন্দুর আনে।
দেখো কবে? কালিবাসে॥
কবে কবে? চৰাবাসে।
আড়ি দিত্‌ ন পারে আই বাসে॥
উঃ—শৈল মাছের "বাইন"।

৮৭

বড়্‌ পইরার বড় মাছ,
মোচড়ি তাহার কেঁড়া।
সেই কেঁড়া আধি দিল,
শাহী সোনার থোঁড়া।
শাহী সোনার ঘোঁড়ার বক্সটার মাড়ি।
... আড়ি দিত্‌ পারিলে আর ভাতিজা
উঃ—'তিনটী' নামক কাকতামাকের ফল।

৮৮

... মায় ও মাড়া,
... নারিকে পাতা॥—...

---

* চট্টগ্রামী অঙ্গু গোছিয়া।
(১) পাইলেন—পাইতেন।

৮৯

বাপ থৈয়ে পেটত্‌।
পুত্‌ পৌছে হাটত্‌॥—কলা।

৯০

মা ডিঙ্গলী ছা পাখলী।
পুত্‌ জানজায়॥—সুপারি।

৯১

খাড়বুন্‌ নিকলে টুঁঠা।
ভাত ভরি দিএ ঝুক্কা॥—কাগজি লেবু।

৯২

চাকা দি [illegible] আগুন
কৈল্‌গোতা গেলিএ গেলো।
পথে নদী দুই [illegible]
[illegible] [illegible]॥—হুকা।

৯৩

বাঘিনীর হাট, বাঘিনীর ঘাট।
বাঘিনী ন খেলে ন মিলে ছাট॥—চাকা।

৯৪

চাইর আঙ্গুলর পাড়ি, [8]
হঙ্গল ভরি আড়ি [9]।
আয়ো কতদুর ঘড়ি [10]॥
উঃ—কলাপাতা বা কাগজ।

৯৫

এক খড়গ দুই মত।
তিনা পাতে আছ॥
বিলত্‌ চরে পাখী।
ও ধর্ম্ম দুই সাক্ষী॥—ইচা মাছ।

৯৬

ছ চরণে চাইর চলে।
দুই মুখে এক বোলে॥
দুই পেটে এক লেজ।
[illegible]
[illegible]

[8] [illegible] একবার [illegible]। [illegible]
[illegible]
[9] [illegible] বাহির [illegible]।
[10] [illegible]।

[illegible] ত্রুগ তাড়ি দিব
খণ্ডিতে ভাড়তে বারে [illegible]
উঃ—[illegible]

৯৭

বাহিরে দৌড়, আইতে [illegible]
পরে এটি আইলাম [illegible]॥

৯৮

কাল [illegible] ভাতা
হাড়ুডি নাই আর [illegible]॥—[illegible]

৯৯

উর্দ্ধমুখী উঠে নীর, তুমি [illegible] পা।
মাঝে মাঝে কহুমান ঠোঁটে ঠোঁটে [illegible]।
উঃ—[illegible]

১০০

ধীন কপিল দুই [illegible]।
চাইর চোখ [illegible] কর্ণ।
চোখ ঠেং এক মুখা।
সময়ে অচাইত [illegible] [illegible]—[illegible]
দেখা দেখ।
বাড়ি দিবে [illegible] [illegible]॥—[illegible]

১০১

[illegible] তোল, [illegible]
বহর বহর সাদ্‌কল [illegible]॥—[illegible]

১০২

[illegible] উপর [illegible]।
আর উপর [illegible]॥—[illegible]
[illegible]
[illegible]॥—[illegible]

১০৩

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]—[illegible]

১০৫

[illegible] ।
কোড়ে [illegible] ।
চাইর মাথা খায় [illegible] ।
[illegible] (দেখিলা) ॥
=দুধ-দোহন-রত দুই লোক ও সবৎসা গাভী ।

১০৬

[illegible] মুড়ায় ছেড়ে, [illegible] পাড়ে,
[illegible] চাইতুন্ দেখুম রে,
[illegible] বাড়ে ॥
উঃ=তাঁতির কাপড় বুনিবার 'নাইল' ।

১০৭

[illegible] ছেব্ ছেব্,
[illegible] পাতা ।
যে ভাঙি দিত্ ন পারে,
হে [illegible] ॥ =পুকুর শিং ।

১০৮

[illegible] মাথৎ বাটি ।
[illegible] উঠি বলা যাই ॥=কুপি ।

১০৯

বাথাঞ্জে (বাছিরে) [illegible] ভিতরে চাম,
[illegible] কাম ॥
উঃ=[illegible] নারিকেল ।

১১০

ছোট [illegible] উষা,
[illegible] ঘর,
[illegible] আনে,
[illegible] ঘরে । =[illegible] ।

১১১

[illegible] দিলা ।
[illegible] দিলা ।
[illegible] নাই [illegible]
[illegible] (জলা) [illegible] নাই ॥
উঃ=[illegible] ।

১১২

পৃথিবীতে বসিয়াছে [illegible] মহাজন ।
হস্ত নাই পদ নাই নাহিক জীবন ।
[illegible] পাইলে তারে টানি টানি খায় ।
বরত্ খাই তাহারা [illegible] চায় ॥
উঃ=হুড়িকা বা তদ খাল-ছুপের ম[illegible] ।

১১৩

দশ মুণ্ড ন [illegible] ।
ষোল ঠেঙে [illegible] বাড়ি ॥
কুড়ি চৌখ কুড়ি কান ।
[illegible] ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্যে কয় ।
[illegible] চাইর ঠেং উপরে রয় ॥
উঃ=বিবাহের 'দুধমঞ্জিকা' ।

১১৪

ঠেং ঠেং, বাপ তলা দিলে ।
চাইর মাথা বার ঠেং,
[illegible] ॥
উঃ=দুধ দোহন-রত দুই লোক ও সবৎসা গাভী ।

১১৫

কুকুরিমুন্ কুকুরি,
[illegible] মুড়ায় বাঁপ ।
কাউক মুর্ব্বে কৈব,
[illegible] ॥ =[illegible] 'বড়িশা' ।

১১৬

পোলা কালে [illegible],
[illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥ =বাঁশ ।

১১৭

[illegible]
[illegible]

[illegible]

না চলিলে বড় সুখ চল্‌তে লাগে ভালো।
হীন কালিদাসে বলে যাহা বুঝ তাহা নয়॥
উঃ—কাঁচি।

১১৮

সাগরে উৎপন্ন নগরে বসতি।
মায় পুত্ ছুইলে পুত্রর কন্ গতি॥
উঃ—লবণ।

১১৯

আগা ছোটি গোড়া আবিলাম।
ফুল নাই, গোটা নাই, ধরে বার মাস॥[১৩]
উঃ—পাণ।

১২০

উপর থুন্ পৈল থাল।
থালে পৈ এ আঠার কাল॥ —ঠাঠার।

১২১

ভাঙ্গা ঘরত ফইর (ফকির) নাচে। — খই।

১২২

উপর টেইল[১৪] বাকি পড়ের।
খাইতাম আছে, থুইতাম নাই॥
উঃ—শিলা, বর্ষোপল।

১২৩

এক শুয়ারি (সুপারি) তিন বেয়ারি।
উঃ—বেপারী।

আড়ি দিতন পারলে কাণ মোচড়ি।
উঃ—'টেইয়া' নামক মাছ ধরিবার যন্ত্র।

১২৪

ভাত খায় কলসী, ন ধোয় মুখ।
কেহও দে, কেহএ ন দে, ন ভরে ভুগ॥
উঃ—কুকুর।

১২৫

লতাএ টানে।
মুড়া গোলাএ॥ —চড়্কা।

১২৬

কোট কোট তুঁই কোট কোট খাইল।
হেতে অইলাম ম্যাসান পাইল॥
হাত হেলে পাকেও না, ফুলেও ফলেও না॥
উঃ—[illegible]।

১২৭

ছামক ভাঙ্গা টুকী যাবা।
খাইতে মিঠা পাতা বাখা॥
উঃ—'শিখরী' নামক [illegible] গাছের ফল।

১২৮

উপরঠেক্যা কুমরুঠেক্যা মেটা তিকিন হাঁ।
ছ চোখ তিন কপালি কাও দেখাম্ চা॥
উঃ—লাঙ্গল, কৃষক ও বলদ।

১২৯

এ কুচিনা কুচিন রে, পিঠে তোর নাড়ি।
ছা ন হইতে, খালাস হৈল গাভী॥
উঃ—বন্দুক।

১৩০

আগা থস্‌থসা।
ধরে ঝুলঝুল্যা॥ —চাল কুমড়া।

১৩১

এই কুলেও বাড়, অই কুলেও বাড়।
কাড়ে কাড়ে বাড়ি খায়॥
উঃ—চক্ষুর 'বাইন্নু' পাতা বা অবার।

১৩২

উচল গইরর নীচ পার।
[illegible] হাতে [illegible] পার॥
উঃ—[illegible]

১৩৩

চাইর কোনত, [illegible]
দেইখ্‌তে [illegible]
[illegible]

১৩৪

[illegible]
[illegible] খায়॥
উঃ—[illegible] পিড়া।

---

১৩ 'আগা [illegible] কোপিলাম।
ফুল নাই, ফল নাই, ধরে বারমাস।' পাঠান্তর।
১৪ টেইল—আল, পগার।

১৩৫

[illegible] নামে নাম তার আহরণে [illegible] ।
[illegible] এই [illegible] মরি ॥
উঃ '[illegible]' নামক এরকম [illegible] ।

১৩৬

[illegible] [illegible] [illegible] ।
উঃ—[illegible] [illegible] ।

১৩৭

[illegible] উক্তি—
[illegible] বাই [illegible] ।
[illegible] উক্তি—
[illegible] কাহবে ।
[illegible] উক্তি—
[illegible] ॥
উঃ—[illegible] ।

১৩৮

এই [illegible] ,
[illegible] ॥
পোকা [illegible] করে ।
[illegible] ।

১৩৯

[illegible] পড়ে ।
[illegible] (নিকলিয়ে)
[illegible] যাবে ॥
উঃ—[illegible] ।

১৪০

[illegible] আইও [illegible] ।
[illegible] ([illegible]), [illegible] ॥
উঃ—[illegible] 'বাটনী' ।

১৪১

[illegible] ॥
এই [illegible] পোকা ॥
[illegible] নাই ।
[illegible] নাই ॥
উঃ—[illegible] ।

১৪২

রাজার পোষার জাহাজ দি,
রাজার পোষা বাইতে পারে ।
আর কেহএ বাইতে ন পারে ॥
উঃ—'[illegible]' নামক [illegible] জাহাজ ।

১৪৩

রাজার পোষা [illegible] বাঁধ ।
এবু [illegible] পোষাএ চাহে [illegible] ॥ (থাকে)
উঃ—জলপাত্র, মাছ ইত্যাদি ।

১৪৪

পাদেত [illegible], কানেত [illegible] ।
[illegible] ॥—বাজকণ্ঠ ।

১৪৫

[illegible] কুলে কুলে বেলাইয়া ফুলে ।
[illegible] নাই [illegible] দিলে ॥—[illegible] ।

১৪৬

ছোট ছোট [illegible], টুকী বাইঅন্ ধরে ॥
টুকী বাইমন্ [illegible] টুইৎ
টুইৎ করে ॥—[illegible] ।

১৪৭

[illegible] পানিৎ [illegible] ফুল ।
[illegible] পানি ফুটোক্ ফুল ॥—[illegible] ।

১৪৮

[illegible] কুলি [illegible], চাহির কুলি মাথা ।
পোক হইএ যে কাটা কাটা ॥
সেই পোকে পড়ে ।
বড় বড় পাঁজরত ফুরে ॥—[illegible] ।

১৪৯

[illegible] কিনিব [illegible]
[illegible] মাথা টাকা [illegible] যায় ।
উঃ—[illegible] ও [illegible] ।

১৫০

এক অক্ষরে দুই নাম, আর নাম তিন ।
[illegible] তারে জলে পোলাই দিই ॥
জলে পোলাই দিলে আর সেটে হয় [illegible]
[illegible] এবে তুলি [illegible] ॥
উঃ—চাই ।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণ-দেবের পাঁচালী

(দ্বিজ [illegible]-বিরচিত)

হিন্দুর 'সত্যনারায়ণ,' আর মুসলমানের 'সত্যপীর' একই কথা। কিন্তু ইঁহাদের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ যাহার সর্ব্বত্র একই রকম উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে, দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাচীন কবিগণ 'স্বাধীন পথে' বিচরণ করিতে ভয় করিতেন, ইহা কি তাহারই পরিচয় নহে?

১৩০১ সালের 'পরিষদে' আমার লিখিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণে' এই পুঁথির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলাম। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অনেক কাজে আসিতে পারে ভাবিয়া আজ সমগ্র পুঁথিখানি 'পরিষদের' পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। কয়েক জায়গায় ব্যতীত মূলের বর্ণবিন্যাসে আমি হস্তার্পণ করি নাই। বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি সকল স্থলে 'অবিকৃত' রাখিতে গেলে অনেক টীকা টিপ্পনীর আবশ্যক হয় বলিয়াই স্থানে স্থানে বানান শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি। এই পুঁথির সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়।

আবদুল করিম।

বন্দোম সত্যনারায়ণ, দয়া কর অনুক্ষণ,
ভক্তি [illegible] পদ [illegible]।
নিবেদি এ দাস মন, রহে যেন অনুক্ষণ,
মধুকর যেন কমলে।
সংসারের সার তুমি, কি বোলিতে পারি আমি,
তুমি প্রভু বেদের আধার।
তোমা সেবি প্রজাপতি, সৃষ্টি করে নিতি নিতি,
ত্রিভুবনে যার অধিকার।
সেবিয়া তোমার পদে, স্বর্গে ইন্দ্র সুখে রহে,
অমরমণ্ডলে [illegible]।
কুলে কুল তোমা সেবে, তাহাতে অধিকার হবে,
ত্রিভুবনে বোলে পুরন্দর।
তুমি প্রভু [illegible], সবকার কর্ত্তা,
আদর [illegible]।
[illegible] যারে কর দয়া, [illegible],
সেই পুণ্য [illegible]।

মীনরূপ পরিহরি, কূর্ম্ম রূপ ধরি,
নরসিংহ রূপে হিরণ্য বিদার।
বামনরূপ ধরি, বলিকে ছলনা করি,
দ্বিজরূপে রাখিলা দেহ ধার ॥
রামরূপে অবতারে, পরশুরাম বোলি যারে,
অযোধ্যাতে তাহার পশ্চাত।
রাবণ বধের হেতু, বন্ধন করিলা সেতু,
রাবণেরে করিলা নিপাত ॥
রোহিণী উদরে রাম, হৈলা প্রভু বলরাম,
নিয়োজিত এ মহীমণ্ডলে :
নিত্য লীলা বৃন্দাবনে, লীলা নিজ স্থানে স্থানে,
বৌদ্ধরূপ হইলা পশ্চাতে ॥
সংখ্যা নাহি অবতার, হৈলা প্রভু বারে বার,
দৈত্য মারি করিলা নির্ভর।
শিশু তোমাকে ডাকে, কাতর হইয়া থাকে (ডাকে?)
দীর্ঘপাক খেলা মহাশয় ॥
বস্ত্র হরণ কালে, দ্রৌপদী ডাকিল তাকে,
রক্ষা কর প্রভু গদাধর।
জানিয়া কাতর দেবী, সেই ক্ষণে চক্রপাণি,
বসন হইল বিস্তর (বিস্তার ?) ॥
পঞ্চ ভাই জতুগৃহে, সেখানে রাখিলা তাকে,
কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণ মায়া।
তোমার মহিমা যত, তাহা বা কহিব কত,
অনাথশরণে নারায়ণ। ২০
কেন তারে সেই জন, একান্ত ভাবিয়া মন,
নায় তৈলক পণ বিমোচন ॥
ত্রিলোচন নাম দ্বিজ, দাহি নাম (?) ব্রাহ্মণী যার,
তাকে প্রভু হইল সদয় ॥
রচিয়া কবির শেষ, দ্বিজরাম মিশ্র উপদেশ,
কহেন নগর মহাশয় ॥

---

* —রূপ।

দ্বিজকে দয়া হৈআ, নিজমূর্ত্তি প্রকাশিআ,
ব্রহ্মলোকে কহিলেন ডাকিআ ॥
শুনি দ্বিজে এই কথা, সত্বরে তুলিল মাথা,
সমাক্রত (সমাগত ?) ফকির দেখিআ ॥
দ্বিজে বোলে তুমি কেবা, পরিচয় মোরে দিবা,
বচন শুনে লাগে ভএ।
যে হও সে হও তুমি, করপুটে কহি আমি,
কৃপা করি দেও পরিচএ ॥
তবে প্রভু দয়া করি, চতুর্ভুজ রূপ ধরি,
নিজ মূর্ত্তি করিলা প্রকাশ।
কি কহিবো রূপের ছটা, কোটি চন্দ্র জিনি ছটা,
এ ঘোর তিমির কর নাশ ॥
এক হস্তে শঙ্খ সাজে, চক্রভুজে করে মাঝে,
গদাপদ্ম শোভে দুই ভুজে।
নানা আভরণ গাএ, দেখি লোক মূর্চ্ছা যাএ,
ব্রাহ্মণের সমুখে বিরাজে ॥
রূপ দেখি দ্বিজবরে, মূর্চ্ছা হৈল কলেবরে,
মোহিত হইল ভূমিতলে।
সেইরূপ পরিহরি, ফকিরের রূপ ধরি,
দ্বিজবর লইলেক কোলে ॥
তবে দ্বিজ স্থির হৈল, নানাস্তুতি ভক্তি কৈল,
ভূমি পড়ে নোয়াইআ মাথা।
প্রভু হৈআ নিজ বেশ, দ্বিজকে দিল উপদেশ,
পূজা হেতু কহিলা বারতা ॥
পূজা দিআ দ্বিজবর, সম্পদ পাইল বর,
নিত্য (নৃত্য ?) গীত করে নিরন্তর।
কাঠিআরা পূজা দিল, পূজা দিআ স্বর্গে গেল,
পশ্চাতে পূজিল সদাগর ॥
পূজা মানি নাহি দিল, বাণিজ্য করিতে গেল,
রাজঘরে পড়িল বিপাকে।
পূজিল সাধুর জায়া, বন্দি [illegible] হৈলা দয়া,
নানাস্থানে রাখিলা [illegible]

ফকিরের ভেস পছে, ছলনা কামিনী তাতে,
অবশেষে দিলা পরিচয়। ৪০
সাধু পরিচয় পাইআ, শীঘ্র তরণি লৈআ,
ঘরে গেলা সাধুর তনয়।
শুভবার্ত্তা পাইআ ঘরে, মাএ ঝিএ পূজা করে,
কন্যা হেতু হইল বিপাক।
জাঁহাজ ডুবিল দেখি, কান্দে সাধু হৈয়া দুঃখী,
জাহাজ বোলিআ ডাক ॥
তাকে দয়া কৈলা ঘাঠে, ডিঙ্গা ডুবা পুন উঠে,
হরষিত হৈল সদাগর।
পরবাসী (?) জথ জন, সব আনন্দিত মন,
পূজার দৈর্ব্ব (দ্রব্য) করিলা বিধান।
ঘরে গিআ মধুকর, পূজা দিলা সদাগর,
সোআ প্রমাণে দৈর্ব্য আনি।
পুরোহিত দ্বিজবরে, আনিআ ত সত্তরে,
সবে মিলি করিলা যে বিধি ॥
ব্রাহ্মণের ভেস হইআ, নিজ মূর্ত্তি দেখা দিআ,
দুঃখ ঘুচাইলেন নারায়ণ।
ভক্ত-বশ সদাএ প্রভু, অভক্ত নাহি কভু,
এই কথা পুরাণ প্রমাণ ॥
ভাবি সত্য নারায়ণে, দ্বিজ দীনদাসে ভণে,
ভাষা-ছাদ-সিন্নির পাঞ্চালী।
প্রভুর চরণে মন, রহুক অনুক্ষণ,
লিখেছিনু করি পুটাঞ্জলি ॥ ৪১

"ইতি নারায়ণদেবের পাঞ্চালি সমাপ্ত। শ্রীনরোত্তম কেরানির স্বাক্ষর জান ভুনন শ্রীরামচন্দ্র বাবুর পরিচয় বটি। ইতি সন ১১৭৩ সাল তারিখ ১৩ মাঘ রোজ বুধবার ॥"

৩০৮। সপ্তবারের কিতাব।

ইহা এক প্রকার মূর্খলোক-ভুলানো জ্যোতিষগ্রন্থ। কোন রোগী আসিয়া যদি রোগের কারণ-জিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে নিম্নাঙ্কিত চিত্র-মধ্যস্থ যে কোন একটি 'ঘর' বাছিয়া ধরিতে বলা হয়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

চিত্রমধ্যস্থ সংখ্যা গুলি যথাক্রমে রবি, সোম প্রভৃতি সপ্তবারনির্দ্দেশক। মনে করুন, ১ম (রবিবারের) ঘরটি ধরা গেল। তাহা হইলে, উক্ত বারের ফলাফল এইরূপ ;—

"রবির কোঠাতে যদি কোন জনে রোগির জন্য জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি বাড়ি (বাড়ী) থাকি আসি মন কিছু বেজার হই-আছে, বাড়িতে কোন কথায় (কাজেতে) দেখি আছ, দুইজন লোক এক জাগাতে বসিয়াছে তাহা দেখিয়াছ, রাস্তা দিয়া আসি লোকের সাথে পাইয়াছ, এই মত এই রকম যদি কহে, তবে হাকিম (বৈদ্য) কোনেতে থাকি ভূত (?) দেবতায় দিষ্টি হইয়াছে, তাহার জামিন পিঠালি দিয়া বল্লিদের মুর্ত্তি বানাইবে, তার তরকারি উপহার জোই দিলে দিব। তাকা (টাকা) কোনেতে খাড়াইবে, তবে ভারাম ৩ দুই দিনে হইবেক।"

এইরূপ সপ্তবারের ফলাফলে পুঁথি সমাপ্ত। আর কিছুই বক্তব্য নাই; তাহাও কাটা দেখিতেছি। পত্রসংখ্যা ৩, উভয় পিঠে লিখিত।

৩০৯। চৌত্রিশাক্ষরী বর্ণনা।

আরম্ভঃ—

কথা কিছি লেখি,   "দূত কেউ দেখি,
কোঠে কর ভাবে হএ।
খল খিঙ্গি লেখি,   দুই চোখ দেখি,
খোজো খরে ক্রমে হএ।

শেষঃ—

হয়া হিহি লেখি,   হর হেঁসে দেখি,
হেঁসো হংপু ক্রমে হএ।
কর্মা কিষি লেখি,   সুর্য্য সেতো দেখি
কোঠো কর্ম্ম ক্রমে হএ।

'ইতি চৌতিস অক্ষরি বর্ণনা সমাপ্ত। শ্রীনীলমণি দাস ভক্ত। লেখক শ্রীরাম-দুলাল মণ্ডল পিতুর ঘুখারাম মণ্ডল মুং সাং সিহরা (সিংহরা) পাটকর্ক দুর্ধোন সিদ্ধি ইত্যাদি সোং। ১২২১ সনি তাং ২৫ ফাল্গুন।" রচয়িতা, বোধ হয়, উক্ত নীলমণি ভক্তই। আদ্যন্ত এবং অন্তিম চরণে সমস্তই সমাপ্ত। এই নীলমণির কৃত 'কালিকা-মঙ্গল' নামক গ্রন্থের পরিচয় পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।*

* সিতাক ও গীতাটির কি অর্থ আছে?
শৈতাই বা কহিল মুক্তির কথা কহে,
এ কালিকা মোক্ষ। ৫১।
লিখিল যাহে ডিকের কাজ দুষ্ট (দুষ্কৃত)
লিখিত আছে।
সেই টীকা দুরিয়া রাইল প্রাচার্য্যিকা সাধু।
কাশীর যাতে দেখেল দ'শায় কহিত কেও।
[illegible] হৈ-সহায় দুর্গাও লোপার লিখে ধরে।

৩১০। মনসাষ্টক শ্লোক।

আরম্ভ :—

কংদ দেবি বিপহরি জয় জয় কালি।
জগৎ জ্যোতি নাম ধর জগত জীবকারিণি।
অরজকারমুনি জায়া জয় মাতা প্রকটি।
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

শেষ :—

তুমি পদ্মা মনসা যে আস্তিকের জননী।
তোমাকে যে সর্বর্দা সেবাই দুঃখনাশিনী॥
হর ব্রহ্ম দেব যোগে তুমি ধনকারিণী
বন্দেহং শ্রীপাদপদ্মে সদাএ শিবনন্দিনী॥

"শ্রীকাশীরাম নাথ সাং তিতারাম দৈবজ্ঞ ঠাকুর ...কোটা। ১১৩৫ সবি ২০ চৈত্র।" চক্রসংখ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

৩১১। কালিকা-স্তুতি।

আরম্ভ :—

কালি কুণ্ডলিনি, করাল বদনী,
কাল ভয়-হরা জায়া।
খট্টাঙ্গধারিণি, মহাবিদ্যাময়ি,
বর্ণিব কেমনে তায়॥
জগত জননী, ত্রিদিব বাসিনী,
গৌরিরূপ মুণ্ডিনী হইল।
মুণ্ডিত মস্তকা, লোলজিহ্বা সায়া,
ঘোররূপে প্রবেশিলে॥

শেষ ও ভণিতা :—

হর আরাধনে, বর আজিকনে,
হর পদ্ম দিলে বক্ষে। (?)
করযোড় দিয়েছে, ঈশ্বরী কাছে,
সাধিতেছি মুক্তি দিতে॥

চক্র-সংখ্যা—৩৪। অল্পদিনের লেখা।

৩১২। কবিরাজী পুঁথি।

আরম্ভ :—

নম গণেশায়। অথ প্রমেহের ঔষধ।
হলত্রার ছুয়া ১ এক তোলা কদি (কড়ি)? গোলা কালি ১ এক তোলা। এই দুই পদ বাটিয়া বাতা (বাটা?), কদেং ৩০ বড়ি খাইলে। তবে প্রমেহের ধাত ভাল হবে।

শেষ :—

পুনশ্চ লোকের তৈলতে খাইতে ধরে চৈতন্য পেচুয়াএ তাহার ঔষধ। সাদা তামাকুর বড়ুয় (?) যত মত একপন দুই পদ একত্রে পীসে সমী রস লইয়া বিকালে বুকেতে ডোকুতে দিলে ভোয়া জলী (খতি) দুই ভবে খাইয়া ভাল হএ।

"শ্রীভগুরাম পীড়ুর লক্ষন মাত সাকীমে বাজসত (বারশত) মোকাম কন সাহার (?) ভীহির পার সুজকর পুস্তক।" তারিখাদি নাই। শেষ পত্রসংখ্যা ১১; দুই পীঠে লেখা। বোধ হয়, অসম্পূর্ণ। বৃহৎ আকার। লেখা প্রাচীন।

৩১৩। মনসার পাঁচালী।

সম্ভবতঃ ইহা একখানি নূতন মনসা পুঁথি। একাধিক কবির ভণিতা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে 'মধুসূদনের' রচনাই বেশী। প্রায় সর্ব্বস্থলেই 'দ্বৈ মধু' বা 'দ্বৈ মধুসূদন' এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। 'দ্বৈ' শব্দটার অর্থ 'দোহাই' হইবে বলিয়া মনে হয়।

আরম্ভ :—

॥ নমো গণেশায়॥
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পার্ব্বতিপ্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমোহস্তুতে॥

নমো বিসহরি ইকম্ভ (?) মুনিকাতা।
অস্তিনি বাস্তুকি তথা জেরৎকারমুনিপত্নী
মনসা মনস্কতে। অথ পাত্র পুরাণোক্ত (?)
মনসা পাঁচালি লিখ্যতে। প্রথম বন্দন।

প্রণমোহ গণপতি, বিঘ্নহন্তি মোহামতি,
স্মরণে (স্মরণে?) পাপই (?) দূরে যাএ।
তারে তুল এ দন্ত (?), মহিমা নাহিক অন্ত,
মুণ্ডে তুলি শুকরি খেলাএ॥
প্রথম যুগল (যুগল?) পুটে প্রণতি গণেশ ঘটে,
পায় পোতক মমা (?) নাহিক অন্ত।
বাম হস্তাতাপ পাটা (?), ললাটে চন্দনের ফোটা,
গণপতি গৌরীর প্রধান॥

* * *

(আবার, বন্দনার পর:)

হরি স্তুত বন্দনাতে এই রস থাএ।
জনমে জনমে বাস মনসার পাএ॥

তারপর, আবার :—

নিরঞ্জন পদসার, ভাব নাহি বুদ্ধি নাহি আর,
খই (?) মধুসোদনে শুবচনে।

'সৃষ্টিপত্তনের' শেষে :—

বিসহরি চরণে কমল মধু আশে।
জগত মঙ্গলে ভনে মনসা হরিদাসে॥

গ্রন্থ-মধ্য হইতে :—

(১) ভুবন ঈশ্বর মাতে পদ্মা লইয়া শিরে।
শ্রীমধুসূদন ভনে মনসার বরে॥
(২) অকস্ত জন্মেরে বর দেহ বিসহরি।
জগতীর পদযুগে দৈ মধু ভিখারি॥
(৩) লোকেরে বর দেহ দৈবী আবন্দিত।
পাহরার চরণে দৈ মধু গাএ গীত॥
(৪) হরপিরিতির গাএ, হরি স্বতনয়ে গাএ,
হরিপদ ভাবনা মনসারে।
(৫) জেনেকের বর দেহ মা বিসহরি।
দৈ মধুসূদনে ভনে মনসা সাধারি॥

১৬ পত্রের শেষ :—

সাজাইয়া বৃড়াএ কোলে আনিয়া বর দিব।
পুত্র বর দিমু তারে দিয়া বিল বহির॥

* * *

আমি কহি শুন যাই ক্রোধ ক্ষেমা কর।
কাথাতার সৈন্যেতে তুমি চলহ সত্বর॥
দৈ মধুসূদনে ভনে মধু আলাপ।
সোনকার কারণে গান গাওরে বিলাপ॥
না বোল না বোল রে মণি এমত বচন।
হস্তিরস করিতে মোর না লএ মন॥
হর পুত্র শোকে প্রাণ রহি নিরঞ্জন।
ব্যাকুল হই আকাশে ভ্রমি ঘরে ঘর॥

১৬ পত্রের পর খণ্ডিত। দুই পিঠে লিখিত। তারিখাদি নাই। লেখক "শ্রীজিতরাম দত্ত সাং কালীপুর।" এই অংশের পদ-সংখ্যা প্রায় ৪৬০৮; সুতরাং বৃহৎ গ্রন্থ।

অন্যান্য মনসা-পুঁথির সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ বা প্রভেদ, না পড়িলে বলিতে পারিবে না।

৩১৪। মুরশিদের বারমাস॥

আরম্ভ :—

নিরঞ্জন নামখানি লইয়া পত্রেক খাও।
বিপদেতে পড়িলে আমার করিব উদ্ধার॥
আউয়লে আল্লার নাম দোয়াতে রসুল।
উদয়েতে কহিব তথা যদি দেখাকুল॥
মনে লোভে মুর্শিদ মুর্শিদ মুর্শিদ কেমন হয়।
বন্দুক মারিবে আমারে মুর্শিদ অনুক্ষণ॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেতে মুর্শিদ আমারে দিব।
বাম হই মানিকের হাকিমাই দৈবে দিব॥
শিরেতে বাঁধিলেন কড়ি মোজা লইয়া যায়।
কড়ি না পাইলেন দে দিলেন জীবন॥

(হস্তলিখিত পুঁথি

[illegible]ক মাসেতে মুক্তি দিল তৈল বাতি।
[illegible]র্ণ লক্ষিতে মুকুন্দ কে আশীষ বাতি।
[illegible] আলো যেবে দিলে কিবা রাত দিন।
এই তিন ভুবনে মুক্তির মোরে তৈল দিন॥
(ছাপা পুঁথি)

ভণিতা :—

যাঁর নামের [illegible] লহ রে ভণিতা।
এই দীন [illegible] রাই আছে খোয়াজ আলি (?)
খোন্দকার আলি নয় মানুষের মাতি (?)
পাপ কাটি পুণ্য বাড়ে বলে তার দুর্গতি।
(হস্তলিখিত পুঁথি)

উভয় পুঁথিতে বিস্তর পাঠ-পার্থক্য আছে। ১২৩১ সনের লেখা, পত্রসংখ্যা (হস্তলিখিত) ৩৪ ও (ছাপার) ৩৬। ছাপা পুঁথিতে ভণিতা নাই। উক্ত ভণিতাটিও সন্দেহ-জনক।

[illegible] একখানি হস্তলিপির ভিতর নিম্নের [illegible] পাওয়া গিয়াছে :—

[illegible] কথা লিখে। পিতৃবিয়োগে মাতৃস্থানে। [illegible] ২৫। [illegible] (?) [illegible] ([illegible])। [illegible] চারি ৫। [illegible] (?) [illegible] পৃথিবী : [illegible] তেজ ৩ বায়ু ৪ আকাশ ৫ পৃথিবীর [illegible] [illegible] (?) [illegible] " [illegible] ১। [illegible] [illegible] ইতি ৫।"

৩১৫। ভারত-সাবিত্রী।

আরম্ভ :—

নম গজনাথ। নম সরস্বতি দেব্যৈ নমঃ।
শ্রীগুরবে নমঃ। ভারথ সাবিত্রি পুস্তক লিক্ষতে।
'বেদে রামায়ণে' ইত্যাদি শ্লোক।
শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি করিএ বন্দন।
ভারথ শিতা কিছু শুন দিয়া মন॥
পুত্রবাক্যে [illegible] শুন রে সজ্জন।
[illegible] করিল যুদ্ধ কুরু পাণ্ডু [illegible] (চয়)॥

শেষ ও ভণিতা :—

[illegible] ([illegible])॥
ভারথ শিতা শুনিলে সর্ব্বপাপ হরে।

* * *

শিতা পাঠ [illegible] করিলাম সবারে।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ কহিলেন করে॥
গুরুর চরণে করি শত নমস্কার।
পদবন্ধে দোষ কিছু না লইবা আমার॥

* * *

[illegible] দয়া কর কৃপা করি মনে।
[illegible] শ্রীকৃষ্ণের পায়েতে॥

"ইতি ভারথসাবিত্রি [illegible] পুস্তক লিখন সমাপ্ত। 'ভীমস্যাপি' ইত্যাদি শ্লোক। স্বাক্ষর শ্রী[illegible] সেন দাস [illegible] (বারমত) [illegible] সন ১২০৮ সাল তারিখ ২৬ ফাল্গুন।" পত্রসংখ্যা—৯, দুই পিঠে লেখা। অতিক্ষুদ্র পুস্তক। রচয়িতা—জগদীপ দত্ত।

৩১৬। সৃষ্টি-পত্তন।

একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থ। 'হাঁসলোয়া', 'জাগ-রাম' প্রভৃতির অনেকখানি একেবারে পরিত্যক্ত করিয়াছি, ইহার ভৈরবী রাগ।

ইহাতেও রাগতালের অন্যাদি বিবৃত আছে। পত্তিরাগে গেয় এক একটি 'পদ'ও আছে। পদগুলি একজনের রচিত নহে। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ; মূল-রচয়িতা কে কি জানি? পূর্ব্বালোচিত গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকস্থলে অভিন্নতা থাকিলেও ইহা পৃথক্ গ্রন্থ, বোধ হয়।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীগণেশ গুরু

গুরু গুরু [illegible] [illegible]।
শ্রীশ্রী পর্ব্বম ক্ষতি গুন [illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥
[illegible]।
[illegible] ॥

শেষ :—

তোর তরে নৈকা (নৌকা) [illegible]
গোপালিনি।
তোমার যৌবন ভরে, নৈকা টলমল করে,
[illegible] পদ্মা পার।
[illegible], [illegible],
[illegible] খুলিয়া রাখ।
কুচি কুচি সোনাও পানি, মর্য্যা না জানিব
ভাসি হইবা পদ্মাপার।
কিছু দান দেহ মোরে।
অমাদরে না জাইবা যাইতে।
ভাসি হইমু পদ্মাপার, কিছু দান দিমু তোর,
অনাদরে না জাইমু যাইতে।

ভণিতা :—

(১) [illegible] দ্বিজ রাম চামগা পাঞ্চি কহে।
[illegible] সাঙ্গ হৈছে চাই মহারসে ॥

(২) [illegible] দ্বিজ রাম [illegible]।
হএ মহে [illegible] চাই [illegible] ॥

(৩) রাত্রিতে চলন [illegible] একবিংস তাল।
দ্বিজ রাম রাজা কহে এই মত তাল ॥

পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে বড় অক্ষরে লেখা। বহির আকার। বোধ হয়, শেষ নাই। লেখক কালিদাস নন্দী। সন ১২১১।১২ বর্ষীয় লেখা।

৩১৭। ভূষণ্ডী রামায়ণ।

এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি ১৩০৯ সালের ভাদ্র আশ্বিন মাসের 'বীরভূমি' পত্রিকায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতেই এই বিবরণ টুকু 'পরিষদের' গোচর করিতেছি।

পুঁথিখানির রচয়িতা রাজা পৃথ্বীচন্দ্র। পদসংখ্যা সাকল্যে ৪০৭। দুই স্থানে ভিন্ন আর সব পয়ারে রচিত।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাম। অথ রামায়ণ লিখ্যতে।
কালিন্দ শ্রীরামচন্দ্র রঘুকুলবর।
নবদুর্ব্বাদল শ্যাম কিবা কলেবর ॥
বাম করে কোদণ্ড দক্ষিণ করে বাণ।
বীরাসনে বসি করে অভয় প্রদান ॥
বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্রধরে।
ভরত-শত্রুঘ্ন পার্শ্বে তালবৃন্ত করে ॥

শেষ :—

পৃথিবীতে রামায়ণ হইল প্রকাশ।
আদি কবি বাল্মীকের পূরে মন আশ ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা ॥
শ্রবণে পঠনে তন্তু পবিত্র বিতায় ॥
অনার্দ্দিল পার সাত অভয় মুক্তায় ॥

রামায়ণ স্মরণে অনেক পুণ্য হয়।
কহিতে না পারে কেহ কহিলা দিগর।
যদি ইচ্ছা ভবার্ণব হইবারে পার।
রাম রামায়ণ প্রভু সদা কর সার॥
শ্রীরাম চরণ পদ্ম করিলা বন্দন।
দ্বিজ পূর্ণচন্দ্রে রচে গীত রামায়ণ॥

"ইতি সমাপ্ত। সন ১৩১৯? সাল তারিখ ১৭ই বৈশাখ।"

ভাল কথা, চট্টগ্রামে 'কানুয়া রামায়ণ' নামে এক রকম 'রামায়ণ গান' প্রচলিত আছে। গানের সময়ে গায়কেরা বিবিধ অঙ্গভঙ্গী করে ও কান (নাক) নেড় বলিয়াই, বোধ হয়, উহার ঐ নাম। এই গান লিপিবদ্ধ আছে কি না, জানি না। না থাকিলে, শীঘ্র তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখা আবশ্যক। কিন্তু এ পোড়া দেশে সেরূপ লোক কই? দরিদ্র আমার পক্ষে তাহা ত সর্বৈব অসম্ভব!

৩১৮। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

প্রথম বৈশাখ, রাধার মনে শোক,
মাধবি রহিল দূরা।
নতুন অবলা, আমা একলি রেখা,
মথুরা নাগর কান॥
গোকুল নগর, প্রতি ঘরে ঘরে,
ফিরিব যোগিনী বেশে।
যে জন পাইব, আপনা বন্ধুয়া,
বান্ধিব বসন দিয়া॥

শেষ :—

চৈত্র মধুমাস, পূরাইল বারমাস,
হীন হাসিমের বাণী।
কুপুত্র কারণ, কোলে আসিলেন,
আশিষা দিলেন খুশি॥

পত্রসংখ্যা—২৬। ইহার রচয়িতা উক্ত হাসিমের রচিত একটি বৈষ্ণব পদও আছে।

৩১৯। চৌধুরীর লড়াই।

অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ও প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় নোয়াখালীর মাজিষ্ট্রেট পদে থাকা কালীন ভক্তত্য আলাওদ্দিন নামক জনৈক গায়কের মুখ হইতে এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থখানি অপ্রকাশিত থাকে। মহম্মদ আবদুল জব্বার নামক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বড়ুয়া মহোদয়ের উক্ত হস্তলিপির অবলম্বনে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়া শিক্ষিত সমাজের উপকার করিয়াছেন।

নোয়াখালী সহরের ৭ মাইল উত্তরস্থিত বাবুপুরের জমিদারদিগের যুদ্ধ অংশেই 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়। এই গ্রন্থখানি সেই গীতগুলিরই সংগ্রহ পুস্তক।

ইংরেজ-শাসনের যখন তত কড়াকড়ি হয় নাই, তখন বাবুপুর, বকশাড়া প্রভৃতি স্থানের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারগণ সময়ে সময়ে পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। সেইরূপ একটি যুদ্ধের বিবরণ এই গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বর্ণিত ঘটনাটি সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। সেই কাহিনী বলিয়া বিবৃতির স্থান এখানে হইবে না।

গ্রন্থের পুস্তকায় "রামনারায়ণের রাজ-দের চৌধুরীর লড়াই। রচয়িতা মুন্সীর

মত্তাম।" রচয়িতার নাম প্রকাশিত নাই, কিন্তু গ্রন্থপাঠে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বুঝা যায়।

কবি 'হবিব খোদা', মক্কামদিনা প্রভৃতির বন্দনা করিয়া ও 'ইজ্রসভার চরণ শিরেতে বন্দিয়া' এইরূপে গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন :—

'চৌধুরী ছিল রাজা নারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।
সিন্দুর কাঠের মহলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী॥
হাট বিলাম ঘাট বিলাম কবি সারি সারি।
এমন দৌলতের কালে রাজত্বের কাকালি॥'

অতঃপর, 'হজমাণার পত্র'খানির নমুনা দেখুন :—

"ওরে প্রাণবন্ধু প্রাণ (প্রাণ ?) সিন্ধু নয়নের তারা।
অন্ধকার না দেখিলে হই মতিহারা॥
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
মন্দ মাসিয়া [illegible] করয় বিবর্ণ॥
নিশিতে না নিদ্রা যাই বিনা দরিশন।
সংসারে না জুড়ায় আঁখি বিনা দরশনে॥"
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নূপুর হই চরণে রহিব॥
পত্রেতে লিখিল কন্যা পরম সমাচার।
খাইট ক্ষমা অপরাধ দোষ দেখিবার॥ ইত্যাদি

গ্রন্থখানি কেবল পয়ার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্বত্র অক্ষরের সমতা রক্ষিত হয় নাই। পাঠের পক্ষে ইহা বেশ উপযোগী। নোয়াখালী-প্রচলিত সাধারণ চলিত ভাষায় ইহা রচিত হইলেও স্বভাবকবির স্বাভাবিক সহজ প্রবাহ ইহার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়।

ইংরেজী আর ফরাসী ভাষায় যতটা প্রভেদ, কলিকাতা ও নোয়াখালীর ভাষার মধ্যে তদপেক্ষা কম প্রভেদ নহে। স্বর্গীয় বন্ধুবর মহোদয় বাঙ্গালার এই ভাষাগত পার্থক্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে জেলায় জেলায় প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; তাঁহার এ গ্রন্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যও কতকটা তাহাই ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার সে আশা আর ফলবতী হইল না! আমাদের 'পরিষৎ' এ কার্য্যে কতকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল।

প্রাদেশিক ভাষা আলোচনার পক্ষে এই গ্রন্থ বড়ই কাজের হইবে। স্থান থাকিলে অনেকগুলি শব্দের আলোচনা এখানে করা যাইতে পারিত।

৩২০। কোকিল-সংবাদ।

অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অশিক্ষিত লোক এই সুন্দর পুঁথিখানি নকল করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু বাদ পড়িয়া গিয়াছে বোধ হয়। কেবল একস্থানেই রচয়িতার নাম (শুকদেব) পাওয়া যায়।

আরম্ভ :—

অথ কোকিলের সাধায় লিখ্যতে

গণেশায় নমঃ।

[illegible] নিত্যানন্দ আর শুকজন।
তুমিতে [illegible] লাটাই বন এভিন ভুবন।
কহিতে তাহার বিনা কাহার শকতি।
যতি বড় মূর্খ অতি জানি না জানি ভকতি॥
অজ্ঞান [illegible] বিনা মতি মন্দ (?) মরমে।
কোকিল কোকিল-সমাজ অতি দুমনে॥

কৃষ্ণ চলি গেল ছাড়ি মথুরা নগর।
বিন্দাবনে রাধিকার পাইল অথর (অথান্তর?)॥
অব পুন্যান না ছিল সোকাকুলী হৈল।
শুনিঞা কোকিল পক্ষী কান্দিতে লাগিলা॥

শেষ :—

বিন্দাবনে গিঞা কৃষ্ণ দিল দরসন।
মথুরাতে গোপীগণ হরস্থিত [illegible]।
রাধা, কৃষ্ণ দুই জন একত্র হইঞা।
জল পড়ি ভরে যেন রৈল মিসাইঞা॥
প্রেম বাধা যেন কৃষ্ণ হৈল একই শরির।
মিসিত হইল রাধা কানুর শরির॥
কোকিলে কোলে প্রভু করি নিবেদন।
আমার সকলে যেন শুভগ হয়॥

* * *

কোকিলার কোলে প্রভু কোলে নিবেদন।
অন্তকালে পাই যেন যুগল চরণ॥
কোকিলা সম্বাদ যেবা শুনে যেই জন
আনন্দে চলিয়া যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

* * *

এই পুস্তক লিখিঞা যে যে পাঠ করে।
তাহারে যে কাকী যাও মা কর ছাড়ি
[illegible]

ভণিতা :—

বৃন্দাবনে কোলে রাধা পাখপের [illegible]।
কহি দ্বিজবরে রাধা বিলাপ করয়॥

"শ্রীরামদুলাল ঘোষ। ইতি সন ১২৭২ সাল তারিখ ২৮ শ্রাবণ।" তুলটে কাগজ, কোন্নাটিক অক্ষর; ১৮ পত্রে মাত্র। পত্রাঙ্ক নাই, খণ্ডিত পুথি, পত্রসংখ্যা—১৫০।

৩২১। নিমাইর সন্ন্যাস পটি।

পূর্বে ১২৫।১২৬ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে 'গৌরাঙ্গ-চরিত' ও 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসপটির' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অতঃপর পুঁথির বিষয় ও রচনা ঠিক তদ্রূপ হইলেও ইহা একটই পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাকে একখানি পৃথক্ পুঁথিও বলা যায়। পূর্বোক্ত দুইখানিতে বাসুদেব ঘোষের ভণিতি আছে; আর এইখানি ভণিতিহীন। আকারেও অনেক ক্ষুদ্র। পরে 'পরিষদে' প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

আরম্ভ :—

নমো গণেশায়।
অথ নিমাইর সৈন্ন্যাস পটি লিক্ষতে।
নাহি জিবাদি বৈকুণ্ঠে [illegible] বাস যে নাহর।
এক দিন ভারথি গোসাই গলি বাজার
দিয়ে আসিল।
ভারতিরে দেখী হাসি উঠিল কৈল।
সেই দিন ভারতি সচির মন্দিরে রহিল
কিবা মত বর্ষ দিব নিমাই সন্নাসি
[illegible]
কিবা বস্ত্র কাচ্ছু দিব।
[illegible] চলে দেখাদি [illegible]॥
প্রভাতে ভারতি গোসাই গমন করিল।
[illegible] নিমাই [illegible]॥
[illegible] নিমাইকে [illegible]।
[illegible] করিতে লাগিল॥
সন্নাসি না হেন বাচ্ছা বেরাগি না হৈল।
অভাগিনির বাছার প্রাণ থাকিবা না
জানিল॥
তবি নিমাই কান্দিয়া কাতে।
কেন দেখা বুক বলে॥

শেষ :—

ভারথি গোসাই নিমাই [illegible] ভারথি পুরু।
[illegible] তুমি [illegible]॥

তার বংশে এক জন বৈষ্ণব হইল।
তার সঙ্গে কুল জাম স্বর্গে চলি গেল॥
একথা শুনিয়া নিমাই চোর কবীর পড়িল।
স্বর্গে থাকি দেবগণে পুষ্পবিষ্টি কৈল॥ ধু॥
চোর কবীর কহয় হাতে।
কেসব ভারথির সাথে॥

"সমাপ্ত। সন ১২৪৮ বাঙ্গলা, তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ, স্বাক্ষর শ্রীরামহরি দে।" বড় বহির আকারের কাগজে ৫ পৃষ্ঠায় শেষ। বাঙ্গালা কাগজ।

৩২২। রাধিকার বারমাস।

আরম্ভ :—

কান্দিয়া রাধিকা বোলে উর্দ্ধ (উদ্ধব ?), কর মন।
ঠাকুর কৃষ্ণ ফিরিয়া বোলে কহিল কি কারণ॥
আমার সহিতে মর্ম্ম না ফিরল রাধিকা।
কৃষ্ণ গেল মধুপুরে মুই মরম্ কান্দিয়া॥
রাধার মাসেতে রাথে খার্ড (থাক) বন্ধন।
নূতন বসন্তের কালে ভএ চেতনার॥ ১॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেত রাধে নবরঙ্গ তিথি।
গোকুলে রাসিল কৃষ্ণ উৎব সরতি॥
গোকুলে রাসিল কৃষ্ণ পাইল খবর।
ঘরে২ করে পুজা প্রতি ঘরে ঘর॥ ১২॥

ভণিতা :—

কবি আবদে অসে তার এক চিন্তে।
তাহিলে না জাএ যেন মুজনের পিরিতে॥

"ইতি সন ১২০৭ সাল তারিখ মাহে ৩ কার্ত্তিক রোজ শনিবার বেলায় ৩ তিন রোজ।" পত্রসংখ্যা—৩২ মাত্র।

৩২৩। চন্দ্রকান্ত গায়ন।

এই ধরণের গ্রন্থগুলি কিরূপ অদ্ভুত-ভাবে বিরচিত, পূর্ব্বে তাহার একটু আভাস দিয়াছি। ইহাতেও গান, কথা, পদী (পদি) প্রভৃতি আছে। পদী বেশী নহে; কথা ও গান সর্ব্বত্র। কথায় ভাষা গদ্য।

'চন্দ্রকান্ত' নামক একখানা পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে ১৯৩ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রকাশ করা গিয়াছে। সেই পুঁথির আর আলোচ্যমান পুঁথির উপাখ্যান অভিন্ন; কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ মাত্র।

এই পুঁথির কোথাও রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। সন ১২১২ সাল।

অথ চন্দ্রকান্ত গায়ন লিক্ষতে।

৶৭ বন্দে শ্রীকান্ত নন্দন বিঘ্নবিনাশন;
তারণ পতিত পরান(পাবন ?) হে গণেশ॥
যোগরাজ যোগিন্দ্র ইন্দ্রজং হি পরমানন্দ;
যোগের প্রধান যোগি পুরুষ প্রধান;
বিধি মুখের বেদবাণি আমি কি বলিতে জানি
অজ্ঞান তিমিরে থাকি দিবস রজনি;
দয়া করে মহিমা প্রকাশ।
তারণ কারণ আত্ম অন্ত নৈরাকার;
সত্ত রজ তম আদি অংশেতে সাকার;
ত্রিতাপ বজিত ভবে, কেবল (লো) নয়নে,
কিঞ্চিত করুনা কর দিন অকিঞ্চনে;
ছিষ্টি স্থিতি কর্ত্তাকে বিনাশ।

ফকিরের গাএরন।

নবি (?) হুকারে বারুদি কথ;
দিন রাত্র হররূমে হাজির কে হএ;
এছেন কহিব (?) কর্ত্তে (কর্ত্তে ?) হএ
চতুদর্শাব্দি কই যাও আত্মবি দুব আল্লা
বাজাই॥ ইত্যাদি।
এইরূপে 'কালুগা'র অবতারণার প্রারম্ভ।
পুঁথিটীর শ্রোতা, পক্ষি মুনি বক্তা।

রচনার এই 'নামনাটি আছে :—

ম'রাধের নরসিংহ মহাজন; পুষ্করাক্ষির পর আদরিয়া; দিব্যির বাস যোগ্যা; গদাধর [illegible] পরগারে থাক (?); মুখ কমল [illegible] হারান ছলাদিটি; [illegible]

নাম নিরঞ্জন রঘুপতি ভব ভঞ্জন মিত্র হয় নিরঞ্জন ; কৃপান্ধু (?) দুই দারিদ্র হয়। ত্রিনাথ বিস্ময়ে বন্ধ (?) দিনবন্ধ্বাল বান্ধবে ; হয় প্রভু জগতে বাস জগবন্ধু কেহ দুবুদ্ধি সুবুদ্ধি হয়।

শেষ :—পাষন।

অপরাধ ক্ষেমা কর ওহে কিশরি মোহন।
প্রকাশ করিলে হবে জাতি নাশ বাছাধন॥
লোকে জানাজানি হইলে কলঙ্ক রটিবে কুলে
একথা রাজা শুনিলে বধিবেক সকল প্রাণ॥
জননি তোমার একম শাস্তি কি বুঝাচ ও বাছাধন:

"তুমি ত সুবোধ সুজন। (কথা।) ওহে বাছা কিসোরি মোহন ; তুমি বোকি-নিকে নিচ ভ্র হও ইন্দ্র কর ; এগো ঠাকুরানি তবে নিচে চলোম। সাক্ষ লিখিতং।"

"এইখানেই গ্রন্থ সমাপ্ত কি না, জানি না। পত্রসংখ্যা ১৪ ; প্রমাণ কয়র অপেক্ষাও বড় আকারের কাগজে বহির আকার ; দুই পিঠে লেখা। লিপিকরের নাম নাই। "এই বহির মালিক শ্রীহরিচরণ সিকদে রামকান্ত সাকিন মাকপুর থানে পত্রিকা।"

৩২৪। রামচন্দ্রের দশমাস।

মাঘমাসে আরম্ভ, কিন্তু এখানে কতকটা নাই। বৈশাখের কতকটা এই :—

• • •

কোন মেঘে বিধাতা এ দিন এল তার॥
নিজ লোকে রঘুনাথ করয়ে রোদন।
বন দিয়ে দৈব দেবো শুনিবেন মন॥
আড়ে আড়ে দুই রাজা দৈত্য বে কহিল।
বালি যদি রাজা তবে ছিল সমরির॥
সুগ্রিব সমুচিত রাম বুঝি করি সার।
শ্রীচরণে সেবা পাইল লোকে কুমার॥ ৪॥

শেষ :—

কার্ত্তিক মাসেতে রাম দুঃখ অবশেষ।
"রবিবার রজনী দৈব সঙ্গতে ছিলেন॥
নিজা পরিচিতে রাবণ-বধেতে মোহেন।
দুঃখ ভরি নিজা দৈবা দেশে সব জন॥
একে২ রূপ দৈবা বেশ বাড়ির গতি।
সময়ে রাম চন্দ্রে দেখেন চন্দ্র নিরবধি॥
বালক সকল পথে করে রঙ্গাবলি।
দিনে রবিবার দৈব চন্দ্রলোকের পুরি॥
যেবা গাএ যেবা শুনে শ্রীরামের দশমাস।
পাপ তারে পুর যাবে বৈকুণ্ঠে নিবাস॥ ১০॥

"ইতি শ্রীরামচন্দ্রের দশমাস লিখন সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ সাল তারিখ মাহে ২রা কার্ত্তিক রোজ বুধবার বেলার ৩ তিন দিবস।" ভণিতা ও লেখকের নাম নাই। গ্রন্থাংশের শ্লোক-সংখ্যা ৫৭।

৩২৫। রাধিকার মানভঙ্গ।

এই গ্রন্থখানি মৎ-কর্ত্তৃক "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্যমান পাণ্ডুলিপিতে ইহার 'রাধিকার মানভঙ্গ পুঁথি' এই নাম ভিন্ন আরো অনেক স্থানে শব্দগত ও পদগত অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—যাহা বাঙ্গালা হস্তলিপিগুলির একরূপ স্বাভাবিক ধর্ম-বিশেষ। শব্দমাত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া পাঠান্তর দেওয়া এখন আর সুবিধা হইতেছে না। নিম্নে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পাঠান্তরমাত্র প্রদত্ত হইল। ২য় সংস্করণে এই পাঠান্তরের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারিবে। ইহার আরম্ভ এইরূপ :—

নমো গণেশায় নমঃ।

অথ শ্রীরাধিকার মানভঙ্গ পুঁথি লিখ্যতে।
নারদ [illegible] বৈকুণ্ঠে গুণিমাং থাকি ম ত॥
অনুক্রমা দণ্ড গাবতি তব যাগ প্রে যাবে॥

মৃণিনী-জলবৎ তরলং • • • • • • সজ্জন-
সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥

মান করিয়া রাধে বসিল বিরলে।
ধরাচুরা বান্ধ্যা কৃষ্ণ গেলা হেনকালে।

১ম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
আউর নয়ানে গোপী শ্যাম অঙ্গ হেরি।
৬ষ্ঠ শ্লোক।
কালরূপ হেরি আখি।
৩য় শ্লোক। ২য় পংক্তি—
আধ অঙ্গ (অঙ্গ ?) ভেদ অন্তরে নাহি তার
৬ষ্ঠ শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
বসনে ঢাকিল আখি।
১১শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
তথাএ রহিব আমি মনে কৈনু আশ।
১২শ শ্লোক।—৪র্থ পংক্তি—
তোমার প্রাণনাথ দেখ অকূর্ণ হৃদএ।
১৪ শ্লোক। ৩য় ও ৪র্থ পংক্তি—
এথ বড় মান তোমার না হএ উচিত।
তবে কেনে রসবতী মনে কর খেদ॥
২৫শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মণিমুক্তা আর ইন্দি ধন মোর ছিল।
২৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
দারিদ্রের ধন জেন হরি নিল বিধি।
২৮শ শ্লোক। ১ম পংক্তি—
হাতের মুরারি • • • • পেলাইল টানি।
৩২শ শ্লোক ৩য় পংক্তি—
পীন পয়োধর ঢাকি দিয়ে কেনে ঢাকনি।
৩৮শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
শোকানলে দহে হনি।
৪০শ শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
কালরূপ রঙ্গ কৈল পরি হরিতালা।

৪৪শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
তোমার সমান ছই আর নাহি দেখি।
আমার কপাল দহে তনু তোমার দেখি॥
৪৫শ শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
পতিব্রতা সতী তুমি সর্ব্বলোকে বোলে॥
অসম্ভব শুনি কথা পতি বর্জ্জ কিসে॥
৪৬শ শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
• • • • • বহিলাম নিশ্চয়।
৫০তম শ্লোক। ১ম পংক্তির পর—
প্রভাতের মেঘ জেন থাকে অল্পক্ষণ।
পবন হইআ সখা উড়াএ তখন॥
নারীর মন বিস প্রায়। (?)
ক্ষেণেক থাকিআ জাএ॥
কুমুদ কাননে জেন খেনে (খেলে ?) কুমুদিনী
চন্দ্র দরশনে জেন হএ প্রকাশিনি॥
৫৪তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
বৃন্দাএ বোলেন প্যারি মান খেমা করি॥
৫৫তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তাহাতে কালোরূপ মনে বাখানিল।
৫৮তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
তোমার হরি কৃষ্ণ এই তত্ত্ব জান।
৬০তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
স্থাবর জঙ্গম সব এ মহীমণ্ডলে।
৬৩তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
মর্ম্ম না বুঝিআ প্যারি মনে রাখ কালি॥
৬৪তম শ্লোক। ২য় পংক্তি—
• • • • কহি আমি তোমার গোচর॥
৬৭তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
তুমি বোল আলা কালো॥
জগত করিছে আলো॥
৬৯তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
নিমিষে কালিমা • • • • •।
৭০তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তির পর—
জাও বৃন্দা তোমা স্থান।
লইআ আপনা মান॥

কোপ করি বসি আছে রাধা কমলিনী।
তাহার নিকটে বৃন্দা কম্পিত হরিণী ॥
ছুহার সমান উক্তি নহে তন্ন।
প্রবিন নদীতে জেন উঠিল তরঙ্গ ॥ ধু ॥
রাধার বচন শুনি।
বৃন্দা হৈল অভিমানী ॥
রাধার বচনে বৃন্দা করি অভিমান।
শীঘ্র করি বৃন্দা সতী করিল পয়ান ॥
শিখীর নাদ শুনিআ জে ভুজঙ্গ পলাএ।
উপনীত হৈল গিয়া শ্রীহরি জথাএ ॥ ধু ॥
শুন প্রভু মোর বাণী।
খেদাইল বিনোদিনী ॥
শুন হরি অথ * * * * * * বচন। ইত্যাদি।

৭২তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—
তোমার প্রশংসা আর না শুনে শ্রবণে।
কৃষ্ণ নাম শুনি রাধা হাত দেই কানে ॥
৭৫তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
হের আসি ইন্দুরেখা।
চান্দের সাথে হৈল দেখা ॥
৭৬তম শ্লোক। ৩য়-৪র্থ পংক্তি—
কিনা হেতু * * * * এথাএ।
* * * * * * * প্রায় ॥
৮৫তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—
* * * * * উঠিল বসিয়া।
৮৮তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
মধুবতি নাম মোর কৃষ্ণ নাম জপি।
পতি পরভাবে মোর * * * * ॥
৮৯তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মোর পতি শশিকলা।
* * * * * *
...করিআ যে কহিল আমারে।
৯১তম শ্লোক। ১ম-৩য়-৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
করিআ পুণ্যের বাপ পাত গেছে দুর।
পুত্রের কলিকা জেন চইলেক স্থির ॥
* * * * নহি পড়ে অলি ॥
* * * * * * * *
তথাপি না যাইসে অলি।
শুন রাধা তোকে বোলি ॥
৯১তম শ্লোকের পর—
আমার বচন রাধা শুন তোমা কহি।
দুহার সমান দুঃখ শুন প্রাণ সই ॥
না করিঅ অভিমান চিত্ত দেহ খেয়া।
অখনে কহএ এবে আপনা মরিআ ॥ ধু ॥
৯৯তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
খুধাতুরে অন্ন দেহি পিআসিয়ে জল।
১০২তম শ্লোক। ৪র্থ পংক্তি—
ব্রহ্মা হরি হরে আর দিতে নারে সীমা।
১১০তম শ্লোক। ৬ষ্ঠ পংক্তি—
নারিজনম কৈল মোরে।
১১৬তম শ্লোক ৩য় পংক্তি—
খেণে খেণে মনে আমি করি অনুমান
১২১তম শ্লোক। ৩য় পংক্তি—
রাধার মানের হেতু বৈদেহিনির ভেদ।
১৩২তম শ্লোক। ৩য়-৬ষ্ঠ পংক্তি—
বনমালা তেজি গলে দেহ হাড়মালা।
হও তুমি ত্রিপুরারি।
১৩৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—
মান ভিক্ষা লও চাইআ।
১৩৫তম শ্লোক। ৪র্থ-৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি—
খিদাএ পীড়িত হইআ * * *।
সাতি ভাবে না বুজিল।
রেখার বাহির হৈল ॥
১৪২তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
ধ্যান করি ত্রিপুরারি।
আনে পুজে শ্রীহরি ॥
১৪০তম শ্লোক। ৫ম-৬ষ্ঠ পংক্তি—
যোগী ভেগ হৈল হরি বৈকুণ্ঠের নাথ।
স্বর্গে থাকি দেবগণে করে অহ বাত ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

দ্বাদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সম্পাদক

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

সূচী।

বিষয়

বৈদিক তত্ত্ব (শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায়) ... ...
বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পার্সী ও য়ুরোপীয় শব্দ (শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ)
ময়মনসিংহের গ্রাম্যভাষা (শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদার) ...
বৌদ্ধ-বারাণসী (শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ... ...
[প্রাচীন বৌদ্ধ-বারাণসীর ৫ খানি চিত্র এবং নবাবিষ্কৃত অশোকলিপির প্রতিকৃতি]
চট্টগ্রামী ছেলে ভুলান ধাঁধা (শ্রীআবদুল্ করিম) ১৭৭
নারায়ণদেবের পাঁচালী (৺দ্বিজ দীনজন) ... ...

কলিকাতা
৯ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,
"বিশ্বকোষ-প্রেস"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

১৩১৩ সালের কর্ম্মচারিগণ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্, এ, বি,এল্ (সভাপতি)

”	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী, এম্,এ, ডি,এল্	সহঃ সভাপতি
”	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
”	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল্	

” রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ—সম্পাদক

”	ব্যোমকেশ মুস্তফী	সহকারী সম্পাদক।
”	মন্মথমোহন বসু, বি,এ	

” নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব—পত্রিকা-সম্পাদক।

” অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ—গ্রন্থরক্ষক।

” রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি,এল্—ধনরক্ষক।

” নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, এম্,এ, বি,এল্—ছাত্রসভা-পরিদর্শক।

”	গৌরীশঙ্কর দে, এম, এ বি, এল্	আয়-ব্যয় পরীক্ষক।
”	ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ,	

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

” সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম,এ

” হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ বি, এল্

কুমার ” শরৎকুমার রায় এম, এ,

” ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

” রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর

” অম্বুজকৃষ্ণ বসু মল্লিক বি, এল্

” হেমচন্দ্র দাস গুপ্ত এম এ, এফ, জি, এস্

” সুরেশচন্দ্র সমাজপতি

” বিহারীলাল সরকার (বঙ্গবাসী সম্পাদক)

” বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

” শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

১৫২তম শ্লোক। ২য় ৩য় পংক্তি—

* * * * * দৈল নীলমণি।
মনিলোর মুণ্ড করে * * * *।

১৫৮তম শ্লোক। ১ম পংক্তি—

এমত সুন্দর জোগী না দেখিয়ে কেহ।

১৫৯তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—

হেন মনে অনুমানি।
সেহ হএ অভিমানী॥

১৬৩তম শ্লোক। ৫ম—৬ষ্ঠ পংক্তি—

হেরিতে তোমার মুখ।
বিদরএ মোর বুক॥

১৮১তম শ্লোকের পর—

দৈর্ঘবাসী হই আমি সুখের নাহি কাজ।
নিরবধি থাকি আমি তপবন মাঝ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরি আমি বস্ত্রের নাহি কাজ।
ভস্মের গায়ত্রে আমি করিএ বিরাজ॥ ধু।

১৮৯তম শ্লোক। ২য় পংক্তির পর—

যেই আশা থাকে শীঘ্র বোলহ আমারে।
সেই ধন দিয়া আমি তুষিব তোমারে॥ ধু।

১৯৩তম শ্লোক। ৫ম পংক্তি—

তোমা হরি বর্ণানন্দ।

শেষ:—

আমারে ছলিলা তুমি মানের কারণ।
বলিকে ছলিলা তুমি (কেন?) হইয়া বামন॥"
বলিরে ছলিলা যেমন।
মান ভিক্ষা পাইলা তেমন॥
শ্রীরাধা কৃষ্ণ মিলন হৈল।
শ্রীকৃষ্ণানন্দে হরি বোল॥

"ইতি শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন পুথি সমাপ্ত।
ইতি সন ১২০৩ বং তারিখ ১৫ আশ্বিন।"

এই পুঁথিতে প্রায় সব স্থলেই উত্তম পুরুষে ভবিষ্যতী ক্রিয়ার শেষে 'মু' আছে; যথা,—করিব = করিমু ইত্যাদি।

৩২৫। হরিনামের সূত্র।

আরম্ভ:—

শ্রীহরি। হরিনামের সূত্র।

হয় দশ আট বল আর ষোল ধন।
সাত সূত্র বর্ণ স্থান গোলকমণ্ডল॥
এক গোপাল এক গোপী গোল বলে খেলা।
আটবলে সংকৃত্তম গোপী বলে (?) কৈলা॥

ভণিতা:—

শ্রীচৈতন্য কৃপায় কহে দীন মাধেবর।
ভক্তিভাবে সেবা করে মুক্ত সেই নর॥

শেষ:—

ষোল নামের সূত্র এই কহিলাম তোমারে।
অবনীতে প্রচার নাম জীব তরিবারে॥
গুরুমুখে সেবা না শুনে হরি নামের সূত্র।
তাহার হস্তের অন্ন জল বিষ্ঠামূত্র তুল্য॥
হরির নাম হেন অন্য না শুনে কর্ণপাতে।
চৌরাশি নরকের ভোগ ভোগে কর্ণপাতে॥

'এই সূত্র সাঙ্গ।'
লেখকের নাম ও তারিখ নাই।

৩২৬। স্বরূপ-তত্ত্ব।

আরম্ভ:—

অথ স্বরূপতত্ত্ব প্রবন্ধ।

স্বরূপে জিজ্ঞাসা করে নিত্যানন্দের আগে।
যুগল ভজন কথা কহত আমারে॥
কিরূপে করিবে সেবা স্বর্গে কার নাম।
কাহারে বলিল সেবা তার কোন ধাম॥

শেষ:—

যেই মন্ত্রে তার উৎপত্তি আগমতন্ত্রে থাকে।
নিত্যুল মন্ত্রে হবে পুরিত বাকিত কারণ॥
এই ত কহিলাম কিছু অধমার নিবেদন।
শ্রীগুরু কৃপা নিদরত্ব সুত্রে আর বার॥ সাঙ্গ॥

ভণিতা ও তারিখ নাই। লেখক শ্রীঈশানচন্দ্র দাস। ১০৮৫ বঙ্গাব্দে পুরাতন লেখা। তুলট কাগজ। অখণ্ড-পুস্তিকা, মোট পত্র-সংখ্যা ৮৩ মাত্র।

৩২৭। সিদ্ধি পটল।

শ্রীহরির শরণং। সিদ্ধি পোটল লিখিত:।

একদিন বিলাস হেতু নবকিশোর রাধা।
বেণী মাত্র আপনার মন বুঝাইবা।
শাস্ত্রেত বলি [illegible] বিদ্যা করে।
[illegible] কর্ম নষ্ট করিলাম তোমারে।

শেষ :—

[illegible] যাহা নাহি [illegible] বিনা [illegible]।
[illegible] ভাবে [illegible] ভরত।
[illegible] কিছু [illegible]।
[illegible]

ভণিতা নাই। হাবিবালি [illegible] পুঁথির [illegible] মোট পত্র [illegible] ৪৪ মাত্র।

৩২৮। সিদ্ধান্ত।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীহরি শরণ। সিদ্ধান্ত গ্রন্থ লিখ্যতে।

[illegible] [illegible] [illegible] সম্যক [illegible] শ্রী[illegible] শ্যাম-[illegible] নম নম। পয়ার।

[illegible] বিজ্ঞানের [illegible]
[illegible] মধুর [illegible]
[illegible] দিন।
[illegible] বহু [illegible]
[illegible] আর।
[illegible] সমস্বার।
[illegible] কৃষ্ণকে।
[illegible] রূপ।
[illegible] হুই [illegible] সেবাই।
[illegible] সিদ্ধান্ত [illegible] যাই।

* * *

* * *

[illegible]

[illegible]।

সিদ্ধান্ত [illegible] প্রকাশ।

ভণিতা:—

কবি অদ্বৈত চন্দ্র বোলে দিন যাওয়ার
(দুখার) খেদ।
সিদ্ধান্তের সত্ত্ব জ্ঞান আমাতে না হৈল।
মম প্রতি মনকৃষ্ণ রহিলা কোথায়।
অন্তিমকালে রাখ মোরে তোমার রাঙ্গাপায়।

শেষ :—

এই মতে [illegible] করিয়া আছেন।
কবি অদ্বৈত [illegible] কহিল যতন।
আমি [illegible] দিন গেল বৃথা।
[illegible] আমার রহিয়াছে কোথা।
[illegible] দিনে আমার কেহ কোন বন্ধু নাই।
[illegible] মোরে দেহ ঠাঁই।
[illegible]।
[illegible]।
হরি বল [illegible] বল হরি বল ভাই।
[illegible] আর বন্ধু নাই।
[illegible] কিছু [illegible]।
নাম বিনা সব [illegible]।
এই [illegible] পরকাল [illegible]।
শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দেহ [illegible] চাই।

ভণিতা নাই। লেখক শ্রীকৃষ্ণ [illegible] দাস। ২০১২৫ বৎসর পূর্বের লেখা। পত্রসংখ্যা ১৩, তুলট কাগজ, সিদ্ধি আকার। এক পিঠে লেখা।

৩২৯। নূতন দক্ষ-যজ্ঞ।

(গান।)

আরম্ভ:—

শ্রীশ্রী [illegible] ১২৬২ সাল।
নতুন দক্ষ-যজ্ঞ।

[illegible]।

৮ [illegible] আমি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি।

আগমনী।

গিরি গৌরি আমার আইসাছিল।
স্বপ্নে দেখা দিএ চৈতন্য করিএ,
চৈতন্যরূপিণি কোথাএ লুকাইল॥ ইত্যাদি।

শেষ :—

গান।

কারে কাও ইর্ষা! তোমার তুমি বা কার।
নিতান্ত আইবে যদি আমার তবে বল কেন॥
ষ্টিষ্টি স্থিতি প্রলএ কর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করি পার, এ তিন ভুবন॥

গান।

কোথাএ যাও উমা এমন জেনে জগত জননি
কৈলাস পুরি অন্ধকার কৈরে, যাবে কোথাএ
বোল শুনি। সুরা। মান।

"এই বহির মালীক সচিচরণ দাস লেখক শিঙ্গে রামবল্লভ চৌধুরি, সাকিন সাকপুরা জানে পড়িবা।" ভণিতা নাই।

৩৩০। সুদাম-চরিত্র।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৬, ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ১১২ দ্বিজ পশু (পরশু?) রাম ও অকিঞ্চন দাসের ভণিতি আছে।

আরম্ভ :—

নম [illegible] নম।
অথ সুদাম চরিত্র লিক্ষতে।

রামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোল সর্বজন।
আনন্দে চলিয়া জাইবা বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
রাধাকৃষ্ণ নাম ভাই জার মুখে নাই।
নিশ্চএ জানিহ পাপে পড়িতে বেড়াই॥
ভজরে কারণ পদ দুখ জানি ভাই।
রাধাকৃষ্ণ পদে ভজে আর বন্ধু নাই॥

ভণিতা :—

(১) দ্বিজ পশুরামে কহে, তুমি প্রভু দয়া হএ,
অনাথ যে আর নাই আর।
(২) অকিঞ্চন দাসে কহে, কৃষ্ণ প্রভু দয়া হএ,
যেন পাএ আর না পাএ জারে॥

শেষ :—

দুখ দুখ গএ ভিক্ষা দুর্বল সদন।
কথ দয়া কৈল মোরে প্রভু নারায়ণ॥
এই যে কহিলাম শুন সব সমাচার।
কথ দয়া কৈল প্রভু কি কহিব আর॥
যেবা গাএ যেবা শুনে সুদাম চরিৎ।
দুঃখ দুরে জাএ তারো (?) বাঞ্ছা হএ পুরিত॥

"ইতি সুদাম চরিৎ পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ সাং তাং ২ আস্বিন হক যোগ।" মোট দুই স্থলে পরশুরামের ও একস্থলে অকিঞ্চন দাসের ভণিতা। লেখকের নাম নাই। কিন্তু বোধ হয় পরবর্তী পুঁথিগুলির লেখক নিত্যানন্দ দাসই ইহার লেখক। 'ণ'র উপর ইহার বড়ই ঝোঁক।

৩৩১। সৃষ্টি-পত্তন।

মানবোৎপত্তি ও মনুষ্যদেহের যোগবিষয়ক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। অত্যাধুনিকের কদর্য্য লেখা। বালি কাগজ; এক পৃষ্ঠে লিখিত। পত্র-সংখ্যা ১১। শেষ ও ভণিতা নাই। সিষ্টি পোর্ত্তন।

আরম্ভ :—

সর্ব্ব দেবাদির প্রভু তোমার সহিত।
কেহত নহে সঙ্গ তুমি কেহত নহে মিত॥
তোমার পদের (পদের) ব্রহ্মা সকলের উপর।
আপনার ভজের কথা মোহি কিছু কর॥
বালক বালার মাঝি দেখিছু কালায়।
[illegible] মোক্ষার নাম॥

মধ্যস্থল :—

গোপাল গোবিন্দ [illegible] মিলু মিলু।
[illegible] মিলিমিলি মিলু॥
তাইনে [illegible] কমল॥
[illegible]॥
[illegible] (?)।
[illegible]॥

১১শ পত্রের শেষ [illegible]

লিখিত পস্তুক নাই করে অবকাশ।
[illegible] পাঠাইল [illegible] সবার মাঝার।

লেখক, বোধ হয় ৺ ওয়াহেদ আলি পণ্ডিত সাং বৈরাগ। পুঁথিখানি বৈরাগ মাদ্রাসার মৌলভী শ্রীযুক্ত একাব্বোলা সাহেবের নিকটে আছে।

ভাল কথা, উক্ত মাদ্রাসায় বসিয়া এই পুঁথির বিবরণ সংগ্রহের সময় মনসাদেবী ও চাঁদসদাগর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিলাম। উক্ত মাদ্রাসাটি যে পুকুরের পাড়ে অবস্থিত, তাহাকে ‘কালু কামারের’ পুকুর বলে। পুকুরের অদূর দক্ষিণে ‘কালু’র পুত ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। পুকুরটি ভরাট হইয়া যাওয়ায়, তাহাতে এখন চাষ হইতেছে। মস্ত পুকুর। এই স্থানেরই অদূর দূরে লখিন্দরের ‘বাসর ভিটার’ অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চাঁদ সদাগরের একটি ঘাটের স্থানও ইহার অদূর দূরে নির্দ্দেশিত হয়। কিন্তু দূরবর্ত্তী চাঁপাতলী গ্রামে চাঁদ সদাগরের প্রকাণ্ড দীঘী আছে। ইহার পার্শ্বেই জনৈক নামে এক গ্রাম আছে। আবার ‘নেতা ধোপানী’র ঘাটের কথাও শুনা যায়।

এখনো সমুদ্র চাঁপাতলী ও জনৈকের (১) নিকটবর্ত্তী। এক সময়ে বৈরাগ প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত ছিল, তাহার অনেক নিদর্শন (জাহাজের ভগ্নাবশেষ) আজও পাওয়া যায়। ডুবক কাটা (বর্ত্তমান ডোমকাটা) নামক স্থানে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, তাহা ত নামেই সুস্পষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, চাঁদ সদাগরকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় না এবং মনসা দেবীর কাণ্ডকারখানাটা চট্টগ্রামেই হইয়াছিল, বলিয়াই যেন মনে হয়।

৩৩২। হংসলোচন-পদ্মলোচন-স্বর্গারোহণ।

দুই পুস্তক। পত্রসংখ্যা ১৯; প্রথম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা প্রায় ৬৮০। পয়ার ও লাচারি ছন্দে লেখা। লাচারিও পয়ারের মত, কিন্তু অক্ষরসংখ্যায় নিয়ম নাই। কোন কোন স্থলে উভয়েরই অক্ষর-সংখ্যা প্রায় ১৮।১৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তৎ-কাল-প্রচলিত পদ্য-নিয়ম-রীতির অজ্ঞতা বশতঃ, না, রচয়িতার অক্ষমতা-হেতু, এইরূপ হইয়াছে, বুঝিলাম না। হস্তলিপি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আরম্ভ ঃ—নম গণেশায় নম।
হংসলোচন (?) পদ্মলোচনের স্বর্গ আরোহণ।

রাজ্যেতে [illegible] [illegible] [illegible] বাসে।
[illegible] রাজা [illegible] [illegible] দিলে।
[illegible] [illegible] রাজা [illegible] মন।
[illegible] [illegible] [illegible] মন।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] রাজা [illegible] [illegible] [illegible]।

শেষ ঃ—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] রাজা [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(১) মনসা পুঁথিতে চম্পক নগর ও [illegible] [illegible] উল্লেখ আছে। [illegible] [illegible] ও জনৈক [illegible] কি, কে বলিতে পারে? এ [illegible] একটা কথা বলা উচিত, [illegible] [illegible] [illegible] মনসা প্রভৃতির সম্বন্ধে [illegible] [illegible] কথা শুনা যায়। সে সব আর একদিন বলিব।

হস্ত পদাদিবিষ্ণু মাথে দিল আশিষ ।

*　　*　　*　　*

হংসলোচন পদ্মলোচন লোমকমাধি হৈল ।
রাম রাম বোলি সবে হরি হরি বোল ॥

"ইতি হংসলোচন পদ্মলোচন পুস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ তাং ২৮ কাত্তিক বুধবার শ্রীনিত্যানন্দ শীং অভয়াচরণ সাং সাকপুরা থানে পটিয়া জিলে চট্টগ্রাম।"

৩৩৩। দৈবকী দেবীর চৌতিশা।

আরম্ভ ভাগে অর্থাৎ ক হইতে চ পর্য্যন্ত অক্ষর গুলির পত্ররাশির অভাব। তৎপর—

ছয় যতি হইয়াছে মরণ নিকটে।
ছায়া দিয়া যদি মোরে নির্ভয় করে সটে ॥
জন্মোদয় পুত্র প্রসবিছে হেন জান।
জঠোরে ধরিছ পুত্র দেব ভগবান ॥
জপিয়া জন্মের কথা কহিলা রামারে।
জঠোর দগধে পুত্র তোমার বস্তরে ॥

শেষ :—

ক্ষেএ দিয়া × চিত্ত বুঝাইতে।
ক্ষেনে ক্ষেনে দৈবকিএ গঙ্গাএ ডুবিতে ॥
ক্ষেপিয়া জমুনা পার হইলা নারায়ণ।
ক্ষিন কলে বসিয়া দৈবকি সদানন ॥

ভণিতা :—

দিন হিন পাখ দস্ত কুলে উতপতি।
হরি কিঙ্ক (কঙ্ক?) দ্বিজরাম তাহার সন্ততি ॥

'ইতি শ্রীযতি দৈবকির চৌতিশা সমাপ্তঃ।' লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২১০।১১ সনের লেখা। প্রাপ্তপত্র সংখ্যা ৫৬ মাত্র।

৩৩৪। হাড়মালা।

ক্ষুদ্র পুস্তক। পত্র-সংখ্যা ১৭০ মাত্র, [illegible]-সংখ্যা ৬; প্রথম পত্র একপৃষ্ঠে লেখা। [illegible] বলে ভুল আছে। বর্ষজ্ঞ, মাত্রি-

ভেদ প্রভৃতি [illegible]। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশ[illegible]
অথ হাড়মা[illegible]কতে।
প্রনমোহ নিরঞ্জিত [illegible] চরন ॥
কাহার প্রসাদ[illegible]এ মন ॥
বিদ্যুতের প্রভা যেন তেজ হরগোরি।
মূর্তিমন্ত রূপে আছে যোগাইতে ॥ (?)
যুকরূপে সাধু জনে বোঝাইতে না পারি।
সেই সে কারনে হরগৌরি নাম ধরি ॥
মূল তত্ত্ব রাজন হইয়া সাধোধনে।
যোগ শাস্ত্র পুরান যে হইল কেমনে ॥

শেষ :—

তবে বক্ত (বক্ত) করি মন দিব সেইক্ষণে।
সেই নিরঞ্জন দেখি জানিবা সঙ্কণে ॥
সেই নিরঞ্জন প্রভু সেই নৈরাকার।
অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সেই অধিকার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভাবএ তাহারে।
কোনরূপ নিরঞ্জন ধরাইতে না পারে ॥
জার মনে জেই লএ সেই হএ রূপ।
এই সে পরম যোগ কহিল সরূপ ॥

"ইতি হাড়মালা পোস্তক সমাপ্ত : ॥ : সন ১২১৪ সং তাং ২৪ আশ্বিন, বধবার শ্রীনিত্যানন্দ, শীং অভয়াচরন সাং সাক-পুরা থানে পটিয়া জিলে চট্টগ্রাম হস্ত মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাসস্য।"

৩৩৫। কেবলমুহুক-সমা-লোকের পুঁথি।

মোহাম্মদ আকবর-বিরচিত এই গ্রন্থের আর একখানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। (১২৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) আদ্যন্ত নাই, [illegible]। ইহার ভাষা পা[illegible] মুসল-মানি [illegible] জনা [illegible] আছে। ইহাও [illegible] মোহা[illegible]।

প্রাপ্ত [illegible] হইলেও, পুঁথিকে তত [illegible] বলা যায় না। প্রায় সর্বাংশে [illegible], ৮৯ হইতে ১১২ পত্র পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। আট পেজি আকার। অনুমান, সমগ্র পুঁথিতে প্রায় ৩৪৪০টি পদ ছিল। পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাপ এবং 'ত্রিপদীকৃত পয়ার' [illegible] ব্যবহার আছে। শেষোক্ত ছন্দোদ্বয়ের দৃষ্টান্ত দেখুন :—

মালঝাপ—

> কোতিয়াল, করে পান, সৌদাগর, রঙ্গে।
> [illegible], অতি দীপ্ত, পুলকিত, অঙ্গে।

ত্রিপদীকৃত পয়ার—

> যাতে হয়, আর কয়, না কলো [illegible]।
> আর জাল, গত কাল, আসিবে না আর।

কতিপয় শব্দ-সংগ্রহ :—বহিন—ভগ্নী; তক—পর্যন্ত; বয়ান—ব্যাখ্যান; শিরানা—শিয়র বা শীর্ষদেশ; খাহেস—ইচ্ছা; আশক—অনুরাগী; বেদ—বিরক্ত; তাকত—শক্তি; আন্দেশা—সন্দেহ বা আশঙ্কা; [illegible]—সাধবী; [illegible]—[illegible]; [illegible]—[illegible]; এনাম—বখশিস।

উঝান—উচ্ছলিত। যথা—'প্রেমের সাগরে তরী হিল্লোলে উঝান।'

অদ্ভুন—[illegible]। যথা :—'কিন্তু সে [illegible] দেখা না হয় অদ্ভুন।'

[illegible]—বাঁই, ময়দান।

> যেমন [illegible] কথা [illegible]।
> কখন [illegible] বাদে [illegible] এই [illegible]।

শেষ ও কবির পরিচয় :—

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

> [illegible] মিল এত অতি অদ্ভুত।
> [illegible] অতি কৌতুক।
> দেখি পুরুষ [illegible]।
> [illegible]
> [illegible] রাখিলাম নাম।
> [illegible] বুঝিয়া যায়।

সমাপ্ত পুস্তক।

৩০৬। দুর্গা-বিজয়।

বড় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ৭০; উভয় পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ২০৭৫।

আরম্ভ :—

> নম গণেশায় নম।
> নম শ্রীজগদম্বিকায় নম।

অথ শ্রীজগদম্বার বিজয়োপাখ্যান লিখ্যতে।

> [illegible] বিঘ্নবিনাশন।
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

ভণিতা :—

> [illegible]
> [illegible]

শেষ :—

> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]
> [illegible]

ইতি শ্রীজগদম্বার [illegible] দুর্গার বিজয়ে [illegible] সমাপ্ত। সন ১২১৯ [illegible] ৮ পৌষ [illegible]।

শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরণ সাং সাকপুর থানে সহর জিলে চটগ্রাম হক মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দাস দেবশর্ম্ম॥” রচয়িতার নামটা ‘বনতর্ম্মভ’ না ‘বল্লভৃর্ম্মত’?

৩৩৭। পারিজাত-হরণ।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।
অথ পারিজাত হরন পোস্তক লীক্ষতে।

পারিজাত হরন কথা বড় সুবিসাদ।
শিরাবিধা আমি আজ কহ সমাচার॥
সুনি বোলে সেই কথা সুন বিবরন।
... ... সুন ... ...॥
তোমার ... আমি ... চাহি
... ... (মুনেমপে) জানাই॥

ভণিতা :—

শ্রেষ্ঠ ... ... অমৃত ...,
আমাদিতে ... বিশেষ।
... তোমারি নাথে, রামচন্দ্র নন্দি মাথে,
... ব্যাস মুনির আদেশ॥

শেষ :—

দেবকালে ... দিলেন জানকি।
... করে ... কণ্ঠকি॥
এইমতে ... আছিল বহুতর।
পারিজাত হরন কথা সমাপ্ত এথ দুর॥

“ইতি পারিজাত হরন পোস্তক সমাপ্ত; সন ১২১৪ মং, তাং ৩০ কার্ত্তিক সুঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরন সাং সাক-পুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক ঐ॥”

ক্ষুদ্র পুঁথি,—পত্রসংখ্যা ৭। প্রথম পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। পদসংখ্যা ১৪৪। ইহা বোধ হয় ‘লক্ষণ-দিগ্বিজয়’—প্রণেতা দ্বিজ ভবানী-নাথেরই রচিত।

৩৩৮। ভারত-সাবিত্রী।

সংক্ষিপ্ত মহাভারত। ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র সংখ্যা ৯, প্রথম পাতা এক পিঠে লেখা। পদ সংখ্যা ১৮২। ভণিতা পাওয়া গেল না।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।
অথ ভারথ সাবিত্রি পোস্তক লীক্ষতে।
অজমোহ বলি আমি দেখি অন্তঃস্থিত।
মোর কণ্ঠে থাও তুমি করহ বসতি॥
সরস্বতির পাদপদ্ম করি নমস্কার।
জন্ম জন্মান্তরে থাও সেবক তোমার॥

* * *

অষ্টাদশ পর্ব্ব কথা করিএ রচন।
জন্মমুনি কহিবেক সুনহ রাজন॥

শেষ :—

দিবাতে পাঠএ কিম্বা সন্ধ্যা রাত্রেতে।
অপমৃত্যু কালেতে দুঃখ নাহি কদাচিতে॥
দেখি তারা বলিবারে হৈছে সমাধান॥
লোক ভাবি সবখন্ড করিল রচন॥
তারপর পুত্র কথা অমৃত লহরি।
শুনিলে অধর্ম্ম হরে পরলোকে তরি॥

“ইতি ভারত সাবিত্রি পোস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১২১৪ মং তাং ২০ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং অভঅচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম হক খোদ॥”

৩৩৯। দশ অবতার।

পূর্ব্বে ৯৮ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে “নারদ-সংবাদ” নামক যে পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, ইহা সেই পুঁথিই। সেই খানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই। ইহার প্রকৃত, আরম্ভ-ভাগটি এইরূপ :—

নম গণেশায় নম। নারদ সংবাদ। গোবিন্দ যদি অবতারে যে লীলা করিয়াছে। একদিন নারদ মুনির সহিত কথউপকথন॥

শুন শুন সর্ব্বলোক হইয়া একমন।
কৃষ্ণের সহিতে মুনি ব্রহ্মার নন্দন
দশ অবতার কথা অপূর্ব্ব আখ্যান
এইরূপে যেই কর্ম্ম কৈল প্রভু ভগবান॥

* *

[illegible] কহিলেন মুনি সুতে।
[illegible] কহিল তাহা লোক বুঝাইতে॥
নারদের সর্ব্বজ্ঞান জান তিনশত লোক।
কৃষ্ণপদে রচিলেক বুঝাইতে লোক॥

শেষাংশ পূর্ব্বোদ্ধৃত্তবৎ। সমস্ত পয়ারে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ৬৮৮। "ইতি দশ অবতার পোস্তক সমাপ্ত। সন ১২১৪ মগি তাং ১০ ভাদ্র স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ দে মালিক নিত্যানন্দ দে।"

৩৪০। স্বপ্নাধ্যায়।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্রসংখ্যা ৬; প্রথম ও শেষ পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। পদ-সংখ্যা—৯৯। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—

নম গনেশায় নম।
অথ স্বপ্ন আদ্ধা লিক্ষতে।

এক্ষমোহ গনপতি সংসারের সার।
যার নাম লৈলে অবশিষ্ট হইব পার॥
গনপতি এনমোহ দেখি বৃহস্পতি।
তাহার প্রসাদে স্বপ্ন কএ যথি॥
গুরুপদে নমস্কার করি বারে বার।
স্বপ্নের বিস্তার কিছু করিব প্রচার॥

শেষ :—

এই মত প্রভাস পাঠে প্রভাতে উঠিয়া।
শ্রবন করএ যদি ভক্তিযুক্ত হৈয়া॥
তাঁর ফল নহি হএ জানিব সর্ব্বথা।

* * *

এই কথা বৃহস্পতি কহিল কাহিং।
দৈত্য দৈত্য এই কথা আনিয়া লিখিল॥
এই অমূল্য কথা বাখানে পুরাণে॥
স্বপ্নের বৃহস্পতি পুরাণে বাখানে॥

"ইতি স্বপ্ন আদ্ধা পোস্তক [illegible] ইতি সন ১২১৪ মং তারিখ ২৪ আশ্বিন স্বঅক্ষর শ্রীনিত্যানন্দ পীং [illegible]আচরন সাং সাকপুরা থানে পটিআ জিলে চট্টগ্রাম। এই পোস্তকর মালিক শ্রীনিত্যানন্দ দেঅস্ত।"

৩৪১। মনসা-পুঁথি।

ইহার কেবল প্রথম ৫ পাত পাওয়া গিয়াছে। ইহার আকার যে বড়, তাহা পুঁথির নাম হইতেই বুঝা যায়। এই পত্র-গুলিতে বন্দনাংশ বাদে মূল কথা বড় বেশী নাই। প্রথম পাতে 'রূপ নারায়ণে'র ও অবশিষ্ট পাতাগুলিতে 'হিরা বিনোদে'র ভণিতা আছে। তারিখ বা লেখকের নাম নাই; দেখিতে কিছু প্রাচীন বোধ হয়।

আরম্ভ :—

নম গনেশাঐ নমঃ। শিবদুর্গাঐ নমো। গোবিন্দাঐ নম। সরস্বতীদেব্যাঐ নম। পর্ব্বাঐ নমো। জলতকার মুনি পদ্মি ভাগনী বাসুকিতথা। আস্তিকস্ত মুনির মাতা মনসা দেবি নমোস্তুতে॥ নাচারি ঃ। ঃ ধানসি রাগেন লিক্ষতে।

মা মনসে কৃপায় সাগর তোমি।
তুমি কৃপা কর যারে, সেই সে ভকতি করে,
কিবা স্তুতি করিতে পারি আমি॥
ব্রহ্মা হর নারায়ন, আর যত নারায়ন,
সেবএ তুবএ ধ্যান ধরে।
কৃপা কর মোরে, রাখহ মো পদতলে,
পূজন ভকতি বিধানে॥

ভণিতা :—

[১] তোমি দেবি সর্ব্বাশক্তি, তোমা বিনে নাহি গতি,
তোমি স্তুতি কর অধিকার।
রূপনারায়ণে কহে,
নাহি আর বিনা কৃপা তোমার॥

[illegible] কাঁদিয়া, রাত্রির ঝিলামিনি,
[illegible] নয়নের অশ্রু রাইতে পারে।
ছিরা বিনোদ [illegible] বানি, মনের বাটুনি,
[illegible] লইব পদতল॥
[৩] মনক দর্শনি বন্দন জেষ্ঠ মহাশয়।
কুমাইর চরণ বন্দন জোড় করি কর॥

* * *

* * *

বন্দনা করিয়া মুক্তি হইবন অবসর মন।
ছিরা বিনদে কএ পুরান কথন॥
[৪] ছিরা বিনোদের কবিতা অমৃতের ধার।
শুনিলে অবশ বুক সকল পথার॥

৫ম পত্রের শেষ :—

মনসা ডাকিল নাগগণ।
আসিয়া সকল নাগে, মিলিল পদ্মার আগে,
আসি আগে (বন্দে ?) দেবির চরণ॥

* * *

* * *

ফিরে দিয়া খোয়া যোয়া, আর সেই আনন যোয়া,
একে একে ফিরে নাগগণ।
মনসার চরণ, বন্দে সব নাগগন,
ছিরা বিনোদে সুরঙ্গে॥

পয়ার।

পদ্মা বোলে শুন নাগ প্রতিজ্ঞা আমার।
বিভাহ রাত্রিতে খাইমু চান্দের কুমার॥
প্রতিজ্ঞা সাফল কর কিছু নাহি ডর।
কোন নাগে খাইয়া দংশিবে লখীন্দর॥
এই 'ছিরা বিনোদ' কি রূপ নাম?

৩৪২। লাল টুকটুক শ্লোক।

এই শ্লোক গুলি বোধ হয় প্রসিদ্ধ বঙ্গ-সাগরের রচিত। মোট শ্লোক-সংখ্যা—১৪ মাত্র।

আরম্ভ—শ্রীশ্রীদুর্গা।

অথ লাল টুকটুক শ্লোক।

কহিব তোমারে কাহা কাএ [illegible]।
আসি হতে তোমারেতে আইলাম [illegible]॥

মুখ করিয়াছে রাজা [illegible] ফুল।
পায়খানে দেখি ছিল লাল টুক টুক॥ ১॥

শেষ [illegible]

[illegible] ছিল এক সর্ব্ব শাস্ত্রে গতি।
বি[illegible] করিল সে যে নতুন মুরতি।
পুনঃ [illegible] দেখি রাজা নি[illegible]।
কাপড়েতে দেখে রাজা লাল টুক টু[illegible]॥

৩৪৩। দুর্গা-ভক্তিচিন্তামণি।

এই সুন্দর গ্রন্থখানি প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। ইহার রচনা অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নাই। পুঁথির কাগজের আকৃতি দেখিয়া ই[illegible] নিতান্ত ছোট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ৩য় হইতে ৯ম পাত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান। সন তারিখাদি নাই বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম নিতান্ত কম নহে। ৩য় পাতের

আরম্ভ :—

নাম প্রকাশেতে যেন হইবাতি (?) উৎপত্তি।
নিশ্চয় জানিয়া সেই স্বয়ং ভগবতি॥
তবে নাম যেন বলে শুন মুনিবর।
যোগ পথে যোগি জানে হৃদে ত্রিলোচন॥
জাহার অপার তত্ত্ব জানএ সংসার।
সেই দুর্গা জোগনদি বন্দ বারবার॥

ভণিতা :—

[১] যেন বৈপরীত ভাব, পাল কর পুরুষাপ,
ভক্তি নিপাতিত হৃদপানি।
শ্রীনাথ ভাবিবে যারে, প্রকাশ এহি সে আসে,
গাএ দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥
[২] প্রকাশ শ্রীনাথ পদ করে করি আশ।
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি বিরচিল ভাষা।
[৩] শ্রীচিন্তামণে যার, ভক্তি হবে দুর্গা পায়,
সদয় হইবে ভবানী।
দুর্গতি নাশের হেতু, শ্রীনাথ করয়ে সেতু,
রচে দুর্গাভক্তিচিন্তামণি॥

[৪] [illegible] পুথি পড়িব লিখিল।
প্রথমে [illegible] চরণ [illegible]।
পিতা রূপ নারায়ণ যাহার [illegible]।
বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তিচিন্তামণি।
[৫] মহাত্মাপদ নাম, [illegible] কথা শুনিয়ার,
পরম পবিত্র সুধাবেণি।
শ্রীনাথ চরণ আশে, দয়াল সরস ভাষে,
গায় দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি।

৯ম পর্ব্বের শেষঃ—

এত বলি জগদ্ধাত্রি হইলা অন্তর্দ্ধান।
পরস্পর ত্রিদেব করিল নানা জ্ঞান।
শুনিয়া দুর্গার আজ্ঞা তিন মহাজন।
ধ্যানস্থিত হইয়া মহাজন আসন।
পুনঃ শক্তি প্রাপ্তি হেতু যেন পঞ্চানন।
আরাধনে প্রকাশিত দৃঢ় করি মন।
অবে কিছু [illegible] * * *
* * * *

উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা গেল, কবি দীনদয়ালের পিতার নাম রূপনারায়ণ; এবং শ্রীনাথ নামক কোন মহাত্মার নামে তাঁহাকে গ্রন্থাদি উৎসৃষ্ট। কবির লোকের উপাধিটা কি, কোথাও লেখা গেল না।

গ্রন্থের রচনা যে সুন্দর, তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে বেশ জানা যাইবে।

প্রতি পৃষ্ঠে পয়ারের ৩০ চরণ; সুতরাং মোট প্রায় পদসংখ্যা প্রায় ২৭০। পুঁথিখানি শিক্ষিত লোকের লেখা।

৩৪৪। সৃষ্টি-পত্তন।

এখানি ব্রাহ্মণদের উৎপত্ত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ। আদ্যন্তে কোথাও পুঁথির নাম নাই। বহির আকার। পত্রের সংখ্যা দেওয়া নাই, অনুমান ১০ খানা পাওয়া গেল। এক পিঠে লেখা। লেখকের নাম ও তারিখ নাই। সম্ভবতঃ ১২৬২ নবীন লেখা। বড় বড় মোটা অক্ষর। একাধিক কবির ভণিতা আছে।

আরম্ভ :—/৭ প্রণবিদ্যাসং ব্রহ্মবাদিনং ব্রহ্মণাবাদি মুনিনং ত্রিদশ-কোটি [illegible] (বৈকুণ্ঠানং) সাম্বনং যাও × পিতা গুরুনং চতুর্দ্দশভুবনং তথা উর্দ্ধ দক্ষিণং পূর্ব্ব পশ্চিম পূর্ব্ব সিন্ধুসাগরং স্থানভূমি সত্তাতং ভুক্তি ভক্তি বিবেচনাকং পুন পুন নমঃ।

এবে কহি সৃষ্টি পত্তন যাহার পত্তন।
নিরঞ্জন নহি আদি সংসার (সংসার, সংসার)।
সুমং সুকলে ভক্তি সৃষ্টি দিলা মন।
ত্রিদিব পত্তন করি মন দিলা মন।
ব্রহ্মাবধূ রূপে আছিল একজন।
যে আছিল উর্দ্ধের নিচে পদ্মপত্র।
যে আছিল যেমন যে আছিল ভূমি।
যে আছিল বনিক ফুল ন আছিল পশি।

ভণিতা :—

[১] ব্রাহ্মণের জন্মকথা পয়ার করিয়া।
কহে দীন যাজিন কাহি আনন্দে ভাবিয়া।
[২] এই যে ব্রাহ্মণ [illegible] পদ।
কহে দীন যাজিন নাহিক [illegible]।
[৩] [illegible] দিন, কহে দীন [illegible] আদি,
গাইবেক ভণিতের পদ।
[illegible] (?), [illegible],
[illegible] (?)।
পিতা প্রাণ অনুপায়, [illegible],
সৃষ্টি পত্তন যাম পদ্মার।

শেষ :—

[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।

থাকেতে থাইল সিজ মহিমা অপার।
শাড়ি দুধ সার এক অংশ * কৈল সার।

এই শ্রেণীর অনেকগুলি গ্রন্থ পাওয়া গেল। সময়ান্তরে এ সম্বন্ধে একবার বিস্তারিত আলোচনার বাসনা আছে।

৩৪৫। গোষ্ঠ গায়ন।

আরম্ভ :—শ্রীদুর্গা। গোষ্ঠ গায়ন।

গোপাল প্রেম [illegible] (?) সবে নিপুণ
আর কি থাইতে চাইলে পাইতে [illegible] খেলা।
[illegible] কথাএ পারি, [illegible]
[illegible] খেলা [illegible] কথাএ পারি।

শেষ :—গোষ্ঠ।

কিছু খাই যাদা গোপিগনে।
[illegible] খাই [illegible]।
[illegible] ( ) [illegible] কথা
কথাএ [illegible]।
কিছু খাই যাদা গোপিগনে।
[illegible] খাই [illegible]।

সাঙ্গ গোষ্ঠ সমাপ্ত।

অতি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। মোট পত্রসংখ্যা ১৫ মাত্র। ভণিতার অভাব।

৩৪৬। বিদ্যা-সুন্দর-যাত্রা।

ইহা আকারে নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র। পত্রসংখ্যা ১৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। সবই কেবল গান। ৬১ সংখ্যক গানে গ্রন্থ-শেষ। বহির আকার। ভণিতা ও তারিখ নাই। বড় অধিক দিনের লেখা নহে।

আরম্ভ :—১নং গায়ন।

[illegible]
[illegible]
[illegible] (সরস্বতী) [illegible]।
[illegible]।

শেষ :—৬১ [illegible] গায়ন।

[illegible] হএ।
[illegible] দুর্যোধন [illegible]।
[illegible] রাবণ [illegible]।
[illegible] পুঁথি (পুঁথি) [illegible] হএ।

"সাঙ্গ। ইতি বিদ্যাসুন্দর নাটক [illegible] সমাপ্তঃ। শ্রীযুত শ্রীব্রজমোহন ও শ্রীযুত শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস [illegible] স্বাক্ষরমিদং।" *

সেই পুঁথির আবরণ-পত্রে নিম্নোক্ত কবিতাগুলি লেখা আছে :—

[illegible] পুঁথির।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।
[illegible] এই চাইর [illegible]।

"এই বহির মালিক [illegible] চৌধুরি সাকিম [illegible] সন ১২১৮ সাল তারিখ [illegible]।"

৩৪৭। সূতী-সংবাদ।

ইহা নাকি 'গায়ন'। ইহাতে কথা, পটি, ছড়া ও গায়ন এই চারি প্রকারে রচনা আছে। দেখিয়া বোধ হয়, এই শ্রেণীর গ্রন্থরাজি সে কালে অভিনীত হইত। ইহার রচনা মন্দ নহে।

এইবার উক্ত রকমের বহু পুঁথি পাওয়া গেল। সেইগুলি আমাদের তেমন [illegible] নহে; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়?

---

* ইহার আর একখানি [illegible] আমার নিকটে আছে। উহার পত্র-সংখ্যা ৯; বহির আকার। উহাতে "বিদ্যাসুন্দর গায়ন" বলিয়া পুঁথির নাম লেখা যায়।

কাহারও পূজা ষোড়শোপচারে, কাহারো পূজা করা বিধবদে। উপাস্তের নিকট সবই ত এক দরের। কে কোথায় কি ভাবে বঙ্গ-ভারতীর পূজা করিয়াছিল, আমাদের তাহাই দ্রষ্টব্য;—তাহাই দেখাইতেছি।

এই পুঁথির অনেক গুলি পাতার পত্রাঙ্ক দেওয়া নাই। গণনায় ২১ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। বড় বেশী দিনের প্রতিলিপি নহে। তারিখ ও রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না।

আরম্ভ:—শ্রীহরি। গাজন ভুক্তিসবাদ।

একদিন নিকুঞ্জেতে বসিয়া শ্রীহরী।
মনে মনে ভাবিছেন বিরহ মুরতি॥
ইতি মধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিতে।
কর্দিলা মুখে পুষ্প পড়ে খসিতে॥
নিকটেতে পুষ্পবতী বৃন্দাদূতী ছিল।
অঙ্গ পরশিয়া তারে চৈতন্য করাইল॥
কথা হইতে হুতাশ করিয়া তুলিল।
সখির শ্রীমতির প্রতি জিজ্ঞাসিল॥
আচম্বিতে মূর্চ্ছা কেনে হইলে কমলিনী।
কে কৈয়াছে অপমান বোল রাধা ধনি॥

শেষ:—গাজন।

প্রেম কি অন্যায় কথী, মহীন্দ্রের পাড় মারী,
তুলসীরে সতি নারী, জানতে কি আর অভকারী॥
জে বা রাধা দিতে পারে, তার কি আর অপমানে,
যে বা রাধা দিতে পারে, সে হইল কলঙ্কভারী॥

ইহার পর পুঁথি আর আছে কি না, জানি না।

৩৩৮। চন্দ্রকান্ত-কথা।

ইহা আকারে ক্ষুদ্র। পত্র সংখ্যা ২৫, উভয় পিঠে লেখা। বহির আকার। কথথা লেখা। ১২৫৫ বাঙ্গালার নকল। ছবি, পট প্রভৃতি আছে। ভণিতা ও লেখকের নাম নাই।

আরম্ভ:—চন্দ্রকান্ত নায়ক কথা।

[illegible] বার।

আরে দেবনন্দী হাসনা করুন দুখ্যা, হাসন্তু মাগে কর। আরে বা দেখব তোকে চাহি না।

* * * * *
* * * * *

পুনঃ সত্যজন বনবাসী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব কথন।

পূজা।

পাশাতে হারিয়া রাজা দিতের (?) কথন।
দ্রোপদি সহিতে বনে গেল পঞ্চজন।

শেষ:—

'মুকুন্দের শিরে উপর খোর পাখি চলে কৈ'। ইত্যাদি। (ভাল পড়া গেল না)

বলিতে ভুলিয়াছি, উক্ত 'কথায়' ভাষা গদ্য।

৩৪৯। সরস্বতী-অষ্টক শ্লোক।

ইতি পূর্ব্বে এই নামের আরো একটি অষ্টকের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। অন্তকার অষ্টকটি ১২২৩ সালের লেখা, পত্রসংখ্যা ৩২। ভণিতা নাই।

আরম্ভ:—অথ সরস্বতি শোলক।

সরস্বতি নমি স্তুতি সর্ব্বাভুজকামিনি,
সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব বিদ্যাদায়িনি॥
ত্রিভুবনে স্তুতি করে বিদ্যা দেহ কামিনি।
ম সমাপি সরস্বতি অষ্টকা ১ জননি॥

শেষ:—

সর্ব্ব কণ্ঠে বাস কর সর্ব্ব মত জননি।
দেবু কহ রাবের কণ্ঠে চৈতন্যরূপে আপনি॥
সর্ব্ব দুখ দূরে করে [illegible] (পুনঃ) দাও জননি।
সং সমাপি সরস্বতি অষ্টকা জননি॥৮॥

১। ১৩০৩ সালের [illegible] পত্রিকায় "বঙ্গীয় [illegible] [illegible] কুমি" [illegible] একটি [illegible] প্রবন্ধে অবর্ণিত হইয়াছে, অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। [illegible] [illegible] [illegible] সকলেই এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আকৃষ্ট করিল না। [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible]

হইল। প্র—স্থ+ষক, তাহাতে আবার [illegible] প্রত্যয়ের যোগ? পরিপ্রাপতা, বিশালতা, সৌজন্ততা প্রভৃতি পদ ভবে চলিবে, কেমন? বলা উচিত, ভারতীর 'প্রসারতা' মুদ্রাকর প্রমাদ নহে।

এই পুঁথির অবশিষ্ট পাতাগুলি সংগৃহীত হওয়ার এখনো একটু আশা আছে। এই অংশের পদসংখ্যা প্রায় ৩০০।

৩৫০। একাদশী-মাহাত্ম্য।

খণ্ডিত পুঁথি। ৪০—৫৪ পাত বর্ত্তমান। দুই ভাঁজ করা কাগজ; এক পিঠে লেখা। শেষ পাতের পর গ্রন্থ আর বেশী বাকী নাই, বোধ হয়। কাগজ তাম্রকূট পত্রের ন্যায়। খুব প্রাচীন দেখায়। তারিখাদি নাই। মহীধর দাসের ভণিতি আছে।

৪০ পাতের আরম্ভ :—

> মাঘ শুক্ল বাড়িত হইল আজ্ঞে নরপতি।
> ব্রত উপবাস হইল একাদশী তিথি।
> বৎসরী বাজায় ঢোল নগর বাজারে।
> ভূপতির নিয়মে আছে যে প্রকারে।
> দশমীর বালা হইল নষ্ট।
> মুনি আনন্দিত হইল রাজা ধর্ম্মরাজ।
> মোহিনীরে দেখাইয়া বোলে নরপতি।
> দশমী সন্ধ্যায় আজী দুয়ারে দুর্ম্মতি।

ভণিতা :—(১)

> বারাহিপুরাণ পুণ্য শ্লোক সংকলন।
> মহিধর দাসে কহে পয়ার রচন।

(২) বারাহিপুরাণ বাণী, অমৃত সমান জানি,
> শ্লোক বন্ধে করিল প্রকাশ।
> সেবিকারা যুক্তিবারে, পয়ার রচিল তারে,
> বিরচিল মহিধর দাস।

৫৪ পাতের শেষ :—

> বিষ্ণু নামে একাদশী দেখেন নরপতি।
> একাদশির বেদ কল বুধ সোমবতি।
> একাদশির মাহাত্ম্য যে শুনে সেই জন।
> সর্ব্বপাপ বিমোচন বৈকুণ্ঠে গমন।
> উপবাস করে যেবা তার সিমা নাই।
> বেদের বলিতে নারে বেদেব গোবিন্দাই।
> যেন বেদেতে উত্তাপিল প্রকার রচন।
> * * * *

৩৫১। গঙ্গাষ্টক শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ গঙ্গা অষ্টক।

> গঙ্গানামস্মৃতিপথে মুখে পাপনাশনং।
> সর্ব্ব স্নান [illegible] মুখে কর ধারণং।
> অবং আদি মুখ শুদ্ধি বীরবর সোচনং।
> যং নরাদি গঙ্গাদেবী যোগে কর উদ্ধারং ॥১॥

৩৫২। মহাভারত— ঐষিক পর্ব্ব।

সঞ্জয়-রচিত 'ঐষিক পর্ব্বের' ২টি (১ম ও ২য়) পাতা মাত্র পাইয়াছি। তাহাও কতকাংশ ছিন্ন। লেখা প্রাচীন। তারিখাদি নাই।

আরম্ভ :—/৭ নমো গণেশায়।

> ঐষিক পর্ব্ব কথা বার বর্ণিল [illegible] (?)।
> ঐষিক পর্ব্ব কথা রাজা শুন অবধান।
> তবে বৈশম্পায়নে কহে শুন রাজা জানি।
> যুদ্ধশেষে রাজ্যে ভারে কেন যুদ্ধ বলি।

ভণিতা :—

> ভারত অমৃত কথা * * *
> সঞ্জয় ভণিলে অবিলম্বে কহিল সকল।

৩৫৩। নবরত্ন শ্লোক।

১২২৩ মঘীর লেখা। ৯টি শ্লোকে মোট ৩৬টি পদ। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—অথ নবরত্ন শ্লোক।

> [illegible] পুরা [illegible] করে।
> একদোষ [illegible] বৈকাস বিষয়ে।
> বৈকাস [illegible] যোজনের [illegible] আছে।
> আইল [illegible] বিনাদিন দি একবারে [illegible] ॥১॥

শেষ :—

অনেক বিনয় [illegible] [illegible] পতি [illegible]।
[illegible] ( ) হইয়া [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] দুই [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] দিন দিন কি প্রকারে যাবে॥ ॥

৩৫৪। কাল-শেল-কুমারের ব্রত-পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদসংখ্যা—৭২। পত্রসংখ্যা ৭; ১ম ও শেষ পত্র এক পৃষ্ঠে লিখিত। স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। রচয়িতার নাম অভয়াচরণ।

আরম্ভ :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] পূর্ব [illegible] [illegible] [illegible]॥
সরস্বতী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible]॥

শেষ ও ভণিতা :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥
সরস্বতী [illegible] [illegible] দিয়েছে।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible]॥

"ইতি [illegible] [illegible]। ইতি সন ১২৩২ [illegible] ২৯ আশ্বীন। [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]।" [illegible] এই ব্রত [illegible] [illegible] আছে। [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible]। এই পুঁথি ও ব্রতের বিবরণ [illegible] [illegible] '[illegible]' প্রকাশিত হইয়াছে।

৩৫৫। জয়লাকুমারী—অষ্টক শ্লোক।

ওলাউঠা প্রভৃতিতে মারীভয় উপস্থিত হইলে, এদেশে জয়লাকুমারীর পূজা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকে ওলাউঠাকে এইখানে 'ভোলা' ব্যারাম বলে।

অষ্টকটি ১২৩২ সালের লেখা। কেবল ৪টি শ্লোক আছে। ভণিতার অভাব।

আরম্ভ :—অথ জলা কুমারির অষ্টক।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]॥

৩৫৬। শনির পাঁচালী।

অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পদসংখ্যা ১৪৮। পত্রসংখ্যা ১০; ১ম ও শেষ পত্র এক পিঠে লেখা। [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible]। অবহিমের নকল।

আরম্ভ :—শ্রীশনির পাঁচালী লিখ্যতে।

[illegible] [illegible] অথ শনির পাঁচালী
[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible], [illegible] তোমার [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible], তোমার [illegible] [illegible],
তুমি [illegible] [illegible] [illegible]।

ভণিতা :—

(১) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
শনির পাঁচালি [illegible] [illegible] [illegible]॥
(২) [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]॥

শেষ :—

এই মতে যদি পূজা যেই জনে করে ।
যাহা চায় তাহা পায় সুখে যায় ঘরে ॥
অতঃপর বর প্রভু ভক্তেরে দিয়াছে ।
পূজিলে সনির পদ নাহি কোন ভয় ॥
সুখ দুঃখ সদা পদ ভাবি চিরকাল ।
রচিল পাঁচালি দ্বিজ শ্রীরাম দয়াল ॥
হরি হরি বল সবে পুথি সমাপন ।
ভক্তি করি প্রসাদ লয়ে করহ ভক্ষণ ॥

"সনির পাচালি সমাপ্ত ॥ পুস্তক লিখিত গ্রাহক চোরের নিয়ন্তা কবি সুকবি তস্য মাতাচপিতা তস্য সপক্ষ শ্রীযুক্ত গিরীষ চন্দ্র চক্রবর্ত্তিঃ লোকনাথ শ্রীগণেশপতি স্বাক্ষর ।" তারিখ নাই ।

৩৫৭ । সত্যপীরের পাঁচালী ।

এই পুঁথিখানি সুপ্রসিদ্ধ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত । খুব আকার । পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২৫ ; ১ম পত্র এক পিঠে ও অবশিষ্ট দুই পিঠে লেখা । পত্র-সংখ্যা ৫৬ । অসম্পূর্ণের নকল ।

আরম্ভ :—

ওঁ নমঃ সিদ্ধিদাতা গণেশায় ॥
অথ সত্যপীরের কথা ॥ ত্রিপদী ॥
গণেশাদি পাঁচ জন, [illegible] প্রভু [illegible]
[illegible] বর্ণ [illegible] লোকনাথ ।
কলিযুগ অবতরি, সত্য পীর নাম ধরি,
[illegible] বিবিধ বিধান ॥

ভণিতা ও শেষ :—

(১) এদিন বসার ছলে, পাঁচালী প্রবন্ধে [illegible]
[illegible] দেবী [illegible] ॥
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরা রাম রায়ের বসনা ॥
[illegible] ব্রাহ্মণ বংশ, [illegible]
[illegible] পোষ্টের [illegible] ।
[illegible] কথা সাঙ্গ হল, সবে হরি হরি বল,
[illegible] সব [illegible] পণ্ডিত ॥

(২) ভবানীর অবতংশ, [illegible]
সপ্তাহাবে [illegible], [illegible] ॥
[illegible], [illegible]
[illegible], [illegible] ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী ।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোরে কৃপা দায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিনু মুন্সী ।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁর, হরি [illegible],
সত্য কথা সাঙ্গ পায়, সবে [illegible] ॥

"ইতি সন ১১৯৮ [illegible] শুক্রবার বেলা ১ [illegible] পুঁথিখানি শ্রীদুর্গাকুমার দাস লিখে সমাপ্ত হইল ।" * মানুষের কি দুর্ব্বুদ্ধি ! এই লেখক মহাশয় নিজে মাঝে মাঝে ২।১ পংক্তি রচনা করিয়া দিয়া তাঁর ভণিতি জুড়িয়া দিয়াছেন ! গোষ্ঠীর বিষয় ভাবিবে যে তার আবশ্যক নাই ॥

৩৫৮ । কৃষ্ণলীলা ।

ইহাতেও গান, ছড়া, কথা, প্রবন্ধ ও স্তব (স্তোত্র ?) আছে । সবসুদ্ধ ১৭ পাতা পাওয়া গেল । বড় বেশী দিনের নকল

---

* এই পুঁথিখানিতে ২ খানি পুঁথি একত্রে বাঁধা করা রহিয়াছে । একখানি ত্রিপদীতে, অপরখানি চৌপদীতে লেখা হইয়াছে । দুই অংশেরই তারিখ পৃথক এবং আরম্ভ ও সমাপ্তির পৃথক । শেষোক্ত [illegible] লিখিত অংশের আরম্ভ এইরূপ—
[illegible] এক [illegible], [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পত্রসংখ্যা [illegible] ।

নহে। তারিখাদি নাই। রচয়িতা ঈশান-চন্দ্র (দে)।

আরম্ভ :—কৃষ্ণলীলা। পদী।

শুন শুন সর্ব্বজন, আনন্দিত হয়ে মন,
কৌতুকে আমি তাহা বলি।
কহি পুরাণ প্রসঙ্গ, বিবিধ আশ্চর্য্য রঙ্গ,
গান কহি মুক্তালতাবলী।
মুকুতা চিনন করি, হরসিতে বংশিধারি,
শ্রীমতিকে যেরূপে ছলিলা।
ঈশানে মিনতি করি, ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারি,
ছলনা কেন না করি দিলা।

ভণিতা :—

দীন ঈশান [illegible] শ্রীকৃষ্ণের পদতলে,
[illegible]।
নিতান্ত [illegible] আশ, কর প্রভু নিজ দাস,
অন্তে দিয়ে চরণ কমল।

শেষ :—২০ নং গান।

চল চল সখীগণ চল কমলিনী সনে।
[illegible] হেরিব কমল-নয়নে।
ভুলাইব বাঁকা আঁখি, আনিব সোনা দিয়ে কাঁকি।
[illegible] মুকুতা সখী হরিল হরি বিহনে।

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ হয় নাই। কোয়ার্টার রকম ফুলস্কেপ কাগজের আকারের বহি। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে লেখা।

মলাটে লেখা আছে,—"এই বহির মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র দে, নিবাস বারশত কাড়ি আনোয়ারা, সন ১২৬৮ তারিখ মাহে ১ জানুয়ারি।" রচয়িতাও বোধ হয় এই ঈশানচন্দ্র দে মহাশয়ই।

৩৫৯। শ্রীমতীর মানভঞ্জন।

পূর্ব্বোক্ত পুঁথির মত আকার। সর্ব্বশুদ্ধ ১৮ পাতা লেখা গেল। বড় বেশী দিনের একথা নহে। তারিখাদি নাই। দুই পিঠে লেখা। 'গোবিন্দ কহে' কেবল এরূপ ভণিতি আছে। [illegible] কথা, ছড়া ইত্যাদি ইহাতেও আছে।

আরম্ভ :—শ্রীমতীর • মানভঞ্জন।

শুন শুন সর্ব্বজন হইএ এক মন।
কৃষ্ণের মানভঞ্জ কথা করহ শ্রবণ।
একদিন বংশীধারি যমুনা তিরেতে।
কদম্ব হেলানে গান করে মুরলিতে।

মধ্যস্থল :—গান।

অপরূপ কালরূপ সে ত ভুলিবার নয়।
একবার হেরিলে তারে রমণীর মন মজায়।ধুঃ
তারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,
প্রবেশিলে অন্তঃরেতে, অন্তর কি তায় (?)।
কালসর্পে দংসে তারে, সদত জ্বলে অন্তরে,
গোবিন্দে কয়, ভুইলতে তারে,সে কভু ভুলায়।

শেষ :—

সব গোপী প্রেমানন্দে মগ্ন (মগন) হইলা।
শ্রীমতিরে শ্রীকৃষ্ণের বামে বৈসাইলা।
দেখিল যুগলরূপ আপনা পাশরে।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ হরিধ্বনি করে।
রাধাকৃষ্ণ মিলন দেখিএ যাএ শোক।
প্রেমানন্দে মগ্ন হইএ ঘুচিল অশোক।
এই মতে রাধাকৃষ্ণ হইল মিলন।
যুগল মাধুরী গোপী করে নিরক্ষণ।

৩৬০। শ্রীরাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন।

ইহার নাম নাই, কিন্তু বিষয় রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জনই। পত্রাঙ্কহীন কতকগুলি পাতা। কোন্ পত্রের পর কোন্ পত্র, ঠিক করিতে পারি নাই। পূর্ব্বোক্ত পুঁথির সহিত একত্র বাঁধা ছিল। গৌসাই-রামচন্দ্রের ভণিতি দেখা যায়। যাহা আরম্ভ বলিয়াছি, তাহাই ঠিক কি না, বলা যায় না।

---

* [illegible] এখানে '[illegible]' [illegible] হইয়াছেন।

আরম্ভ :—গায়ন।

আমার গোপাল কেনে না বোলে মা।
সেইখে যাও ক্ষিতি অচেতন কেন কেলে সোণা॥
আমার কপাল মন্দ হে গো মিছা একা শ্রীগোবিন্দ
কথা কহে না।
সবে মোর একটি ছাইলা কেহ নাই মা বোল বোলে,
কেমনে পুত্র কৈকল্যে রহিব কেমনে॥

ভণিতা :—

গোসাই রামচন্দ্রের বাণী, শুন মাগো নন্দরাণী,
আছিবে নীলমণি, মনে কিছু নাই ভাবনা।

শেষ :—গায়ন।

ভাইব মা ২ রাধে ভাবিব না কিছু কি জান না।
তোমার কলঙ্ক ঘুচাইবার তরে, জগতে জমুনার জলে
পূর্ণ হবে তোমারি যে বাসনা॥
শুন ২ রাই কিশোরি, কত দুঃখ পাইছি প্যারি,
কিছু কৈতে না পারি।
তোমার চরণ বইয়ে কত সাইধেছি, দুর্জয় মানেতে
কত কাইন্দেছি,
হরি যোগী হইলেম তব তরে, কালী হইলেম কুঞ্জবনে
তোমারি কারণে এত ভাবনা॥

বোধ হয়, এখানেই পুঁথি শেষ নহে। মোট ৯ পাতা। দুই পিঠে লেখা। গান ভিন্ন ছড়া প্রভৃতি ইহাতে নাই।

৩৬১। রাম-বনবাস।

শেষ পর্য্যন্ত লেখা নাই। পত্রাঙ্ক-হীন ২০টি পাতা। রয়াল আকারের সাদা বালি কাগজ; দুই পিঠে লেখা। অত্যাধুনিকের নকল। তাই আধুনিক রচনা বলিয়া সন্দেহ হয়। তারিখাদির অভাব। এক-স্থানে মাত্র 'মাধবের' ভণিতি আছে। ইহা একখানি নাটক। একতালা, যৎ, তেতালা, আড়া, ঠেকা কাওয়ালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট খাম্বাজ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর ব্যবহার আছে। এতৎ ছাড়া, কথা, পটি, ছড়া, চম (?), প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। 'কথা'র ভাষা গদ্য।

আরম্ভ :— শ্রীহরি।

কর্ণপানাং নিধানং কলিমলমথনং জীবনজন্মনাং। ...তে ... সমস্ত সপদি পরপদবিন্যাস পুনঃএকং ইত্যাদি।

পটী। চাল জং রাগিনি মল্লার।
জগতে অখিল রাম কল্যাণ কারন।
কলির কলুষ তুমি করিতে মথন॥
ধরো প্রভু হও তুমি গর্জ্জন বিষম।
...বিম ...চরণ কমল লোচন॥
* * *
তব চরণ পরশেতে মুক্ত হইল শিলে।
তব মায়া ... জলে পাষাণ ভাসিলে॥
... এই অধিন জনের প্রতি কৃপা করি।
... কাদি॥

মধ্যস্থল :—কুবুজীর কথা।

এই যে দুটি (দুইটী) বর মহারাজের নিকট প্রার্থনা কর: একটী যে ভরতকে রাজা কর: আর একটী রামকে জটাবাকল ধারণ করাইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে পাঠান, তেনি অবশ্যই স্বিকার না কৈরে পার্কেন না ও ঘোর প্রেমের লাঘব কর্ব্বেন।

ভণিতা :—

তবকালো যার ভবে, কেবল সে বাঁকা অক্ষেতি মাত্র,
মাধব কহে তঙ্কজন বিনে, তাঁকে কেবা
পায় গো আর॥

শেষ :—একতালা।

কোথায় মা যশিনা এইসময় এখন।
আশীর্ব্বাদ দেও যাত্রা করিবেন॥
সেইখ ছুইলনা জননী, সকল রইল পেছনেতে,
কোনদ্যা যাএরে মইলে ... গো তোমার হাতে॥

ইহা বড় বেশী দিন পূর্ব্বের রচনা বলিয়া বোধ হয় না।

৩৬২। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ।

পূর্ব্বে একবার এই পুঁথির পরিচয় দেওয়া গিয়াছে। (৩১ ...

গ্রন্থের।) আর যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহার আরম্ভ সম্পূর্ণ নূতন। ইহাতে কবি ভবানীদাসের একটু পরিচয় আছে, যথা :—

নমো গণেশায়ঃ। নমো দুর্গায়ৈ নমোঃ।
নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি শ্লোক
প্রণমোহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।
যথায় ঠাকুর মুনি ভজন বিধান॥
পুনরপি প্রণাম করিব নরপতি।
কোটি কোটি প্রণাম [illegible] করহ অতি॥
+ + +
+ + +
[illegible] বলিয়া ত্যেজিত॥
সূত্রে প্রমাণ তিলক আচরে বলি পাএ॥
নরদিগ পূরি বলোয় অতিশয় বড়।
তাহাতে প্রবিণ হইল ঠাকুর চৈতন্য॥
বিশ্ব ও বিভব প্রেম কেহ নাহি জানে।
জগত আইলা প্রভু দিনা যেখানে॥
দিন দেশ জানায় অতি অনুপাম।
তাহার সহিতে বন্দোর মঙ্গল প্রধান॥
জনক জানে বন্দোয় তাহা জানি।
পূর্ব্বলোকে বোলে বহু সত্যি তা জানি॥ (?)
শিরকাল হোতে তার আম নাহি জিতে।
ভক্তি [illegible] কহএ কবিতে॥
দেবতার কৃপা তার হইল [illegible]।
ভবানী আনন্দে রচিতে চলিলা॥

ইহাতেও কিন্তু কবির বাসস্থান নির্ণীত হইল না। তবে তিনি যে পূর্ব্ববঙ্গীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শেষ :—

ভবানন্দ দাসে বোলে [illegible]।
এহাতে সমাপ্ত হইল [illegible] বিধ॥
যে শুনে [illegible] এহি [illegible]।
[illegible] যাই সেই বৈকুণ্ঠ [illegible]॥

ইতি শ্রীরামচন্দ্রের গোষ্ঠী [illegible] পোস্তক সমাপ্তঃ।

ইতি সন ১১৯৫ সালি তাং ১৫ই মাঘঃ। এহি পোস্তকের মালিক শ্রীঈশানচন্দ্র দেবস্ত।"

পত্রসংখ্যা— ৫৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত পত্রসংখ্যা প্রায়—৬৬০। সমগ্র গ্রন্থ 'পয়ার' এবং 'লাচাড়ি' ছন্দে রচিত।

৩৬৩। শ্রীপ্রভুদিগের বংশাবলী।

খণ্ডিত। ২য়—৪র্থ পাত আছে। উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। আর দিনের নকল। বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের বংশ-বিবরণ। ভাষা গদ্য। ২য় পাতের আরম্ভ :—

শ্রীনাথাদি। শ্রীশ্রীল অদ্বৈত সন্তান, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামির বংশাবলি॥ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু ১ তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামি ১ শ্রীরঘুনাথ গোস্বামি ১ শ্রীরাধারমণ গোস্বামি ১। ইত্যাদি।

৪র্থ পাতের শেষ :—

বনবিষ্ণুপুরবাসী শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশাবলি। আদৌ। শ্রী-শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাহার সখা শ্রীনৃসিংহ আচার্য্য প্রভু। ... ... তৎপুত্র জগন্নাথ। তৎপুত্র [illegible]। তৎপুত্র শ্রীগোবিন্দ দাস। ১ হাড় গ্রামে। পাটি বন-বিষ্ণুপুর। শ্রী-শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনৃসিংহ ঠাঃ কবীর হরিদাস [illegible] করিয়াছিলা, অতএব শেষ হয়, [illegible] আছে।

৩৬৪। [illegible]।

সম্পূর্ণ আছে। মোট ৩ পাতা। ১ম পত্র একপৃষ্ঠে লিখিত। অন্য পুঁথির অংশ পত্র। [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

আরম্ভ :—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য [illegible]॥ [illegible] [illegible]॥ [illegible] [illegible] শিষ্য [illegible]॥ [illegible]॥

তুমি কেঃ আমি জীব কোন জীবঃ পিতার পুত্রঃ তুলতটস্থ ব্রহ্মজীবঃ জীবের জন্ম কিসেঃ পিত্রি-বীজে কি বাহিরকেঃ পিতার বীজ শুক্র চন্দ্রবিন্দুঃ মাতার বীজ রক্তবিন্দুঃ। ইত্যাদি।

শেষঃ।

যাহা। তিনি আবোরানের মনঃ প্রাপ্তাদি সর্ব্ব মর্য্যাদাদি। + । বাঁ পুলিশ ভজিকা। বুদ্ধি মানকমর্য্যা। অহঙ্কার অভিমানিকা। তদধন্ পুরোক। চিত্ত। প্রকৃতি। পুরুষ। শ্রী। সমাপ্তঃ।

৩৬৫। প্রণালিকা॥

খণ্ডিত; ১ম ও ৩য় পাত্র মাত্র বর্ত্ত-মান। ভাষা গদ্য। প্রতিপত্রের দক্ষিণ-দিকে পুঁথির উক্ত নাম লেখা আছে:

আরম্ভ:—

অথ বৈষ্ণবাদির প্রণালী বিবরণ॥

শ্রীমন নারায়ণ ব্রহ্মা নারদ ব্যাসদেব চঃ। শ্রীমন মধ্বাদি পদ্মনাভ অক্ষোভ্য জয়ধ্ব দিস্কু মহানিধৌ বিদ্যানিধিঃ রাজেন্দ্র জয়ধর্ম্ম পুরি ইত্যাদি।

৩য় পত্রের শেষ:—

তদংশের শাখা রজীকান্ত দাস দুকুলার মন্ত্রী গৌরান্দ, হরিদ্রাতা সহ, সন ১১।১।১৯ দিন। শাহ শাম রাম দুখাই নিতো চরণ সেবা। শ্রীশ্রীরাস-মণ প্রণালি। তিন প্রকার ১ অধিকার ২ শ্রীচৈতন্ত ৩ বাল্য মাধুরী ইতি।

এইখানেই গ্রন্থ শেষ না কিং সম্ভবতঃ নাম নাই। ইহা কি "নিত্যানন্দ প্রভুর নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অংশ বিশেষ?" আদি, উক্ত গ্রন্থের ৩—৬ পত্র [illegible]:

আছে:—

[illegible]

[illegible]

[illegible] শ্লোকের পর [illegible] আছে:—

[illegible] প্রণালিকা [illegible] ([illegible])

[illegible]

"বিদ্যুৎ [illegible]। নীল [illegible] বস্ত্র ইত্যাদি।" উহার ৩য় পত্রের শেষ [illegible]

"শ্রীরাধিকা গৌর তনু কাঞ্চন [illegible] রক্ত পাটরি নীল চির কাঁচলী নীল [illegible] (পট্ট?) উত্তরী মণিময় চৌকি কণ্ঠে নাশায় দোল মুক্তা কণ্ঠে স্বর্ণ কন্ঠি অলঙ্কার স্বর্ণহারাদি শিরে সিন্দুর হবে স্বর্ণ কঙ্কণাদি নানারত্ন রচিত [illegible] [illegible] পদে নুপুর [illegible]"

৩৬৬। নাম হীন পুঁথি।

ইহার ১ম ও ২য় পাতার অভাব বলিয়া নাম জানা যাইতেছে না। তুলনামূলক ভক্তি-বেদী (যোগ শাস্ত্রীয়) গ্রন্থ। আসন-প্রকরণ, দেহ-তত্ত্ব প্রভৃতি কঠিন বিষয় বিবৃত। সমস্ত পুঁথি এক কবির লেখা কিনা,—সুতরাং সমস্তটা এক পুঁথি কিনা, বলা যায় না। একাধিক কবির ভণিতি দেখা যাইতেছে। [illegible] সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং 'যোগ-কলন্দর' হইতে [illegible] দেখা যায়।

[illegible]

কাগজের মাহি। [illegible] শেষ আছে। লিপিকার [illegible]। [illegible] নাই।

[illegible]

[illegible]

দুর্গিতে অরুন নিত্র কিরন আহার।
[illegible] জলে জলে ঢেউ নহি কিরকার।
[illegible] অরে রূপধরি অরে অরে ফিরে।
ভ্রানহন হই আনন্দে হেত চিত।

ভণিতা—

(১) কিন অলি নিপুমতি ছৈদ ভোজ জান।
জিন হিনবুদ্ধি কহে চৌতিশাই জান (জান)।

(২) জাহিনে বহিলে হব মরন বিনষ (৬ পত্র।)
৮এ মাসে মরন সে কহে কবাজ এ। (৩১ পত্র।)

(৩) এ তিন মিখন হরি বাদবারে কহে।
পবকক জিকরে মরন কহে [illegible] (২৮পত্র)

(৪) এহত কহিল হ্রি কথা অনমঙ।
জান জানিবা হেন সাহা বিছা কহে। (২৩পত্র)

(৫) হাজী মুস্তাফা কয় মালিক মন্তাজ। *
দেশাএ হাজীকে জীবু খুজিবা ন পাহে।

(২৮ পত্র।)

বাঙ্গালা পুঁথির প্রহেলিকার বিনির্ণয় বড় সহজ নহে! উদ্ধৃত ১ম ভণিতি-টী 'জ্ঞান-চৌতিশাটি, সৈয়দ সুলতানের রচিত জ্ঞান-প্রদীপের অন্তর্গত। ১ম ও ৪র্থ ভণিতি-দ্বয় অধ্যায় শেষে দেওয়া হইয়াছে; অপর ভণিতিগুলি গ্রন্থ-মধ্যে (যেখানে ভণিতি হওয়ার নহে) পাওয়া গিয়াছে। রহস্য তাল বুঝা গেল না।

আরো কথা আছে। ১০ম পত্রে—

"সকলে কুহকে আছে জিগোলার হৃদি।
তথা হৈতে জেনিগন জিলিপির ধাই।
॥ এ সকল আজন সমাপ্ত ॥"

এইরূপ সমাপ্তির পর আবার একখানি নূতন পুঁথির আভাস পাওয়া যাইতেছে; যথা:—

"আউয়ালে আল্লার নাম করম খোদার।
আইসন বালাম যে জাহার মুরল॥" ইত্যাদি।

দেখিলেই ইহা আর এক পুঁথির মঙ্গলাচরণ বলিয়া বুঝা যায়: কিন্তু তাহার নাম কোথায়? যতই অগ্রসর হইতেছি, সমস্যা ততই জটিল হইতে চলিল, দেখিতেছি।

৩২শ পত্রের শেষ এই:—

"অনাহোত (অনাহত) সেই চক্র [illegible] খোলে।
কন্তরি [illegible] তাহার অন্তরে।
এক এক মোকামের একমত নাম।
জানাব দেখিলে সে পাইবা উপাম।"

লিখিতং শ্রী-মহর [illegible] আরম্ভ (বলিতা)

কথা আর মনুর কথা থাকিতি (থাকিতি)
[illegible] ক্রমেণান্স বুঝার উৎপত্তি।" ইত্যাদি

বাক্যে আবার আর এক নূতন কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে। এখানে আর না গদ্য, না পদ্য অর্থাৎ দুইটার মিশ্রণ।

ইহার শেষ,—

"বুঝিত, যদি বাহিরা কোন্ [illegible] কথা।
[illegible] কোন্ [illegible] (অদ্য)।
[illegible] যদি জানা [illegible] ( )।
কোন্ [illegible] যদি [illegible]"

ইহার পর—

[illegible]

[illegible]

লিখিত আছে। [illegible]

---

* [illegible] এ কবিতার পর হইতে 'কোর্ট-কালন্দর' গ্রন্থের ১১শ চরণ হইতে [illegible] চরণ পর্যন্ত উদ্ধৃত দেখা যায়, [illegible] ইত্যাদি অংশের আরম্ভ। [illegible] পুঁথির [illegible] হইতে [illegible] পত্র, এবং [illegible] হইতে ৩২শ পত্র [illegible] কিন্তু এ [illegible] 'কোর্টকালন্দর' পুঁথিখানি '[illegible]' [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। ([illegible] ১ম, [illegible] সংখ্যা [illegible])

শেষ :—

মক্কোর বেটা থমুক × ছএ
তার হুজারে বিস কৈখুব ক এ :
সর্ব্বা উনএ বিস ছবি গেল থাইয়া :
খামোহানি থাইলুম বিস ম্বরিয় মিথে চাহিয়া :
আহারে প্রভু কি কৈলা মোরে
খামোহানির বিস মোহবে বরে : :

শ্রীবাং আরপ থং সাং কএ কৃষ্ণনগর নীং মুরাবর বেনিকা দারা আলী সা (সাং ?) ফকির বর বাব (বাপ) ধনবর সাহা, ইং সন ১১৯৪ মখি তারিখ ২৭ বৈসাগ রোজ রবিবার ছেপতরি পুস্তক আনাএ সমাপ্ত হইলেন ॥

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম বটে, কিন্তু সমস্যার ত কিছুই কিনারা হইল না।

৩৬৭। গুয়া-মেলানী।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। পত্র-সংখ্যা ২৭ মাত্র। ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যা পত্রিকায় সমালোচিত ৫৭ নং পুঁথির সহিত কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা একখানি ভিন্ন পুঁথি ॥

আরম্ভ—

অথ গুআমেলানি। নমো গনেশায় নমো। রাম ২ শ্রীমধুসূদন।

প্রথমে হিমালের অর্দ্ধ কার্ত্তিক কুমার।
তার পরে করি আমি শতেক নমস্কার ॥
উত্তরে বন্দিবা গাব (গাই) মেরুর কেদার।
তাহার হিমালে ভাগে সহস্রাল (সস্রাল) সংসার।

শেষ :—

খোলাতে আই পতি (রতী?) কি কর্ম্ম ভাবিল।
সবে মিলি এই আলার বিরাজ দিব ॥
আলা রূপে বিরাজ দিব মস্তকে দিব শাড়ি।
সর্ব্ব লোকে ভন অন্যাক মেলানি ॥

"ইতি গুআমেলানী সমাপ্ত। শ্রীরাম দুলাল বুসী সীং মধ্যগ্রাম সাং লিখক (লিখক)॥"

৩৬৮। রজমালা।

আরম্ভ :—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয়ে প্রণাম করি রসুল আল্লার ॥
তৃতীয়ে প্রণাম করি ফিকির উমর।
চতুর্থে প্রণাম আমি নবুর্জির ॥
সোনারী মেঘে পলি, আসমানে আন থালি,
কতুক রয়েছে।
ফুল লই আয়ু খেল সাহার সঙ্গে ॥ ধু।
পড় পেশে পড় মাঝে আইল আষাঢ়।
ধর করি (?) হাত বাতাস মারোয়া লাগিল।
মহুনাম ধুতা দিয়া মারোয়া ছাড়িল।
ঠাঁই ঠাঁই আমার ভাল ফুটিতে লাগিল ॥

ভণিতা ও শেষ :—

ক্রোধ নেক আশীর্ব্বাদে তোহার প্রীত।
দীন ধর্ম্মে তোহাদের কপড় রাখিত (?)।
শিতবর আশীর্ব্বাদ ভব নেই পার।
রজমালা কহি কহে ফকীর মোহর ॥
ফুল লই আয়ু খেল সাহার সঙ্গে।
সোনারী সোনারবি, আসমানে আন থালি,
কতুক রয়ে রে।
ফুল লই আয়ু খেল সাহা সঙ্গে ॥

অতি প্রাচীন লেখা। তারিখাদি পাইলাম না। পত্রসংখ্যা ২৮ মাত্র। [illegible] যে কি, কিছুই বুঝিলাম না। [illegible] মুসলমানের বিবাহোৎসবে সুর্ব্বে গীত [illegible]।

৩৬৯। গীতা-[illegible]।

ইহা [illegible] গীতা [illegible] উদ্ধবের [illegible] গীতার [illegible] অন্তর [illegible]।

আমাদের প্রদত্ত। বড় বেশী দিনের রচনা নহে।

আট পেজি আকারের পুরু পুরু শ্রীরাম পুরী কাগজ। পৃষ্ঠসংখ্যা ৮০; দুই পৃষ্ঠে লেখা। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মেকেন্টার কালী।

ইহার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ষষ্ঠীচরণ মজুমদার মহাশয়। তাঁহার এবং তদ্রচিত আরো দুই খানি পুঁথির পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৮১ ও ৮৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার সম্যক পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন, এই জন্য অবসরান্তরেই আমরা তাঁহার [illegible] পরিচয় প্রকাশিত করিব, মনস্থ করিয়াছি। তাঁহার কৃত আরো তিনখানি গ্রন্থের উল্লেখ পশ্চাৎ পরিদৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ এই সব গ্রন্থই তাঁহার কাশীর অবস্থানকালীয় রচিত।

ইহার ভাষা পদ্য গদ্য দুইই। গণেশ সরস্বতী, দুর্গা, শিব, কালী রাম লক্ষ্মণ সীতা, [illegible] (পুনঃ) ও দুর্গাস্তবের পদ আছে। একটু নমুনা দেই—

শ্রীশ্রীগণ দুর্গা শরণং।

গান—আগো আমার॥

[illegible]॥

স্বর—[illegible]।

শ্রীগণেশ বন্দনা।

[illegible] বিভিট—তাল [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible]॥

শ্রীশিবের স্তব।

শ্রীরাগ—তাল একতালা।

মন কর রে চেতন।

দেখ, [illegible] কাল নাশ॥

উঠ উঠ [illegible],

[illegible]॥

মন রে, [illegible] ([illegible]) [illegible]—

[illegible], হবে পূজা মন॥

কাল-ভয় এই তোর [illegible] ([illegible])

[illegible],

মন রে, [illegible],

এ [illegible]॥

শ্রীকালীর স্তব।

রাগ [illegible]—তাল [illegible]।

[illegible]।

[illegible]॥

[illegible]।

[illegible]॥

[illegible]।

[illegible]॥

এ [illegible]॥

([illegible])

[illegible]।

[illegible]।

রাগ—[illegible] গৌরী তাল [illegible]

[illegible]।

[illegible]॥

[illegible]।

([illegible]) [illegible]।

[illegible]।

শেষ ঃ—

সেই রত্নসিংহাসনে, রাজা রাঘবে বসিয়ে,
বিদায় হইলেন মুনিগণ।
হাহাকার হল সর্ব্ব, সকলে কান্দিল সর্ব্ব,
কান্দিল শ্রী রাম রঘুমণি॥

*   *   *

[illegible] পতি সদাচার, বসিলেন রাজ্যভার,
দেবঋষি পিতৃগণ সহ।
দ্বিতীয়বার পাঠাইয়া, জানকীরে আনাইয়া,
চিত্তে কিছু করেন সন্দেহ॥
আমি তাঁর বরানন, সীতার পরীক্ষা লন,
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হল সতী।
সেই শিশু অনুরোধে, জানকীরে নির্ব্বিরোধে,
বামে বসাইলেন রঘুপতি।

*   *   *

(শ্রীরাম সীতার শুভ সম্মিলন।)

গান।

হায় হায়, রামের বামে সীতা কি শোভিল।
যেন সহ নীলমণি হৃদয়েতে জড়িল॥

*   *   *

*   *   *

রাম সীতার উদয়, ত্রিলোক আনন্দময়,
[illegible] রামায়ণ [illegible] পড়িল।
সীতারাম পদতলে, [illegible],
রামকৃষ্ণ কয় সবে, পালা সাঙ্গ হইল॥০॥

পালা সাঙ্গ।

৩৭০। ভদ্রী বিদ্যানিধির সং।

ইহা একখানি বিদ্রূপাত্মক প্রহসন;—ভট্টাচার্য্যের মস্তক-চর্ব্বণার্থ লিখিত; অথবা সেই কথাইচরণ মহাশয়ের [illegible]। কবিতার [illegible] এবং [illegible] লোক [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

আরম্ভ ঃ—ভদ্রী বিদ্যানিধির সং।

চাটিম ফাট কথা শোন কভু লোমা ইত্যাদি রচে এক বোতল [illegible] সরাব একত্রে এবং [illegible] খাইয়া কাবে কয়ে ([illegible]) [illegible] টেনে [illegible] আমার জাতির [illegible] [illegible] পেটটা, পরাণটা পুড়ে গেল হায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] পেয়েছি খালি [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] কাকে খাবার [illegible] হাতী দিয়ে গেছে [illegible] জমা হলে পরে জীবন [illegible] ([illegible]) সবার শিরে আমার জাতির [illegible] ([illegible]) কর্ম্ম); এ বশিরের [illegible] আসিস্ (আশীষ)। ([illegible]) [illegible] সভায় আইসা। [illegible] ইত্যাদি সভায় বলা।

ভদ্রাবতী, প্রকাশ ভদ্রী বামুনী।

বড় [illegible] বাপের [illegible] [illegible] [illegible] পেট [illegible] কাপড় দিয়ে [illegible] [illegible] কথা [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] বিদ্যানিধি [illegible] সভায় আশীষ।

বিদ্যানিধি।

ভদ্রীর পেট এবং [illegible] ইত্যাদি [illegible]। [illegible] [illegible] ইত্যাদি।

শেষ ঃ—গান [illegible]।

[illegible]

চড়িয়া বসিলেক বিনা জনীর দুপা বুকে জড়াইয়া ঠেশ ধরে যথা সাধ্য দৌড় দিয়া চলিয়া গেলেক।)

ভবী বিদ্যানিধির সঙ্ সাঙ্গ ইতি।

৮ পৃষ্ঠা মাত্র। তারিখ নাই। সম্ভবতঃ রচয়িতার স্বহস্ত-লিখিত। নিতান্ত অশ্লীল, —ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে।

৩৭১। সখাদাসী-সখীদাস বৈষ্ণবের সং॥

ইহাও উক্ত মহাত্মা ৺বসীচরণ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন বিশেষ। পৃষ্ঠ সংখ্যা—১৪। তারিখ নাই। বোধ হয়, তাঁহার নিজ হস্তের লেখা। ভণ্ড বৈষ্ণবের নিন্দা ইহার উদ্দেশ্য।

আরম্ভ :—সখাদাসী সখীদাস বৈষ্ণবের সঙ্।

কপালে ফোঁটা তিলক একে হাতে মালার ঝুলী কণ্ঠে সখাদাসী বৈষ্ণবী গান গাইতেং সভায় আইল :—

গান।

একের প্রেম ডাক্‌ছে, খেতে বড় মজা,
যা খেয়ে শ্রীকৃষ্ণ হল পিরিতের রাজা।
চল বৃন্দাবন, ত্রিভুবন বিমোহন,
দুজনে মিলে আছি এ একোলা তাঁরা॥
যে খাবে এক, প্রাণ জুড়ে যাবে,
অন্তরেতে মেখে খাব পিরিতের খাজা।
মনে বিবাদি, নাম কলাদাসী,
জগত বিখ্যাত আমি বৈষ্ণবী মজা॥১॥

শেষ :—বিট্‌ঠলদাস (সখীদাসের প্রতি)

[illegible] আর সখাদাসী দেখে হচ্চে কম্প নাকিল, কর্ম্ম করা হল, বড় বুদ্ধি জ্ঞান।

* * * আর কাই আমিকেন দিয়ে মারো। [illegible] (এ বলে দুই জনে জড়াজড়ি, [illegible], [illegible], [illegible] দিয়ে নাচে এবং বালক গণ কর্ষে)।

সখীদাস—

ই. প্রাণ বৈষ্ণবী চল।

সখাদাসী—

পিচ্ছিলের হাত ধরো, চল কর্ম্মাদি তাড়ায়, চল জামাই, চল কাতর, চল চল করো। আগে সখাদাসী, পরে দুই জন বেগে চলিয়া গেল।

সখীদাস সখাদাসীর সঙ্ সাঙ্গ।

অশ্লীলতার চূড়ান্ত,—কোন ভদ্রলোকের পাঠ-যোগ্য নহে।

৩৭২। সহস্র-গিরি বধ।

খণ্ডিত। ১ম পাঁচ পাতা বর্ত্তমান; ভণিতাও তারিখাদি নাই। খুব বেশী প্রাচীন নহে।

আরম্ভ :—

রাবণ বধিল প্রভু রাম নারায়ণ।
পুষ্পরথে চড়ি রাম করিল গমন॥
জয়মুনি কহিল কথা শুন বিবরণ।
আর এক কথা কহি অপূর্ব্ব কথন॥
কর জোড় করি কহে জানকী সোদরি।
দেশেতে চলিলা প্রভু রাবণ না মারি॥
রাবণের বধ প্রভু আপনে করিল।
তাহারে না বধি প্রভু কিসেতে আসিল॥

৫২ পত্রের শেষ :—

পাত্রবত্তে চড়ি আইলা দেবী ভগবতি।
মকরেতে চড়ি আইলা গঙ্গা ভাগিরথী॥
পক্ষিরেন্দ্র চড়ি আইলা বিষ্ণু যাদবে।

* * * *

পূর্ব্ব সমালোচিত ৫৯ সংখ্যক "সহস্র গিরি রাবণ-বধ" পুঁথি হইতে ইহাকে ভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

৩৭৩। [illegible]।

[illegible] নাম নাই। [illegible] [illegible] [illegible]।

সন্নিবেশিত আছে। সংগ্রাহকের নাম অজ্ঞাত। পত্রাঙ্কবিহীন কতকগুলি পাতা মাত্র আছে। খণ্ডিত পুঁথি। ছোট বড় ১৬৩টি শ্লোক। মধ্যে ১২—৮৮ এবং ১১১—১৩৩ শ্লোকগুলি নাই। শ্লোকগুলির পরে 'জয়গুণের বারমাস,' 'ছকিনার বারমাস,' 'মছলিমের বারমাস' এবং 'তালমালার' কিয়দংশ লিখিত রহিয়াছে। গণনায় ২০ পাতা পাওয়া গেল; দুই পিঠে লেখা।

আরম্ভ :—

সন ১১৭৭ সা[illegible] [illegible] মং তারিখ [illegible]।

বঃ বীছমাল্লাহের রহমানের রহিম।

শোলক।

শরকতি(?) তুমি বড় জানি।
তোমার জিহ্বা (জিহ্বা) [illegible]
বেত (বেদ) বাণি।
তোমার জিহ্বা মুক্তার হার।
আমারে দেখনা বিদ্যার ভার॥
লাগর আরে বিনা মোর কণ্ঠে লাগে।
জানক্ জীবন্ জাগং প্রাণ॥
মোর কণ্ঠ ভাঙ্গি [illegible] আর কণ্ঠে বান্ধ।
তোমাই দেখ [illegible] আছুর
মাতা (মাথা) বান্ধ॥ ১॥
[illegible] (?) সরস্বতি মিয়মুগ * দেখিএ
গলাএ গজমতি হার।
আমারে দেখ না সরস্বতি বিদ্যার ভার॥
মর (মোর) কণ্ঠ ছাড়ি কবি আর কণ্ঠে কাচ্।
তোমাই দেখ [illegible] আমার মাথা (মাথা) বাচ্॥ ৩

মধ্যভাগে :—

যদি সুখ কিছু নহে মনিলে সে মিউ।
সরিল (শরীর) আপনা নহে মারিলে যে জিউ॥
মাতা বিনে পুত্রের কভু নাই সুখ।
ভাগ্যহীন পুরুষের সতত যে দুখ॥
কৈন্যা বিনে বাপমাতার নাহিক আদর।
আপ্ত মরিলে কেনে বাছে ঘর ঘর॥

কৈন্যাএ কেন্দা যাবে প্রণব কোরা।
পুণ্যবান ন পাইব জন্মের ভাবনা॥
দর্শিকুলে সেই বৃক্ষ আইবেন্ত নিপাও
বংসকুমোক্তাল মনিত্ত না পুকাএ জাত॥ ৬
গাছের বলে ফল পায়।
টুনিকি সোল পায়॥
বুদ্ধি থাকিলে লাগর কবি (কড়ি)।
ভাগ্য দিলে কেহ না ভাবিবি *॥ ৯১
এ সখি বিরাটিতনএ দেখ যায়।
বাজ্ন অগ্ন্যা হবে অন্তর মরম
কি জেন পাগ পরাব॥ ইত্যাদি॥ ১০৪
এক ফুলের মধ্য ধরে শত গুণ। *
অন্যাপি চাকীর মধ্যে ন [illegible] [illegible]॥
তাহারে অমরা বলি অলি [illegible] জীএ।
অলি পদ্ম মিলি একত্রে মধু পীএ॥ ১৩৭

শেষ :—

নাঙ্গে (?) ন ছাড়ে পাকাবি হলদি
ন ছাড়ে রং।
হাজার মলুয়া (মসলা) দি পাকাইলে
গুওটিএ ন ছাড়ে গন্ (গন্ধ)॥
জথ শক্তি আছে কর পর উপকার।
জে হোক সে হোক পুনি সুখ আপনার॥
জীবন্তে যে পুণ্য কর সেই মাত্র সার।
আইতে সে[illegible] করি ন দিবা সংসার॥
১৬৩ শ্লোক॥

"সন ১১৭৬ মঘী-কাত্তি মাস বৈয়ে আগ্রাব মাস + + সনে হাং মাং মুং তাং পীং সাং চিং হাং সন ১১৭৭ মঘী আগ্রান মাসর চারির তারিখ রবিবার দুপর বেলাতে তুলনার [illegible] সন ১১৭৮ মঘী বৈশাখ মাসত্ অরিণ আরেখা।"

"সন ১১৭৭ মখিতে [illegible] সাহেবর অরিণেতে কুলচন্দ্র মুনল আসিনে এই মোক্তা রাখিছে।"

---

* ইহা আখ্যা-বক্তব একটি সদৃশ আছে। কিন্তু এখানে খণ্ডিবার স্থান নাই।

এই পুঁথিতে ‘পদ্মাবতী’, ও ‘বিদ্যা-সুন্দরের’ ও দুই একটি বাক্য উদ্ধৃত দেখা যায়। তা ছাড়া, কয়েকটি হেঁয়ালী ও আছে। লিপিকর সম্ভবতঃ ‘অঙ্গদের রায়বার’ * রচয়িতা হাফিজ পণ্ডিত বা তৎপুত্র বক্সা আলি (সাঃ জিন্জোল।)

৩৭৪। জ্ঞান-সাগর।

“পূর্ব্বে একখানি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিলিপির সাহায্যে ইহার পরিচয় দিয়াছি। (২১ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম। ইহা সত্যই যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের নামটি সার্থক হইয়াছে বোধ হয়। প্রকাশের খুবই উপযোগী। ‘পরিষৎ’ কৃপা না করিলে ইহার উদ্ধারের আশা আছে বলিয়া মনে হয় না।” ইহা ‘ফকিরী’ গ্রন্থ বলিয়া মুসলমান শিক্ষিতগণ ইহার সমাদর করিবেন না, নিশ্চয়। কেন না, ‘ফকিরী’ নাকি ইস্লাম-বিরোধী। ‘ইস্লাম প্রচারক’ পত্রে আমি ‘যোগ-কালন্দর’ নামক যোগ-গ্রন্থ প্রকাশ করিতে যাইয়া এই অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়াছি। † আবার স্বজাতীয় মাতুলগণ [illegible] যেন পৌঁচাবি [illegible] [illegible] না। যাক্, বেশী কথা বলিতে [illegible]।

এই পুঁথির রচয়িতা আলি[illegible], [illegible] ‘কানু ফকির’। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

আরম্ভ :—

আলাহ নবি [illegible] বলি।
নিধ্যানিমা সাগ [illegible] [illegible]।
কথ (কোন্) কর্ম্ম করেন [illegible] হইব প্রকাশ।
কি কর্ম্ম করিলে [illegible] [illegible]।
সেই কর্ম্ম কত (?) কহি [illegible]।

ভণিতা :—

সাহা [illegible] পদ করি [illegible]।
[illegible] [illegible] রচিল [illegible]।
হীন আলি রাজা [illegible] [illegible]।
সর্ব্ব [illegible] এক [illegible] [illegible]।

শেষ :—

ইঙ্গিতে কহিলাম কিছু [illegible] কথন।
[illegible]
গুরু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] কথা [illegible]।
এই পুস্তক নাম [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] সব [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] আলি রাজা [illegible] [illegible]।

“ইতি জ্ঞান সাগর পুথি সমাপ্ত। ইতি সন ১২০৭ (?) মাহ [illegible] তাং [illegible] লিখকো শ্রীকমর আলি [illegible] সাকিন [illegible] [illegible]।”

গ্রন্থ-মধ্য হইতে একটু নমুনা দিতেছি :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] দিয়াছে।
[illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible]
[illegible] ([illegible] ?)।
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

* এই সুন্দর [illegible] ‘পুঁথি’— [illegible] সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে। (‘হাফিজ-পণ্ডিত’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

† এতৎ সম্বন্ধে [illegible] [illegible] [illegible] ‘যোগকালন্দর’ [illegible] [illegible]।

অনধিকারী বলিয়া গ্রন্থখানি আমাদের নিকট মহত্ত্বযুক্ত বোধ হয়। পত্র সংখ্যা ১০৫; দুই পিঠে লেখা। আড়িপেত্তি কাগজের বহির আকার। বাঙ্গালা কাগজ। আকারে বৃহৎ ।০

৩৭৫। ভারতী-মঙ্গল।

এই পুঁথির বিবরণ 'আরতি' পত্রিকা † হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। এই পুঁথির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখক স্বদেশের পরম বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বি, এ, বাহাদুর লিখিয়াছেন:—"আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ৺রাজা রাজসিংহ বাহাদুর একজন পরম ধার্ম্মিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। * * * * * * তিনি একজন সুকবি ছিলেন; তাঁহার রচিত একখানা হস্তলিখিত কাব্য ও দুই তিনখানা খণ্ডকাব্য অদ্যাপি আমাদের পুস্তকালয়ে বর্ত্তমান আছে। * * * কবির রচিত 'রাজমালা' ও 'মনসা-পাঁচালী' নামক বর্ণ কাব্যদ্বয় আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুরের যত্নে মুদ্রিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। অধুনা আমি 'ভারতী-মঙ্গল' প্রচারিত করিতে ইচ্ছা করিয়া বহু চেষ্টাতে পাঠোদ্ধার করিয়াছি।"

*"ভারতী-মঙ্গল কালিদাসের সরস্বতী কুণ্ডে স্নানান্তে ভারতী দেবীর বরলাভ বিষয়ক প্রচলিত প্রবাদ অবলম্বনে রচিত। * * * (ইহা) রচনা-মাধুর্য্যে, ছন্দ-বৈচিত্র্যে এবং ভাষার পারিপাট্যে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কেবল নগণ্য স্থান অধিকার করিবে, এমন বোধ হয় না। * * * বোধ হয়, (কবি) সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।"

"ভারতী-মঙ্গলে রচনার সময় নির্দিষ্ট হয় নাই। গ্রন্থপাঠে বোধ হয়, কবির অগ্রজ ৺রাজা কিশোর সিংহের জীবিত কালেই ইহা রচিত হইয়াছিল; কারণ প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে কবি অগ্রজের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সৌভ্রাত্র আদর্শ স্থানীয় ছিল। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর মাত্র বয়সে ১১৯২ বঙ্গাব্দে পরলোক গমন করেন; অতএব তাঁহার জন্মকাল ১১৫৬ সন। কবি তাঁহা হইতে প্রায় ২ বৎসরের কনিষ্ঠ, ইহাতে তাঁহার জন্মকাল ১১৫৭।৫৮ বঙ্গাব্দ হইতেছে। রাজা রাজসিংহ প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে ১২৩৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইহাতে অনুমিত হয় যে, কবি [illegible] বৎসর বয়সে "ভারতী-মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। অতএব [illegible] প্রায় ১২০-১২২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, একথা নিশ্চিত।"

"[illegible] পূর্ব্ব [illegible] পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই, [illegible] সিংহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]"

* এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ১৩১০ সালের 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে আরো বলা উচিত যে, এই পুঁথিখানি পরীক্ষা সুসঙ্গের আদালতের সাক্ষাৎ উকীল ও "[illegible]" প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] তাঁহার নিকট [illegible]

† [illegible]

উক্ত পত্রক হইতে এই কাব্য সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যাইবে। সমস্ত কথা এস্থলে উদ্ধৃত করার স্থানাভাব। বক্ষ্যমান [illegible] রাজা [illegible] চতুর্থ পুত্র [illegible] সিংহ [illegible] মহাশয়ও একজন সুকবি ছিলেন। তিনি [illegible] নামক কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক মহাশয় তাঁহার [illegible] প্রকাশিত করিয়া [illegible] দিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] অনুসন্ধানের অনুগ্রহে [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] সম্মান ও মর্য্যাদা [illegible] [illegible] [illegible] অনুসরণ করেন, [illegible] সেইরূপ [illegible] আমাদিগকে দিবেন কি?

৩৭৬। নাম-হীন [illegible] পুঁথি।

[illegible]

আরম্ভ।—[illegible] চরণ।

[illegible] কথনং। প্রকৃতি পুরুষ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি।

[illegible] যথা:—

[illegible]
[illegible]

অতঃপর [illegible], যথা:—

ঢুল টটঙ্গ (তটঙ্গ) [illegible] [illegible], [illegible] অমিতা [illegible], পাত্র [illegible] যথা, আপনে [illegible] [illegible] চরণ, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] প্রবণ, [illegible] [illegible]। ইত্যাদি।

অতঃপর 'জিজ্ঞাসা উত্তর', যথা:—

আপনে [illegible], আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি।

শেষ:—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পুঁথি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশ করিতে কোন বাধা নাই কি?

৩৭৭। জ্ঞান-তত্ত্ব-পয়ার।

পুঁথি [illegible] [illegible] [illegible], কোন অংশ [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পত্র। [illegible] ও লিপিকরের নাম নাই।

আরম্ভ:—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

শেষ :—

অম্বা[illegible] চক্ষু দিবা-চক্ষু দিল যাবে।
[illegible] বাঁধিয়া সাবধানে।
[illegible] এই মহাজনের মত।
[illegible] কোটি [illegible]। সাং।

৩৭৮। ছুলতান জমজমার পুঁথি।

[illegible] কবির রচিত এতন্নামধেয় আর [illegible] পুঁথির পরিচয় পূর্বে দেওয়া [illegible] গিয়াছে। [illegible] সংখ্যক পুঁথি দেখা [illegible] [illegible] পুঁথি [illegible] কি, তাহা লিখিত হইয়াছে। [illegible] পুনরুক্তের নিষ্প্রয়োজন [illegible] প্রাচ্যপাঠ ও [illegible]।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রী জমজমার [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] ভাইয়ার [illegible]।
[illegible] আমি [illegible]।
[illegible] না পাইত [illegible]।
[illegible]
[illegible]।

ভণিতা :—

দীন [illegible] না দেখি উপায়।
কেবল ভরসা মনে সেই [illegible] পায়।

শেষ :—

আজলের দেখা দেখতা বুকে দেখো [illegible]।
আজলি (?) [illegible] নাই কোন কালে।
দেখো দেখি জমজমার আজল [illegible]
[illegible]।
[illegible] কবিল [illegible]।
জমজমার কেচ্ছা [illegible] হইল তামাম।

"ইতি ছোলতান জমজমার পুঁথি সমাপ্ত। ইতি সন ১১৩৩ সং তাং ২২ কার্ত্তিক লেখীতং শ্রীমহম্মদ আলি শাং তেলা খাঁ সাং হুসাইন ভাঙ্গে পটিয়া।" পত্রসংখ্যা ৫৯, দুইপিঠে লেখা। আড়িপেটি বহির আকার।

৩৭৯। কৃষ্ণ-মঙ্গল।

খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে পূর্বে ইহার পরিচয় একবার দেওয়া গিয়াছে। (১২৬ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এবার সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গেল। এই পুঁথিখানি প্রকাশের সর্বাংশ উপযুক্ত। আমার বিশেষ অনুরোধ, 'পরিষৎ' পুঁথিখানি প্রকাশ করতঃ এই বিলুপ্ত-প্রায় কীর্তি রক্ষা করুন। আমি সম্পাদন-ভার লইতে প্রস্তুত আছি।

আরম্ভ :—নমো গণেশায়।

বড়াইর বাক্যেন শ্রীরাধে।

[illegible] ভক্তিভাবে করোদ ভক্তি,
[illegible] মঙ্গল [illegible]।
[illegible] [illegible] কৃতি,
কৃষ্ণের মঙ্গল [illegible]।

শেষ :—

[illegible] সমান পাপি নাহি ত্রিভুবন।
[illegible] কৃপা কর প্রভু নারায়ণ।

"ইতি কৃষ্ণমঙ্গল পুস্তিকা সমাপ্ত। ইতি সন ১১৪৩ মঘি তাং ২৭ পৌষ।" পত্রসংখ্যা ৭৮, দুই পৃষ্ঠে লিখিত। বৃহৎ গ্রন্থ। গ্রন্থকর্তার নাম দ্বিজ [illegible]-নাথ। তাহার কোন পরিচয় আছে কি না, জানি না।

অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর [illegible], পেন্সন-প্রাপ্ত পুলিস সব-ইন্সপেক্টর, [illegible], [illegible]।

৩৮০। [illegible] শাহা।

[illegible] আকারবর্গ [illegible]

বিবরণ সংগ্রহ করিলাম। আটপেজি ৩৭ পত্রে সমাপ্ত। ছাপাতে ভাষার মৌলিকতা নষ্ট হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যায়। ভাষা, সরল হইলেও প্রাঞ্জল [illegible]। স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যাভিমান সুপ্রকাশ। রচনা প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আরম্ভ :—

আদ্যে মুক্ত ঈশ্বরে অন্তর [illegible] ।
কদমের মূল মুকাইল [illegible] ॥

মধ্যস্থল :—([illegible])

হেমন্ত উদ্ধারে [illegible] ।
সাধনর [illegible] পূর্ব [illegible] ।
[illegible] ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥

[illegible] :—

১। [illegible] অন্ধকার হীন সময়ের [illegible]
[illegible] ॥
২। [illegible] সময়ে অগ্নি [illegible] ।
[illegible] দ্বিতীয় [illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥

([illegible])। *

শেষ :—

সময়ের [illegible] ।
[illegible] কৌতুকে রচিল ॥
[illegible] ।
[illegible] ॥
তোমার [illegible] উত্তম ।
[illegible] ॥
[illegible] ।
[illegible] মহা [illegible] ॥

* [illegible] পৃষ্ঠার পরও [illegible] সম্বন্ধে [illegible] লেখা নাই। [illegible] না পাওয়ায় কিছু ঠিক করিয়া বলা যায় না।

* * * *

তাহার উদরে [illegible] কেবল [illegible] ।
[illegible] থাকিয়াছে [illegible] ॥

* * * *

চন্দ্রযোগে [illegible] ।
তোমার ঈশ্বর [illegible] ॥
মাঘী মাসের শেষ দিন [illegible] (?)
মহা [illegible] ॥

মুসলমান-প্রকাশ [illegible] পৌত্তলিক [illegible], পাঠকগণ [illegible] সেই [illegible] আমাদের [illegible] হইয়াছে। [illegible] কেহ [illegible] কি ? [illegible] এই [illegible] সকল [illegible] লোকগুলির অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

বোধ হইতেছে [illegible] সময়ের [illegible] পর [illegible] করেন ; [illegible] নামক ব্যক্তি [illegible] রচনা করতঃ কাব্য সমাপ্ত করেন। চট্টগ্রাম—[illegible] থানার অন্তর্গত [illegible] নিবাসী [illegible] বোধ হয় প্রকাশক। উক্ত কবিদ্বয় সম্ভবতঃ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন। গ্রন্থের রচনা কালটা ১১৪৯ মঘী নহে কি ?

৩৮১। মৃগলুব্ধ।

পূর্ব্বে এই নামের আরো দুইখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছি। (১৬ ও ১৭৬ সংখ্যক পুঁথিদ্বয় দ্রষ্টব্য।) ইহার ভণিতা পাওয়া গেল না। পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ হয় নাই ; কাজেই অন্য ভাব [illegible] কিছু বলিতে পারিলাম না। [illegible] পূর্ব্বোক্ত পুঁথি দুখানা হইতে ইহাকে [illegible] বোধ হইতেছে।

আরম্ভ :—নমো গণেশায়। নমো সর-
স্বতিনম। বেদে রামদেবে * * ইত্যাদি

প্রথমে প্রভু রাম জীবের জীবন।
কুপাশিন্ধু দিনবন্ধু নইলুম শরন॥
শুনহ সর্বলোক হইয়া একচিত্ত।
মৃগলোভ মুনি হএ সহির পণ্ডিত (পতিত)

শেষ :—

মুচকুন্দ রাজাএ যে কহিলা কহিল।
এই মতে রাত্রি পোহাইল॥
জলোটেরে বাউকণে পুজিল শঙ্কর।
বৃষ উপাসিত হইলা দেব মহেশ্বর॥
বৃষ পাঠাইয়া দিলা দেব দিগম্বর।
সেই বৃষে আরোহিলা রতিয়া ঈশ্বর॥
বৃষের উপরে রাজা পুর্ণ মদন।
পত্নি সহিতে রাজা স্বর্গেতে গমন॥
যেই জনে শুনে বৃষ লুপ যেন কখন।
শরীরে পাপ নাই করাইন॥

"ইতি বৃষলুপ্ত পুস্তক সমাপ্ত। ভিন্ন-
ভাষি এ * * * * নাহি দোষ কদাচন।
শ্রীঈশানচন্দ্র বৃষ অকরবিধং।" তারিখাদি
নাই। অতি পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা
১৭, দুই পিঠে লেখা। আকারে ক্ষুদ্র।
অধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু দিগম্বর সেন, পেন্সন
প্রাপ্ত পুলিস-সব্-ইন্স্পেক্টর, দৈয়দলা,
চট্টগ্রাম।

৩৮২। আসুরেশোয়ার পাঁচালী।

ইহাতে পবিত্র কোরাণ শরিফের
অন্তর্গত 'আসুরেশোয়া' নামক অংশ-পাঠের
ফল বর্ণিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে বেশী
কথা বলা অনাবশ্যক। পত্রসংখ্যা ৯; ৪
অংশ পরিমাণ ফুলস্কেপ কাগজের আকারের
মত। বাঙ্গালা কাগজ। দুই পিঠে
লেখা। ক্ষুদ্র গ্রন্থ।

শেষ ও ভণিতা :—

কহিব হোছনে কাছে, ভয়েতে ভাবিয়া মরে,
এক দিনে দুই প্রভু নাই।
কালি সবে দেখা হইল, (?) পাপলোক তোলাইলা,
তবে কেন না যাও গোসাঁই।

"তারামত আবদুল্লার লেখা সমাপ্ত।
আদাএ তারিখ সন ১২০৯ মঘি তাং ১৯
কার্তিক রোজ সোমবার। শ্রীকরিম আলি
পীং মাহাং আলি শাং হলাইন।"

৩৮৩। ষষ্টকবি মনসা।

পূর্বে একখানি খণ্ডিত পুঁথির সাহায্যে
ইহার একটু পরিচয় লিখিয়াছিলাম, মনে
পড়িতেছে। এবার সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিলাম
প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১২৭; দুইপিঠে
লেখা। বলা বাহুল্য, 'বাইশ কবি মনসা'
অপেক্ষা ইহা আকারে অনেক ছোট।

আরম্ভ:—নমো গণেশায় নমো। আদি-
দৈবা * * * * * ইত্যাদি।

প্রথমেতে গণপতি, দিব্য শোভে মহামতি,
সদয়ে পাপও দূরে যায়।
ভালো মন্দ দৈবে যাকে, প্রভুর মঙ্গল গাইতে,
তারে প্রভু হইয়া সদয়॥

শেষ :—

নহুষ প্রসঙ্গে আস্তিক কহনি।
মধু কোন কহিলুম যেমত আপনি॥
পদ্মা প্রধান করে জগতের পর্তি।
শর্কিল সমাতি বড় যেন মনসার॥
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] বিদায় হইল॥

দেখিতেছি, সকল মনসা-পুঁথিরই মূল নাম 'মনসা-মঙ্গল'। বিভিন্নদেশবাসী কবিগণ মিলিত হইয়া কি এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ? না, কবলিকার অন্তরালে গ্রন্থপ্রণয়িতা অপর কেহ আছেন ? এ তথ্য বিশেষরূপে আলোচ্য বটে।

ইহার-রচয়িতৃগণের নাম ;—১। পণ্ডিত জানকীনাথ, ২। বল্লিবর সেন, ৩। গঙ্গাদাস সেন ৪। বৈদ্য জগন্নাথ ৫। জগানন্দ সেন ৬। হরিদেব সেন। ইহাদের সকলের নাম গ্রন্থের বহু স্থলেই দৃষ্ট হয়। তবে কেবল একটিমাত্র স্থলে 'রমাকান্ত' নামে আর এক কবির ভণিতি পাওয়া গিয়াছে। ইহার নামটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে না করিলে গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য থাকে কই ? যাহা হউক, অপর প্রতিলিপি পাইলে বোধ হয় এই রহস্যের মীমাংসা হইতে পারে। ইহার তারিখাদি এই ;— "ইতি মনসামঙ্গল পুস্ত (বহি) কবিরচিত [illegible]বন্ধ সমাপ্ত। যিসতাপি • • • • তথা লিখিতং তথা লেখীতং লিখকো নাস্তি দোষকং ইতি সন ১১৮২ মখি তারিখ ৫ ভাদ্র রোজ বুধবার বেলা দণ্ড ভত থাকিতে হইতে। স্বাক্ষরমীদং শ্রীরামরাম সেন সাকিম সাং শীকারপুর।"

রচয়িতার নাম কাজি [illegible]। ইঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটিয়া থানার অন্তর্গত 'বাহুলী' গ্রামে। এখন ইঁহার পৌত্র বর্তমান আছেন ইনি 'খোন্দকার' বংশজাত। পশ্চাৎ অপরাপর কথা সংগ্রহ করিব।

গ্রন্থকারের পরিচয়-সূচক পাওয়া যায় নাই ; কিয়দংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম :—

আহারম নহিল এক তন তুমি।
জীবের জীবন মোর আখির পোতলী ॥
অমূল্য রতন তন মোহোনমূর্তি।
আর তন এর মিয়া মোহোনম গতি ॥
আর তন কোরেণ মোহোনম ভেদ বায়।
পির সাহা মহিনের পরন [illegible] ॥
কাজি মোহোমদ আবিদ আনন্দে,
তাহান চরণে মোর হাজার বান্দাই ॥
কন্ত কন চাপা গাজী নামের

পুঁথি (ভোক)

বিরাগের পূতরাম তাহার ঘরেতে।
বাদশাহ সুতা তাহে মোর সেই কন যোজে ॥
দুঃখ পাই দেখিলি যা হইতে দিন হতে ॥

• • •

পরিমু ইহ নাচেন করু এক দিবস দণ্ড।
সেই ভাবে রহিলে বুঝিল পরি জন ॥
এ সকল চিন্তা ইহা দিয়াছেন পাই।
এ সব বলিবিলে পয়ার দিলাই ॥

৩৮৪। চিশ্ত ইমান।

মুসলমানী ধর্ম-গ্রন্থ ; আরবী ভাষা হইতে অনূদিত। ১ম পত্র ও শেষ নাই ; ২—৮১৭ম পত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। এই পুঁথি [illegible]। বৃহৎ পুঁথি। তারিখাদি নাই, কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। পারিভাষিক শব্দাদি ছাড়া ভাষা সর্বত্র খাঁটি বাংলা।

৩৮৫। মধ্যের পুঁথি।

ইহাতে কতকগুলি গল্পের মন্ত্র ও মূল্য আছে এবং লিখিত আছে। তারিখ বা লেখকের নামাদি নাই। কাগজ প্রাচীন। ভাল লেখা। পয়ার নাই। গণনায় ৭টি পাতা পাওয়া গেল।

মন্ত্রগুলি অশ্রাব্য। এইজন্য ইহাতে কয়েকটা ঔষধ তুলিয়া দিতেছি।

"সর্প কামড়াইলে বিস জদি লাগে ঔষধ (প্রয়োগ)।

ভস্ম—/০ মাসা

হিঙ্গ—/০

কড়ুয়া তৈলে বাটি নস লইলে বিস নামে।

২ দফে। জদি বিষের জব (জোর) কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্রহ্মতালুতে দিলে বিস নামে।

৩ দফে। রাত্তি বিষাদি জদি কিছুএ নামগ্রাএ ছাগলের লাদি মধু ঘি পিসি খাএর মুখে দিলে বিস নির্বিস হএ।" ইত্যাদি।

৩৮৬। সখী-রস পয়ার।

ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসন্দর্ভ। কোন গ্রন্থের অংশ-বিশেষ না কি ? লেখকের নাম বা তারিখ নাই। ১২১৪।১৫ সনের লেখা হইবে। রচয়িতা 'দামোদর দাস'। কদর্য্য লেখা। মোট ১২টি পত্র।

আরম্ভ :—

> সখিগণ পরস্পর অতান্ত কিশোর (কিশোর)।
> কিন্তু সাধ্য কম হয় দাসএ (?) চতুর।
> এই তিন জন রসে অপূর্ব্ব ঠেকল।
> এখন সব সিদ্ধাবিস্তা রুপ পূর্ণ কৈল্যা।

শেষ ও ভণিতা :—

> নিম পাতি এক মনে করএ অবন।
> কলুরি লইয়া হাতে রূপতি চন্দন।
> সিদ্ধ সখির সঙ্গে রসে করে স্নান।
> চাঁদের চুলাইয়া রাখ (?) দামোদর দাস।
> দাস।

৩৮৭। নামহীন পুঁথি।

ইহা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু নামটা কি, জানিতে পারি নাই। ফুলবারী সংক্রিপ্ত গ্রন্থ। পারস্যভাষা হইতে অনুদিত [illegible] স্থানে এইরূপ লেখা আছে :—

> এই যে শোভা রূপ গ্রন্থ সুন্দরী আছিল।
> সবে বুঝিবারে দীনে পাঞ্চালি রচিল।
> শোভা যোগএ রাখে বাঙ্গালি কন্যায়।
> জানিল কিতাব খুলি সংস্কারে কহে।

আরম্ভ :—

> প্রথমে রচিলা যদি প্রভু নিরাঞ্জন।
> কন্ বাক্য হৈলেক এ চৌদ্দ ভুবন।
> স্থান নাই স্থিতি নাই সজোর (পুরোহ) জগতি।
> আহার বনিয়া তৈলে কি শোর শকতি।
> তবে চরণে দুই করিয়া জ্যোতি।
> মন দিয়া হৈল দারী তৈলে দর্শনাগী।
> দর্শনাগী তৈলে পুত্র কন্যা জন্মিল।
> এখন রচিয়ে কথা বিস্তারে দেখো।

ভণিতা :—

> সুবাহীন ফকীর সবি, হিতকর সমে যাদি,
> কন্যানী জয় রূপএকার।

শেষ :—

> হেন (?) জত কথ কিছু সব কহি তৈল।
> ছয়জাদের (?) নীতি দীনে পাঞ্চালী রচিল।
> ফুলারিক ফুকী জান যদি কামরূপ।
> তার আজ্ঞা বরি দীনে পাঞ্চালী রচিলেন।
> হীন কম্বমতি মুই বুদ্ধি দিশ নাহি।
> পাঞ্চালী রচিতে পারি কি মোর শকতি।
>
> * * *
>
> যদি দৌরিবাছে এই হিরিনির মন।
> নৈনাপেতে নদী সব ছৈলেক পূর্ণ।
> ছয়জাদের নীতি এই আবাদ হইল।
> বিস্তিত রচিলুম মুই বুদ্ধি যে আছিল।

গ্রন্থের নামটা কি "ছয়জাদের (?) নীতি" ? ফুলারিক বিধানী ফুলারিক ফকীর আদেশে জনৈক আমি কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে, এরূপ কথা আছে। এতদ্ভিন্ন আছে। গ্রন্থের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রচিত পূর্ব্বকালে কবিবরের নামমুদ্রিত বোধ হইতেছে [illegible] হইবে। [illegible]

পত্রসংখ্যা—১৯। আটপেজি কাগজের বহি। দুই পিঠে লেখা। তারিখাদি নাই বড় বেশী দিনের নকল নহে। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৩৮৮। মনসা মঙ্গল।

এখানি ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসের রচিত। সম্পূর্ণ ও ভাল অবস্থায় আছে। পত্রসংখ্যা ৭৭, দুই পিঠে লেখা। প্রকাণ্ড আকার। ভাল লেখা, এই প্রতিলিপির সাহায্যে প্রকাশ-কার্য্য চলিতে পারে। জিজ্ঞাসা করি, উক্ত কবিদ্বয় সম্মিলিত হইয়াই কি ইহার রচনা করিয়াছেন?

[illegible] মহেশ্বর। নমো দেবী নমো।

[illegible] যদি ছিল যদি, তার পূর্ব কথা কহি,
দুই [illegible] বিবাদ।
[illegible] কাজে, [illegible] কাজে,
[illegible] ছিল [illegible]।
[illegible] দেব দ্বন্দ্ব যোগে, [illegible] ছিল,
তাহা [illegible] পাতাল দুয়ার।
[illegible] মাঝে, [illegible] তখন,
[illegible]।

ভণিতা:—

(১) [illegible] কহে, [illegible],
[illegible]।
[illegible] কাহি, [illegible],
[illegible]।
(২) মনসার চরণ আগে, [illegible] কেতকা দাসে,
কৃপা দিবে অন্ত নাহি যাহি।
[illegible] করে, [illegible],
[illegible] হইল [illegible]।

[illegible]:—

"মনসার চরণ [illegible]" ইত্যাদি পূর্ববৎ, ও [illegible]।

"ইতি সন ১১৬৮ সাল [illegible] ১৬৮ [illegible] ১৮ মাঘ রোজ [illegible] তিথি [illegible] দেখা এক [illegible] শ্রীশ্রীমতি পদ্মাবতী [illegible] দিবসের গীত সমাপ্ত॥ : : এই পুস্তক লিখনং শ্রীকবির চান্দ সেন [illegible] নন্দন সেনস্ত [illegible] পুস্তিকেয়ং॥ অথ ইসাদি শ্রীরাম কিশোর [illegible] কৃপারাম [illegible] শ্রীরাম চন্দ্র [illegible] কায়রাম ঠাং শ্রীশ্যামসুন্দর [illegible] শ্রীরাজারাম ঠাং জানিবে শ্রীরামহরি [illegible], [illegible] হবে তব [illegible] মতিভ্রম। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখিতো নাস্তি দোষক॥ এই পুস্তক দেখিয়া লেখা মম বোলে। [illegible] তার [illegible] নিশ্চয়॥ কথা [illegible] কথা [illegible] লিখন আমার দোষ + + [illegible] এই পুস্তক যে [illegible] করে তার বাপ + + [illegible] যা [illegible]॥"

এই পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য "পরিষৎ"কে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি।

৩৮৯। জ্ঞান-[illegible]।

মুসলমানী গ্রন্থ। একটা দীর্ঘ [illegible] আছে। উক্ত [illegible] কি, পাঠ না করিলে বলিতে পারিব না। খণ্ডিত পুঁথি,—শেষ কতকগুলি [illegible] কাগজ, পত্রসংখ্যা [illegible]। হস্তলিপি আধুনিক,—১২৩৯ [illegible] রচনা [illegible]। [illegible] [illegible]।

আরম্ভ:—[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] পুন ফিরিতি : তাল দেশাখ্যা।

প্রেমের ভাবে জগৎবিধে জেগে প্রাণ গেল।
অকভাবে ভুলে যাই ভুলা জন হলো॥
প্রথম ভাবের ভাব হব : স্মরে ভুলে তোমাকে :
পরে তেমন স্বরূপিত : [illegible] হলো
ভেবে ভাবে সমরুদ্দি : পার হব গো জগদ্দি :
ভিতরের ভিত জানি : ভব পাপ ক্ষয় হলো॥

স্বপ্নে-প্রেমতার গান।

কখনদি পার হতে ভাবের ভাবি মেলে বাহে।
তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে॥
ভাবের ভাবি তারে বলি : কুটিলে পরে কমল কলি :
প্রেমমধুর হও অলি : এ মন বসে গ্রহণ করে।
কমল কলি কোথাও আছে : সেই নামের মন
আপনার কাছে :
কাহার [illegible] আছে : প্রেমের কমল বলি তারে।
সমরুদ্দি [illegible] ভনে : গুরুর চরণ ধারণ বিনে :
একতারে বুঝিতে জানে : কেন শক্তি কাহার॥

এই গেল প্রস্তাবনা। তারপর "পুস্তক আরম্ভ + + ত্রিপদি।" তৎযথা :—

কাশির মুখে দেখে : মির্ণ এক ছিল তাতে :
[illegible] রাজা প্রজা তার হএ।
এই ছিল তার কালে : কর শিশু মাৎ বিলি :
সুখে দিন আনন্দ হইএ॥ ইত্যাদি।

নিম্নে স্থানান্তর হইতে আরো একটি গান তুলিয়া দিলাম। গানটি আমাদের [illegible]

ললিতা ভৈরবী—গান [illegible]।

[illegible] পাখি [illegible] হলো [illegible]॥
[illegible]
কহিতে [illegible]।
যে মন [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

পুঁথির বাকী অক্ষুণ্ণ, কি জানি? শেষাংশ আর উদ্ধার করিয়া কাজ নাই। ইহার রচনা তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। কোথাও যেন এই নামের একখানি ছাপার পুঁথি দেখিয়াছি, মনে পড়ে।

ইহার প্রণেতা 'সমরুদ্দি ফকির' যে চট্টগ্রাম-বাসী নহেন, তাহা তাঁহার নামেই বোধগম্য হইতেছে। চট্টগ্রামে [illegible] নাম 'নকারান্ত' হইয়া থাকে : যেমন,— সমরুদ্দিন, আইনদ্দিন ইত্যাদি।

৩৯০। নামহীন পুঁথি।

পুঁথিখানি খণ্ডিত। ১ম হইতে ১০ম পত্র আছে। তন্মধ্যে ৮ম পত্রের অর্দ্ধাংশ ছিন্ন। তারিখাদি নাই। অতি জীর্ণাবস্থা। প্রাচীনতার নহে, অযত্নেই এরূপ হইয়াছে। বড় বেশী দিনের লেখা, বোধ হয় না। অনুমান ৫০।৬০ বৎসরের লেখা হইবে। প্রত্যেকে প্রায় ৪১৬ পদ আছে। পুরাতন কাগজ,—দুই পিঠে লেখা। ভণিতা নাই।

মুসলমানী পুঁথি, কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ে হিন্দুয়ানি ইত্যাদি-অর ভাব সমাপ্তি, এই অংশে কেবল "কৃষ্ণলীলার" বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে নবিবংশের কথা আছে; অবতার-বাদও আছে। পাঠ [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আকাশ পাতাল দৈর্ঘ্যে পূরণ করিয়া।
নানা রূপে কেলি করে অলক্ষিত
(অলক্ষিত) হইয়া।

* * *

নিরেক অলক কৈলা দৈর্ঘ্যে অলক্ষিতে।
কি কিছু অচিন ছিল স্বরূপে চিনিতে॥
চক্ষিতে অক্ষর নহে জানিতে উদ্দেশ।
রূপ ধরি স্বরূপার হইতে প্রকাশ॥

* * *

আনন্দের রূপ ধরি আছে ও বেক্তাপিত।
নিজ অঙ্গ স্বরূপে রূপে গোপন সহিত॥
মুক্তিকার উদরে কঠিন ক্রম ধরি।
জল দৈবে আছে যেন নিজে অবতারি॥
চন্দ্রিমাতে রশ্মি (রশ্মি) যেন সূর্যের কিরণ।
তেন মত বেক্তাপিত আছএ নিরঞ্জন॥
যেমত আছএ মনে প্রাণ (জোবন) সহিত।
তেনমত আছে প্রভু জগত বেক্তাপিত॥
মোহাম্মদ রূপ ধরি নিজ অবতার।
নিজ অংশ প্রচারিয়া হইতে প্রচার॥

* * *

ব্রহ্ম রূপ ধরি প্রভু সংসার নির্মাণ।
বিষ্ণু রূপ ধরি প্রভু সংসার পালন॥
হরের রূপ ধরি প্রভু সংহার করণ।
এই তিন রূপ তার মহিমা কথন॥ ইত্যাদি।

মহম্মদ, পাঁচবার তাঁর সহ্য করিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর নিকট বারবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—"প্রভো! আমাকে পালনের জন্য অযুক্ত অবতার কর, কিন্তু তাহাতে তিনি অপারগ হইলেও আমার প্রার্থনায় আবার অযুক্ত অবতার হও।" এইখানি এইরূপে 'অবতারের' [illegible]। "লিপি" এবং "মাতৃ-প্রকৃতি" গোচরে নিবেদন করিয়াছেন ;—

সমক নিরঞ্জন প্রভু গোচরে পারিতে।
আদেশ মোহাম্মদ এ পাইল জানাতে॥
অনুদিন মোর নিষ্ট কহিলেক রূপ।
অসাধ্য তাহাতে না চিনে পালন॥

* * *

প্রতি নারি নিজ রূপ প্রকাশ হইয়া।
মোহাম্মদ নিষ্টেতে ছিল সব সুখ পাইয়া॥
[illegible] নিজ মোর সব হইল কাতর।
[illegible] প্রভু তোমার গোচর॥
[illegible] হইয়া নারি সহিতে।
[illegible] নারি রহিব নিশ্চিতে॥
কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার।
সহজে নরেন্দ্র এথ দেখিছ আবার॥
দেখিয়া আকৃতি মুনি প্রভু নিরঞ্জন।
লেখিলেন্দ্র কিরিতা তৃপ্তি লইল গ্রহণ॥
নিশ্চয় জানিব তুই আমার সহিতু।
সে আমার রোষে দেখি নিশ্চয় পারিব॥

অতঃপর শুভিত্র। তবেই বুঝিতেছি,—এবার আদম (বিষ্ণুকে 'মত') সৃষ্ট হইবেন; তার পর 'আদৃম' বা 'মানব' হইবেন।

৩১১। ইউসুফ-জোলেখা।

সুপ্রসিদ্ধ শায়র শাহ 'মহম্মদ সগীর' প্রতিপাদ্য যাহা, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যও তাহাই। ইহাতে ইউসুফ (খৃষ্টানদের Joseph, son of Jacob, মুসলমানদের 'এয়াকুব') ও জোলেখার অপূর্ব প্রেম-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, ইসলামীপুর অঞ্চলে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব কর্তৃক লিখিত সাহিত্য (চট্টগ্রামী-গবেষক) উক্ত [illegible] নিকট গত আবার 'জোলেখা' [illegible] ও অন্যান্য পুথি চট্টগ্রাম-[illegible]-নিবাসী [illegible] আমার [illegible] "মহম্মদ সগীর" নামে [illegible] [illegible] রচনা করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমার পরিচয় [illegible]

শক্তিশালী অনুবাদক আমাদের সমাজে আর হইবেন না।

পুঁথিখানি খণ্ডিত ; ১৬—[illegible] এবং ১০০—১০১ পত্রগুলি বিদ্যমান। [illegible] —ধলঘাট-নিবাসী [illegible] কালিদাস নন্দীর হস্তলিপি। তারিখাদি নাই ; কিন্তু ১২।১৪।১৫ বর্ষের লেখা, বোধ হয়। অযত্নে প্রথম ও শেষাংশের কয়েকটি পত্র নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমান ফরমের কাগজের পুঁথি। রচনা বেশ সুন্দর ও খাঁটি বাঙ্গালা।

১৬শ পত্রের আরম্ভ :—

যা দেখিলে একান্ত, সর্ব্ব হএ শান্ত,
মনদ্বিগ হএ দোষন্তর।
যে কারণে দেখিবারে, সেইক্ষণে দিষ্টি করে,
ইন্দ্রলোকে যাগি দেহে সুখ।
তা দেখিয়া কান্নিগণ, সকলে তাপিত মন,
তাহিগণে অন্তে মনে দুখ।

১০১ পত্রের শেষ :—

জলেখাঁর বদনে রুক্ত বহে অনিবার।
রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জলেখাঁর।
অধিরেখ রক্ত দুর্ব্বচক্ষু রক্তখানি।
ছইদুন বিন্দু রক্ত ছইদুন রক্ত ছুরি।
নয়ানের জলে দিল্য কধাভুলি পুরি।
মুখেতে মাখএ যেন কুঙ্কুম কস্তুরি।
ইন্দ্রদের প্রথবস্থি জলের মাঝার।
* কহে তরুন মাত্র মনে জলেখাঁর।

ভণিতা :—

(১) আবদুল হাকিম সাহার কব
(সাহা বকর ?) কথন।
রচিলেক জলেখার বিরহ বেদন।

(২) সাহাবদ্দি মহাজন পীর গুণবান্।
সে পদপাদুকা ভাব জপি পুরিমান।
আবদুল হাকিম ভণে সাহাজি কথন।
কহন্ত জলেখা তোমা [illegible] কখন।

(৩) সাহাবদ্দি যোহস্ত জগের সাগর।
তাহার হৃদেতে প্রভু জোরসুন্দর।
সে সমুদ্র আগে যদি শরণগুণ।
যে হউক অধিক বিন্দু বিন্দু এক কণ। (?)
সে সমুদ্রগুণ ডুই ইটিল কদাচিৎ।
এহক্তে [illegible] পাদ [illegible] সকল অক্ষিত।

এই গ্রন্থখানি চট্টগ্রামী রচিত কি না, জানি না। বলিতে ভুলিয়াছি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিয়া থাকিবেন।

৩৯২। নাম-হীন পুঁথি।

ইহার নাম নাই। মুসলমানী যোগ-শাস্ত্রগ্রন্থ। হিন্দু-যোগের সহিত মুসলমানী-যোগের প্রভেদ কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া ; মূলতঃ পার্থক্য নাই। 'যোগ-কলেন্দর', 'জ্ঞান-প্রদীপ' এবং আলোচ্য গ্রন্থ একই বিষয়-সম্বন্ধে।

সচরিতার নাম ইনস্য মুসলমান। [illegible] রচিত 'জ্ঞান-প্রদীপ' আমরা দেখিয়াছি, এবং উহার পরিচয়ও ১৩০৯ [illegible] অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' ১২ সংখ্যক পুঁথির বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার সহিত ও ইহার [illegible] [illegible] হইতেছে না। তবে ইহার [illegible] [illegible] পুঁথিখানি [illegible] [illegible]।

খণ্ডিত পুঁথি। কেবল [illegible] পাতা মাত্র আছে। [illegible] আকার ১১×৭ [illegible] [illegible]। [illegible] পুঁথিখানি [illegible] [illegible] [illegible] নাই ; কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

* ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যার 'পরিষৎ-পত্রিকায়' ২১ সংখ্যক পুঁথিতে যে 'জ্ঞান-প্রদীপের' পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, উহা সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র কোন পুঁথি নহে। প্রতিলিপিতে কোন নাম না থাকায় [illegible] ঐ নাম [illegible] হইয়াছিল। উহা [illegible] পুঁথিই বটে। লেখক।

তাম্রকূট পত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু অক্ষর নকিলের লেখা।

আরম্ভ :—১৮নমো গনেশায়।

> প্রথমে প্রভুর নাম করিয়া স্মরণ।
> আহার বাজাই আসম্ জাহার শিরম।
> কেনে অপরাধ দিয়া অবতরিলা।
> যিনি হস্তে ধরিয়াছে সকল সংসার।
> যিনি কর্ণে শুনিতে যে আছএ সকল।
> যিনি আখি দেখয়ে যে জগতমণ্ডল।
> যিনি ন [illegible] (?) আসে [illegible] সকল।
> স্বভাবেতে আহার কোপা [illegible]
>
> * * *
>
> কহন না জায় তান যদি [illegible] জুগ।
> [illegible] জুগ।

মধ্যস্থল :—

> আর এক দুর জুতি [illegible] কথা।
> [illegible] করে [illegible] কথা।
> [illegible] উনাই [illegible]) [illegible]।
> [illegible] চক্রেত [illegible] [illegible]।
> [illegible] চক্রেত [illegible] কিছু [illegible]।
> [illegible] চক্রেত জান [illegible]।
> [illegible] চক্রেত [illegible] কিছু [illegible]।
> [illegible] চক্রেত [illegible] প্রকাসে। ইত্যাদি।

ভণিতা :—

> [illegible] প্রণামিয়া [illegible]।
> [illegible] করে আমির
> ([illegible]) [illegible]।

১০ম পত্রের শেষ :—

> [illegible] কথা [illegible] বিলক্ষণ।
> [illegible] ([illegible]) [illegible] করে তারে
> [illegible] ([illegible]) [illegible]।
> [illegible] নাহিক দুর [illegible] নাসে কর্ণ।
> [illegible] কর [illegible] কর্ণ।
> [illegible] বাম্প [illegible]।
> [illegible] কহি [illegible] হএ।
> [illegible] কর্ণে [illegible]।
> [illegible] কর্ণ [illegible]।
> তাহার [illegible] দিয়া [illegible]।
> [illegible] বাবা [illegible] তখন।
> আর এক কথা কহি [illegible] নাম তার।
> কাহাকে [illegible] সিদ্ধি হএ ত [illegible]।

'জ্ঞানপ্রদীপের' সহিত ইহার এতই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে যে, ইহাকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিতে সন্দেহ হয়। আজ জ্ঞান-প্রদীপ আমাদের নিকটে নাই, সুতরাং মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম না। পরে দেখা যাইবে।

৩১৩। পরাগলী মহাভারত।

[illegible] এই গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের অধিকাংশই বর্তমান আছে। লেখা খুব প্রাচীন, বোধ হয়। [illegible] তাম্রকূট পত্রের মত হইয়াছে। [illegible] ছিল। কত হইতে কত পাত আছে, মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। এখন কোন অংশ আর উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম না। প্রয়োজন মতে ইহার আলোচনা করিব। এই পুঁথিখানি আনো-[illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] সেন কবিরাজ মহোদয়ের নিকটে আছে। তাঁহার নিকট [illegible] (সম্পূর্ণ), [illegible] (জীর্ণ ও খণ্ডিত), এবং আরো বহু পুঁথি আছে। নূতন পুঁথিগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আবশ্যক হইলে পুঁথিগুলি দিতে [illegible] আছেন।

[illegible] অতিরিক্ত [illegible] [illegible] পুঁথিতে যে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আর একখানি [illegible] [illegible] পাওয়া গিয়াছে। [illegible] নাম, [illegible] আছে [illegible] [illegible]—

পর বর্ষ ১০ম সংখ্যায় আবার প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। লেখক।

৩৯৪। আমৃছেপারার মাহাত্ম্য।

ইহাতে পবিত্র কোরান সরিফের অন্তর্গত 'আমৃছেপারার' মাহাত্ম্য কথিত আছে। ক্ষুদ্র পুঁথি। ভণিতা নাই। পৃষ্ঠসংখ্যা—১১; বয়াল্ ফরমের কাগজের বহি।

আরম্ভ :—শ্রীযুত।

প্রথম প্রণাম করি প্রভু করতার।
দ্বিতীয় প্রণাম করি রসুল আল্লার॥
তৃতীএ প্রণাম করি ফিরিস্তাগণ।
চতুর্তে প্রণাম করি এই তিন ভুবন॥

শেষ :—

পরিলে (পড়িলে) তাহার দুঃখ হইব নিবারণ।
একবার পরিবেক ভাবি নিরাঞ্জন॥
সদায় বঞ্চিত হই যকি রাত্র দিন।
আমি এক দিন এই সংসার মাঝার।

এই পুথি সমাপ্ত হইল যে। ইতি সন ১২৫৪ সনি তারিখ ১২ কার্ত্তিক।

৩৯৫। সত্য-নারায়ণ-পাঁচালী।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্র-সংখ্যা ৮; উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। তারিখ নাই; কিন্তু বেশী দিনের নকল নহে। 'দীনহীন দাসের' ও দ্বিজরাম কৃষ্ণের ভণিতা আছে। এতদ্বিষয়ক অপরাপর পুঁথির সহিত ঘটনার পরস্পর মিল দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল কবির কল্পনাই এক রকম ও নূতনত্ববর্জ্জিত।

আরম্ভ :—নম গনেসায়। নম সত্য নারায়ণ নমস্তে। অর্থ সত্য নারায়ণ পুস্তক লিক্ষতে।

প্রেমযোগ নারায়ণ পূর্ণব্রহ্ম সম।
উৎপত্তি প্রলয় সৃষ্টি যাহার কারণ॥

ভণিতা :—

(১) কৃষ্ণভক্তি আরসে দিনিং দিনহীন।
দ্বিজ রামকৃষ্ণে কহে শুন কলিযুগ॥
(২) দিন দিন হাসে কহে, শুন সাধু মহাশয়,
কলি যুগ এই তত্ব সার।
সত্য দেব পূজা কৈলে, তাহান কৃপার বলে,
সর্ব্ব সিদ্ধি হইবে তোমার॥

শেষ :—

সত্যদেব মহাপ্রভু সেবা করে যেবা।
[illegible]
পতবং প্রণাম করহ সব ভাই।
সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥

"ইতি সত্য নারায়ন পুস্তক সমাপ্ত। শ্রীরাজ কিশোর চৌধুরি সাং কাশিনাথ চৌধুরি সাং আনোয়ারা।"

দ্বিজ রামকৃষ্ণ ও রঘুনাথের রচিত এই নামীয় আর একখানি পুঁথির পরিচয় ১৩০৯ সালের অতিরিক্ত সংখ্যক 'পরিষদে' প্রকাশিত হইয়াছে। (৮০ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) এই উভয় 'রামকৃষ্ণ' অভিন্ন কিনা, জানি না।

৩৯৬। সতী ময়নাবতী ও লোরচন্দ্রাণী।

এই পুঁথির বিবরণ পূর্ব্বে একবার দিয়াছি। (৭৪ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) একখানি খণ্ডিত পুঁথি মাত্র তখন অবলম্বন ছিল; এবার ছাপা পুঁথি ও সম্পূর্ণ হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়া আবার তদ্বিবরণ লিখিতেছি। আমার নিকট ইহার ৩।৪ খানি প্রতিলিপি সংগৃহীত আছে; সুতরাং এখন এই পুঁথির সম্পূর্ণ-

[illegible] প্রকাশ করিতে আর কো[illegible] বাধা নাই।

[illegible] এতদিন পূর্ব্বে 'পরিষৎ' ও 'সাহিত্যে' * যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তদবধি তাঁহার [illegible] করা নাই। তবে সেখানে আমরা কবির নিজ বাক্য উদ্ধৃত করি নাই,—বিশেষতঃ সেই প্রতিলিপির উপর আমাদের তেমন আস্থা নাই। এজন্য কবির নিজের ভাষাতেই আমরা এখানে তাঁহার বিবরণাদি প্রকাশ করিতেছি।

[illegible] :—

[[illegible] নাম [illegible] ত্রিভুবন সার।
আমি [illegible] যার প্রচার॥ ইত্যাদি
([illegible])

সর্ব্ব [illegible] এক পুরী।
[illegible] সর্ব্ব অবতারী॥
[illegible] (?)
[illegible]॥
[illegible]
[illegible]॥

* * *

[illegible]।
[illegible]]†
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

* * *

[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]॥
[illegible]॥

---

* ১৩১৮ বর্ষ, [illegible] সংখ্যায় [illegible]
[illegible]।

† [illegible]॥

[illegible] আর আমি [illegible]।
[illegible] কি প্রাণের [illegible]॥

* * *

[illegible]।
আমি [illegible] (?) [illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]॥
[illegible]॥

* * *

[illegible]।
[illegible]॥

* * *

[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

* * *

[illegible]
[illegible]
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]॥

তাঁর মধ্যে প্রধান, আসরফ মহামতি।
আপনা ভুবনে আইলা রাজার সংহতি॥
নানা জাতি সৈন্য সঙ্গে লস্কর জোগান।
সভাতে বসিলা পাত্র আসরফ খান॥
সৈয়দ সেখ আর মোগল পাঠান।
স্বদেশী বিদেশী বহুতর হিন্দুস্থান॥
[illegible] বহুজন।
[illegible] সভাতে প্রবিষ্ট সকল॥

* * *

শ্রীযুত আসরফ পণ্ডিত প্রধান।
ষোল কলা পূর্ণ যেন চন্দ্রিমা সমান॥
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা সমন্বয়।
পড়িতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয়॥
হেন মতে সভা করি বসি থাকে
নিতে (নিতি)।
কহন্ত আনন্দ চিত্তে কিতাব রচিতে॥
আরবী ফার্সি নানা উত্তম উপদেশ
[illegible] সমস্ত কথা আছিল বিশেষ।
[illegible] কোরাইশ গোটা সকল (?)
সভাতে মোহন্ত সভা লোক সকল॥
[illegible] শুনি করিলেক কৌতুক মনার্থ।
শুনিয়া মন্ত্রীর কথা রাজার আর্থিত॥
[তাহাতে পুরাণে [illegible] বাখান।
ইন্দ্রের ত্রিদশ সভা [illegible] স্থান॥

* * *

যেন সোনাইয়া দেহ কাব্য সকলে। (?)
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ॥
[illegible] কাজী [illegible] বুঝিয়া আমার।
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে মনের উদ্ধার॥] *

(প্রস্তাবের আরম্ভ।)

রাজার কুমারী এক নামে সবাবক্তি।
ভুবন বিজই যে যে অশেষ শারদা॥
কি কহিব কুমারীর রূপগুণরঙ্গ।
অঙ্গের লীলাএ যেন বাড়িছে অনঙ্গ॥
ইত্যাদি।

দৌলত কাজীর রচনার শেষ :—
"মোহন কলঙ্ক মনে
লোর পতি বিনে
[illegible]
[illegible]
[illegible]
পরলোকে হইবো মৃত॥" *
"(মালিনীর উক্তি।)
জ্যৈষ্ঠ মাস পরবেশ, বসন্ত হইল শেষ,
দুঃখ কথা না গেল তোমার।
বিরহ পীড়া বাড়ে, বিরহের শোকভরে,
চন্দ্রকলা যেন ক্ষয় কায়॥
বহে পবন মন্দ, [illegible] গন্ধ,
[illegible] আকুলিত
পতি রতি হিন গেল, যে কষ্ট সহন বা গেল,
শরীর দহয়ে অনুক্ষণ॥

* * * *

শ্রীযুত দৌলত, কাজী গেল স্বর্গপুর,
বাকী রৈল জ্যৈষ্ঠ এক মাস॥"
এইটুকু কাহার রচনা, কে বলিবে?
নির্ঘণ্ট স্থলে :—"একাদশ মাস রচি
দৌলত কাজি নিধন হইলেন পরে আলা-
ওলে দ্বাদশ মাস পূর্ণ করি কহেন॥"
([illegible] পত্র।)

আলাওলের রচনা।

আরম্ভ :—
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন॥ *
সেই আদি এক স্রষ্টা কর্ত্তা পুরাতন॥ *

* * *

অনাদি মহাপুরুষ সকল আত্মা করি।
সেই [illegible] চরণ কমল মস্তকেতে ধরি॥

* * *

[illegible]
[illegible]

* *

[illegible] তাহাতে মাগন পরিবার।
[illegible] হইয়া সবার॥

* বৃদ্ধের আদে এই পুঁথির পাঠ।
* [illegible] আছে :—

কখনে আছিল কবি শুনি কীর্তি।
রসাঙ্গ উদয় পুরী সুধর্ম্ম নৃপতি ॥
তাহার কীর্তি [illegible] খণ্ড আছে।
পুনিঃ [illegible] কহি পাছে ॥
হিন্দুকুলি আগে সেই চৌপাইয়া হেতু [illegible]
কেহঃ বুঝে কেহ ভাঙ্গিল সকট ॥
এ লাগি আসরপে কৈলা অধিকার।
লোর চন্দ্রাণির কথা রচিতে পয়ার ॥
আসরপ আজ্ঞাএ দৌলত কাজী ধীর।
রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি সুরচিত ॥
শেষ খণ্ড মহনার কথা কহিল প্রকাশ।
তৃতীয় খণ্ডে পদুরর বাস ॥
রচিয়া [illegible] নানা ছন্দ গীত।
একাদশ [illegible] সাজ হৈল [illegible] ॥
আসরফে আজ্ঞা যার নাম আশ্রমিল।
দৈবের ঘটনা হৈতে অসাঙ্গ রহিল ॥
তবে কাজি দৌলত স্বর্গেত হৈল লীন।
সত্য বাক্য পুস্তক আছিল চির দিন ॥
হেন মতে রচনা হৈল তৃতীয় বিপত্তি।
পুনরপি আসিয়া মিলিল জোর পতি।
এ সকল শেষ কথা অসাঙ্গ রহিল।
সুধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল অধিকার।
শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥ *
সত্য পূর্ব (পর্ব ?) কাযান্তরে কহিলেম
কিঞ্চিত ॥
অতি ইঙ্গিতে বহু বুদ্ধ পণ্ডিত ॥
নৃপকীর্ত্তি সমুদ্র তরিতে নাহি তীর।
আশীর্ব্বাদ কর্যা তার আয়ু হউক চির ॥

* * *

তান মোহাপাত্র শ্রীযুত সোলেমান।
নানা বিদ্যা শাস্ত্রগুণে সত অবধান ॥

* * *

হেন বড় ধন্য আদি তাহার সকল।
প্রত্যাহের্ক দিয়া রাজা তান করতল ॥
দেশের কর্ম্ম সব দেশের মাঝার।
সে সকল উপরে তাহান অধিকার ॥

* * *

পদ্মাবতী আদিয়া কহিল তপবস্তু।
তান বস্তু দিয়া নিত্য সাদরে পোষন্ত ॥

* * *

সৌর মধ্যে পুস্তক করেছেবাত শ্রেষ্ঠ।
দৈবে সমাজিক লোক উচিত অতি মিষ্ট ॥
বিদ্যুর পালন বন্দ ধনিকা প্রমাণ।
আউলিয়া সবের সহ জোর স্থান ॥
হিন্দুকুল শ্রোত্রিয় যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সদা আশিষবাণী বাঞ্ছা যেন অনুক্ষণ ॥
মহিলিস কুতুব তথায় আঁখপতি।
তাহান আমাত্য সুবুদ্ধি শুচি স্থির মতি ॥
কার্য্য হেতু পথে কাটিতে লোকের পরনে।
দৈবগতি দেখা হৈল তাহার সনে ॥
বহু দুঃখ কহি অর্থবান হৈল পিতা।
কপালে আমা সনে আমি আছিল দেখা ॥
কহেক আপনার দুঃখ কহিনু প্রকাশি।
সাথ আপোষার সভাতে আসি ॥
শ্রীযুত সোলেমান মহা গুণবন্ত।
পদ্মাবতী শুনি পাইলে সাদরে পোষন্ত ॥
মহা হরষিত হৈল পাইয়া আমারে।
অন্নবস্ত্র দানে দিয়া পোষন্ত সাদরে ॥
তাহান সভাতে গুণিগণ আছিলন্ত।
জ্ঞান উক্তি রস কথা সুসঙ্গ সতত ॥

* * *

(প্রকাশিত) প্রসঙ্গ হইল লোর চন্দ্রাণীর কথা।
আসার রাহুল এই রস কাব্য গাথা ॥

* * *

একেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরষিতে আদেশ করিল আমার প্রতি ॥
এই খণ্ড পুস্তক [illegible] লোর আমার।
দুঃখ বহু লোর আদি মিলাও এক ঠাম ॥

* * *

সেহেন আমরি সে দীন [illegible]।
অধিকার হৈল [illegible] ॥

*

---

* আমাদের মতে দৌলত কাজী কর্তৃক সুধর্ম্মার আমলে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ও আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আমলে ১৬৫৮—১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'লোর-চন্দ্রাণী' রচনা করেন। আমাদের অনুমান মিথ্যা হইতে পারে নতু এমন কেহ মনে করিবেন না। ফলতঃ এ বিষয়ে এখনো আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। পণ্ডিতবর্গের একটা শেষ মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

সরস্বতী-কৃপাএ কবিত্ব স্ফুরে মন।
মহাজনে কৃপা করে গুণের কারণ॥
তার মধ্যে আলাওল অতি ক্ষীণমতি।
লঘুবুদ্ধি ভয়ভয় বুঝিল আরতি॥

* * *

শশধর ধরিতে বাঞ্ছিত হস্ত তোলে।
অসাধ্য সাধন মাত্র গুরুকৃপা বলে॥
মহাজনের আদেশ সহজে পুণ্যধাম।
অবদাতা কল্পতরু ধরএ নাম॥
সাহস করিলুম মনে ভাবিয়া বহুত।
ভাগ্যবন্ত জান সিদ্ধি হইবা অবশ্য॥

* * *

শ্রীযুত সোলেমান সত্য-রত্নাকর।
শুনিতে সতীর কথা হরিষ অন্তর॥
আদেশ হুকুম তান শিরেত ধরিয়া।
হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালি রচিয়া॥

শেষ :—

রোসাঙ্গ পুষ্করী জল কার্ত্তিকে শুখাএ।
পুর্ণিত পণ্ডীর বৈশাখে জল পাএ॥
তেকারণে পুঁথি মুই একাদ্রে পাশিল।
বিচারে না ফিরে আর যে হৈল সে হৈল॥
মুই মোহা পাতকীর পাপের নাহি ওর।
আশীর্ব্বাদ কর সর্ব্বমতি হোউক মোর॥

রচনাকাল :—

মুসলমানী সক মধ্যা সুন দিয়া মন।
অঙ্ক ভাবিলে পাইবা পুঁথিকার ক্ষণ॥
সিন্ধু যুক্ত (শূন্য) দেখিয়া আগমে দুইদিকে।
মুল (সুত) কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে॥
মগধির সনের শুনহ বিবরণ।
ভুজ যুক্ত (শূন্য) দৈত্যে ভুজ বামে বুঝাকন॥*

[illegible] হৈল পাঞ্চালিকা [illegible]।
[illegible] চরণ মোর সহস্রে প্রণাম॥
বেহুঁশ গ'এ লেখা [illegible] পুস্তক।
ভুলে পেঁচডে সকলে [illegible] পাঠক॥

ইতি সাত মএনাম্বতির পুস্তক সমাপ্ত। তিমস্ত ইত্যাদি শ্লোক। ইতি সন ১২১৩ সাল বাঙ্গালা সন ১১৬৮ মঘি সন ১৮০৬ ইংরজি তারিখ ১৯ ফাল্গুন বাঙ্গালা তারিখ ২২ ফিবরেল ইংরেজি রোজ রোবিবার বাঁদি হএ ওক্ত সমএ পুস্তক লিখনং সমাপ্ত, মোকাম বাবখালি (বাঁশখালিয়া) নিবাস রাহেলের কাচারি জিহ্বা জাএ।" পুঁথি হইতে সমস্ত কথা তুলিয়া দিলাম; পৃথক্ ভাবে আর আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন পুঁথির গল্পটা একবার শুনুন। লোর 'গোহারী' দেশের রাজা; ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিষী। 'চন্দ্রাণী' 'মোহরা' নামক দেশের রাজতনয়া। জনৈক যোগীর হস্তে চন্দ্রাণীর চিত্রপট দেখিয়া লোর তাঁহার প্রতি অনুরাগী হয়েন। কেবল তাহাই নহে, তিনি রাজ্য পাট-ত্যাগ করিয়া মোহরা চলিয়া যান। তথায় বহুদিন অবস্থানের পর নানাকষ্ট ও কৌশলে চন্দ্রাণীর সঙ্গে মিলিত হয়েন। ইহার ফলে তিনি একদিন গোপনে চন্দ্রাণীকে লইয়া চম্পট দেন।

চন্দ্রাণী পূর্ব্বেই বামনের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'বামন'ও ক্লীব ছিল বলিয়া চন্দ্রাণী বরাবরই তাঁহার উদ্বাহ-পাশচ্ছেদন করিতে অভিলাষিণী ছিলেন। তাজেই সুযোগ পাইয়া লোরের সঙ্গে পলায়ন করিতে তিনি আর দ্বিরুক্তি করেন নাই।

সংবাদ পাইয়া বামন লোরের পশ্চা-

* ইহা হইতে ১০৭০ হিজরী ও ১০২০ মঘী সন পাওয়া যায়। অতএব দেখা যায় যে, হিজরী হিসাবে ২৫১ বৎসর ও মঘী হিসাবে ২৯৫ বৎসর পূর্ব্বে আলাওল 'চন্দ্রাণী' রচনা করেন। কিন্তু উক্ত সন দুইটির মধ্যে ১ বৎসরের ব্যবধান কোথা হইতে আসিল? আলাওলের মত পণ্ডিত ব্যক্তি এমন ভ্রম করিয়াছেন কি না, সন্দেহের বিষয়। এ বিষয়ে গবেষণা প্রার্থনীয়।

ভাবিত হয়, কিন্তু অদৃষ্টবৈগুণ্যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে গোরের হস্তে* পরাভূত ও নিহত হয়। পরে মোহরা-রাজ গোরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন। গোর শ্বশুর-রাজ্যেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন,—স্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। *

ও দিকে ময়নামতী স্বরাজ্যে আছেন। ছাতন নামক কোন বণিক্‌কুমার ময়নার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎ-সমাগমলালসায় এক মালিনীকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা অছিলায় মালিনী ময়নার শৈশব-ধাত্রীর পদলাভ করে। সে নিভৃতে ময়নাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। এরূপ নানা কৌশলেও সতীনারীর মন টলাইতে না পারিয়া মালিনী বহুতর বর্ণনা জুড়িয়া দিল। কিন্তু তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি হইল না। পরে রাণী মালিনীকে চিনিয়া তাহার অশেষ দুর্গতি করিয়া ছাড়িয়া দেন।

অতঃপর সভার পরামর্শে রাণী জনৈক ব্রাহ্মণ ও শুক পাখীকে গোর-সমীপে প্রেরণ করেন। বিবিধ কৌশলে রাণীর কথা গোরের স্মৃতিপথারূঢ় করেন। গোর নিজ পুত্রকে শ্বশুর রাজ্যে নৃপতিস্বরূপ রাখিয়া চন্দ্রাণীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এখানে 'Ding dong deuded, my tale euded.'

ঘটনা অতি সংক্ষেপেই বর্ণিত হইল। মূল ঘটনা এই হইলেও প্রাসঙ্গিক অনেক ছোট ছোট ঘটনা আছে। সে সকলের উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে ইহাতে 'ভাগ্যবতীর' একটি গল্প আছে। [illegible]

* এই [illegible]

সেই গল্প সম্বন্ধীয় 'পাঁচফুলের পুঁথি' একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উহা রামজী দাসের রচিত। এই দুইখানে নাম ধামাদির পার্থক্য থাকিলেও মূল গল্পে কিছুই প্রভেদ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই গল্পের সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবক (অন্ততঃ বঙ্গ ভাষায়) আলাওল কি রামজী দাস? কিন্তু মূল পুঁথি প্রকাশিত না হইলে সে সমস্যার মীমাংসা বড় সহজ নহে।

পরিশেষে সাগ্রহে অনুরোধ করিতেছি, 'পরিষৎ' মুসলমান মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজীর এই পুঁথি খানির প্রকাশভার গ্রহণ করুন।

'অঙ্কুর'—১ম বর্ষ ৯ম ও ১০ম সংখ্যায় 'লোরচন্দ্রাণী' সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পরিদৃষ্ট হইবে। এখানে বলা উচিত যে, 'লোরচন্দ্রাণী' [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ই আমাকে দিয়াছেন। আমাদের প্রয়োজনের কথা শুনিয়া তিনি যেরূপ আদর ও উৎসাহ-সহকারে তাঁহার পুঁথি সকল আমাকে দেখাইলেন, [illegible] আর কথা পাই নাই। তিনি আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও 'লোরচন্দ্রাণী' খানি [illegible] করেন নাই। [illegible] আমরা তাঁহাকে [illegible]।

৩১৭। পুঁথি-সংগ্রহ।

পুঁথিখানি খণ্ডিত; সুতরাং নামহীন। 'পদ্মাবতী' [illegible]

ছিল। কিন্তু আশা পূর্ণ হইল না। পুঁথি-খানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০—১৪ ও ১৭ সংখ্যক পত্র-গুলি বিদ্যমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ; সুতরাং আকার ক্ষুদ্র। তারিখাদি নাই, কিন্তু বহু প্রাচীন। অনেক স্থান কীট-দষ্ট। হিন্দু নকলনবিসের লেখা।

৩য় ও ৪র্থ পত্রের একটি গীত শুনুন:—

কি করিল সখী মরে মোরে নিদে জাগাইয়া।
আইল চিকন কালা মধুর বাজিয়া।
চুম্বিল প্রেমের নিদে তার কোল পাইয়া।
রহিছে [illegible] করি উঠে হাত দিয়া।
যৌবনের গরবে মুই না চাইনু ফিরিয়া।
পিউ পিউ বুলিয়া কলিল (বাজিল ?) তৈনু উঠে।
[illegible] পাইয়া দেখো পিয়া নাই মোর কোলে।
[illegible] অন্তরে মুই একলা নিদ যায়।
কেমনে থাকব [illegible] [illegible] হৈল কাম।
কহে কবি (কবি) আলবেগে [illegible] [illegible]।
থাকিল অর্ণের মুখ চাদমুখ চাহিয়া। ৩।

১৭শ পত্রের শেষ:—

[illegible] রাগ।

জয় [illegible], [illegible],
[illegible] ([illegible]) [illegible]।
[illegible] মধ্যে, [illegible] [illegible],
[illegible]।
[illegible] (?), * * *
[illegible] ([illegible] ?)।
[illegible], [illegible],
[illegible] (?) যৌবন [illegible]।
* * * [illegible],
[illegible] ([illegible] ?) [illegible]
[illegible] ([illegible]) [illegible], [illegible]
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।
[illegible], [illegible],
[illegible]।

এই পত্রগুলিতে দাস বৃন্দাবন, দ্বিজ শ্যামানন্দ, কৃষ্ণশঙ্কর, দ্বিজ রামানন্দ, আমীন [illegible] দাস, গোবিন্দ দাস, দাস জীবন, দাস [illegible] (?), দ্বিজ [illegible], রামচন্দ্র দাস, মোহাম্মদ হানিফ (কাসিম) ?, রাজারাম দাস, আপনার, [illegible], মাধব দাস, [illegible], [illegible], রামানন্দ, বৈদ্য বলচন্দ্র, জগদানন্দ ও লাল বেগ নামধেয় কবিগণের রচিত পদ ও গীত আছে। দুই একটা পদে ভণিতা নাই। 'আলবেগ' নামক মুসলমান বৈষ্ণব কবিকে অনেকেই জানেন। 'আলাবেগ, [illegible] 'আলবেগ, ? সময়ান্তরে এ সকল পদাবলী স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে; তখনই সকল কথা বিবেচনা করা যাইবে।

১৩০৯ সালের [illegible] সংখ্যক "পরিষদ" ১৩শ পুঁথিতে যে '[illegible]' পুঁথির প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বলিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জানিতে পারিয়াছি, [illegible] [illegible] [illegible] নিকটবর্তী [illegible] নিবাসী ছিলেন। [illegible] পূর্বে '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] হইতে জানি না, '[illegible]' [illegible] [illegible] গ্রামটি এখন '[illegible]' নামেই অভিহিত হইতেছে। [illegible] কবির বংশধরগণ বিদ্যমান আছে। কবির [illegible] তাঁহাদের বাড়ী [illegible] '[illegible] বাড়ী' বলিয়া কথিত হয়। পূর্বে [illegible] ও [illegible] ছিল বলিয়াই [illegible] '[illegible]' নাম। ([illegible])

[illegible] । [illegible] ।

[illegible]

এসো সকলি এসো নিজ মে দুরবন্ধে ইতি
চল চল ধনি [illegible]
[illegible]

মানসী গান। ২ নং।

১০। [illegible] কিন্নর [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ছড়া।

[illegible]
[illegible] কহিলেন ইতি।
ইত্যাদি।

শেষ গান। ২৫ নং।

[illegible]
[illegible]

অতঃপর পৃঃ ৩৩। পত্রসংখ্যা ৯, তুলট দেশী [illegible] পরিষ্কার [illegible] কাগজের [illegible]। [illegible] তারিখ ও লেখকের নামাদি নাই। বহু বেশী দিনের নকল নহে।

উক্ত [illegible] আর্য [illegible] গান, ছড়া, [illegible] আছে। [illegible] রচনা [illegible] ইত্যাদি [illegible] পুঁথিখানি [illegible] কোন নাম দেওয়া নাই এবং ভণিতা নাই। [illegible] গানের [illegible] কি ইহার রচয়িতা?

৩১৯। ইংরেজী-শিক্ষা।

[illegible] নাম নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গালীগণ [illegible] ইংরেজী শিক্ষা করিত, [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] উদ্ধৃত [illegible]:—

/৭ ইংরাজী কথা লেখা পুস্তক।
বিলাশিব—[illegible] রাম [illegible]
/৭ ইংরাজি ১ বাঙ্গলা
[illegible]— ১ [illegible]
[illegible]— ১ [illegible]
[illegible]— [illegible]

* * *

* * *

[illegible]— ১ [illegible]
[illegible]— [illegible]

* *

[illegible]— [illegible]

* *

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]
ইত্যাদি। [illegible]।

[illegible] কিরূপ [illegible] তাহা উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখা যাইবে। এমন অনেক স্থানেই [illegible] বাঙ্গালা নাই।

বলা উচিত যে, [illegible] বাঙ্গালা [illegible]। পত্রসংখ্যা ১৭, [illegible] কাগজ। অনুমিত [illegible] সংখ্যা—৭০০।

৪০০। নামহীন পুঁথি।

ইহাতে [illegible] বর্ণিত আছে। [illegible]—

[illegible]

যোবন হইল দুইর [illegible] কারণ।
ক্রোধ তুমি সেই দিতে পারিল কখন।

কি [illegible] ঠিক বুঝিলাম না, এই কুমার 'ত্রিপিনী' (ত্রিবেণী) ঘাটে অহঙ্কার করিলেন, কুমারীও গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিলেন। পর জন্মে—

[illegible] জন্ম জানি [illegible] কুমার।
শিশু সব সঙ্গে [illegible] বেড়ায়।
তিন বৎসর [illegible] কুমার হইল।
তবে সেই [illegible] [illegible] [illegible]।

* * *

[illegible] দিনে নদী [illegible] পূজা [illegible]।
[illegible] নাম [illegible] সে [illegible] রাখিল।
[illegible] দিন [illegible] [illegible] [illegible] সুন্দরী।
দেখিতে কুমার আইল সেই [illegible]।
কুমারীর সঙ্গে কুমার [illegible] [illegible]।
পূর্ব বিবরণ সব কুমার [illegible] [illegible]।

এইরূপে দোঁহার মধ্যে বড় প্রেম হইল, কিন্তু সে প্রেমের পরিণাম কি, (পুঁথি [illegible] খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া) জানিবার [illegible]।

ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা [illegible]; শেষ পৃষ্ঠা দুই পিঠে লেখা। পদসংখ্যা প্রায় ১৫০। [illegible] [illegible] বাঙ্গালা [illegible]। ১১৯১ [illegible] লিখিত; একখানি ভিন্ন সব 'পয়ারে' লেখা। ভণিতা নাই। লেখক বোধ হয় রাজলোচন রায়।

আরম্ভ :—/৭ নমো [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]।
[illegible]

[illegible]
[illegible] [illegible] দুই [illegible]
শেষ :—

[illegible] [illegible] হইল দুইর [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

৪০১। যোগ কালান্তক

অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। পত্রসংখ্যা ৭। [illegible] পত্রসংখ্যা—৭; দুই পিঠে লেখা। ইহাতে মৃত্যুলক্ষণগুলি প্রদর্শিত হইয়াছে। অতি জীর্ণশীর্ণ, স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

আরম্ভ :—/৭ নমো [illegible]। নমো নিরঞ্জনায়।

[illegible] চরণ [illegible] দিয়া যেন থাকি।
[illegible] [illegible] থাকিতে না [illegible] পারি।
[illegible] চরণ [illegible] [illegible] দিন [illegible]।
[illegible] থাকিতে [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর।
[illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] দিন [illegible]।

প্রকারান্তরে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] দিন। ইত্যাদি।

মধ্যস্থলে :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
সেই [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] কেমন কিবা [illegible]।
[illegible] কিবা [illegible] সোনা।
[illegible] কহে মন [illegible]।
[illegible] হাত [illegible] দেখে [illegible]।
[illegible] অরুণাদি [illegible]।
সেই সে [illegible]।
[illegible]।
[illegible] এমন।
[illegible]।
[illegible]।

[illegible] কোন [illegible] ব্যক্তি [illegible] নাম [illegible] লিখিত হইয়াছে।) [illegible] নাই। [illegible]

[illegible] এই বকম মুক্তা-[illegible] [illegible] হইয়াছে। এই উভয় পুঁথির [illegible] করার বিষয়।

৪০২। নামহীন পুঁথি।

কেবল ১ম পাত্র বর্তমান। [illegible] পুরাতন কাগজ. ইহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

আরম্ভ :—[illegible]।
[illegible]।

[illegible] নিরিনিবটক • • •
[illegible] করি [illegible] মতামি নিমগ্ন [illegible] শুনিবার।

[illegible] করিব [illegible]।
[illegible] হইব।

পরিব [illegible] করিয়া [illegible] নাম।
[illegible] ভরিবে [illegible]।
[illegible]।
[illegible] নাম মাত্র [illegible]।
সকল [illegible] গেল বনে।
[illegible] মাত্র সেবার কারণে।
[illegible] রাজা গেল [illegible]।
[illegible] বলিলা মধুরে।
[illegible] কথা শুনিবারে [illegible]।
[illegible] রাজা কথা [illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
কেমনে দেখিলা [illegible] রাজা [illegible]।
এই সব কথা শুনি [illegible]।

৪০৩। নামহীন পুঁথি।

কেবল ৩য় ও ৪র্থ পাত্র বর্তমান। ১২ × ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। কাগজ একেবারে পচা—উদ্ধার কঠিন। পাঠ করিতে পারি নাই, কিন্তু একটা অঙ্ক পুস্তকের মত বোধ হয়। [illegible] অঙ্কিত দেখিতেছি। বহুদিনের হস্তলিপি।

৪র্থ পাতের শেষ :—

[illegible] সব [illegible] (?)।
[illegible] কহিল [illegible]।

অথ [illegible] পুরণ।
[illegible] করিব [illegible] নাই।
[illegible] করিতে [illegible] নাই।
[illegible] পুরণে [illegible]।
[illegible] পুরণ [illegible] (?)।
[illegible]।
এই মতে [illegible] সব [illegible]।

অথ [illegible] (?) কন্দর।

[illegible] তিন চারি পাঁচ [illegible] যদি [illegible]।

[illegible] বিনা [illegible]।
[illegible] সব [illegible]।

।০১১১১১১১১১১১।। [illegible] (তের)
তিরাশি [illegible] [illegible] [illegible]
একাদশ [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] (?)
বাইশ্যা [illegible] [illegible] [illegible]

৪০৪। স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

খণ্ডিত ও জীর্ণশীর্ণ। কাগজ পচিয়া গিয়াছে; [illegible] দুষ্কর। প্রথম তিন পাত আছে,—তাহাও মধ্যে কতকটা ছিঁড়া। ক্ষুদ্রাকার পুঁথি। অতি পুরাণ হস্তলিপি। ভণিতা নাই।

আরম্ভ :—/৭ নম গণেশায়

স্বপন বিচার লিখ্যতে।

এই দিন স্বপন দিখ্যা [illegible] [illegible]।
স্বপনের [illegible] [illegible] [illegible]।
তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হএ।
* [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হএ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] * * * * *।
* * কাল [illegible] চড়িলে।
[illegible] হএ [illegible] স্বর্গে [illegible]।
[illegible] * * * * উপর।
অতি [illegible] [illegible] পাএ সেই [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হএ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখিলে।
[illegible] হএ [illegible] [illegible] [illegible]।

শেষ পত্রের শেষ :—

[illegible] [illegible] ০ দিন [illegible] [illegible] পাএ।
[illegible] না [illegible] [illegible] [illegible] হএ [illegible]।
০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাএ।
[illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] (?) [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
তিন [illegible] [illegible] * * ।

উক্ত প্রতিলিপির কোন [illegible] অক্ষর বিচিত্র। কিন্তু [illegible] [illegible]। পূর্ব্ব-প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সহিত ইহার সাদৃশ্য বা পার্থক্য কতদূর, জানি না। রক্ষণের জন্য পুঁথিখানা 'পরিষদে' পাঠাইয়া দিব। কিন্তু কালের সহিত সংগ্রামে দুর্ব্বল মানুষের জয়ের আশা বাতুলতা মাত্র।

৪০৫। যম-প্রজা-সম্বাদ।

এই পুঁথিখানা সুন্দর; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পাত [illegible] নাই! ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ। অনুমান [illegible] পত্রের মধ্যে ১২০ পত্র বর্ত্তমান। এই [illegible] দুইটিও অতীব জীর্ণ এবং কীটদষ্ট। সবটা উদ্ধারের উপায় নাই। "[illegible] [illegible]" ভণিতা আছে। ২য় পত্র [illegible] [illegible] প্রায়। দুই পিঠে লেখা।

১ম পত্রের আরম্ভ :—

* * *
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] না [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] না [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

শেষ :—

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] (?) [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] (?) [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] (?) [illegible] [illegible]।

বৈষ্ণব গোঁসাঞি মোর [illegible]বাঞ্ছি।
কলিজন তরাইতে আর কেহ নাই।
হরি বোল হরিজন হরি বোল ভাই।
জীবন বিফলে গেল কাল গেল বই।
ধন জন স্ত্রি পুত্র সকলি অসার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ সকলি অন্ধকার।
পথের পরিচয় জেন সব বন্ধু জন।
এ বেক ভাবিয়া ভজ হরির চরণ।
হরিজন বৈষ্ণব পদ এই মাত্র সার।
এহা বিনে অন্য দেখ সকলি অসার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ শিরেতে বন্দিয়া।
কহেন শঙ্কর দাসে মিনতি করিয়া।

"[illegible] জয় প্রেমা সমাপ্ত সমাপ্তঃ ।:।" [illegible] জন্মা মুনেরপি মতিভ্রমঃ যথা দৃষ্টং তথা লেখিতং লেখকো নাস্তি দোষকঃ। [illegible] সন ১১১০ তাং ২৬ জৈষ্ঠ রোজ মঙ্গলবার বিকালে সমাপ্ত হইল ।:।: শ্রীরাজারাম [illegible] লিখনং বয়সা শ্রীরাঘব রায় (সেনস্য পুত্র ?) শ্রীযুক্ত মুকুন্দ রাম সেনস্য আবশ্যক মহি লেখনং ।" অপর পত্রের নীচে লেখা আছে :—"শ্রীবিজয়রাম সেনস্য সাং মুচিয়া।" অতএব ইহার হস্ত-লি[illegible] নহে।

বলিতে ভুলিয়াছি, উদ্ধৃত শ্লোকের মাঝ স্থলে 'প্রেমা' শব্দটি ভাল পড়া যায় না। তবে উহা 'প্রেমা' বলিয়াই বোধ হয়। পুঁথিখানি 'পরিষদে' দিব।

৪০৬। নামহীন পুঁথি।

এই একখানি সুন্দর পুঁথি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার আদ্যন্ত না থাকায় পুঁথির নামটা জানা যাইতেছে না। শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রাবিষয়ক পুঁথি। পাঠ না করিলে সকল কথা বলিতে পারিব না। সে কথা আর একদিন বলিব।

দোভাঁজকরা কাগজ, ১৩শ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, এক পিঠে লেখা। [illegible] ১ম [illegible] পত্রের অভাব। ১৮×৬ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ বড়ই [illegible] হস্তলিপি। অনেক[illegible] ছিন্ন ও কীটদষ্ট। নিতান্ত জীর্ণশীর্ণ; তবুও শেষাংশ উদ্ধারের আশা আছে। তারিখা[illegible] নাই। 'শঙ্কর দাসের' ভণিতা আছে।

২য় পত্রের প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন,—অপর পৃষ্ঠা হইতে :—

* * শিশুগণ।
শিশুসঙ্গে বৈসে * করিতে ভোজন।
[illegible] রাম নানা উপহার।
[illegible] তবি অমৃতের ধার।
[illegible] * পায়সে।
এই সব [illegible] পাঠাইল।
[illegible] ভোজন করিল।
ভোজন করিলা কৃষ্ণ সব শিশু সঙ্গে।
হাসিতে খেলিতে রাম মনোহর রঙ্গে।
কুসুমিত বৃন্দাবনে অতি শোভা করে।
পুষ্প মকরন্দ [illegible] পীএ মধুকরে।
এ বেক দেখিয়া কৃষ্ণ কাল [illegible] মানে।
[illegible] খেলা করিব রাজি মন উল্লাসে।

মধ্যাহ্নে :—

বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী অতিরম্য স্থল।
স্বর্গ হোতে দেখিবারে আইল পুরন্দর।
দেখিয়া সে দুই হইল সব দেবগণ।
[illegible]
[illegible]
তিলেক দৃষ্টিতে ইন্দ্র গেলা স্বর্গপুরি।
ধুম ধুম দেখবার আনন্দ বচন।
[illegible] দেবীগণে করিল গমন।
প্রতিদিন কৃষ্ণ রাম গোকুল নগরি।
তাহাতে করিবেন কোর [illegible] শ্রীহরি।

ভণিতা :—

(১) যে দুই [illegible] বাণী, তাহে দুই চক্রপাণি,
তাহার সমতে [illegible]।
[illegible] করি, [illegible],
রচিলেক পাগল শঙ্কর।

(২) বিহারের কৌতুক কথা শুন সর্বজনে।
কহে ত মধুসূদনে কৃষ্ণের চরণে॥

… অন্তের শেষ :—

আগু বাজে মাচে পশি সুখে শিঙ্গা বাএ।
কামিনি মদন কৃষ্ণ মুরলি বাজাএ॥
নিত্য করে ব্রজবালা দিয়া করতালি।
তাহার মধ্যেত কৃষ্ণ পুরএ মুরলি॥
করতালি দিয়া কেল কন্দমের ধ্বনি।
চলিতে নপুর বাজে কনক কিঙ্কিনি॥
কঙ্কন নপুর আর বেণু করতালি।
নানা জন্ত্র বাজে তথা করি এক মেলি॥
কন্তুক করএ কৃষ্ণ গোপীগন লৈয়া।
আচম্বিতে দেখএ দেবের বসিয়া॥
কাছিনা পুষ্পের মধ্যে দেখ বনমালি।
গোপী সব লৈয়া কৃষ্ণ করে নানা কেলি॥
আর যেবা মনোরথ দেখত আছিল।

* * * *

ইহার অক্ষরগুলির অনেকটাই বিচিত্র। প্রাচীন অক্ষরগুলির এই রূপ রক্ষিত হওয়া উচিত। ইহার রচয়িতা ও 'মধুসূদন'—রচয়িতা বোধ হয় অভিন্ন ব্যক্তি। 'পাগল শঙ্কর' ভণিতি যুক্ত কয়েকটা বৈষ্ণব-পদও আমাদের নিকট আছে।

৪০৭। যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পূর্ব্বে 'পরিষদে' ও 'সাহিত্যে' বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে। সেই প্রতিলিপির সহিত অত্রস্থ প্রতিলিপির এতই বিভিন্নতা যে, ইহার পুনঃ পরিচয় প্রদান আবশ্যক বোধ হইয়াছে। উক্ত প্রতিলিপিতে রতিদেব, কৃত্তিবাস ও সঞ্জয় এই তিন জনের ভণিতা দেখিয়াছি। আলোচ্য পুঁথিতে কেবল 'রতিদেব' ভণিতাই পাওয়া যাইতেছে। এমন … বাদে সকল কথা বলা যায় না।

আরম্ভ :—নমো গণেশায় : ।

সেবকের স্বর্গে গেল পাণ্ডবনন্দন।
তাহা কিছু কৈত আছি শুন দিয়া মন॥
প্রসন্ন বদন হৈয়া কহে মুনিবর।
পুত্র ভারথের কথা শুন নরেশ্বর॥
শুনিলে অধর্ম্ম হরে হএ স্বর্গবাস।
ভারথের পুত্র কথা পাপ হএ নাশ॥
যাহার মুখেতে কৈল … গঙ্গানন্দন।
কৃষ্ণের কপটে বধ হেল দুর্য্যোধন॥

শেষ :—

শুনিলে অধর্ম্ম হরে পাপের বিনাশ।
ভারথের পুত্র শুনি পাপ … নাশ॥
ব্যাস দেব কহিলেন ভারথের কথা।
বদরিকাশ্রমে লেখা নারায়ন কথা॥
হরিতাব হরি চিত্ত হরিতাব মুখে।
হরি ভাবি মুক্ত হৈল ব্যাস বাল্মীকে॥
বিফল জিবন জান সকল সংসার।
এই পোথা শুন সব কহ ভারিদার॥
ভারথের কথা এরি অতিদিন মন।
রতিদেব সেই পাদির মস্তকে অর্পন।
শাকালি প্রবন্ধে পোথা রচিল সংক্ষেপে।
নারায়ন পদতলে জনে মতিদেবে॥

"ইতি শ্রীপোথা ভারথে স্বর্গপুত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহন সমাপ্ত : । : : । ইতি ১১৯২ (?) সন তারিখ ১৪ শ্রাবন সোমবার ॥।" ৷ পত্র-সংখ্যা ২২ তোটাহ কয়া কাগজ এক পিঠে লেখা। ১৬×৮ অঙ্গুলি পরিমাণ কাগজ। লিপিকরের নাম নাই। কাগজ যেন তামকুট পত্র আর কি। অনেক পত্র কীটদষ্ট। বড়ই জীর্ণ-শীর্ণ। উল্টাইতে ছিঁড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা করি। আরও কিছু উদ্ধার করা যাইতে পারিত। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অনতিবিলম্বেই এই প্রতিলিপি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

৪০৮। শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত।

ইহা গদ্য গ্রন্থ। রচয়িতা ৺উমাচরণ রায় কানুনগো মহাশয়। তাঁহার নিবাস চট্টগ্রাম—পটিয়াকোড়া গ্রাম; অন্য আমরা তাঁহার আর কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পশ্চাৎ তাহা সংগ্রহ করিব, বাসনা রহিল।

গ্রন্থখানি এক সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, বোধ হয়। কারণ, আবরণ পত্রে লিখিত রহিয়াছে—"শ্রীমন্মহারাজা রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত। চট্টগ্রাম নিবাসিন শ্রীউমাচরণ রায় কানুনগো কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। ১৭৮২ শকাব্দ।" ইহা মূল পাণ্ডুলিপি; অনেক স্থলে সংশোধিত, কাটাকুটী ও পরিবর্জ্জিত। গোট গোট সুন্দর অক্ষর। মুদ্রিত গ্রন্থ সাহিত্য-সংসারে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত আছে কি না, জানি না। পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯-৩৭ চার আংশ মূলদেশ অপেক্ষা একটু ছোট আকারে সাদা বালির মত মোটা কাগজে লেখা। রচয়িতার নিজ হাতের লেখা। তারিখ নাই।

ইহার 'উপক্রমণিকায়' লিখিত আছে—"এ অভাজনের চিরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবন-চরিত সঙ্কলন করি, কিন্তু তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকাতে এবং কোন পুস্তকাদি না পাওয়াতে তৎকর্ম্ম সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া অপেক্ষাতেই ছিলাম ইত্যবসরে শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুকম্পায় বিক্রমপুর রাজনগর-নিবাসী মৃত জয়নারায়ণ ঘোষের বিরচিত পরন্তু শ্রীমন্মহারাজের জীবন চরিত্রের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহুল্যাংশ বর্জ্জন পূর্ব্বক মূলাংশ উদ্ধারপূর্ব্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম সহকারে এই জীবন চরিত প্রচার করিলাম।"

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস নাই, সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি মূল্যবান বিবেচিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সিরাজউদ্দৌলার প্রতি বড় প্রতিকূল ছিলেন, প্রতীয়মান হইল। যাহা হউক, তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সিরাজের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বাঙ্গালীর ভাগ্য কি মন্দ করিয়াছে, তাহার ফল অদ্যাপি হাতে হাতে সকলেই পাইতেছি, খুলিয়া বলায় আর প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালী চিরদিন পরপদসেবী, চিরদিন তদ্রূপই থাকিবে।

এই গ্রন্থখানি শীঘ্রই 'পরিষৎ' পত্রে প্রকাশিত হইবে। পাঠক জয়নারায়ণ ঘোষের রচিত গদ্য গ্রন্থখানা এখন পাওয়া যায় কি না, বিক্রমপুরবাসী 'পরিষদের' সদস্যবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুসন্ধান করুন, অনুরোধ করিতেছি।

৪০৯। ইমাম চুরি।

এই পুঁথির বিষয় পূর্ব্বে একবার দেওয়া গিয়াছে। (৩০০ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য।) তৎকালে পুঁথিখানি খণ্ডিত ছিল বলিয়া পুঁথিকার ইহা লিখিয়াছিলাম। এখন জানিতেছি, এই দুই পুঁথি অভিন্ন কি না, মিলাইয়া দেখিবার সুবিধা হয় নাই। আদি-অন্ত্য মিলে একটি বটে।

আরম্ভ :— আল্লাহ * * * * মহিমা

মহাদিন শেখ নবী মনাক পড়িয়ার।
আলাম সাধু নামেক এক এবাদিন মহর।
সলিম করিতে গেল মলিক নগর।
সলিম করিয়া সাধু ফিরি আএ ঘর॥

শেষ :—

রোজ কেয়ামত কালে হইব শামর।
আল্লার হাজার পানে এ চইব একত্তর॥
* * *
আলিম লোকের পড়ু ভুল দিয়া মন।
তাহার কদিল ভুলি কর কিচামন॥
আজুল রেতেন শাই করিল গমন।
মক্কা সহরে শিক্ষা দিল বরমন॥
আল্লার গোল ভাই জন মুমিনগণ।
তাহার হইল পুথি ভুল সর্জ্জন॥

"ইতি সন ১২৩২ মং তাং ছয় বৈশাখ শ্রী...লী আলি সাং ভগাইন।" আড়িপেতি আকারের বাঙ্গালা কাগজ, * পত্রসংখ্যা ১০, এক পৃষ্ঠে লেখা। ভণিতা নাই। ক্ষুদ্র পুঁথি।

৪১০। রাধিকার মানভঞ্জন।

ইহা আমাদের প্রকাশিত সেই 'মানভঞ্জনের' অন্ত প্রতিলিপি মাত্র। আমার গ্রন্থে ২২৪ শ্লোকে গ্রন্থ শেষ; কিন্তু ইহা ২২৩ শ্লোকে শেষ। আরম্ভে অমিল নাই। মধ্যে কোথাও কিছু বেশী থাকিবার সম্ভাবনা। ভণিতা নাই। শেষ এইরূপ :—

রাধাকৃষ্ণ দুইজন একত্র হইয়া।
কুঞ্জের চরম মাথে দিয়া। ২২৩

"ইতি রাধিকার মানভঞ্জন সমাপ্ত। চৌত্র লিখন ভক্ত বোষ এই পুস্তক ও আখান ভাবিয়া লেখা হইয়াছে। পরাম সেনের বাসাতে লিখীনং ইতি ১১৭৫ মঘি শ্রীনিলকণ্ঠ সেন দাস"। পত্রসংখ্যা ৩১; দুই পিঠে লেখা। কাগজ জীর্ণ শীর্ণ। মিলাইয়া দেখি নাই।

৪১১। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। ৪৯১ হইতে ৫৯২ সংখ্যক ব্যবস্থাগুলি আছে। বহুদিনের পুরাতন কি না, জানি না। কাগজ পুরাতন ও জীর্ণ শীর্ণ। তারিখাদি নাই। অনেক রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে। তৎসমস্ত আয়ুর্বেদ সম্মত কি কৌতুক, জানি না। দুই স্থান হইতে একটু নমুনা দিলাম :—

শুণ্ঠ সুখ (?) ৵০ আর পাওরা তাল বেশনা ৵ আর পাকা মিরি ৵ আর পাওরা তিন দর (ত্রণা) প্রত্যেক প্রত্যেক কুটিয়া গুরা করিয়া মিলাইয়া ।৵০ ভত্র

* এইরূপ কাগজ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত 'আল্লাই' গ্রামে নিজস্ব তৈয়ার হইত। শেখ আবাবিআলী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তি সরকার বাহাদুরকে কাগজ যোগাইবার জন্য ঠিকাদার নিযুক্ত ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'কাগজী মহাল' নামে এক তালুক দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভ ছিল, বলাই বাহুল্য। এখন উক্ত 'আল্লাই' (প্রকাশ 'কাগজী পাড়া') গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীদিগের পথ ঘাট ঢুকিবার পক্ষে রাজে দুর্গন্ধের আঘাত হইত। সেই গ্রামবাসীদের দুঃখদুর্দ্দশার সীমা ছিল না। ইহার ব্যবসায় হইতে উক্ত আবাব আলি 'চৌধুরী'র বড়লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। অধুনা কাগজ প্রচলিত হওয়ায় পর হইতে ঐ ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। সমস্ত দেশে পূর্ব্বে ঐ গ্রামের কাগজই ব্যবহৃত হইত।

কবিরাজি সেরেস্তার কাগজ পত্রের জন্য এরূপ পুঁথির আকার পরিবর্তনই প্রচলিত হইয়া থাকে ... আর কিছু দিন পরে ইহা অপর কবিরাজিতে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই।

[illegible] নিয়মে [illegible] খাইবেক, পরে কাচা দুগ্ধ আর [illegible] কি তিন ছটাক খাইবেক, ইহাতে পুরুষত্ব অধিক হইবেক [illegible]।

[illegible] কাট লইয়া [illegible] [illegible] শাখ [illegible] [illegible] পারে, [illegible] গাছ সর্ব্ব দুগ্ধ [illegible] আর [illegible] রোগিকে খাওয়াইবেক, সর্পের বিষ ও সকল বিষ ভালো হয় [illegible] ৪৬১।

[illegible] কর্ণিয়া [illegible] [illegible] কিছু সকল [illegible] [illegible] [illegible] ৪৬০।

[illegible] ৭। [illegible] কাগজ। দুই পিঠে লেখা। [illegible] এক পৃষ্ঠার পর [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] :—

[illegible] যন্ত্রের [illegible] সাধন

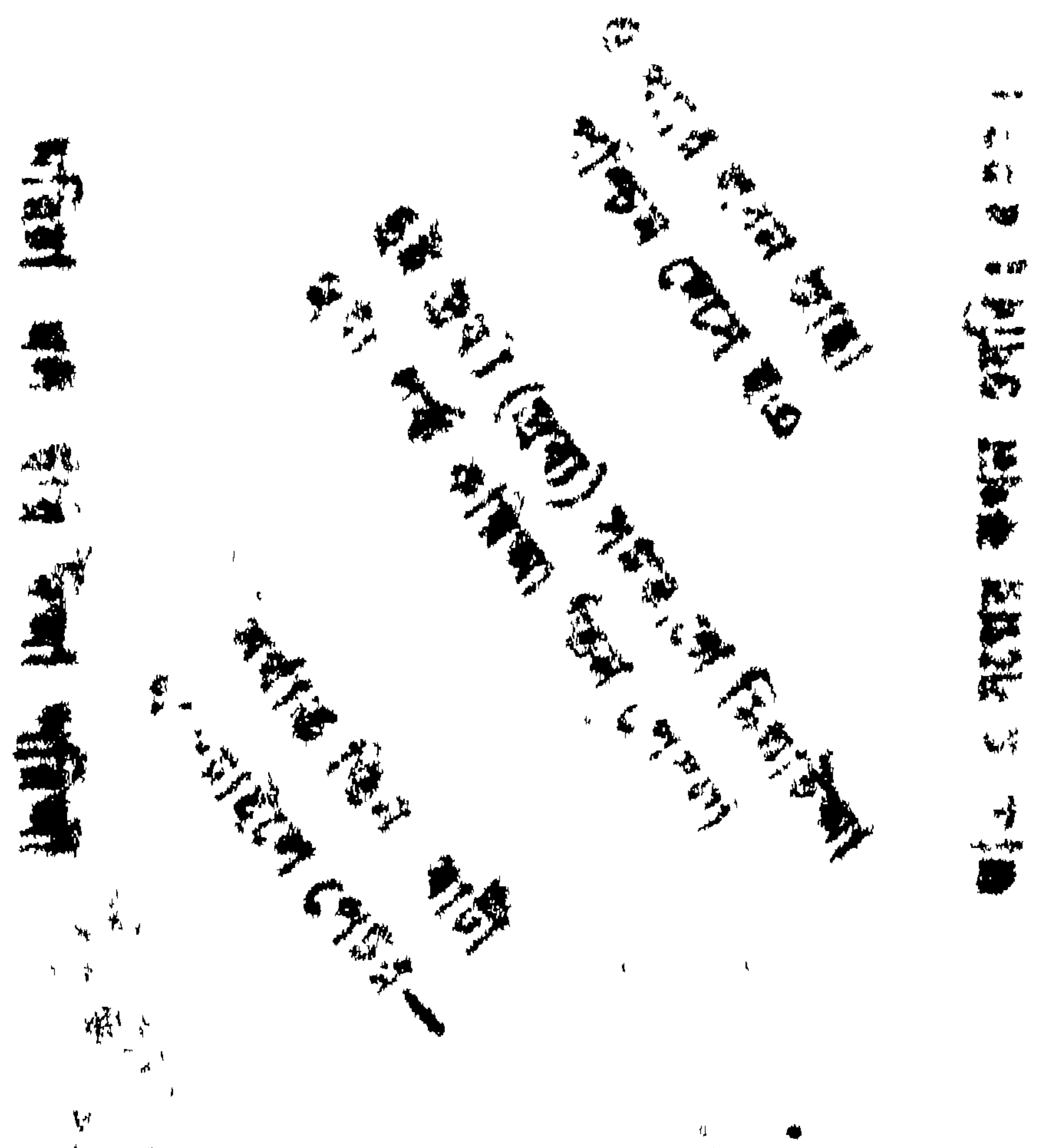

[illegible] বর জমি. [illegible]

ইহা ঠিক উক্ত-চিত্তা-[illegible] লোকদের [illegible] এবং এরূপ [illegible] [illegible] [illegible]

৪১২। শিশু-বোধক।

[illegible] ছাপা পুস্তক হইতে ইহা ভিন্ন [illegible] প্রায় সকল [illegible] লেখা [illegible] ও [illegible] আছে। আখ্যায় শুভঙ্কর দাসের [illegible]। ইহা তিন প্রকরণে বিভক্ত। ১ম প্রকরণে [illegible] লিখিবার ধারা ও [illegible], ২য় [illegible] [illegible] ও [illegible] এবং [illegible] প্রকরণে [illegible] [illegible], শিব-বন্দনা, হর-গৌরী বন্দনা, [illegible] বন্দনা, [illegible] [illegible], [illegible] (সংস্কৃত) এবং [illegible] (সংস্কৃত) লিখিত আছে।

[illegible] লেখকের নাম নাই। লেখা [illegible] প্রাচীন [illegible]—[illegible] বৎসর পূর্ব্বের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চন্দ্র [illegible] [illegible] পত্র-সংখ্যা ৩৭। [illegible] কাগজ, দুই পিঠে লেখা।

ইহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রধান [illegible]। *

৪১৩। সোহাগ বচন।

আরম্ভ :—

[illegible] [illegible] লিখি [illegible] [illegible] ॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ॥

শেষ ও ভণিতা :—

[illegible] [illegible] [illegible] লিখন ।
[illegible] [illegible] [illegible] লিখন ॥

* '[illegible] বন্দনা' ও '[illegible]' [illegible] পুস্তকে প্রকাশ হইয়াছে।

যে দেশে যখন যাই সে হয় হদিশ।
সুবুদ্ধি বুঝিতে পারে মূর্খে লাগে বিষ॥
রচিল বিজয়রাম সেবিয়া ঈশ্বরে।
এই আর্য্যা লও শিশু হৃদির অন্তরে॥

পদসংখ্যা—৩০ মাত্র। ইহাতে জমিদারী সেরেস্তার সেকার বচনাদি লিখিত আছে। ইহাতে বহু মুসলমানী শব্দের প্রয়োগ আছে।

৪১৪। রাবণের কবিতা।

আরম্ভ :—

বোল রাম রঘুমনি।
অন্তকালে বন্ধু কেবল রাম নাম খানি॥
একদিন সিংহাসনে বসিল রাবণ।
সমুখেতে দাণ্ডাইয়াছে হস্তিস কটি সেনা॥
এক এক সঙ্গ পিছে হস্তিযুক্ত জোরা।
এক এক সঙ্গ পিছে সংস্রেক ঘোরা॥
*   *   *
এই মত কাম্য করে দেবতা সকল।
চৌদ্দ সমনে বহে তার সেখানের জল॥
*   *   *
এইমতে মনে মনে ভাবএ রাজা।
এথাএ জানকিনাথ লইআ কপিগণ॥
নল নিল হনুমান লখেক বানর।
গাছ পাথর আনিয়া বান্ধিল সাগর॥

শেষ ও ভণিতা :—

এইমতে শ্রীরাম রাজা বসিয়াছে নদির কুলে।
হেনকালে অঙ্গদ নিল মুকুট লইয়া মিলে॥
*   *   *
সেই মতে রাবন সঙ্গে আছিল বিবাদ।
ক্রমে ক্রমে নিবেদিল সকলি সম্বাদ॥
হরিস হইল শুনে জানকির নাথ।
অঙ্গদের শিরের মালা দিলেক প্রসাদ॥
যেবা গাএ যেবা শুনে অজর অমর।
রামের বরে মন যাহা সিদ্ধি করে তারে॥
নিত্যিজ্ঞান পণ্ডিতে ভনে শ্রীরামে অধ্যাএ।
বিধাত্রি কাগেতে প্রভু হইবেন সহাএ॥

পদ-সংখ্যা ১২৩ মাত্র। কবিতাটি 'অঙ্গদ রায়বার' বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠের সঙ্গে আদৌ মিল নাই। ভাষা নিতান্ত অমার্জ্জিত। পয়ারের বহু স্থানেই বর্ণবিপর্য্যয় লক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, ইহা কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, সন্দেহ জন্মে। বোধ হয়, ভাটেরা ইহা গান করিত ও তাহারাই ইহার এরূপ আকার দিয়াছে। ভাষার বিভক্ত্যাদি অনেক স্থানেই চট্টগ্রামী প্রয়োগের অনুরূপ।

৪১৫। শিব-বন্দনা।

আরম্ভ :—অথ শিব-বন্দনা। ভট্টছন্দ।
যং যানি (?) দেবি দুর্গে শক্তি কাত্যায়নী।
পরাৎপরা ত্রিলোকতারা বিপক্ষভঞ্জনী॥
ভবতারিণে (?) দিন তারে তাকহি যারে যাই।
কাতর কিঙ্করে কর করুনা বিতার॥

শেষ ও ভণিতা :—

ভট্ট কৃষ্ণদাসে বিচার আসে করিছে বনন।
ভট্টর আসা পুর্ণ কর বাবা গোবিন্দ ধন॥
আছেন সরোবর সমসর দাতা রঘুনাথ।
ভট্ট পাইল তোরা জোরা ঘোরা সাল দিলাপ॥

পদ-সংখ্যা—১১। ইহাতে চট্টগ্রামস্থ সীতাকুণ্ড তীর্থের একটা ক্ষুদ্র বর্ণনা আছে। ভট্টের বর্ণনা সুন্দর নহে। রচয়িতা কৃষ্ণদাসের নিবাস বোধ হয় চট্টগ্রাম 'কদলপুর' গ্রামে।

৪১৬। হর-গৌরীর কোন্দল।

আরম্ভ :—

অথ হরগৌরির বন্দনা। ভট্ট ছন্দ।

একদিন কৈলাস শিখরে শিব পার্ব্বতি সহিতে।
যাকোর উভয় ... [illegible] ... দুই জনেতে॥

[illegible]

বলিছেন ভগবতী শিবের প্রতি ভৎর্সনা বচন।
দেবদ্বিজ কোন কাজে যেয়াও পঞ্চানন॥

শেষ ও ভণিতা :

শুনিয়া শিবের বুলি কৃতাঞ্জলি করে মহেশ্বরী।
তুষিতে লাগিল শিবা কৃতাঞ্জলি করি॥
হইল মানাধন উপাৰ্জ্জন বুদ্ধি কৃতাঞ্জলি।
দূরে দূর্ব হৈল মন কিছু নাহি অবধি॥
শেষ এই বলে শিবা শিবের বাক আলাপন।
কৃষ্ণদাস কহেন বাণী শুনহ পঞ্চানন॥

পত্র-সংখ্যা—৩১। ইহাতে হরগৌরীর একদিনের কোন্দল বর্ণিত আছে। গৌরী মহাদেবকে ভিক্ষায় গিয়া রিক্ত হস্তে আসেন বলিয়া তিরস্কার করিলে, ভোলানাথ ভিক্ষার ঝুলিটি দেন; তার পর যাহা হয়, উপরে উদ্ধৃত শেষাংশে তাহা বর্ণিত আছে।

৪১৭। রতিশাস্ত্র।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥
অথ রতিশাস্ত্র আরম্ভ॥

বর্ণিমুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
রতির বিলাস শুন পুরাণ প্রমাণ নিবেদন॥
রতি বই যতি নাহি সংসার ভিতর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চিত্তে আছে নিরন্তর॥
• • •
শুন সবে রসের রসিক চূড়ামণি।
গ্রন্থকে পুরাণ বর্ণিলেন আনি॥
• • •
এবে কহি শুন সবে যৌবনাদি বিবরণি।
শিশু ভাব স্বভাব এই নিবেদন করি॥
• • •
মৌবনকাল তিন পদ উপকারি।
যোগ্য কালে বারা পদ্ম সাধনে উপরি॥
তিন দিবসে পশ্চিমে গোপাল কবিকথায়।
শুন সম্প্রদায় সকলে এই সার॥

শেষ :—

রতিশাস্ত্র না জানিয়া করয়ে শৃঙ্গার।
হত ঘেটু কি জানিবে রসের বিচার॥
যথা স্বর্ণ হয় তার শুধিবি ভরিয়া।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি বেড়ায় জানিয়া॥
শুন শুন ওহে ভাই এই তো কথন।
রতি বহি সংসারেতে আর নাহি ধন॥
গর্গ মুনি কন কথা পুরাণ প্রমাণ।
রতিশাস্ত্র কথা এই হৈল সমাধান॥

"ইতি পদ্মপুরাণান্তর্গত রতিশাস্ত্র গ্রন্থ সমাপ্ত॥ সন ১১৯৭ সাল তারিখ ২৫ কার্ত্তিক॥ শ্রীঈশ্বর (?) সেন সংশোধিতং॥ সন ১২৫০ বঙ্গাব্দ আষাঢ়স্য পঁচিশ দিবসে শোধিত হইল॥ এই গ্রন্থ সম্পূর্ণং শুভ॥" পত্র-সংখ্যা ২৩। তিনাইঞ্চি আকারের সাদা দেশি কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত। বর্ণ-বিন্যাস প্রায় বিশুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তার নামটা কি 'গোপাল ঠাকুর'? কোথাও ভণিতা পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

৪১৮। কবিরাজী পাতড়া।

খণ্ডিত। পাত কাটিয়া দিয়া পর্য্যায় দেওয়া আছে, কিন্তু তাহা স্থির না থাকায় নির্দ্দেশ করা যায় না। মুদ্রায় ১৮ পাতা পাওয়া গেল। দুই পিঠে লেখা। আদিবাদি কিছু জানা যায় না। আকার দীর্ঘ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। কাগজ যেন তালপত্রের।

কবিরাজ গোপাল ... ... দিকে ... কৰ্ত্তৃক ... লেখা। ... ... এখানে কবিরাজ ... কারণ ... উপায় বলি এবং ... ...

যায় যায় নাই। কোন কোন স্থানে 'যথা শাস্ত্র' মতে লেখা আছে। তবে অপরগুলি কি আয়ুর্ব্বেদীয়, না দেশীয়? কয়েকটা ঔষধের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলাম:—

(১) কুকুরে কামড়াইলে প্রয়োগ। যথা শাস্ত্রমতে।

আসাকন্দা পোক—/০ মাসা
গোল মরিচ———৵০
আদ্রক————/০
সিংগুপ (?)———/০

এহারে বাটি সাত গুলি বানাই তপ্ত জল অনুপানে খাইব, আড়াই প্রহর বাদে কিছু খাইব।

শারোক্ষা গাছের জর ছেচি আদ পাবা রস সহ-খাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) স্ত্রীলোকের সন্তান হইবার প্রয়োগ।
রক্ত বাইসপাত্রির জর——১ ওং
এক বরন্তা গরুর দুগ্ধ——১

এহারে বাটি কাচা দুগ্ধে মিলাই রিতু স্নান করি তিন দিন খাইলে রিতু রক্ষা পাএ, সন্তান হয়।

বর একচির—১

এক বরন্তা গরুর দুগ্ধেতে বাটি খাইলে রিতু রক্ষা পাএ।

(৩) ছোগের কুকল্প হইলে তাহার প্রয়োগ।

সেত করবির জর—১ তোলা
চুকিঞানা———১
অমলকি———১

এহারে বাটি বরই বিচি প্রমান গুলি করি কাজা জল অনুপানে খাইব এবং বৈশুনাদি শাক অম্বল না খাইব।

একটী ছড়া :—

(১) আগে সেও পিছু পাট তার ফকলা ফাগি ফকলার অত্ত বিচার।

(১) থোচাচ খিরির (খিজির ?) সাহা মিল পির কলমা আগি কলমার সগে মিলহ।

(১) লাহা ইলাহা ইল লা মিল মিল।
কলমা আগি কলমার সগে মিল।

পুরা ফুলস্কেপ আকারের কাগজ। দুই পিঠে লেখা। অনেক পাতা নাই। এই সকল পুঁথি 'পরিষদে' দেওয়া যাইতে পারে।

৪১৯। বেতাল পঞ্চবিংশতি।*

ইহার আকার বড় ছোট নহে। পৃষ্ঠ-সংখ্যা ১৬। হরেক রকমের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। অতি প্রাচীন নহে; ৫০।৬০ বৎসরের নকল হইবে।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং॥ বেতালপঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ॥ কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত॥ পয়ার॥

কলিতে বিক্রমাদিত্য মহেন্দ্র ভূপতি।
সর্ব্বগুণান্বিত রাজা পুণ্যবান অতি॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহাবল বীর।
সত্য বাক্য পালয়ে যেমন যুধিষ্ঠির॥

ভণিতা :—

(১) কাতর দেখিয়া দয়া না হবে তোমারি।
বিরচিত কালীদাস মধুর পয়ার॥
(২) পুথিতার বাকি দেখা না করে প্রকাশ।
পয়ার প্রবন্ধে কহে দ্বিজদাস দাস॥

শেষ :—

এতেক বলিয়া তার বেতাল চলিল।
মর্ত্ত্যে প্রকার তার উদয় হইল॥

* কলম্বিত—অসম্পূর্ণ

করিল বিক্রমাদিত্য গৃহেতে গমন।
বেতাল পঁচিশে কথা হৈল সমাপন॥

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ।

প্রাগুদ্ধৃত ২য় ভণিতাটি কি প্রকৃত, না, 'দিগম্বর—(দিগম্বরী বা কালী)-দাস' এখানে 'কালিদাস' অর্থে প্রযুক্ত, বুঝিলাম না। কেবল এক স্থলে ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই 'বৈদ্য কালী-(প্রসাদ) দাসের' ভণিতা আছে।

এক কালীপ্রসন্ন কবিরাজের কৃত 'বত্রিশ-সিংহাসন' (বটতলার ছাপা) গ্রন্থ আছে, দেখিয়াছি। এই দুই 'কবিরাজ' অভিন্ন ব্যক্তি না কি, জানি না।

৪২০। শান্তি-শতকম্।

সানুবাদ।

ইহা শিহ্লন মিশ্রের সুপরিচিত গ্রন্থের অনুবাদ, তাহা বলাই বাহুল্য। পত্র-সংখ্যা—৩৪। ¼ অংশ ফুলস্কেপ্ অপেক্ষা একটু ছোট আকারের বাঙ্গালা কাগজের দুই পিঠে লেখা। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। বেশী দিনের নকল নহে,—৪০।৫০ বৎসরের লেখা হইতে পারে। অনুবাদ-কাল অন্তরূপে নির্ণীত হইতে পারিবে। তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভ :—

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং। শান্তিশতকং।
শ্রীগুরুচরণ স্মরি : শঙ্করের মহাশয়,
পাদপদ্মে আনন্দহৃদয়।
কিঞ্চিৎ বর্ণ বহু, দুর্গতির অবসাদ,
দাস হয় তব পুণ্যময়।
* * *
অম্বিকার পুরে ধাম, জেলাপুরের বাস ধাম,
বর্দ্ধমানাধিরাজ বিদিত।

তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, বল্‌গণা বিখ্যাত নাম,
সাহাবাদ পরগনা স্থিত।
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরাম মোহন নাম,
উপনাম শ্রীজ্ঞানবাগীশ।
শান্তিশতকের অর্থ, পয়ারেতে কহে তথা,
শুনি সবে করিবে আশিষ।
* * *

(অথ শান্তিশতকং।)

নমস্যামো দেবান্ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগা।
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়তকর্মৈক-
ফলদঃ॥
ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ
প্রভবতি॥ ১।

প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বলি কি কারণে॥
তবে কি বন্দিব বিধি বলিয়া প্রধান।
কর্ম্মফল বিনা যার সাধ্য নাহি আন॥
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহত্ব।
শুভাশুভ ফল যত কর্ম্মের আয়ত্ব॥
কি করিবে বিধি আদি অনেক দেবতা।
কর্ম্মেরে প্রণাম যাহা হইতে ধাতা॥ ১॥

শেষ :—

যদি শান্তং মনো ... যদি মুক্তিপদে রতিঃ।
তদা শিহ্লনমিশ্রস্য পদ্যমালাকৃতাং প্রিয়া॥ ১০৭॥
আপনার শান্তিতে যদ্যপি মন থায়।
যদ্যপি লোকের মুক্তিপদে রতি হয়॥
তথাপি এরূপে যাহে ভাবের ধারণ।
শিহ্লন মিশ্রের কৃত সব আস্বাদন॥ ১০০॥

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ॥
শান্তিশতকং সমাপ্তঃ॥

অনুবাদ প্রাঞ্জল ও যথাযথ। 'শতক' গ্রন্থে ১০৭ শ্লোক হইল কিরূপে? ছাপা গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখি নাই।

৪২১। পাঁচালী।

ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ। খুব প্রাচীন বোধ হয়। আবরণ-পত্রটি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় সনাদি জানা যায় না। পুরাণ বাঙ্গালা (দেশী) কাগজ। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬২। আট পেজী আকার। বড় বড় অক্ষর। ভণিতা নাই। ইহা ছয় ভাগে বিভক্ত। ১ম ভগবতী বিষয়, ২য় সারদা, ৩য় কৃষ্ণ-বিষয়, ৪র্থ বিরহ, ৫ম খেঁউড় পাচালী ও ৬ষ্ঠ হিতোপদেশ। নিম্নে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইল।

(১) ভগবতী-বিষয়।

গ্রন্থারম্ভ:—

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥
অথ পাচালী পুস্তক॥
অথ ভগবতী বিষয়।

গীত। কৃপাং কুরু কালী কালক কিংকরে, শঙ্করি শমনদাসিনী, সুশীলে দানপালিকে, সত্বরে দিবে অভয় দেহি মে, মমাপি দিনবরে॥"

শেষ:—গীত।

ভবাম্বুধে ভয় কি ও মন আমারো। সর্ব্বাণী স্মরণে ডাক মা, ভুল মারে অধীকে অমন্ত্র প্রাণে ভবানী ভাবনা ভবভয় নিবারো। সম্বোধ বিরল যামনে ভুবনেশ্বরী ভাবনা অনাসে পাবে অভয় চরণ ভজ কর তুমি কারো। শমন যবে ধরব ভাবিবে দোহাই দিবে কারো॥

"ভগবতী বিষয় সমাপ্ত।"

ইহা দুই পাতে সমাপ্ত। রচনা প্রায় সুন্দর। এক স্থানে গতে 'দুই কথা' আছে।

(২) সারদা।

আরম্ভ:—"অথ সারদা।

গীত। ওমা সারদে অরবিন্দবাসিনী, ওপদ পঙ্কজ গন্ধে, মধুকর সদানন্দে, যার মধুপানে পদবেষ্টিত হইয়া করে ধ্বনি। ইত্যাদি।

শেষ:—

ছড়া * * *
(মা) কার দেও রূপবতি শত শত নারী।
কার ঘর আল করে হাবা খোদা বুড়ী॥
তোমার দোষ নাই মাগো কপালেরি দোষ।
লাজ রাখ মদা তুই কার প্রতি রোষ॥

সারদা সমাপ্তং"

ইহা ৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। রচনা গ্রাম্য শব্দ-বহুল।

(৩) কৃষ্ণ-বিষয়।

আরম্ভ:—"অথ কৃষ্ণ বিষয়।

গীত। কিবে শোভা বৃন্দাবনে মদনমোহন।
বিরাজে শ্রীরাধা সঙ্গে ভক্তের জুড়াতে মন॥
ইত্যাদি।"

শেষ:—গীত।

ওরে মন মধুকর, সুখে মধু পান কর,
মুরহর কমল চরণে॥
অনিত্য ভাবনা কেন, যে নিত্য ভাবনা কেন,
না হইল তত্ত্বজ্ঞান, মত্ত অকারণে॥
শুন রে পামর চিত্ত, একি তব অনুচিত,
যারে ভুলে কদাচিত, না কর স্মরণ,
তাই বলি মধুচিত, বিনয়ে তব বদিত,
পাইবে সেই সচ্চিদানন্দ কারণে॥

কৃষ্ণসংবাদ সমাপ্ত॥"

ইহা ২৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। দুই এক স্থানে গদ্যও আছে। রচনা মন্দ নহে।

(৪) বিরহ।

আরম্ভ—"অথ বিরহ।

ছড়া। পূর্ণ ত্রয় উদয়, দশদিক হিমালয়,
কাঁদা যদি কি হবে সময়, ইত্যাদি।"

শেষ :—

একবার সে তার কাছে এই কথা বলে কুমতি মজের বিকটে অমৃত লইয়া বন্ধ করিলেন।

"এই অবধি সমাপ্ত করা গেল।" ইহা ১১ পৃষ্ঠার শেষ।

(৫) বৈদ্য পাঁচালী।

আরম্ভ—"অথ বৈদ্য পাচালী।

অনাদি নিজবোধিতাঃ পার্বতিকোত্তা নমামহে।
কোটিনী কুটিনিজ ববদ্যতাঃ পাদকি রন্ধন কর্মাত্ত।"

শেষ :—

শীঃ। কামিনী। আর বাকি, যা পুরিব গুপবিধি,
সেখ বল। কে হবে উপায়,
হবে ডিনী করবার প্রকাশিত নিরবধি।
এক ও মা হবে ব তিনী কোথা যাব অবধি,
চরণ হবে কেন এমন আছে রজনী।
বৈদ্য সমাপ্ত।।"

ইহা ১৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অশ্লীল ভাষা ভদ্র লোকের অপাঠ্য।

(৬) হিতোপদেশ।

আরম্ভ :—

"অনেক কর্মাচিত্ত দ্রুপ পাপ তাপ সংতাপক লেখক পটি স্বজন পালন প্রণালীতে যশ অপকর্ষাৎ * * * * * * * সাধার অন্যান কারাগারে শঙ্কায় (?) বন্দি করিয়াছে। (একটী বাক্য উদ্ধৃত করিলাম।)"

শেষ :—"ইত্যাদি * * *
আমি দুখ মহাজন, আর এই অবধি,
মূল শ্রী হিতোপদেশ, এখানে হবে তব বচন।
পুস্তক সমাপ্ত।"

ইহা ৫ পৃষ্ঠায় শেষ। ইহার রচনা অশুদ্ধ ও পারমার্থিক।

এই পুঁথিতে গীতও ছড়া ভিন্ন কিছু নাই। ছড়ার ভাষা পদ্যের মত হইলেও গদ্য বটে। গ্রন্থের একস্থানে 'কুলল' ভেলের উল্লেখ আছে। তবেই বুঝা গেল, আধুনিক 'ফুলেল' নবাবিষ্কার নহে। অ ও আ এর দুটি সংস্কৃত বর্ণরূপে ছাপা (কেবল কয়েক স্থানে মাত্র)। বাঙ্গালা অনেক অক্ষরের দুর্দশা স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

৪২২। প্রেম নাটক।

মুদ্রিত গ্রন্থ। সন তারিখ নাই। আবরণ পত্রে লেখা আছে,—"শ্রীশ্রীকালী শরণং। প্রেম নাটক নামক গ্রন্থ। কালিকাতা দর্পনারায়ণ নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গা রাম বন্দ্যোপাধ্যায়েন কর্তৃক গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারাদি বিবিধ প্রকার আর্ভনব ছন্দে বিরচিত হইয়া ইষ্টাসিদ্ধ জানদীপক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল।" ক্ষুদ্র পুস্তক; ডিমাই আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। সমাপ্ত। দেশী বাঙ্গালা কাগজ।

আরম্ভে 'গণক ছন্দে' গণেশ বন্দনা ও 'কুসুম-প্রবাহ' ছন্দে সরস্বতী বন্দনার পরই—

"কোন নগরস্থ এক পুরস্থ বিলাসী কুলোদ্ভবা কামিনী ভামিনী কমলমোহিনী গজেন্দ্রগামিনী মৃগাক্ষিহাসিনী পূর্ণেন্দু-বদনা কুন্দকুসুমদশনা কোকিলবেশা ইন্দীবরনয়না কুঞ্চিতকুন্তলা সুশীলা প্রভৃতি" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণগুলি একটানা একেবারে চলিয়া কোথায় গিয়া পড়িয়াছে, ঠিক করিতে পারিলাম না।

শেষ :—

অতএব দূর দিয়া তব অর্পণ।
মাটির সহিত কেন অতো আর্পিছন।

কহিলাম তাঁর কথা করে অবিধান।
এবে নাটক গ্রন্থ হইল সমাধান।

সমাপ্ত।"

ভাষা গদ্য পদ্য। পয়ার, ত্রিপদী ত আছেই; তা ছাড়া, মালিনী ছন্দ, মালঝাপ, ত্বরিত ছন্দ, একাবলী ছন্দ, তোটক ছন্দ আছে। গ্রন্থে কল্পিত প্রেমের বর্ণনা।

৪২৬। চন্দ্রকান্ত।

ইহার বিবরণ পূর্ব্বে ১৯০ সংখ্যক পুঁথিতে দেখা গিয়াছে। ইহাও মুদ্রিত গ্রন্থ। পূর্ব্বের ও অত্রকার গ্রন্থখানির বিষয় ও রচনা এক হইলেও গ্রন্থকারদের নামাদিতে গোলযোগ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বের গ্রন্থে সর্ব্বত্র গৌরীকান্তের ভণিতা আছে; অত্রকার গ্রন্থেও তাহাই বটে। তথাপি টাইটেল পেজে লিখিত আছে:—"শ্রীশ্রী দুর্গা শরণং॥ চন্দ্রকান্ত নামক গ্রন্থঃ। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত ইদানিন্ত যোকাম কলিকাতার যোড়া বাগানের শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ আমানী-কের সুধাসিন্ধু নামক যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল॥ সন ১২৬০ সাল ৩০ আষাঢ় শুক্রবার ইতি॥"

আরম্ভ:—শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং। নমো গণেশায়।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। অথ গণেশ বন্দনা।
বড় ত্রিপদী। ধুয়া।
তব চরণে প্রণতি করে গণপতি
অধোদয় করি দয়া॥ দেহ কবি পদছায়া॥
আমি দীন দুরাচার অতি॥ ইত্যাদি।

শেষ:—

অতঃপর হরিষ মন সর্ব্বজনে।
কাব্যগীত রচিলেক গৌরীকান্ত ভণে॥

(পয়ার।)

যুধিষ্ঠির প্রতি দ্রৌণ শক্তি ধরি কয়॥
নারী হৈতে মুক্ত হৈল পাণ্ডুর তনয়॥
অতএব মহাপাপ করি দিলেন।
দ্রৌপদী সমেত নষ্ট করিতে পতন॥
তবি পুষ্ট হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
বিদায় হইতে অবে যায় মুনিগণ॥
যদি নাহে তাঁর আগে করেছি স্তবন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ।
কলিকাতা মধ্যে যুগ্যুটিতে নিবাস।
বৈদ্যভারতের নাম আছে প্রকাশ॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত উপাখ্যান॥
লইয়া শ্রীদেবীচরণের অনুমতি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি।
শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবী চরণ আমানিক।
জনক উদয়চাদ পরম ধার্ম্মিক।
সুশীল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রামচন্দ্র বড় কীর্ত্তি যার॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কায়স্থকুলে খ্যাত।
কীর্ত্তিবন্ত সাধু রাম সর্ব্বজন খ্যাত॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইহার।
নানামতে তাঁর বংশের আছয়ে প্রচার॥
তাঁর অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ।
গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস॥
কৃতাঞ্জলিতে যায় এ দীন হীন অতি।
তপজ্ঞান নাহি হায় অতি মূঢ়মতি॥
সাধুজনে গ্রন্থখানি দেখে একবার॥
করিবে অশুদ্ধ দোষ ক্ষমিবার॥
আত্মসুখে স্বপ্ন রাজ প্রেমাপথে॥
সেবকেতে নাহি বর্ণ দেব অবগত॥
নিজ সুখ কামনায় যদি পড়ে দোষ।
বিজ্ঞজনে ক্ষমি তাহি না করিবে রোষ॥

সমাপ্ত।

পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৯৮। জীর্ণপত্র, বাঙ্গালা কাগজ। 'বৈদ্যনাথ-পীড়িতিনতির' রচয়িতা ও এই কালীপ্রসাদ দাস কি অভিন্ন ব্যক্তি?

৪২৭। নববাবু বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রায় আটপেজী আকারের কাগজে ৭১ পৃষ্ঠায় শেষ। বড় বড় অক্ষর। বাঙ্গালা কাগজ। আখ্যাপত্রে লেখা আছে।—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শরণং। গৌড়দেশ চলিত সাধু ভাষায় শ্রীপ্রমথ নাথ শর্ম্মন কৃত নববাবু বিলাস নামক গ্রন্থ কলিকাতায় সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দ ১৭৬০। সন ১২৪৫ সাল।"

ইহা চারিখণ্ডে বিভক্ত; যথা,—অঙ্কুরখণ্ড, পল্লবখণ্ড, কুসুমখণ্ড ও ফলখণ্ড। সর্ব্বাদৌ বন্দনা, গণপতি বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা। এগুলি পদ্যে। তৎপর 'ভূমিকা'। যথা :—

"নিশাকর-কর-নিকর-নির্ম্মল-ধবল-কোমল-কমল মুক্তাফলনির্ম্মল-গঙ্গাজলতুল্য-সিতাম্বেষণঃ প্রকাশীকৃতভুবনতল" ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণ ঘটা ২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত চলিয়া কোথায় গিয়া বাক্য সমাপ্ত হইয়াছে। অথ 'অঙ্কুর খণ্ডে অর্থাৎ বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর।'

শেষ :—

অতএব সবিনয় (বিনয়?) তাজ, শ্রীনন্দন (?)
কুমার ভজ, তজ্জীবে অতুল সুখ পাবে।
ঐহীকে হইবে সুখী, যমরাজে দিবে ফাঁকি,
পরকাল সুখেতে যাইবে।
ইতি শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মণ বিরচিতে নববাবুবিলাসে চতুর্থ খণ্ড সমাপ্তঃ। সমাপ্তশ্চায়ং নববাবুবিলাসঃ।

ভাষা গদ্য পদ্য। গদ্য কি ভয়ানক সংস্কৃতানুগমন!

৪২৮। নববিবি বিলাস।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। কাগজ ও আকারাদি 'বাবু বিলাস'দির মত। আবরণ পত্রে লেখা আছে :—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী শ্রীচরণ ভরসা। নববিবি বিলাস অর্থাৎ কুলটাবর্ত্মে কুলকামিনীর দুঃখ প্রকাশ। যথা।

"অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টিনী।
সর্ব্বশেষে সর্ব্বনাশে সাম্প্রতং ভবতি টুকনী॥"

এতদ্ ভাবমূলক বিস্তৃত গ্রন্থ। অঙ্কুর ও পল্লব ও কুসুম ও ফল এই খণ্ড চতুষ্টয়ে কুলটা গমন ছলে কুলটার সন্দেহভঞ্জন ও মনোরঞ্জন ও জ্ঞানাঞ্জন নিমিত্ত এই পুস্তক মুক্তা.বাগবাসী শ্রীমধু দাস আদেশে তৃতীয়বার কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সন ১২৪৭ সাল ইং ১৮৪০ সাল।"

আরম্ভে গণেশ, গুরু ও সরস্বতী বন্দনা, তৎপর ভূমিকা। যথা :—

"যদ্যপি নব বাবু বিলাসে নব বাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে, কিন্তু এ অপূর্ব ফল খণ্ডে লিখিত অনের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি, সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ ফল তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত হয় নাই, এ নিমিত্তে তৎপ্রকাশে প্রয়াস পূর্ব্বক নববিবি বিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।" ইত্যাদি।

শেষ :—

অতঃপর ছাড়ি দাস হইনু কুট্টিনী।
সর্ব্ব শেষ সর্ব্ব নাশে হইনু টুকনী॥
এক অঙ্গে চারি রূপ হইল আমার।
বহু কষ্ট করি এক পাই বার বার॥
অতএব পুনঃ২ কহি বিবেচন।
কুল ধর্ম্ম রক্ষা কর শুন নারীজন॥
অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী ইত্যাদি॥

প্রাগুক্ত শ্লোক। ইতি নববিবি বিলাসঃ সমাপ্তঃ।

ভাষা গদ্য পদ্য। স্থানে স্থানে হিন্দী বোল আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১১৭। শেষে ছাপার কয়েকটি পাতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় হাতে লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে। ভণিতা নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহাও 'নববাবুবিলাস' রচয়িতার রচিত।

৪২৯। পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান।

প্যাটান ছাপা গ্রন্থ। প্রায় আট পেজী আকারে প্রাতন দেশী কাগজে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। টাইটেল পেজে লেখা আছে, শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং॥ পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান। নামক গ্রন্থঃ ॥ অর্থাৎ ॥ পারস্য শব্দার্থ... ॥ তত্পরিবর্ত্ত বঙ্গভাষা ... সংগ্রহ॥ ...নিবাসী॥ শ্রীপীতাম্বর সেন নাম... দিল্লী যন্ত্রে ॥ মুদ্রাঙ্কিত হইল ...

সংগ্রহান্তে অকারাদি ক্ষকারান্ত অনুলোমে পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান নামক গ্রন্থ প্রস্তুতানন্তর শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল্ বাহাদুরের আজ্ঞাপত্রীর অনুবাদ ... সংখ্যা শব্দ সকল গ্রন্থান্তে ... মুদ্রাঙ্কিত করিলাম পারিস্য শব্দ সকল বঙ্গাক্ষরে লিখনে উচ্চারণে কিঞ্চিৎ ... হয় ... উহার ... উচ্চারণ করিতে কারণে ... দ্বারা করিবেন। ... ব্যাকরণ ও উহাদের সময় নিরূপণ দেওয়া আছে।

৪৩১। কবিরাজী পাতড়া।

ইহার প্রকাণ্ড আকার। ১ হইতে ১০৬ পর্যন্ত পত্রগুলি নির্ণয় করা যায়। তদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট পত্র আছে। অতি জীর্ণ শীর্ণ; অনেকগুলি ... ছিন্ন হইয়াছে। ... জানা যায় না। ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ ইহা নিদানাদির অনুবাদ হইবে।

শেষে লেখা আছে :—

মুসলমান ...

বিনীত ... অস্যার্থঃ। ... ইঙ্গলণ্ডাধিপতি মহাশয়ের অভিপ্রেত এই যে মহানগর কলিকাতা রাজধানীর অধীনের বঙ্গদেশে যে যে স্থানে রাজকীয় যে কোন কর্ম্ম হইতেছে তাবৎ কর্ম্ম বঙ্গভাষাক্ষরে প্রচলিত হয় এতদ্দেশীয় কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দের বহুকালাবধি পারস্য ভাষাক্ষরে কর্ম্ম করণাধীন বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা অবগত হইয়াও সর্ব্বথা উপস্থিত হয় না এতদভিপ্রায়ে কার্য্যোপযোগিতা যোগ্য কিয়ৎ পারস্য ভাষানুবাদানন্তর তৎপরিবর্ত্ত সাধুভাষা

আরম্ভ :—শ্রীশ্রীঈশ্বর শরণং পাতড়া

ভৈরব রাগ—তাল ... তেতালা।

... সাহেবে ... জন্য ... বাঙ্গালা ...

... উপর ... ছন্দে ...

শেষ :— ...

আছে না—...

পারস্যাদি ...

অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ। ...

... বিজাতীয় শব্দাবলীর সংগ্রহ ... অনেকটা সহায়তা করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪৩০। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনম্।

আদ্যন্তহীন ... লেখা। ক্ষুদ্র পুস্তক। পৃষ্ঠসংখ্যা ৪৯। তারিখ বা লেখকের নাম নাই। সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা

পত্রাঙ্কহীন। 'হরিণী যথা [illegible]' ইত্যাদি শ্লোক হইতে পুঁথির আরম্ভ।

৪৩১। আচার-রত্নাকর।

ছাপা গ্রন্থ। ইহাতে [illegible] হইতে [illegible] পর্যান্ত সময়ের কর্তব্য [illegible] [illegible] [illegible] লেখা আছে:— শ্রীযুক্ত [illegible] সংগৃহীত হইয়া [illegible] [illegible] [illegible] ১২[illegible] [illegible] [illegible] ভূমিকা [illegible] [illegible] [illegible] মঙ্গল [illegible] [illegible] শ্রীমান [illegible] [illegible] প্রণয়কারক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রণামপূর্ব্বক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (?) [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (১০৪ পত্র।)

৪৩৩। গীতরত্ন।

প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহাতে সুপ্রসিদ্ধ [illegible] রামনিধি গুপ্তের (নিধু বাবুর) [illegible] সংগৃহীত আছে। ভূমিকাংশের /০ হইতে ৸৶০ সংখ্যক পত্রগুলি নাই বলিয়া মুদ্রণকালাদি জানা যাইতেছে না। [illegible] পত্রে ভূমিকাতে নিধু বাবুর জীবনী সঙ্কলিত ছিল। ইহার প্রকাশক নিধু বাবুর [illegible] জয়গোপাল গুপ্ত। ভূমিকাদি ছাড়া, মূল গ্রন্থের ১—১৩৮ পত্র পর্যান্ত আছে। জানা যাইতেছে,—"রামনিধি বাবু এবম্প্রকার সুখসম্ভোগে ৯৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত [illegible] ১২৪৫ সালের ২১ চৈত্র [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] সমাপ্ত।

প্রয়োজন তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই।
যাবত জীবন মোর, [illegible] তোমায়,
[illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] তুমি [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] লিখিত আছে। ইহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই পুঁথি [illegible] 'পরিষদে' [illegible]।

[illegible] [illegible]